Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

الجواب الكافي গ্রন্থের অনুবাদ

রূহের খোরাক

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম

জুবায়ের মহিউদ্দীন
অনূদিত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

الجواب الكافي গ্রন্থের অনুবাদ

রূহের খোরাক

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ

জুবায়ের মহিউদ্দীন
অনূদিত

মাকতাবাতুল আসলাফ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভেতরের পাতায়

১৫ অনুবাদকের কথা
১৮ একটি প্রশ্নের উত্তরে...
১৯ প্রত্যেক রোগেরই প্রতিষেধক রয়েছে
২০ অজ্ঞতার প্রতিকার
২১ কুরআনে শিফা বা আরোগ্যের আলোচনা
২৪ দুআ অকল্যাণ বিদূরিত করে
২৫ উদাসীন ব্যক্তির দুআ
২৫ হারাম : দুআ কবুলের অন্তরায়
২৭ দুআ সবচেয়ে কার্যকরী ওষুধ
২৭ বিপদ-আপদ-প্রতিরোধে দুআর কয়েকটি স্তর
২৯ দুআর মধ্যে কাকুতি-মিনতি করা
৩০ দুআর প্রতিবন্ধকতা
৩১ দুআ কবুলের সময়
৩৩ হাদীসে বর্ণিত দুআ
৪০ দুআ কবুলের ক্ষেত্রসমূহ
৪২ দুআ কবুলের শর্ত
৪২ দুআ ও ভাগ্যলিপি
৪৫ দুআ সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম
৪৫ দুআর মাধ্যমে উমর ইবনুল খাত্তাবের সাহায্য-প্রার্থনা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৪৮ যেমন কর্ম তেমন ফল
৫০ মানুষের কর্মফল-ভোগের ব্যাপারে ইতিহাসের সাক্ষ্য
৫১ নফসের ধোঁকা
৫২ ক্ষমাপ্রার্থনার আশায় মানুষ প্রবঞ্চনার শিকার হয়
৫৪ নেক ও সৎলোকদের প্রতি অন্ধভক্তি
৫৫ আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপারেও তারা ধোঁকার মধ্যে থাকে
৫৫ কুরআন-সুন্নাহর মর্মার্থ অনুধাবনে ভ্রান্তির শিকার হওয়া
৫৮ আল্লাহর প্রতি সুধারণায় ভ্রান্তির শিকার হওয়া
৬১ সুধারণাও এক ধরনের নেক আমল
৬১ সত্যিকারের সুধারণা বনাম নফসের ধোঁকা
৬৩ ক্ষমাপ্রাপ্তির ভরসায় আল্লাহ'র আদেশ-নিষেধকে অমান্য করা
৬৪ সুধারণা নাকি ধোঁকা?
৬৬ মুমিনের আশা
৬৭ সাহাবীদের অন্তরে আল্লাহ্‌ভীতি
৭২ দুনিয়ার ধোঁকা
৭৩ নগদ-বাকির হিসাব
৭৪ আরেকটি অথর্ব চিন্তা
৭৫ আল্লাহর ওয়াদা ও ভয়ভীতির প্রতি সন্দেহ-পোষণ
৭৬ একজন মুমিনের শরীয়ত-প্রতিপালনে অবহেলার কারণ
৭৮ গুনাহের ক্ষতি
৭৮ ইতিহাসের সাক্ষ্য
৮১ নবীজি ও সাহাবীদের সতর্কবাণী
৮৬ অসৎ কাজে বাধাপ্রদান
৮৮ গুনাহের সামাজিক প্রভাব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৯১ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বাধা-প্রদান
৯১ কোনো গুনাহকেই হালকা বা তুচ্ছ মনে করতে নেই
৯৩ গুনাহের তাৎক্ষণিক ও দূরবর্তী প্রভাব
৯৪ গুনাহের পরিণতি
১০০ গুনাহের পরম্পরা দীর্ঘ হতে থাকে
১০২ গুনাহ নেককাজের আগ্রহ শেষ করে দেয়
১০৩ গুনাহ করতে ভালো লাগতে থাকে
১০৪ গুনাহ অতীতে আযাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের কর্মের সিলসিলা
১০৫ গুনাহগার ব্যক্তি আল্লাহর কাছে লাঞ্ছিত ও ধিকৃত
১০৫ অনুতাপ ও অনুশোচনাবোধ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া
১০৬ গুনাহের অশুভ প্রতিক্রিয়া
১০৬ গুনাহ মানুষকে লাঞ্ছিত করে
১০৭ গুনাহের কারণে মানুষের বুদ্ধি লোপ পায়
১০৮ গুনাহ মানুষের অন্তরকে নির্বিকার করে তোলে
১০৯ গুনাহ বান্দাকে নবীজির অভিশাপের পাত্র বানায়
১১১ গুনাহ বান্দাকে আল্লাহ তাআলার কাছেও অভিশপ্ত বানায়
১১২ গুনাহ মুমিনকে রাসূলের দুআ থেকে বঞ্চিত করে
১১৩ পাপাচারী ব্যক্তির শাস্তি ও নবীজির একটি স্বপ্ন
১১৬ গুনাহ পৃথিবীতে ফাসাদ বাড়ায়
১১৭ আল্লাহর নাফরমানি আত্মসম্মানবোধ নষ্ট করে দেয়
১১৮ আত্মসম্মানবোধ ও ব্যক্তিত্ব
১২১ আল্লাহর অবাধ্যতা মানুষকে লজ্জাহীন করে দেয়
১২২ গুনাহ অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় ও শ্রদ্ধাকে ম্লান করে দেয়
১২৪ গুনাহ মানুষকে আল্লাহভোলা করে দেয়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১২৫ গুনাহ্ সদ্ব্যবহারের অভ্যাস থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ

১২৬ গুনাহ্গার অসংখ্য সওয়াব ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়

১৩১ আল্লাহ্র নাফরমানি অন্তরকে দুর্বল করে দেয়

১৩২ গুনাহ্ আল্লাহ্ তাআলার নিয়ামতকে দূরে সরিয়ে দেয়

১৩৪ অন্তরভীতির অন্যতম কারণ আল্লাহ্ তাআলার অবাধ্যতা

১৩৫ আল্লাহ্র অবাধ্যতা অন্তরে দুঃসহনীয় একাকিত্বের জন্ম দেয়

১৩৬ গুনাহ্ মানুষের অন্তরকে 'অসুস্থ' করে তোলে

১৩৮ আল্লাহ্বিমুখতার দুনিয়াবি পেরেশানি

১৩৯ বারযাখ জগতের অবস্থা

১৩৯ আখিরাতের চিরস্থায়ী জগত

১৪০ গুনাহ্ মানুষের অন্তর্দৃষ্টি নষ্ট করে

১৪২ গুনাহ্ বান্দাকে সমাজের চোখে খাটো করে রাখে

১৪৩ গুনাহ্গার ব্যক্তি শয়তানের শিকলে বন্দী

১৪৪ মানবাত্মা ধ্বংসের চার উপাদান

১৪৫ গুনাহ্ মানুষের মান-সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেয়

১৪৭ গুনাহ্ মানুষকে নিন্দিত করে তোলে

১৪৮ গুনাহ্ মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে প্রভাবিত করে

১৫১ গুনাহ্ আল্লাহ্র সাথে বান্দার সম্পর্ক নষ্ট করে

১৫৩ গুনাহ্ মানব-জীবনের বারাকাহ্ নিঃশেষ করে দেয়

১৫৭ গুনাহ্গার ব্যক্তি নীচুস্তরের জীবন যাপন করে

১৫৮ গুনাহ্গার ব্যক্তির প্রতি অন্যরা স্পর্ধা প্রদর্শন করে

১৫৯ গুনাহ্ মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে ফেলে

১৬৫ গুনাহ্ মানুষের অন্তরকে অন্ধ করে দেয়

১৭১ গুনাহ্ মানুষের গোপন শত্রু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৭৪ গুনাহ্ বান্দাকে আত্মবিস্মৃত করে

১৮০ গুনাহ্ মানুষকে আল্লাহর নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করে

১৮০ গুনাহ্ বান্দা ও ফিরিশতাদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে

১৮৫ গুনাহ্ মানুষের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে

১৮৬ গুনাহ্গার বান্দাকে আইনানুগ শাস্তিপ্রদানের রহস্য

১৮৮ পাপাচারের সাজা ও দণ্ডবিধির প্রকার

১৮৯ শাস্তি বিবেচনায় গুনাহের প্রকার

১৯০ যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি

১৯৩ অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করার শাস্তি

১৯৩ সরাসরি কুদরতি শাস্তি

১৯৪ গুনাহ্গার বান্দার শরীরে কুদরতী শাস্তির প্রভাব

১৯৬ হৃদয়ে গুনাহের প্রভাব

২০২ মুমিন বান্দার জন্য আত্মার প্রশান্তি ও পার্থিব সুখ

২০৪ সংশয় নিরসন

২০৬ সিরাতুল মুস্তাকীম

২০৭ ক্ষতি ও স্তর বিবেচনায় গুনাহের প্রকার

২০৭ গুনাহের আরেকটি প্রকার

২০৮ শিরক দুই প্রকার

২০৮ শয়তানি স্বভাবের গুনাহ্

২০৯ হিংস্র স্বভাবের গুনাহ্

২০৯ পাশবিক স্বভাবের গুনাহ্

২১০ সগীরা ও কবীরা গুনাহ্

২১১ যেসব আমলে গুনাহ্ মোচন হয়, তা তিন ধরনের

২১৩ কবীরা গুনাহের সংখ্যা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২১৭ বিশ্বজগত সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য
২১৯ শিরক : সবচেয়ে বড় গুনাহ
২২০ একটি সংশয়
২২১ সংশয়ের নিষ্পত্তি
২২১ শিরক দুই প্রকার
২২৩ অগ্নি-পূজারি ও কাদরিয়াদের শিরক
২২৪ ইবাদাত এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে শিরক
২২৬ ইবাদাতের শিরক থেকে বেঁচে থাকার উপায়
২২৯ কথা ও কর্মের শিরক
২৩২ কথার শিরক
২৩৪ ইচ্ছা এবং নিয়তের মধ্যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক
২৩৫ শিরকের মূলকথা
২৪০ আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা কবীরা গুনাহ
২৫২ শিরক ও অহংকার
২৫২ আল্লাহর সিফাত ও আহকামের ওপর কথা বলার আদব
২৫৪ মানবহত্যা ও জুলুম-নির্যাতন
২৫৭ একটি হত্যাকাণ্ড তিন ধরনের হক নষ্ট করে–
২৫৭ একজন মানুষ হত্যা সমগ্র মানবজাতিকে হত্যার সমতুল্য
২৬৪ ব্যভিচারের ক্ষতি
২৬৮ দৃষ্টির গুনাহ
২৭২ চিন্তা-ভাবনার গুনাহ
২৭৩ মানুষের হৃদয়ে চার প্রকার ভাবনা সৃষ্টি হয়ে থাকে–
২৭৪ যেসকল ভাবনা আল্লাহর জন্য হয়, তা পাঁচ প্রকার–
২৭৬ জিহ্বার গুনাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২৮২ জিহ্বার দুটি বড় বিপদ
২৮৪ দুই পায়ের গুনাহ্
২৮৪ অশ্লীল কাজকে হারাম মনে করা প্রতিটি বান্দার জন্য আবশ্যক
২৮৫ যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি
২৮৮ সমকামিতার শাস্তি
২৮৯ সমকামিতার অপরাধে হত্যার বিধান
২৯১ পশুকামিতার শাস্তি
২৯১ নারী সমকামিতা
২৯২ সমকামিতার চিকিৎসা
২৯৩ রোগের সূচনা থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায়
২৯৩ দৃষ্টিশক্তির নিরাপদ ও সঠিক ব্যবহারের উপকারিতা
২৯৭ ভালোবাসায় অংশীদার
২৯৯ দাসত্বের বিবরণ
৩০৬ প্রেমের সর্বশেষ স্তর
৩০৭ আল্লাহর প্রেমে কাউকে শরীক করা যাবে না
৩০৯ প্রেম বা মুহাব্বাতের প্রকারভেদ
৩১০ পরিপূর্ণ মুহাব্বাত
৩১১ ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গতা
৩১১ সর্বোচ্চ প্রিয় বস্তুকে প্রাধান্য দেওয়া
৩১২ পরম উপকারী বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া
৩১৩ প্রেমাস্পদের প্রকারভেদ
৩১৪ সকল কাজের মূলে ভালোবাসা
৩১৫ তাওহীদের কালিমা
৩১৫ কালিমার মূলমন্ত্র

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩১৮ নন্দিত প্রেম ও নিন্দিত প্রেম
৩১৯ পৃথিবী আবর্তিত হয় ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে
৩২১ ভালোবাসা শুধু আল্লাহর জন্য
৩২২ ভালোবাসার চিহ্ন-সমূহ
৩২৩ ভালোবাসাই সকল ধর্মের ভিত্তি
৩২৩ একটি শাব্দিক বিশ্লেষণ
৩২৫ মূর্তি ও প্রতিকৃতির প্রতি ভালোবাসা
৩২৭ সমকামিতা-সুলভ প্রেম
৩২৮ শিরকযুক্ত প্রেমের আলামত
৩২৯ শিরকযুক্ত প্রেমের প্রতিষেধক
৩৩০ হারাম প্রেমের ক্ষতিকর দিক
৩৩১ ইশক বা ভালোবাসার স্তর
৩৩৬ উন্নত প্রেম
৩৩৮ প্রেম ও প্রেমাস্পদের পূর্ণতায় প্রেমে আসে পূর্ণ স্বাদ
৩৩৯ পরকালে আল্লাহকে দেখা প্রসঙ্গে
৩৪২ প্রশংসিত প্রেম
৩৪২ দাম্পত্য-জীবনের প্রেম
৩৪৬ নারী-প্রেমের প্রকার
৩৪৬ প্রেমকে কেন্দ্র করে মানুষের প্রকারভেদ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিনীত উৎসর্গ

আল্লামা শামসুদ্দীন ইবনু কাইয়্যিমিল জাওযিয়্যাহ।

যিনি ছয় শতাব্দীরও অধিক কালের দূরদেশ থেকে আমাদের রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন মেপে দেখেছিলেন।

প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি উপদেশ, যেন অনবরত তিনি আমাকেই বলেছেন।

পথের কুয়াশার ভেতর থেকে সময়ের অগ্রপথিক অবিরাম বলে যাচ্ছেন পথের খবরাখবর। পথের এই কুয়াশা একদিন শেষ হবে, আমি জান্নাতের কোনো এক নদীর তীরে স্বপ্ন দেখি, তিনি আমাকে আল-জাওয়াবুল কাফী পড়াচ্ছেন, যাদুল মাআদ পড়ে শোনাচ্ছেন।

রাহিমাকাল্লাহু ইয়া আবা আবদিল্লাহ!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ তাআলার তাওফীকে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ লিখিত আল-জাওয়াবুল কাফীর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ! বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষার অন্যতম একটি অনূদিত গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে। ইসলামী দাওয়াহর বহুমুখী প্রচারের অন্যতম শর্ত হিসেবে দাওয়াহর আঞ্চলিক ভাষায় ইসলামকে উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আমাদের দেশে উম্মাহর পূর্ববর্তী বিজ্ঞ আলিমদের যুগশ্রেষ্ঠ রচনাবলি বহু আগ থেকেই অনূদিত হয়ে আসছে। অনুবাদের পাশাপাশি, আলহামদুলিল্লাহ, মৌলিক কাজও হয়েছে এবং হচ্ছে। বাংলা ভাষায় ইসলামকে উপস্থাপনের সম্মিলিত প্রচেষ্টার এই সিলসিলায় আল-জাওয়াবুল কাফীর অনূদিত গ্রন্থ রূহের খোরাক বেশ গুরুত্ববহ।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ মুসলিম উম্মাহর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। যাঁর রচনা সকল যুগেই, পৃথিবীর যেকোনো অঞ্চলের মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং দৈনন্দিন জীবনে শরীয়াহ প্রতিপালনে বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। আল-জাওয়াবুল কাফী তাঁর রচিত বহুল সমাদৃত গ্রন্থমালার অন্যতম। উপমহাদেশের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ইমাম মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহিমাহুল্লাহ লিখিত জাযাউল আমাল কিতাবে আল-জাওয়াবুল কাফীর মৌলিক আলোচনা রয়েছে। এ অঞ্চলের আলিমগণও ব্যাপকভাবে আল-জাওয়াবুল কাফীর সূত্রে জনসাধারণের মাঝে বয়ান ও আলোচনা করে থাকেন। ফলে বাংলাভাষাভাষী মুসলিমদের কাছে মূল কিতাব আল জাওয়াবুল কাফীর তুলনায় থানভী রাহিমাহুল্লাহ'র জাযাউল আমাল কিংবা তার অনুবাদই বেশি পরিচিত হয়ে গেছে। কিন্তু মূল কিতাবে আলোচনাগুলো আরবী ভাষায় আরো বিশদ, সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উপস্থাপিত এবং প্রয়োজনীয় আরো বেশ কিছু তথ্যে সমৃদ্ধ হওয়ায় বাঙালি মুসলিমদের জন্য সবিশেষ মূল গ্রন্থটির অনুবাদ উপস্থাপন করার কোনো বিকল্প নেই। তথাপি আল-জাওয়াবুল কাফী তাযকিয়াতুন নফস বা আত্মশুদ্ধি বিষয়ে তুলনারহিত এক গ্রন্থ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ ধরনের গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—যে কোনো আলোচনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় সাবলীলভাবে উপস্থাপন করা, যা মানুষকে গুনাহ ত্যাগের ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করবে, একইসঙ্গে সওয়াব অর্জনের প্রতিও মনোযোগী করে তুলবে। তাসাউফ সংক্রান্ত বইয়ে তাত্ত্বিক বা জটিল ভাষার উপস্থাপন মোটেই উপকারী কোনো ধারা নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ায় বিষয়বস্তুর মূল আবেদন নষ্ট হয়ে যায়। আল জাওয়াবুল কাফী গ্রন্থে এই প্রধান বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণরূপে উপস্থিত। প্রায় হাজার বছর অতিক্রান্ত হলেও এ গ্রন্থের সর্বোচ্চ আবেদন ও প্রয়োজনীয়তা এতটুকুও কমেনি—আজও একজন মুমিনের গুনাহের খরতাপে রুক্ষ-তৃষিত রূহের জন্য আল-জাওয়াবুল কাফীর একেকটি আলোচনা এক পশলা শীতল বৃষ্টির মতো।

আরেকটি কথা হচ্ছে, অনুবাদ-শাস্ত্রকে আজকের যুগে যতটা পেশাদারি মনে করা হয়, বাস্তবিক অর্থে অনুবাদ ততটা হালকা নয়। এ প্রসঙ্গে যা বলা জরুরি; ধর্মীয় যেকোনো গ্রন্থের একজন সফল অনুবাদকের জন্য কয়েকটি শর্ত আছে; প্রথমত, উভয় ভাষার পূর্ণ দক্ষতা। দ্বিতীয়ত, যে বিষয়ের রচনা সেই শাস্ত্র বা বিষয়ে কমপক্ষে মৌলিক ধারণা। তৃতীয়ত, শরীয়াহর মাকাসিদ ও আকাইদের পূর্ণাঙ্গ মৌলিক ধারণা। এই তৃতীয় শর্তটি যদি অনুবাদকের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান না থাকে, তাহলে এক্ষেত্রে অবশ্যই অনুবাদের পর একজন স্থানীয় শরয়ী আলিমের শরণাপন্ন হয়ে অনুবাদকৃত গ্রন্থটি সম্পাদনা করিয়ে নেয়া উচিত। অন্যথায়, বইটি জনসাধারণের জন্য প্রকাশিত হলে সমাজে বিভ্রান্তি ও সংশয়ের পরিস্থিতি তৈরি হবে।

কখনো দেখা যায়, এক মাযহাবের আলিমের গ্রন্থকে প্রয়োজন বিবেচনায় ভিন্ন মাযহাবের লোকদের জন্য অনুবাদ করা হয়; স্বাভাবিকভাবেই সেখানে এমনকিছু মাসআলার প্রসঙ্গ চলে আসে, যেটা স্পষ্টত মাযহাবি মতদ্বৈততাপূর্ণ। জনসাধারণ এমন স্পষ্টত বৈপরীত্য দেখে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায়। অত্যন্ত সহজ বিষয়ও জটিল হয়ে ওঠে তাদের কাছে। এই বিভ্রান্তির ফলাফল হয়—একজন সাধারণ পাঠক হয়তো নিজ অঞ্চলের আলিমদেরকে অযোগ্য মনে করে বসে, অথবা মূল গ্রন্থকারকে অযোগ্য মনে করে। এমন বিষয়গুলোর অনুবাদ হলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই স্পষ্ট ভাষায় স্থান, কাল ও পাত্রের ব্যবধান, মাযহাবগত পার্থক্য উল্লেখ করে দেয়া উচিত।

এ ক্ষেত্রে আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, অনূদিত গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সাথে অপ্রাসঙ্গিক—যা স্থানীয় ভাষাভাষীদের জন্য অপ্রয়োজনীয়, অথবা মূল গ্রন্থে আলোচনা প্রসঙ্গে এমন কোনো বিষয় উল্লেখ হয়েছে, যা স্থানীয় পাঠকদেরকে অহেতুক বিতর্কে লিপ্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করবে—এমন বিষয়সমূহ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা; যদি বিষয়টি এড়িয়ে গেলে, মূল বইয়ের বিষয়বস্তুতে কোনো প্রভাব না পড়ে। একান্ত এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না হলে সেই অংশের ব্যাখ্যায় আলাদা কোনো টীকা যুক্ত করে দেওয়া।

উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ের প্রতি আমরা লক্ষ রেখে কাজটি সম্পন্ন করতে চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি বইয়ে উল্লিখিত হাদীস সমূহকে পর্যাপ্ত যাচাই-বাছাই করে টীকায় তার উৎস ও মান উল্লেখ করতে চেষ্টা করেছি। যা আল-জাওয়াবুল কাফী থেকে অনূদিত বর্তমান বইয়ের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাষাগতভাবে আমরা আরবীর মূল আবেদন ও সাবলীলতা অক্ষুণ্ণ রাখার বিশেষ চেষ্টা করেছি। বইয়ের মূল আবেদন ধরে রেখে দু-একটি বিষয় অধিকাংশ আলিমদের নিকট ইলমী দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তিযোগ্য হওয়ায় তা অনুবাদে যুক্ত করিনি। প্রয়োজন বিবেচনায় কোথাও কোথাও বইয়ের পুরনো বিন্যাসেও কিছুটা পরিবর্তন এনেছি। এক্ষেত্রে মূল প্রভাবক হয়েছে, ধর্মীয় লেখকদের প্রাচীন ও বর্তমান এই দুই ধারার ভিন্নতা। তবে এতে মূল বই থেকে মৌলিক কিছুই বাদ যায়নি। গ্রন্থটি সুখপাঠ্য ও সাবলীল করার জন্য আমরা আমাদের সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছি। এরপরও কোনো ভুলচুক থেকে গেলে সম্মানিত পাঠকবর্গ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাদেরকে অবহিত করবেন বলে আমরা আশাবাদী।

অবশেষে হৃদয়ের গহীন থেকে প্রার্থনা—রূহের খোরাক বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যাঁরাই কোনো-না-কোনোভাবে জড়িত, আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকলের মঙ্গল করুন। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিমের জীবনে শরীয়াহ প্রতিপালনের মূল চালিকাশক্তি তাঁর রূহ। আশা করি, আমাদের এই গ্রন্থটি সেই রূহের খোরাকই জোগাবে এবং গুনাহে মথিত হৃদয়কে উজ্জীবিত করে পাঠককে পঙ্কিলতার ধুলিমলিন জীবন থেকে নক্ষত্রলোকের দিকে পথ দেখাবে, ইনশাআল্লাহ!

জুবায়ের মহিউদ্দীন
২৪-০২-২০২১
বুধবার, রাত ২.৫৩
ফরিদাবাদ, ঢাকা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একটি প্রশ্নের উত্তরে...

একজন মানুষ অন্তরের কোনো ব্যাধিতে এমনভাবে আক্রান্ত হয়েছে যে, সে টের পাচ্ছে—এ অবস্থা আর কিছুদিন চলতে থাকলে তার দুনিয়া-আখিরাত ধ্বংস হয়ে যাবে। সে নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছে ঐ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে, কিন্তু দুরাশা বৈ কোনো সম্ভাবনার দিকে যেতে পারছে না। এমতাবস্থায় তার করণীয় কী?

এই প্রশ্নের জবাবে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ বক্ষ্যমাণ কিতাবটি রচনা করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রত্যেক রোগেরই প্রতিষেধক রয়েছে

- আবু হুরায়রা ﷺ সূত্রে সহীহ বুখারী'র বর্ণনা, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

> *'আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে এমন কোনো রোগ দেননি, যা থেকে পরিত্রাণের উপায় রাখেননি।'*[১]

- জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ সূত্রে সহীহ মুসলিমের বর্ণনা, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصَابَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ

> *'প্রত্যেক রোগেরই ওষুধ রয়েছে। যখন সঠিক পদ্ধতিতে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়, তখন আল্লাহ তাআলার হুকুমেই আরোগ্য লাভ হয়।'*[২]

- উসামা ইবনু শারিক ﷺ সূত্রে মুসনাদু আহমাদের বর্ণনা, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

مَا أَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا جَعَلَ لَهُ دَوَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ
وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ

> *'আল্লাহ তাআলা প্রতিটি রোগের জন্যই আরোগ্যের ব্যবস্থা রেখেছেন। জ্ঞানীরা সে-ব্যাপারে জানে, আর মূর্খরা অজ্ঞই থেকে যায়।'*[৩]

---

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৫৬৭৮
[২] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ২২০৪; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ১৪৫৯৭
[৩] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ১৮৪৫৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- এ বিষয়ে অন্য আরেক হাদীসে নবীজি ﷺ বলেন—

إِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، أَوْ دَوَاءً، إِلَّا دَاءً وَاحِدًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ

> *'আল্লাহ তাআলা একটি রোগ ছাড়া বাকি সব রোগেরই ওষুধ রেখেছেন।' সাহাবায়ে কেরাম সেই রোগটির কথা জানতে চাইলে নবীজি বললেন, 'বার্ধক্য। আল্লাহ তাআলা বার্ধক্যের কোনো প্রতিষেধক দেননি।'*[১]

উল্লিখিত হাদীসসমূহে সকল ধরনের মানবিক (শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক) রোগ-ব্যাধি উদ্দেশ্য।

অজ্ঞতার প্রতিকার

নবী কারীম ﷺ অজ্ঞতাকে রোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই রোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে জ্ঞানী বা আলিম ব্যক্তিবর্গের শরণাপন্ন হতে হবে, তাঁদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে অজ্ঞতাকে দূর করতে হবে।

সুনানু আবি দাউদে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ভাষ্যে একটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে। তিনি বলেন, 'শীতকালে আমরা একটি সফরে ছিলাম। পাথরের আঘাতে আমাদের এক সফরসঙ্গীর মাথা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ঘটনাক্রমে ওই রাতে তাঁর স্বপ্নদোষ হয়ে যায়। কিন্তু পবিত্রতা হাসিল করতে গোসল করাকে তিনি আঘাতের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ মনে করলেন। সফরসঙ্গীদের নিকট পরামর্শ চাইলেন—এই অবস্থায় গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা যাবে কি না। সঙ্গীরা তাৎক্ষণিক জানা-শোনা থেকে বললেন, "যেহেতু পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে, আর তুমিও পানি ব্যবহারে সক্ষম, তাই আমরা তোমার জন্য তায়াম্মুম করার কোনো অবকাশ দেখছি না।" এ কথা শুনে তিনি গোসল করে নিলেন। ফলে ক্ষতস্থান দিয়ে মাথার ভেতরে পানি ঢুকে যায় এবং তিনি মারা যান। এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর নবীজির কাছে পৌঁছুলে নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

---

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ১৮৪৩১; আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ৩৮৫৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَلَا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ - أَوْ يَعْصِبَ - عَلَى جُرْحِهِ
خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ

> *"তার সঙ্গীরা তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। তারা যেহেতু জানত না, তাহলে কেন তারা জিজ্ঞেস করল না! অজ্ঞতা নামক ব্যাধির চিকিৎসা হলো প্রশ্ন করা। এই ব্যক্তির জন্য তো তায়াম্মুমই যথেষ্ট ছিল। অথবা মাথায় একটি ব্যান্ডেজ বেঁধে গোসল করলেও পারত, এমতাবস্থায় ব্যান্ডেজের ওপর মাসেহ করে নিলেই হতো।"'*[১]

উল্লিখিত হাদীসে নবী কারীম ﷺ খুব স্পষ্টভাবেই একটি বিষয় তুলে ধরেছেন যে, অজ্ঞতা হলো এক ধরনের মানবব্যাধি। প্রশ্ন করাই এই ব্যাধির চিকিৎসা। আল্লাহ তাআলাও পবিত্র কালামুল্লাহকে বিশ্বাসীদের জন্য 'শিফা' বলে উল্লেখ করেছেন।

কুরআনে শিফা বা আরোগ্যের আলোচনা

আল্লাহ তাআলার বাণী—

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ
وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

> *'যদি আমি এই কিতাবকে অনারব ভাষার কুরআন বানাতাম, তাহলে তারাই বলত যে, এর আয়াতসমূহকে কেন স্পষ্ট করা হলো না! কী আশ্চর্য! কুরআন অনারবী ভাষায় আর রাসূল হলেন আরবী ভাষার! হে নবী, আপনি তাদেরকে বলে দিন, এই কুরআন হলো ঈমানদারদের জন্য হিদায়াত ও শিফা।'*[২]

---

[১] আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ৩৩৬
[২] সূরা হা-মীম সিজদাহ, আয়াত-ক্রম : ৪৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

> 'কুরআনে নাযিলকৃত আয়াতের মধ্যে আমি মুমিনদের জন্য রহমত ও শিফা অবতীর্ণ করেছি।'[১]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের একটি মৌলিক গুণ তুলে ধরেছেন। কুরআনুল কারীমের একটি মৌলিক গুণ হলো, তা মানবজাতির জন্য রহমত ও শিফা হিসেবে কাজ করবে। কুরআনুল কারীম হলো সকল অজ্ঞতা, সন্দেহ, সংশয় ও দোদুল্যমানতার কার্যকরী ওষুধ। মানবিক ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনের চেয়ে অধিক ব্যাপ্ত, উপকারী, শক্তিশালী ও কার্যকরী কোনো ওষুধ অবতীর্ণ করেননি।

এ প্রসঙ্গে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বিবৃত একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। আবু সাঈদ খুদরী ﵁ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকজন সাহাবী একটি সফরে ছিলেন। পথিমধ্যে তাঁরা আরবের একটি গ্রামে যাত্রাবিরতি দিয়ে স্থানীয়দের কাছে আতিথেয়তার আবেদন জানান। কিন্তু স্থানীয়রা তা প্রত্যাখান করে। ঘটনাক্রমে সে সময়ে গ্রামের সরদারকে বিষধর সাপ দংশন করে বসে। গ্রামবাসী সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও সরদারকে সাপের বিষক্রিয়া থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। এক লোক তখন পরামর্শ দেয়—"আমাদের গ্রামে আগত মুসাফিরদের কারো কাছে হয়তো বিষক্রিয়া বন্ধের কোনো চিকিৎসা থাকতে পারে। আমাদের উচিত মুসাফির কাফেলার শরণ নেওয়া।" গ্রামবাসী সাহাবীদের কাছে এসে তাদের সরদারের বিষয়টা অবহিত করে বলে, "আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেও বিষের ক্রিয়া থামাতে পারিনি। আপনাদের কারো কাছে বিষক্রিয়া বন্ধের কোনো ওষুধ বা উপায় জানা থাকলে অনুগ্রহপূর্বক আমাদের সরদারকে রক্ষা করুন!" তখন সাহাবীদের মধ্য থেকে একজন বললেন, "আল্লাহর শপথ! আমি বিষক্রিয়া বন্ধের রুকইয়া (ঝাড়ফুঁক) জানি। কিন্তু তোমরা যেহেতু আমাদেরকে অতিথি হিসেবে গ্রহণ করোনি, তাই আমিও এখন আর বিনা পারিশ্রমিকে তোমাদেরকে রুকইয়া করব

[১] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-ক্রম : ৮২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

না। রুকইয়ার বিনিময়ে আমাদেরকে একপাল মেষ দিতে হবে। গ্রামবাসী এই পারিশ্রমিকে রাজি হলে ওই সাহাবী সরদারের কাছে এসে সূরা ফাতিহা পড়ে পড়ে ফুঁ দিয়ে আল্লাহর কুদরতে বিষক্রিয়ার যন্ত্রণা থেকে তাকে রক্ষা করেন। সূরা ফাতিহার বরকতে আল্লাহ তাআলা তাকে এমনভাবে সুস্থ করে দেন, যেন তার কোনো যন্ত্রণাই ছিল না। সে যেন কোনো বাঁধন থেকে মুক্ত হয়েছে—এমন উদ্যম নিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সরদারের রোগমুক্তিতে গ্রামবাসীরা সাহবীদেরকে ওয়াদাকৃত বকরির পাল দিয়ে দেয়। তখন কাফেলার কেউ কেউ বলতে লাগলেন, "বকরির পাল আমাদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হোক।" কিন্তু রুকইয়াকারী সাহাবী এতে অসম্মত হয়ে বললেন, "এই বকরির ব্যাপারে নবীজির সিদ্ধান্ত কী, জানতে হবে।" তাঁরা সফর শেষে নবীজির মজলিসে উপস্থিত হয়ে পুরো ঘটনা বিশদভাবে বর্ণনা করেন। নবীজি বললেন, "চমৎকার কাজ করেছ, সূরা ফাতিহার রুকইয়া তোমরা কীভাবে জানলে! বকরিগুলো সকলে ভাগ করে নিতে পারো, আমার জন্যও একভাগ রেখো।"'[১]

উল্লিখিত ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সূরা ফাতিহার আরোগ্যশক্তি এতটাই কার্যকর যে, রোগীকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না, সে কিছুক্ষণ আগেও সাপের বিষে আক্রান্ত ছিল। অথচ সূরা ফাতিহা হলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল একটি সূরা। এ কথা বাস্তব যে, যদি কেউ সূরা ফাতিহাকে রুকইয়ার জন্য উত্তমভাবে ব্যবহার করতে পারে, তাহলে সে অবশ্যই এর বিস্ময়কর প্রভাব দেখতে পাবে।

ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ বলেন, আমি দীর্ঘকাল মক্কায় অবস্থান করেছি। এই সময়ে নানা ধরনের রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছি। মক্কায় চিকিৎসাব্যবস্থা সহজলভ্য না হওয়ায় এই সময়ে আমি নিজের অসুখের চিকিৎসা নিজেই করেছি সূরা ফাতিহার মাধ্যমে। আলহামদুলিল্লাহ! সূরা ফাতিহার বিস্ময়কর শক্তি আমি দেখেছি! রোগ নিরাময়ের এক অলৌকিক শক্তি পেয়েছি এ সূরায়। লোকজন আমার কাছে অসুস্থতার কথা বললে সূরা ফাতিহার আমল বলে দিতাম। আলহামদুলিল্লাহ, তারা এ আমলের ওসীলায় দ্রুততর সময়ে উপকৃত হতো।

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৫৭৪৯; মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ১৭২৭; আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ৩৯০০; তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ২০৬৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একটি বিষয় খেয়াল রাখা উচিত : কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত এসব দুআ অবশ্যই রোগব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। তবে এক্ষেত্রে রোগের ধরন, রোগী, ফুঁ-দানকারীর আভ্যন্তরীণ যোগ্যতা, দুআর উপর অগাধ বিশ্বাস—ইত্যাদি বেশকিছু পারিপার্শ্বিক অবস্থা দুআ কবুলের ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্ব রাখে। যা আমরা স্বাভাবিক ওষুধ-পথ্যেও দেখতে পাই। সঠিক ওষুধ প্রয়োগের পরও রোগের ধরন বা রোগীর শারীরিক অবস্থা—ইত্যাদির উপর রোগীর সুস্থতার গতিপ্রকৃতি নির্ভর করে। একইভাবে মানুষের দৈহিক ও আত্মিক ব্যাধি, ব্যক্তিজীবনের আনুষঙ্গিক নানা বিষয় কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন দুআর মাধ্যমে নিরাময় ও প্রভাবিত হয়। তাই তার অন্তরের অবস্থা, পঠিত দুআর প্রতি তার বিশ্বাস-ভক্তি, তাওয়াক্কুল, ফুঁ-দানকারীর প্রতি তার তীব্র আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি নানা বিষয় এখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

দুআ অকল্যাণ বিদূরিত করে

অপছন্দনীয় বিষয়কে পাশ কাটিয়ে কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জনে দুআ হলো অন্যতম একটি কার্যকরী অবলম্বন। দুআকে পুঁজি করে মানুষ সহজেই অর্জন করে নিতে পারে তার উদ্দেশ্য। তবে উদ্দেশ্য অর্জনে দুআর কার্যকারিতা একেকসময় একেকরকম হতে পারে।

হয়তো দুর্বলভাবে কোনো রকমে দায়সারাভাবে দুআ করা হয় কিংবা দুআর মাধ্যমে যেই জিনিসের প্রার্থনা করা হচ্ছে তা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়।

আবার কখনো প্রার্থনাকারীর অন্তরের দুর্বলতা, দুআর সময়ে অন্তরে পূর্ণ আল্লাহমুখিতা না থাকা কিংবা অন্তরের পূর্ণ মনোযোগকে আল্লাহর দরবারে আবদ্ধ রাখতে না পারাও দুআ কবুল না হওয়ার অন্যতম কারণ। এক্ষেত্রে দুআ হয়ে যায় ঢিলেঢালা একটি ধনুকের মতো। এই ধনুক থেকে ছোড়া তির ধীর গতির হয়।

আবার কখনো দুআ কবুলের জন্য এমন কোনো প্রতিবন্ধক অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, যা অনুভব করা যায় না কিন্তু দুআ কবুল হওয়ার শর্ত এতে নষ্ট হয়ে যায়। যেমন—হারাম খাদ্যগ্রহণ, অন্তর কোনো গুনাহে লিপ্ত আছে; কিংবা গাফলত, অপরাধপ্রবণতা যদি অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে থাকে তাহলেও আল্লাহর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দরবারে দুআ কবুল হতে বাধাগ্রস্ত হয়।

উদাসীন ব্যক্তির দুআ

আবু হুরায়রা ﷺ সূত্রে বর্ণিত, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

ادْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ

> *'তোমরা আল্লাহ তাআলার নিকট এমনভাবে দুআ করো যেন তোমাদের অন্তরে দুআ কবুলের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়। মনে রেখো, আল্লাহ তাআলা কোনো গাফেল-বেখেয়াল অন্তরের দুআ কবুল করেন না।'*[১]

হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতির দুআ হলো মানব-ব্যাধিকে দূর করার উপকারী পথ্য। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে অন্তরের উদাসীনতা এই দুআর কার্যকারিতাকে দুর্বল করে ফেলে।

হারাম : দুআ কবুলের অন্তরায়

- হারাম খাদ্যগ্রহণও দুআর আধ্যাত্মিক শক্তিকে দুর্বল করে দেয়।

আবু হুরায়রা ﷺ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন, 'লোকসকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা পবিত্র। তিনি কেবল পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করে থাকেন। আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে যা আদেশ করেছেন মুমিনদেরকেও তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন—

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

> *"হে আমার রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র খাবার গ্রহণ করুন এবং সৎকাজ করতে থাকুন। নিশ্চয়ই আমি আপনাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারে সম্যক*

[১] তিরমিযী, হাদীসক্রম : ৩৪৭৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> অবগত।'[১]

'আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

> *"হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে-রিযিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা হালাল খাদ্য গ্রহণ করো।"'[২]*

এরপর নবীজি ﷺ বলেন, 'কোনো কোনো লোক সফর করতে করতে উষ্কখুষ্ক চুলে ধুলিমলিন অবস্থায় আকাশ পানে দুই হাত উঠিয়ে দুআ করতে থাকে—"হে আমার রব! আমার প্রতিপালক!" অথচ তার পোষাক হারাম, খাবার-দাবার হারাম! হারাম খাদ্যেই তার শরীরের গঠিত হয়েছে! এই ব্যক্তির দুআ কীভাবে কবুল হবে!'[৩]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল رحمه الله রচিত কিতাবুয যুহদে তাঁর সন্তানের ভাষ্যে একটি ঘটনা বিবৃত আছে। বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের উপর একবার বড় ধরনের দুর্যোগ নেমে আসে। ফলে দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে তারা শহরের বাইরে এসে সম্মিলিতভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করতে লাগল। আল্লাহ তাআলা তাদের নবীদের নিকট ওহী প্রেরণ করলেন—'হে নবী! আপনি তাদেরকে আমার এই পয়গাম জানিয়ে দিন, হে লোক সকল! তোমরা নাপাক শরীরে শহরের বাইরের ময়দানে এসে আজ আমার সামনে একত্রিত হয়েছ! যেই হাত তোমরা অন্যায়ভাবে রক্তে রঞ্জিত করেছ সেই হাত আজ তোমরা আমার দরবারে পেতে দিয়েছ! এই হাত দিয়েই তো তোমরা তোমাদের ঘরকে হারাম উপার্জনে ভরপুর করেছ! আর আজ যখন আমার জাগতিক আযাব তোমাদের উপর আসন্ন হয়ে উঠেছে তখন তোমরা আমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছ! আজ তোমরা আমার দরবার থেকে শুধু বিতাড়িতই হবে।'[৪]

আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'সততার সাথে (অল্প) দুআও মুক্তি

---

[১] সূরা মুমিনুন, আয়াত-ক্রম : ৫১
[২] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৭২
[৩] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ১০১৫
[৪] শুআবুল ঈমান, বাইহাকী—৩/৩৪৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লাভের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়, যেভাবে সামান্য পরিমাণের লবণ যথেষ্ট হয় পুরো খাবারের সুস্বাদের জন্য।'[১]

দুআ সবচেয়ে কার্যকরী ওষুধ

দুআ বিপদ-আপদের দুশমন। বালা-মুসীবত প্রতিরোধে দুআ সবচেয়ে উপকারী হাতিয়ার। দুআ সকল মুশকিল আসান করে দেয়। প্রতিকূল অবস্থা প্রতিহত করে। দুআ হলো মুমিনের অস্ত্র। আলী ইবনু আবী তালিব ﵁ সূত্রে বর্ণিত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস—

الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ، وَعِمَادُ الدِّينِ، وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

> *'দুআ মুমিনের হাতিয়ার। দ্বীনের স্তম্ভ। আসমান ও যমীনের এক বিশেষ আলো।'*[২]

বিপদ-আপদ-প্রতিরোধে দুআর কয়েকটি স্তর

বান্দার উপর আরোপিত বিপদ প্রতিরোধে দুআর তিনটি স্তর রয়েছে—

১. কখনো দুআ গুণগতভাবে শক্তিশালী হয় ও পরিমাণে বেশি হয়। এমন দুআ বিপদের তুলনায় শক্তিশালী। এই স্তরের দুআ দ্বারা বিপদ দূর হয়।

২. কখনো বিপদের তুলনায় দুআর গুণগত মান দুর্বল হয়। এ অবস্থায় বান্দা বিপদগ্রস্ত হলে দুআর দুর্বলতা সত্ত্বেও বিপদ হ্রাস হয়।

৩. কখনো বান্দার দুআ করার পরিমাণ ও দুআর গুণগত অবস্থা আরোপিত বিপদের সমপর্যায়ে হয়। এ ক্ষেত্রে দুআর উপকারিতা ও আরোপিত বিপদ সমানতালে বান্দাকে ঘিরে রাখে। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা ﵂ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে নবীজি ﷺ বলেন—

لَا يُغْنِي حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ، وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، وَإِنَّ

---

[১] কিতাবুয যুহদ, ইমাম আহমাদ, পৃষ্ঠা-ক্রম : ১৪৬
[২] মুসতাদরাকু হাকিম—১/৪৯২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

الْبَلَاءَ لَيَنْزِلُ فَيَلْقَاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

> 'তাকদীরের ফায়সালায় সতর্ক থাকলেও লাভ হবে না। দুআ আগত-অনাগত সকল বালা-মুসীবতে বান্দাকে উপকৃত করে। দুআর অবস্থায় বান্দার উপর যখন বিপদ নেমে আসে তখন বান্দার দুআ ও উদ্ভূত বিপদ একে অপরের মুখোমুখি অবস্থান করতে থাকে। এ অবস্থা চলতে থাকে কিয়ামত পর্যন্ত।'[১]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﵄ সূত্রে বর্ণিত, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

الدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ

> 'বিপদ আসুক বা না আসুক—সর্বদা দুআ বান্দাকে উপকৃত করতে থাকে। সুতরাং তোমরা (আল্লাহর নিকট) দুআ করাকে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নাও।'[২]

সাওবান ﵁ সূত্রে বর্ণিত, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ، وَإِنَّ الرَّجُلَ
لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ

> 'দুআ ব্যতীত আর কিছুই তাকদীরের ফায়সালা ফিরিয়ে দিতে পারে না। মানুষের হায়াত কেবল নেক কাজের দ্বারাই বৃদ্ধি পায়।[৩] মানুষ তার কৃত গুনাহের কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।'[৪]

---

[১] মুসনাদ আল-বাযযার—২৬৪; মুসতাদরাকু হাকিম—১/৪৯২
[২] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ৩৫৪৮
[৩] জীবনের সময়ে বারাকাহ লাভ করে।
[৪] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ২২৪১৩, ২৮০; ইবনু মাজাহ, হাদীস-ক্রম : ৯০, ৪০২২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুআর মাধ্য কাকুতি-মিনতি করা

আবু হুরায়রা ﷺ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

> 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে না আল্লাহ তাআলা তার উপর রাগান্বিত থাকেন।'[১]

আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

لَا تَعْجِزُوا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَهْلِكُ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ

> 'তোমরা (অন্তত) দুআ করতে অক্ষম হয়ো না। কেননা দুআ যার সঙ্গী, সে কখনো ধ্বংস হয় না।'[২]

আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা ﷺ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ

> 'আল্লাহ তাআলা কাকুতি-মিনতি করে দুআকারীদের ভালোবাসেন।'[৩]

কিতাবুয যুহদে ইমাম মুওয়াররিকের একটি উক্তি এভাবে আছে যে, তিনি বলেন, 'আমি একজন মুমিনের দৃষ্টান্ত হিসেবে ওই ব্যক্তিকেই পেশ করতে পারি, যে একটি কাঠের টুকরোয় সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে আর ইয়া রব! ইয়া রব! বলে আর্তনাদ করছে, (এই মনোবাসনায় যে) আল্লাহ তাআলা এই ফরিয়াদের দরুণ হয়তো-বা তাকে উদ্ধার করবেন।'

---

[১] ইবনু মাজাহ, হাদীস-ক্রম : ৩৮২৭

[২] মুসনাদু ইবনি হিব্বান, হাদীস-ক্রম : ২৩৯৮

[৩] হাদীসটির সনদগত কোনো ভিত্তি নেই। তবে কোনো কোনো হাদীসে এর অর্থগত কিছুটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। যেমন—ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দুআ করতেন তিনবার করে দুআ করতেন, আর যখন আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাইতেন, তিনবার করে চাইতেন। -মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ১৭৯৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুআর প্রতিবন্ধকতা

দুআর প্রভাব প্রতিফলনে বেশকিছু বিষয় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। যেমন—

- যদি দুআকারী ব্যক্তি দুআর ফল পেতে তাড়াহুড়ো করতে থাকে।
- দুআর ফল প্রকাশে বিলম্ব দেখে যদি সে হতাশ হয়ে দুআ করা ছেড়ে দেয়।

এই ধরনের অস্থিরচিত্তের ব্যক্তির অবস্থা হয় ওই লোকের মতো, যে বীজ বা গাছের চারা রোপণ করে জমিনে পানি সিঞ্চন করে এবং গাছের পরিচর্যা করতে থাকে। কিন্তু যখন ফসল হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে তখন সে বিলম্ব দেখে হতাশ হয়ে গাছের যত্ন নেয়া ছেড়ে দেয়।

আবু হুরায়রা ﵁ সূত্রে বিবৃত সহীহ বুখারীর বর্ণনা, নবীজি ﷺ বলেছেন—

يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي

> 'যতক্ষণ তোমরা তাড়াহুড়ো না করো, তোমাদের প্রত্যেকের দুআ কবুল করা হয়। অথচ তোমাদের কেউ কেউ (অধৈর্য হয়ে) বলে ফেলে, দুআ তো করলাম, কবুল তো হলো না।'[১]

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে নবীজি ﷺ বলেন—

لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الِاسْتِعْجَالُ؟ قَالَ يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يُسْتَجَابُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ

> 'বান্দা যদি কোনো গুনাহের জন্য বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের জন্য দুআ না করে এবং দুআ কবুলে তাড়াহুড়ো থেকে বিরত থাকে, তাহলে তার সকল দুআই আল্লাহর দরবারে কবুল হতে থাকে।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'আল্লাহর রাসূল! তাড়াহুড়োর অর্থ কী?' নবীজি বললেন, 'বান্দা যখন দুআ করে বলতে

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৬৩৪০; মুয়াত্তা ইমাম মালিক—১/২১৩; আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ১৪৮৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থাকে—"দুআ তো করলাম, কিন্তু তা কবুল হওয়ার কোনো আলামতই দেখলাম না!"—এভাবে সে আক্ষেপ করতে করতে একসময় দুআ করা ছেড়ে দেয়।'[১]

অন্য হাদীসে নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يَسْتَعْجِلُ؟ قَالَ: يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ رَبِّي فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي

'মানুষ সর্বদা ভালো ও কল্যাণের মাঝেই থাকে যতক্ষণ না তাড়াহুড়ো করে।' সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহর রাসূল! কীভাবে তাড়াহুড়ো করা হয়?' নবীজি বললেন, 'তাড়াহুড়োর অর্থ হলো, মানুষ দুআ করে বলে—"আমি আল্লাহর নিকট দুআ করলাম অথচ আমার দুআ কবুল করা হলো না!"'[২]

দুআ কবুলের সময়

বান্দা যখন কাঙ্ক্ষিত জিনিস অর্জনের জন্য বুকভরা আশা নিয়ে অন্তরের পূর্ণ একাগ্রতার সাথে ছয়টি সময়ের যেকোনো একটি সময়ে দুআ করবে আল্লাহ তাআলার দরবারে তার দুআ অবশ্যই কবুল হবে। দুআ কবুলের ছয়টি সময় হলো—

১. রাতের শেষ তৃতীয়াংশ

২. আযান চলাকালে।

৩. আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়

৪. ফরজ নামাযের পর

৫. জুমার নামাযের খুতবার জন্য খতীব সাহেবের মিম্বারে আরোহণের সময়।

[১] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ২৭৩৫
[২] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ১৩১১৮; শুআইব আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ লিগাইরিহি বলেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৬. (জুমার দিন) আসরের নামাযের পর সর্বশেষ সময়ে, মাগরিবের ওয়াক্তের আগ মুহূর্তে।[১]

সেই সাথে অন্তরের নিমগ্নতা ও হৃদয়ের আর্তিকে মুখের আবেদনমূলক ভাষায়, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে নিজেকে তুচ্ছ করে মিনতির সাথে নিজের প্রয়োজনকে তুলে ধরলে দুআ অবশ্যই কবুল হবে।

আল্লাহমুখী অন্তরের পাশাপাশি দুআকারী ব্যক্তি নিজেকে কিবলামুখী করে, দৈহিকভাবে পবিত্র হয়ে আল্লাহর নিকট নিজের উভয় হাত পেতে দেবে। দুআর শুরুতেই ভক্তি ও আবেগ নিয়ে আল্লাহর প্রসংশা পাঠ করে, প্রিয় নবীজির প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাবে। এরপর মহান আল্লাহর সামনে নিজেকে পূর্ণ সমর্পণ করে জীবনের গুনাহসমূহের ব্যাপারে তাওবা করতে থাকবে এবং গুনাহ মাফের ফরিয়াদ জানিয়ে নিজের সত্তাকে আল্লাহ তাআলার সামনে মোমের মতো বিগলিত করতে থাকবে।[২] তাওবা ও ইস্তিগফার শেষে আল্লাহ তাআলার দরবারে নিজেকে উপস্থিত ভেবে নিজের জরুরত ও প্রয়োজনের কথা তুলে ধরবে। ভিখ মাঙার মতোই কাকুতি-মিনতি করে করে নিজের কাঙ্ক্ষিত বিষয় বারবার চাইতে থাকবে। দুআ কবুলের আশা আর আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি প্রত্যাখ্যানের শঙ্কায় এক দোদুল্যমান হয়ে সে তার উদ্দেশ্যকে আল্লাহর সামনে

[১] এ ছাড়াও অন্যান্য কিছু সময়ের কথা আলাদাভাবে হাদীসে এসেছে। যেমন—ইফতারির মুহূর্তে রোযাদার ব্যক্তির দু'আ। তবে এই সময়টি যেহেতু শুধুমাত্র রোযাদার ব্যক্তির জন্যই নির্দিষ্ট তাই ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ তা উল্লেখ করেননি। -অনুবাদক

[২] পার্থিব জগতের মোহ-মায়া ত্যাগ করে, জাগতিক সকল কোলাহল ভুলে গিয়ে শুধুই আল্লাহর অস্তিত্বকে সামনে রেখে জীবনের পাপের কথা স্মরণ করে অনুশোচনার আগুনে নিজেকে ভস্ম করতে করতে মহান আল্লাহর দরবারে আরো বেশি আর্তনাদ করে উঠবে। ভেঙে পড়া বালুর ঢিবির মতোই সে অনুভব করবে নিজেকে, আস্তে আস্তে তার রিপু-সত্ত্বা বিলীন হয়ে যাচ্ছে পাপের অনুশোচনায় জাগ্রত উথাল-পাতাল ঢেউয়ের মাঝে। তাওবা করতে করতে একটা সময় বান্দা নিজেকে সামান্য বালুকণার মতো মনে করবে। সে অনুভব করবে এই বিশ্বজগতে কেউ নেই, কোথাও কিছুই নেই। অনন্ত অসীম মহান আল্লাহর সামনে সামান্য একটি বালুকণা হয়ে সে পড়ে আছে নিথর নির্জীবের মতো। বিড়বিড় কণ্ঠে তখন সে মহান আল্লাহর কাছে তার কাঙ্ক্ষিত প্রয়োজন তুলে ধরবে। ধীরে ধীরে গুনাহ মাফের এক অপার্থিব অনুভূতিতে তার সত্ত্বা জেগে উঠবে কাঙ্ক্ষিত প্রয়োজন নিয়ে। এবার শুরু হবে নিজের জরুরত ও প্রয়োজন পূরণের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে শিশুসুলভ ফরিয়াদ। অন্তর থেকে মিনতি জ্ঞাপন করে আল্লাহর কাছে ভিখ মাঙার মতো করে চাইতে থাকবে তার উদ্দিষ্ট বিষয়াদি। মহান আল্লাহর গুণবাচক নাম ও নামের মহত্ব বলে বলে দুআ করতে থাকবে। পাশাপাশি মুনাজাতের পূর্বে দান-সাদাকাহ করে নিজের দুআর শক্তিকে আরো কার্যকরী করে তুলবে। একইসাথে সুদৃঢ় বিশ্বাস, আশা ও ভয়ের পুঁজিতে ভর করে দুআকে আরো ক্রিয়াশীল করে তুলবে। তখনই এই মুনাজাত এমন এক অবস্থায় চলে যাবে যে, এই দুআ ফিরিয়ে দেয়ার মতো আর কিছুই থাকবে না। -অনুবাদক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তুলে ধরবে। দুআয় আল্লাহ তাআলার নাম, সিফাত ও একত্ববাদের উসীলা গ্রহণ করে নিজের প্রয়োজন পেশ করতে থাকবে।

দুআর পাশাপাশি দুআকারী ব্যক্তি নিজের কাঙ্ক্ষিত বিষয় অর্জনের আশায় সাদাকাহ করবে। এই অবস্থার দুআ মহান আল্লাহ তাআলার দরবার থেকে কখনোই প্রত্যাখ্যাত হতে পারে না।

বিশেষত নবীজি ﷺ থেকে বর্ণিত দুআ ও মুনাজাত অথবা যেসব ইসমে আযম সম্বলিত বাক্যাবলির মাধ্যমে দুআ করলে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা আরো বেশি সেই সকল দুআ প্রত্যাখ্যাত হয় না।

হাদীসে বর্ণিত দুআ

- আল্লাহর রাসূল ﷺ একবার তাঁর এক সাহাবীকে এই বলে দুআ করতে শুনলেন—

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ, الْأَحَدُ
اَلصَّمَدُ, الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ, وَلَمْ يُوْلَدْ, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

> *'আল্লাহ! আমি (মনেপ্রাণে) সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনিই আল্লাহ, আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আপনি একক, পরমুখাপেক্ষীতাহীন, আপনি কাউকে জন্ম দেননি, আপনাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আপনার কোনো সমকক্ষ নেই। আমি আপনার এসব পরম-ক্ষমতাসম্পন্ন গুণের কথা স্মরণ করে আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আল্লাহ!'*

এমন আবেগময় ভাষ্যের দুআ শুনে নবীজি ﷺ বললেন, 'এই ব্যক্তি ইসমে আযমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করছে। আল্লাহ তাআলার নিকট কোনো কিছুর জন্য এভাবে প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা দান করেন। বস্তুত এভাবে আল্লাহকে ডাকা হলে আল্লাহ তাআলা সেই ডাকে সাড়া দেন।'[১]

---

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ২২৯৬৫; আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ১৪৯৩; তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ৩৪৭৫; ইবনু মাজাহ, হাদীস-ক্রম : ৩৮৫৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- আনাস ﷺ বলেন, 'আমি একদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের পাশে বসে ছিলাম। আমাদের পাশেই একজন লোক নামায পড়ে এই বলে মুনাজাত করতে লাগল—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ

> *"আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই জন্য। আপনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আপনি মান্নান; পরম করুণাময়! আপনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকারী। হে মহাপরাক্রমশালী! সম্মানের আধার! হে অবিনশ্বর চিরঞ্জীব সত্তা! আমি তো আপনার কাছেই ফরিয়াদ করছি!"*

'এই দুআ শুনে নবীজি ﷺ বললেন, "এই ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট ইসমে আযম অর্থাৎ তার মহান নাম ধরে ধরে দুআ করছে। আল্লাহর নিকট কোনো কিছুর জন্য এভাবে প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাআলা তা দান করেন। এভাবে আল্লাহকে ডাকা হলে আল্লাহ তাআলা সেই ডাকে সাড়া দেন।"'[১]

- আসমা বিনতু যায়েদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন, 'ইসমে আযম রয়েছে দুটি আয়াতের মধ্যে—

  ১. সূরা বাকারার ১৬৩ নম্বর আয়াতে—

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ

> *"আর তোমাদের ইলাহ তো কেবল একজনই। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি রহমান, রহীম!"*[২]

  ২. সূরা আলে ইমরানের শুরুতে—

الم - اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

[১] আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ১৪৯৫
[২] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৬৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> "আলিফ-লাম-মীম। আল্লাহ তাআলাই একমাত্র ইলাহ। তিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর।"'[১]

আবু হুরায়রা, আনাস, রবীআহ ইবনু আমির প্রমুখ সাহাবী (রিদওয়ানুল্লাহি আনহুম আজমাঈন) থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেছেন—'তোমরা দুআর মধ্যে 'يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ' বলে রোনাজারি করতে থাকো।'[২]

অর্থাৎ দুআর সময় মহান আল্লাহর এই দুটি নামকে বেশি বেশি বলতে থাকো। আল্লাহকে এই দুটি নামে সম্বোধন করে তোমরা প্রার্থনা করতে থাকো।

- অন্য এক হাদীসে আবু হুরায়রা ﷺ বলেন, 'যখনই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোনো বিষয় বিচলিত করত, তিনি আসমানের দিকে (ওহীপ্রাপ্তির আশায়) মাথা উঁচু করে তাকাতেন। আর যখন দুআর মধ্যে কাকুতি-মিনতি বাড়িয়ে দিতেন, তখন বলতে থাকতেন— 'يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ'—হে চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর সত্তা!'
- আনাস ﷺ বলেন, নবীজি ﷺ কোনো ব্যাপারে চিন্তিত হলে এই বলে দুআ করতেন— يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ—হে চিরঞ্জীব অবিনশ্বর সত্তা! আপনার রহমতের আশা নিয়ে সাহায্য চাচ্ছি![৩]
- নবীজি ﷺ সূত্রে আবু উমামাহ ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলার ইসমে আযম কুরআনুল কারীমের তিনটি সূরার মধ্যে নিহিত আছে—

۞ সূরা বাকারা।

۞ সূরা আলে ইমরান।

۞ সূরা তহা।[৪]

আল্লামা কাসিম ﷺ বলেন, 'আমি এই তিনটি সূরায় তালাশ করে দেখি , ইসমে আযম হলো আল-হাইয়্যুল কাইয়্যুমের আয়াতটি।'

---

[১] আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ১৪৯৬; তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ৩৭৮২
[২] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ৩৮৩৫
[৩] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম: ৩৫২৪
[৪] ইবনু মাজাহ, হাদীস-ক্রম : ৩৮৫৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- নবীজি ﷺ সূত্রে সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه বর্ণনা করেন, যুন-নূন (নবী ইউনুস) আলাইহিস সালাম যখন মাছের পেটে আটকে ছিলেন, তখন মুক্তি লাভের আশায় আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করে বলেছিলেন—

لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

> *'আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই! অন্তর থেকে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আল্লাহ! আমি তো (নিজের প্রতি) অন্যায় করে ফেলেছি।'*

নবীজি ﷺ বলেন, 'বান্দা যখন কোনো বিপদে পড়ে আল্লাহর নিকট এই দুআটি পড়ে সাহায্য চায়, আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন।'[১]

- সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ أَمْرٌ مُهِمٌّ، فَدَعَا بِهِ يُفَرِّجُ اللَّهُ عَنْهُ؟ دُعَاءُ ذِي النُّونِ

> *'আমি তোমাদেরকে একটি বিশেষ দুআ জানিয়ে রাখি। যখন তোমাদের কেউ চিন্তাদায়ক কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে সেই দুআটি পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তাকে চিন্তামুক্ত করে দেবেন। দুআটি হলো দুআয়ে ইউনুস।'*[২][৩]

- অপর এক হাদীসে নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন, 'আমি কি তোমাদেরকে ইসমে আযমের সন্ধান দেব? তা হলো দুআয়ে ইউনুস।' জনৈক সাহাবী নিবেদন করলেন, 'আল্লাহর রাসূল! এই দুআটি কি শুধুমাত্র ইউনুস আলাইহিস সালামের জন্যই?' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'তুমি কি কুরআনুল কারীমের এই আয়াতটি শোনোনি—

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

> *"আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছি, তাকে মুক্তি দিয়েছি। আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে বিপদমুক্ত করে থাকি।"'*

[১] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম: ৩৫০৫; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ১৪৬২
[২] অর্থাৎ, ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেটে থাকাকালীন যে দুআটি পড়েছিলেন।
[৩] আল-জামিউস সাগীর, হাদীস-ক্রম : ২৮৪৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এরপর নবীজি ﷺ বলেন, 'কোনো মুসলমান অসুস্থাবস্থায় যখন এই দুআটি ৪০ বার পড়বে তখন সে যদি ঐ রোগাক্রান্ত অবস্থায় মারা যায় তাহলে তাকে শহীদী মৃত্যুর প্রতিদান দেয়া হবে। আর যদি সে আরোগ্য লাভ করে তাহলে সে (এই দুআর বরকতে) গুনাহমুক্ত অবস্থায় সুস্থ হবে।'[১]

- সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বিবৃত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র হাদীসে এসেছে, নবীজি ﷺ যখন দুশ্চিন্তায় থাকতেন তখন আল্লাহর নিকট দুআ করে বলতেন—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

> *'পরম সহনশীল আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ তাআলাই একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য। আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি আসমানের রব, যমীনের রব। তিনি সুমহান আরশের রব।'*[২]

- আলী ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহর নবী ﷺ আমাকে বিপদের সময় পড়ার জন্য একটি দুআ শিখিয়ে দিয়েছেন। দুআটি হলো—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

> *'মহা সম্মানিত পরম সহনশীল আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ তাআলার পবিত্রতার স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণা দিচ্ছি। আল্লাহ তাআলা বড়ই বরকতময়। তিনি সুমহান আরশের অধিপতি। আর সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তাআলার জন্যই।'*

---

[১] মুস্তাদরাকু হাকিম–১৮৬৫
[২] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৬৩৪৬; মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ২৭৩০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- মুসনাদু আহমাদে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত হাদীসে নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন, 'যখনই কেউ বিপদগ্রস্থ হয়ে কিংবা দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে (নিম্নোক্ত) দুআটি পড়বে আল্লাহ তাআলা তাকে বিপদমুক্ত করে তার দুঃখ কষ্টকে আনন্দদায়ক পরিস্থিতিতে বদলে দেবেন–

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي

> 'আল্লাহ! আমি তো আপনারই গোলাম! আপনারই কোনো গোলাম আর বাঁদির সন্তান। আপনার হাতের মুঠোয় আমার ভাগ্যরেখার পথচলা। আমার ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্তই কার্যকর। আপনার ফায়সালাই আমার জন্য সঠিক ও ন্যায়বিচার। আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি আপনার সকল নামকে উসীলা বানিয়ে। যেই নামসমূহ আপনি নিজেই নির্বাচন করেছেন নিজের জন্য। যেই নামের ব্যাপারে আপনি অবহিত করেছেন আপনার সৃষ্টজগতের কাউকে কাউকে। যেই নামের কথা আপনি অবতীর্ণ করেছেন আপনার পবিত্র কিতাবে। আপনার নিকট সংরক্ষিত অদৃশ্য জগতে যেই নামের মাধ্যমে আপনি নিজেকে একচ্ছত্র অধিপতি বানিয়েছেন। (এই সকল নামের গুণাবলির কার্যকারিতাকে পুঁজি করে আমি প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ!) আপনি পবিত্র কুরআনুল কারীমকে আমার হৃদয়ের বসন্ত বানিয়ে দিন। এই কুরআনকে আমার অন্তরের আলো বানিয়ে দিন। আমার দুঃখ কষ্টের মরীচিকা দূরকারী বানিয়ে দিন হে আল্লাহ! আপনার এই শাশ্বত গ্রন্থকে আমার সকল দুশ্চিন্তার উপশমকারী বানিয়ে দিন।' সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহর রাসূল! দুআটি কি আমরা শিখে নিতে পারি?' নবীজি বললেন, 'যারা এই দুআটি শুনেছে, সকলেরই উচিত দুআটি শিখে রাখা।'[১]

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ৩৭১২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ বলেন, 'নবীগণ বিপদগ্রস্ত হলে "সুবহানাল্লাহ" বলে (অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ঘোষণা করে) সাহায্য প্রার্থনা করতেন।'

প্রখ্যাত আলিম ইবনু আবিদ দুনইয়া রচিত *আদ-দুআ* কিতাবে একটি ঘটনা বিবৃত আছে। ঘটনাটি হলো, আবু মুআল্লাক উপাধিতে পরিচিত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন আনসার সাহাবী নিজের ও অন্যের পুঁজি দিয়ে ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি একজন পরহেযগার ও ইবাদাতগুজার ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় সফর করতেন। এমনই এক সফরে তিনি ডাকাতের কবলে পড়েন। খোলা তরবারি হাতে ডাকাত তাকে বলল, 'যা কিছু আছে দিয়ে দাও। তারপর তোমাকে মেরে ফেলব।'

আবু মুআল্লাক ﷺ বললেন, 'তোমার তো আমার সম্পদের প্রয়োজন। আমি দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমাকে হত্যা করে কী লাভ তোমার?'

অস্ত্রধারী লোকটি বলল, 'তোমার সম্পদ যা আছে তা তো আমি নেবই, একইসাথে তোমাকেও আমি মেরে ফেলতে চাই। এটা আমার নিছকই এক মনোবাসনা।'

আবু মুআল্লাক বললেন, 'তাহলে আমাকে অন্তত চার রাকাত নামায পড়ার সুযোগ দাও।' অস্ত্রধারী তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'তোমার যা খুশি পড়ে নাও।'

নবীজি'র এই সাহাবী ওযু করে চার রাকাত নামাযের শেষ সিজদায় আল্লাহর নিকট আকুলভাবে ফরিয়াদ জানিয়ে এই দুআ করতে লাগলেন—

يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ، يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ، يَا فَعَّالًا لِمَا تُرِيدُ، أَسْأَلُكَ بِعِزِّكَ الَّذِي لَا يُرَامُ، وَبِمُلْكِكَ الَّذِي لَا يُضَامُ، وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَنْ تَكْفِيَنِي شَرَّ هَذَا اللِّصِّ، يَا مُغِيثُ أَغِثْنِي

> *'মুহাব্বাতকারী আল্লাহ! গৌরবময় আরশের অধিকর্তা, হে আল্লাহ! আপন ইচ্ছায় কার্য সম্পাদনকারী, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি আপনার চির অমলিন সম্মানের উসীলায়। সাহায্য*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> প্রার্থনা করছি আপনার একচ্ছত্র রাজত্বের কথা স্মরণ করে। আরশের চার স্তম্ভের ভরপুর নূরের উসীলা নিয়ে আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আল্লাহ! আপনি এই ডাকাতের মুকাবিলায় আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। হে সাহায্যকারী সত্তা! আপনি আমাকে সাহায্য করুন।'

দুআটি আবু মুআল্লাক ﵁ তিনবার পড়তে না পড়তেই সেখানে সশস্ত্র এক অশ্বারোহীর আচানক আগমন ঘটে। ডাকাত লোকটি তাঁকে দেখতে পেয়ে মুকাবিলা করার প্রস্তুতি নিতে নিতে অশ্বারোহী হামলা করে বসেন তার ওপর এবং প্রথম হামলায়ই তাকে হত্যা করে ফেলেন। অতঃপর সিজদারত সাহাবীর দিকে ফিরে অশ্বারোহী বললেন, 'আপনি এবার উঠুন!'

সাহাবী বললেন, 'আমার বাবা-মা উৎসর্গিত হোন! আল্লাহ তাআলা আপনার মাধ্যমে আজ আমাকে উদ্ধার করেছেন। আপনার পরিচয় জানতে চাই!'

'আমি চতুর্থ আসমানের ফিরিশতা! আপনি যখন প্রথমবার দুআ করলেন আমি আসমানের দরজায় "গড়গড়" আওয়াজ শুনতে পাই। আপনার দ্বিতীয়বারের দুআর কারণে ফিরিশতাদের মাঝে শোরগোলের আওয়াজ শোনা যায়। তৃতীয়বার যখন আপনি দুআ করলেন তখন ঘোষণা করা হলো, একজন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি দুআ করছে। তখন আমি আল্লাহ তাআলার নিকট আপনার হামলাকারীকে হত্যা করার জন্য অনুমতি চাই।'

হাসান বসরী ﵀ বলেন, যে ব্যক্তি ওযু করে চার রাকাত নামায পড়ে (উপরে উল্লিখিত) এই দুআটি পড়বে তার ডাকে অবশ্যই সাড়া দেয়া হবে। চাই সে কোনো বিপদে আক্রান্ত হোক অথবা বিপদমুক্ত থাকুক।

দুআ কবুলের ক্ষেত্রসমূহ

ব্যক্তিবিশেষ মাঝেমধ্যে আমরা দেখতে পাই, কেউ কেউ দুআ করলে সাথে সাথে কবুল হয়ে যায়। এক্ষেত্রে হয়তো দুআকারী ব্যক্তির প্রয়োজনের তীব্রতা অনুসারে, আল্লাহমুখিতার এক বিশেষ অবস্থা দুআ কবুলে প্রভাব বিস্তার করে। অথবা দুআর মধ্যে সে এমন চমৎকার পন্থায় আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে বসে, আল্লাহ তাআলা তার এই চমৎকার দুআর বদৌলতে দুআকে কবুল করে নেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিংবা দুআ কবুলের বিশেষ সময়ে তার দুআটি আল্লাহর দরবারে উপস্থাপিত হয়। এ ছাড়াও অন্যান্য অনেক কারণে তার দুআর ফলাফল দ্রুত প্রকাশ পায়। তখন অনেকেই ধারণা করে, দুআর মধ্যে উচ্চারিত কোনো কালিমা বা শব্দের কারণে হয়তো অমুকের দুআ কবুল করা হয়েছে। ফলে সেও দুআ কবুলের পারিপার্শ্বিক আবশ্যক বিষয়াবলির প্রতি লক্ষ না রেখে শুধুমাত্র ঐ শব্দ বা কালিমাসমূহ দিয়ে দুআ করতে থাকে আর অপেক্ষা করতে থাকে যে, আমার দুআও এখন কবুল হয়ে যাবে।

এর একটি উদাহরণ হলো—একজন অসুস্থ ব্যক্তি সঠিক পদ্ধতিতে যথাসময়ে সঠিক ওষুধ ব্যবহার করায় সুস্থ হয়ে উঠল। তখন অপরজন চিন্তা করল, শুধুমাত্র এই ওষুধটির ব্যবহারই হয়তো রোগমুক্তির জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। সময়ানুবর্তিতা কিংবা প্রয়োগপদ্ধতির কথা না ভেবে কেবল ওষুধকেই রোগমুক্তির একমাত্র কারণ ভাবাটা তার সুস্পষ্ট ভুল। একইভাবে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট দুআকেই দুআ কবুলের ক্ষেত্রে একমাত্র উপায় ভাবাটাও এধরনের ভুল। অনেক মানুষই এসব ভুলের শিকার হন।

আমাদের সমাজে দেখা যায়, বিপদগ্রস্ত কেউ হয়তো বিপদে পেরেশান হয়ে কোনো কবরের সামনে আল্লাহ তাআলার নিকট মনের গভীর থেকে একাগ্রচিত্তে কাকুতি-মিনতি করে দুআ করতে থাকে। আর বিপদগ্রস্ত লোকটির মনের এই ব্যথা-বেদনার কারণে আল্লাহ তাআলা তার দুআকে কবুল করে নেন। তখন অনেকের মাঝেই এই ভুল বিশ্বাস জন্ম নেয় যে, হয়তো এই কবরবাসীর কারণেই এই লোকটির দুআ কবুল হয়েছে। এইভেবে বহু আবেগপ্রবণ মানুষ কবরের সামনে এসে দুআ করতে থাকে। অথচ এক্ষেত্রে দুআ কবুলের জন্য অন্তরের বিশেষ অবস্থা, শতভাগ আল্লাহমুখিতা—এসবের প্রতি কোনো মনোযোগ দেয়া ব্যতীতই নিরেট কবরবাসীর কারণে দুআ কবুলের আশায় বসে থাকে তারা। আবেগী অজ্ঞ লোকেরা বুঝতে পারে না, দুআ কবুলের সেই গোপন রহস্য হলো, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির সত্যিকারের আল্লাহমুখী হওয়ার তীব্র প্রচেষ্টা।

বস্তুত কবরের সামনে না বসে আল্লাহর ঘর মসজিদে যদি অন্তরের এই বিশেষ অবস্থায় দুআ করা হয় তাহলে তো সেই দুআ আরো উত্তম ও আল্লাহর নিকট আরো বেশি গ্রহণযোগ্য হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুআ কবুলের শর্ত

আল্লাহর নিকট দুআ করা, আশ্রয় প্রার্থনা করা মুমিন বান্দার জন্য একপ্রকারের অস্ত্র। অস্ত্রের গুণগত মান শুধুমাত্র তার ধার কিংবা প্রযুক্তিগত উন্নতির উপর নির্ভর করে না বরং ব্যবহারকারীর দক্ষতাও এখানে বড় একটি ব্যাপার। সুতরাং একটি অস্ত্র যখন—

- নিখুঁত, ধারালো ও মানসম্পন্ন হবে
- ব্যবহারকারীর হাতও হবে দক্ষ
- এবং অস্ত্র প্রয়োগে কোনো প্রতিবন্ধকও থাকবে না

তখন সেই অস্ত্র শত্রুকে পরিপূর্ণ ঘায়েল করতে সক্ষম হবে। আর যদি উল্লিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্যের কোনো একটিও পাওয়া না যায় তাহলে অস্ত্রের প্রভাবও দুর্বলভাবে প্রকাশ পাবে।

মুমিন বান্দার দুআ যদিও বাহ্যত কোনো অস্ত্র নয়, তবুও দুআকারী যদি তার মুখের উচ্চারিত প্রার্থনার সাথে অন্তরের ব্যাথাকে একত্রিত করতে অক্ষম হয় অথবা দুআ কবুলের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা যদি অন্তরায় হয়ে থাকে তাহলে এক্ষেত্রেও দুআর পূর্ণ প্রভাব অপ্রকাশিত থেকে যায়।

দুআ ও ভাগ্যলিপি

মনে হতে পারে যে, দুআকৃত বিষয়টি যদি ভাগ্যে পূর্ব-নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে তো দুআর কোনো প্রয়োজন নেই। বিষয়টি আবশ্যকভাবেই অস্তিত্বে চলে আসবে। আর যদি ভাগ্যে বিষয়টি না-ই থাকে তাহলে তো শত দুআ করেও কোনো লাভ নেই! তাহলে আমরা কেন দুআ করি? দুআর কার্যকারিতা আসলে কোথায়?

অন্তরের এই সাদামাটা প্রশ্নকে গুরুত্ব দিয়ে একদল লোক বাস্তবেও দুআ করা ছেড়ে দেয়। তাদের ধারণা, যা হবার তা তো হবেই। দুআ মুনাজাত করে আর কী হবে! অথচ তাদের এই ভ্রান্ত চিন্তাকে মেনে নিলে পার্থিব জগতের যাবতীয় আসবাব বা উপকরণ সবকিছুই ছেড়ে দিয়ে কল্পনাতীত মানবেতর এক বৈরাগী জীবনকে আলিঙ্গন করে নিতে হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উদাহরণত, মানবদেহের ক্ষুধামুক্তি ও তৃপ্ত পাকস্থলি যদি ভাগ্যেই সুনির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে তো যেভাবেই হোক ভাগ্যের প্রতিফলন ঘটবেই। সুতরাং আলাদাভাবে খাওয়া-দাওয়ার আর কী প্রয়োজন! আর ভাগ্যে যদি ক্ষুধা-যন্ত্রণা, পানির তৃষ্ণা নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে তো শত খাবার খেয়েও কোনো লাভ নেই!

আবার ভাগ্যে যদি সন্তানাদি থাকে তাহলে তো অবধারিতভাবে জন্ম নেবেই। স্ত্রী সহবাসের কোনো প্রয়োজন নেই। তদ্রূপ ভাগ্যলিপিতে যদি কোনো সন্তানের কথা না থাকে তাহলে হাজারো বিয়ে কোন উপকারে আসবে না।

এভাবে জাগতিক সকল বিষয়কেই ভাগ্যলিপির দোহাই দিয়ে অবান্তর প্রমাণ করা দেয়া যায়।

এই ধরনের চিন্তার লোকদের কি মানুষ বলা যায়! জাগতিক ভারসাম্যহীন অবলা পশুর স্তরে বসবাস এদের। অথবা বলা যায়, বন্য প্রাণীরাও অনেক ক্ষেত্রে এদের তুলনায় সভ্য ও মার্জিত।

দুআ ও ভাগ্যের এই বাহ্যিক দ্বন্দ্ব এড়াতে আবার একদল লোক ভাবে—দুআ নিছকই একটি ইবাদাত; ভাগ্য-পরিবর্তনকারী নয়, ভাগ্যে যা আছে তা হবেই। আর দুআর জন্য বান্দা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান ও সওয়াব পাবে। তাদের মতে, দুআর মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে কোনো প্রভাব পড়ে না। তাদের ধারণা—মৌখিক দুআ, অন্তর থেকে দুআ করা—এসবের কোনো প্রভাবই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে কার্যকর না।

আরেকদল মনে করে, দুআ হলো আলামত। দুআ করার সুযোগ হলে বুঝতে হবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। দুআ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের নিদর্শন। বান্দাকে যখন দুআ করার তৌফিক দেয়া হবে তখন বুঝে নিতে হবে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে তার কাঙ্ক্ষিত বিষয় দান করবেন। তার প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন।

দুআর ব্যাপারে তাদের এই চিন্তাকে ব্যাখ্যা করতে তারা আকাশের মেঘের উদাহরণ দিয়ে থাকে। বর্ষার মৌসুমে আকাশের মেঘ যেমন বৃষ্টির আলামত হিসেবে দেখা দেয় তেমনই দুআ হলো বান্দার প্রয়োজন পূরণ হওয়ার আলামত।

তাদের নিকট আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সওয়াব এবং আল্লাহর অবাধ্যতা ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কুফরীর সাথে শাস্তির সম্পর্কও একই রকম। অর্থাৎ, আল্লাহর আনুগত্য করতে পারাটা কেবল নেক প্রতিদান ও সওয়াব অর্জনের আলামত। আবার আল্লাহর নাফরমানি ও অবাধ্যতা শুধুমাত্র জাহান্নামের শাস্তির উপযুক্ত হওয়ার জাগতিক নিদর্শন বলে বিবেচিত হবে। কেননা আনুগত্য ও অবাধ্যতার কারণেই মানুষ উত্তম ও ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হয়ে থাকে। জাগতিক বিষয়াদিতেও এদের দর্শন হলো, কোনো জিনিস ভেঙে ফেলার কারণে খণ্ডিত হয়ে পড়া, আগুনে ফেলে দেয়ার কারণে পুড়ে যাওয়া, হত্যার কারণে কারো মারা যাওয়া ইত্যাদি কোনো কাজই এসব পরিণতির কারণ হতে পারে না। উল্লিখিত কাজগুলো এসব পরিণামের সাথে এমন বিশেষ কোনো সম্পর্ক রাখে না, যার ফলে এই কাজগুলোর ফলে কোনো জিনিস ভেঙে যাবে, মারা যাবে বা পুড়ে যাবে। বরং উল্লিখিত কাজগুলো প্রকৃতির একটি স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বিভিন্ন পরিণতির সাথে যুক্ত হয়। কোনো পরিণামের কারণ হিসেবে কোনো কাজকে নির্ধারণ করা যায় না।

তাদের এই অবান্তর চিন্তা ও অসার যুক্তি স্বাভাবিকভাবেই জাগতিক নিয়ম, ভারসাম্যপূর্ণ হিতাহিত জ্ঞান, শরয়ী ভাবধারা বা মানব-স্বভাব-বহির্ভূত। এসব চিন্তা ও যুক্তি জ্ঞানী সমাজে শুধুই হাসির খোরাক হতে পারে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম ﷬ বলেন, এই দ্বন্দ্ব নিরসনে সঠিক সিদ্ধান্ত হলো, জগতের কিছু বিষয় যেমন বিভিন্ন ধরনের উপায়-উপকরণের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকে, ভাগ্যের কিছু ব্যাপারও ঠিক তেমন। এই উপায়-উপকরণের অন্যতম একটি হলো দুআ। উপায় ও উপকরণহীন নিরেট ভাগ্যের দোলায় এসব দুলতে থাকে না। বরং কোনো একটি কারণ বা উপকরণের পিঠে ভর করে বাস্তব জগতে ভাগ্যলিপি প্রকাশ পায়। সুতরাং বান্দা যখন সেই উপায়-উপকরণকে পুঁজি করে পথ চলে তখন সেই উপায়-উপকরণের সাথে যুক্ত বিষয়টিই তার জন্য নির্ধারিত হয়, তার সামনে প্রকাশ পায়। আর বান্দা যখন এসব উপকরণের ধার ধারে না, তখন এই উপকরণের সাথে যুক্ত নির্ধারিত বিষয়টিও আর অস্তিত্ব আসে না।

যেমনিভাবে পরিতৃপ্তি লাভ করাটা খাদ্য ও পানি গ্রহণের উপায়-উপকরণের সাথে যুক্ত থাকে। যে ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণ করল, পানি পান করল, সে তৃপ্তি লাভের উপকরণকেই গ্রহণ করল। অনুরূপভাবে সন্তান লাভের বিষয়টিও সহবাসের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাথে যুক্ত। একইভাবে চাষাবাদের সাথে ফসল উৎপন্ন হওয়া, জবাইয়ের কারণে পশু মারা যাওয়া, সৎকর্মের জন্য জান্নাত আর অসৎ কর্মের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করা ইত্যাদি সবই হলো মানুষের পরিণতি ও পরিণামের একেকটি উপকরণ। সে নিজের জন্য যেই উপকরণকে গ্রহণ করবে তার পরিণাম সে ভোগ করবে। আমার এই চিঠির প্রশ্নকারীও এই দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা করতে না পারায় সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এই ব্যাখ্যাটিই বাস্তবসম্মত ও সঠিক ব্যাখ্যা। আল্লাহ তাআলাই সর্বোত্তম জ্ঞানী।

দুআ সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম

ভাগ্যের নানাবিধ পরিণতির সবচেয়ে কার্যকরী ও শক্তিশালী উপকরণ হলো দুআ। তাই দুআর কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে দুআর উপকরণের সাথে নির্ধারণ করে দেয়া হয়ে থাকে, তখন এরকমের চিন্তাভাবনা সঠিক নয় যে, 'দুআ করে লাভ নেই, যা হওয়ার এমনিতেই হবে!'

যেমনভাবে খাওয়া-দাওয়া ও যাবতীয় মানবিক কর্মকাণ্ড ও ওঠাবসাকে অপ্রয়োজনীয় বলা যায় না, দুআর ব্যাপারটিও ঠিক তেমন। বরং কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জনে দুআর চেয়ে অধিক কার্যকর ও উপকারী কোনো উপকরণই নেই।

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম (রিদওয়ানুল্লাহি আনহুম আজমাঈন) ছিলেন এই উম্মাতের সর্বাধিক জ্ঞানী সম্প্রদায়। দ্বীন ও শরীয়ার সর্বোচ্চ জ্ঞানের ফকীহ ছিলেন। নবীজির সাহাবীগণ এই উপকরণ বিষয়ে (অর্থাৎ দুআর ব্যাপারে) অত্যধিক গুরুত্বারোপ করতেন।

দুআর মাধ্যমে উমর ইবনুল খাত্তাবের সাহায্য-প্রার্থনা

উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ শত্রু বাহিনীর মুকাবিলায় আল্লাহর নিকট দুআর মাধ্যমে সাহায্য চাইতেন। তাঁর সেনাবাহিনীর বহর ছিল বেশ বড়। তবুও তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে বলতেন, 'তোমরা সংখ্যাধিক্যের কারণে সাহায্যপ্রাপ্ত বা বিজয় লাভ করো না। তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হও আসমান থেকে। (সুতরাং আসমানের অধিকর্তার নিকট দুআ করতে থাকো)।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিনি বলতেন, 'আমি দুআ কবুলের জন্য চিন্তা করি না। আমার চিন্তা থাকে দুআকে ঘিরেই, আমি খেয়াল করি, আমার দুআ যথাযথভাবে হচ্ছে কি না। তোমরা যদি দুআ নিয়ে চিন্তিত হতে পার তাহলে দুআ এমনিতেই কবুল হয়ে যাবে। দুআ কবুল হওয়া নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই।'

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র এই কথার মর্ম ধারণ করে কবি বলেছেন—

لَوْ لَمْ تُرِدْ نَيْلَ مَا أَرْجُو وَأَطْلُبُهُ ... مِنْ جُودِ كَفَّيْكَ مَا عَلَّمْتَنِي الطَّلَبَا

'আপনি যদি আপনার বদান্য হাতে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ
নাই করেন, তাহলে তো আপনি আমাকে দুআর জন্য
আদেশ করতেন না।
'যাকে দুআর জন্য অদৃশ্য থেকে অনুপ্রাণিত করা হয়, মনে করতে
হবে তার দুআ কবুল করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

> *'তোমরা আমার নিকট দুআ করো। আমি তোমাদের দুআ কবুল করব।'*[১]

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

> *'আর যখন আমার বান্দারা আপনার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তখন আমি তাদের সন্নিকটেই থাকি। আমার নিকট যখন কোনো দুআকারী দুআ করে তখন আমি তার দুআ কবুল করে নিই।'*[২]

ইমাম ইবনু মাজাহ তাঁর বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ *আস-সুনানে* আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে একটি হাদীস উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু

[১] সূরা মুমিন, হাদীস-ক্রম : ৬০
[২] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৮৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না আল্লাহ তাআলা তার উপর রাগান্বিত হন।'[১]

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, দুআ ও আনুগত্যের মধ্যেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি নিহিত। বান্দার প্রতি আল্লাহ যখন সন্তুষ্ট হয়ে যান, সেই সন্তুষ্টির দ্বারাই যাবতীয় কল্যাণ নির্ধারিত হয়ে যায়। একইভাবে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত আছে সব ধরনের বিপদ-আপদ।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব আয-যুহদে হাদীসে কুদসী[২] থেকে বর্ণনা করেন, মহান আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَنَا اللهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، إِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي مُنْتَهَى
وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ

> *'আমিই আল্লাহ! আমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আমি যখন সন্তুষ্ট হয়ে যাই তখন বরকত দান করি। আমার বরকতের কোনো সীমা নেই। আর যখন রাগান্বিত হই তখন লানত বর্ষণ করি। আমার লানত বংশের সপ্তম প্রজন্ম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।'*[৩]

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, হাদীস শরীফের বিভিন্ন বাণী ও উপদেশাবলি, যুগে যুগে মানবজাতির বিভিন্ন উত্থান-পতনের ঘটনা পর্যালোচনা করলে এবং ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে দেখা যায়, বিশ্ব জগতের মহান প্রতিপালক আল্লাহ

---

[১] সুনানু ইবনি মাজাহ—৩৮২৭

[২] হাদীসে কুদসী বলা হয়, যে সকল হাদীসের মূল কথা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিজস্ব বক্তব্য দ্বারা সরাসরি ব্যক্ত হয়েছে—সে সকল হাদীসকে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার যেই বাণী কুরআনের মধ্যে আয়াত হিসেবে অবতীর্ণ হয়নি বরং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে, পরবর্তীতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতকে তা কুরআনের আয়াত হিসেবে নয় বরং হাদীস হিসেবে জানিয়ে দিয়েছেন। -অনুবাদক

[৩] বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে তিনটি কথা। প্রথমত, হাদীসের কোনো কিতাবে হাদীসটি পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, ইসলামের বিধান হলো, কারও পাপের দায় অন্যের উপর বর্তায় না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'কোনো পাপী অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে না'—সূরা যুমার, আয়াত-ক্রম : ৭। উল্লিখিত হাদীসটি উপরোক্ত আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক। তৃতীয়ত, এই হাদীসের রাবী ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ, ওয়াহাব ইসরাঈলী বর্ণনার জন্য প্রসিদ্ধ। তাই সার্বিক বিচারে উপরোক্ত হাদীসটি অর্থগতভাবে শরীয়ার সাথে সাংঘর্ষিক না হলেও শেষাংশের অর্থ মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ। -সম্পাদক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাআলার নৈকট্য, তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ, সৃষ্টিজগতের প্রতি অনুগ্রহ—ইত্যাদি সকল উত্তম কার্যাবলিই যাবতীয় কল্যাণ ও মঙ্গল বয়ে আনায় প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। আর এসকল সৎ ও উত্তম কাজের বিপরীতে মানুষ যখন অসৎ পথ অবলম্বন করেছে তখন তাদের এই বিপথগামিতাই জগতের সামগ্রিক অকল্যাণ ও সমষ্টিগত ধ্বংসের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কার্যত যুগে যুগে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও নিয়ামতরাজির অবিরাম বর্ষণ এবং আল্লাহর ক্রোধ ও আযাব প্রতিরোধন—তাঁর আনুগত্য, নৈকট্য ও পরোপকারের অনুপাতে প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

যেমন কর্ম তেমন ফল

আল্লাহ তাআলা ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণের ভিত্তি রেখেছেন বান্দাদের আমলের মধ্যে। কুরআনুল কারীমের অসংখ্য স্থানে আল্লাহ তাআলা বিভিন্নভাবে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

যেমন—বনী ইসরাঈল যখন অনবরত আল্লাহ তাআলার হুকুম অমান্য করতে লাগল আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বানর ও শুকরের জাতিতে পরিণত করে দিলেন। এ সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

فلما عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

> *'যখন তারা আমার নিষেধাজ্ঞাকে পূর্ণ ধৃষ্টতা সমেত অমান্য করতে লাগল আমি তাদের প্রতি আমার (কুদরতী আদেশ অবতীর্ণ করে বললাম), তোমরা নিকৃষ্ট বানরে পরিণত হয়ে যাও।'*[১]

অন্য একটি আয়াতের দিকে লক্ষ করলেও আমরা দেখতে পাই—আল্লাহ তাআলা পার্থিব জগতের কৃতকর্মের ফল দুনিয়াতেই প্রয়োগ করছেন বিধান নাযিল করার দ্বারা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا

[১] সূরা আরাফ, আয়াত-ক্রম : ১৬৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *পুরুষ কিংবা নারী—যেই চুরি করে থাকুক না কেন, তোমরা তার উভয় হাত কেটে দাও তার কৃতকর্মের শাস্তি হিসেবে।*[১]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা গুনাহ মাফের জন্য খোদাভীতিকে শর্ত করে ইরশাদ করেন—

إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

> *'হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তাহলে তিনি তোমাদের জন্য হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণায়ক বিধান দান করবেন। তোমাদের পাপ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।'*[২]

অন্যত্র ইরশাদ করেন—

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

> *'তাদেরকে যেই উপদেশ দেয়া হয়েছে তারা যদি সে-মতে আমল করত তাহলে তা তাদের জন্য বড়ই কল্যাণকর হতো।'*[৩]

মোটকথা, কুরআনুল কারীমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে—মানুষের কল্যাণ, অকল্যাণ এবং জাগতিক নানান প্রেক্ষাপট মানুষের কর্মফল ও উপায়-উপকরণ গ্রহণের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এভাবেও বলা যায়, ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় বিধি-বিধান ও ভালো-মন্দ অবস্থাসমূহ মানুষের নানান কাজ ও উপকরণ গ্রহণের উপর নির্ভর করে।

- যে ব্যক্তি আমাদের এই আলোচ্য অধ্যায়টি গভীরভাবে চিন্তা করে ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হবে সে জীবনের অমূল্য রত্ন লাভ করবে। মূর্খের মতো কিংবা অপারগ বা বেকার হয়ে হাত-পা গুটিয়ে ভাগ্যের উপর ভরসা

---

[১] সূরা মায়িদাহ, আয়াত-ক্রম : ৮৩
[২] সূরা আনফাল, আয়াত-ক্রম : ২৯
[৩] সূরা নিসা, আয়াত-ক্রম : ৬৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করে সে বসে থাকবে না। এসব ক্ষেত্রে তার তাওয়াক্কুল অবলম্বন হবে এক ধরনের অপারগতা।

- বুদ্ধিমান তো সেই হবে, যে ভাগ্যকে ভাগ্য দিয়ে বদলে ফেলতে পারে। তাকদীরকে প্রতিহত করবে আরেক তাকদীরের মাধ্যমে। দুর্ভাগ্যের সামনে নিজের অসহায় আত্মসমর্পণের আগেই সে আরেক সৌভাগ্যকে ঢাল বানিয়ে ফেলবে। এই চরম সত্য লড়াই করেই তো মানুষ টিকে থাকে যুগ যুগ ধরে। ক্ষুধা, পিপাসা, ঠান্ডা, নানা রকমের ভয়, ঝঞ্ঝা, হুমকি-ধমকি—সব কিছুই মানুষের ভাগ্যলিপিতে নির্ধারিত থাকলেও মানবজাতি দুর্বার শক্তিতে এই ভাগ্যকে প্রতিরোধ করে আরেক ভাগ্যকে বরণ করে নেয়।
- একইভাবে আল্লাহ তাআলা যাঁকে তৌফিক দেন এবং কল্যাণের পথ দেখান সে ব্যক্তি নিজের পরকালীন শাস্তি ও আযাবের ভাগ্যকে তাওবা, অনুশোচনা, ঈমান ও নেক আমলের ভাগ্য দ্বারা পরিবর্তন করে নেন।
- তাকদীরই হলো দুনিয়া ও আখিরাতের সকল বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশ প্রতিরোধকারী। উভয় জগতের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তাঁর হিকমাতও[১] একক।

মানুষের কর্মফল-ভোগের ব্যাপারে ইতিহাসের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য

জীবনের ভালো-মন্দের বোধ ও পার্থিব জগতের কল্যাণ-অকল্যাণের জ্ঞান মানুষের অর্জিত হয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং যুগযুগ ধরে চলে আসা বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের উত্থান-পতনের ইতিহাস থেকে।

মানবজীবনের জন্য কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ—এই প্রশ্নের সবচেয়ে সমৃদ্ধ উত্তর হলো, শাশ্বতগ্রন্থ আল-কুরআন। কুরআনুল কারীমে গভীর দৃষ্টি দিয়ে আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারি মানবজাতির ভালো ও মন্দের দিকগুলো। আমাদের জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও অসঙ্গতিপূর্ণ কর্মধারাকে কুরআন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে। এরপরেই জীবনের গাইডলাইন হিসেবে স্থান পাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেখে যাওয়া অমূল্য রত্নভাণ্ডার সুন্নাহ বা হাদীস। সুন্নাহ যেন কুরআনেরই একটি শাখা। কুরআন ও

[১] আল্লাহর বিধানাবলির অন্তর্নিহিত কারণ বা গূঢ় রহস্যকে হেকমত বলা হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
সুন্নাহ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে স্পষ্টভাবে ভালো ও মন্দ এবং তার উপায়-উপকরণকে দেখিয়ে দেয়। কেউ যদি শুধুমাত্র এই দুটি গাইডলাইন অনুসরণ করার প্রতি মনযোগী হয়ে ওঠে তাহলে সে নির্ভারভাবে জীবন পরিচালনা করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

কুরআন ও সুন্নাহকে সামনে রেখে যখন আমরা পূর্ববর্তী জাতির ইতিহাস ঘাঁটব, দেখতে পাব আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী জাতিদের উত্থান-উন্নতি এবং অবাধ্য, নাফরমান সম্প্রদায়ের করুণ পরিণতি; যারা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচারণ করে উদ্ধত আচরণ করেছে। আল্লাহ তাআলা মানবজীবনের ভালো ও মন্দের যেই উপকরণ, পার্থিব উত্থান ও পতনের জন্য যেই কারণসমূহ কুরআনে বর্ণনা করেছেন তাঁর প্রতিটি কথাই ধ্রুব সত্য ও বাস্তব। ইতিহাসের পর্যালোচনা প্রমাণ করে দেয় আল্লাহর নবীর বর্ণিত গাইডলাইন আস-সুন্নাহ, মানবজাতির প্রতি আল্লাহ তাআলার ওয়াদা, হুঁশিয়ারি অবধারিতভাবে সত্য ও প্রমাণিত। ইতিহাস আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বর্ণিত কল্যাণ-অকল্যাণ এবং এর ভালো-মন্দ উপায়-উপকরণের সত্যতার উপর অকাট্য সাক্ষ্য দিয়ে থাকে।

নফসের ধোঁকা

মানুষ যখন জানতে পারে, বিভিন্ন উপায়-উপকরণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় তখন সে সতর্ক থাকার চেষ্টা করতে গিয়েও অনেক সময় ধোঁকায় পড়ে যায়। এক্ষেত্রেও সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি।

মানুষ জানে, আল্লাহর নাফরমানি ও দ্বীন-ধর্মের প্রতি উদাসীনতা ইহ ও পরকালের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, তবুও সে নিজের প্রবৃত্তির কাছ থেকে অবান্তর এক সান্ত্বনার বাণীতে ধোঁকায় পড়ে যায়।

আল্লাহ তাআলার মহানুভবতা ও ক্ষমার গুণাবলির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার নফস তাকে নিশ্চিন্ত ও উদাসীন করে রাখে। আবার কখনো মানুষ তাওবা-ইস্তিগফারের সুযোগের কথা স্মরণ করে উদাসীন হয়ে যায়। কখনো ভবিষ্যতের কল্যাণমূলক কোনো কাজের নিয়ত করে বা ভাগ্যের দোহাই দিয়ে বর্তমান সময়ের পাপ-বোধকে হালকা করে দেখতে থাকে। আবার কখনো সে জাগতিক মোহগ্রস্ত হয়ে দুনিয়ার বিত্তশালী আল্লাহভোলা লোকদের কথা চিন্তা করে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিজেকেও আল্লাহর পথ থেকে দূরে রাখতে থাকে।

ক্ষমাপ্রার্থনার আশায় মানুষ প্রবঞ্চনার শিকার হয়

জগতে অনেক মানুষই চিন্তা করে থাকে, আমি সময়-সুযোগ-মতো আল্লাহর নিকট 'ইস্তিগফার' পাঠ করে আমার যথেচ্ছ কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করে নেব। ইস্তিগফারের কারণে আমি গুনাহমুক্ত জীবন ফিরে পাব। কোনো সন্দেহ নেই, তারা এক স্পষ্ট ভ্রান্তির গড্ডালিকা প্রবাহে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দিয়েছে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ বলেন—আমাকে নামধারী একজন ফকীহ বললেন, 'আমি তো যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াই। তারপর আমি ১০০ বার সুবহানাল্লাহ্ ও ১০০ বার আলহামদুলিল্লাহ্ পাঠ করি, এতে আমার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর নবীজি ﷺ থেকেও এমনই বর্ণিত হয়েছে—"যেদিন কেউ ১০০ বার সুবহানাল্লাহ ও ১০০ আলহমাদুলিল্লাহ পাঠ করবে, তার সেদিনের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে; এমনকি তার গুনাহের পরিমাণ সাগরের ফেনার মতো অগণিত হলেও।"' [১]

মক্কার কোনো এক লোক আমাকে একবার বলেছিল, 'আমাদের কেউ যখন মন-চাহিদা কাজ করতে গিয়ে গুনাহ করে বসে এরপর সে গোসল করে সাত বার কাবা শরীফ তাওয়াফ করে নেয় তখন তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।' এই প্রকৃতির আরেকজন আমাকে একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীসও শুনিয়েছিল যে, 'বান্দা যত গুনাহ করুক না কেন, আল্লাহ তো মাফ করে দেবেনই। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—"আল্লাহর কোনো কোনো বান্দা গুনাহ করার পর আল্লাহর নিকট এই বলে ফরিয়াদ করে, 'আমার প্রতিপালক! আমি তো একটি ভুল করে ফেলেছি। আমাকে ক্ষমা করুন!' তখন আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন। এভাবে কিছুদিন পর আবার কোনো গুনাহ করে সে আবারও আল্লাহর নিকট একইভাবে বলে, 'আমার প্রতিপালক! আমি তো গুনাহ করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন!' বান্দার এই আচরণে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার এই বান্দা জানে তার একজন প্রতিপালক আছেন। যে কখনো গুনাহকে ক্ষমা করে দেন আবার কখনো

[১] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ৩৪৬৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গুনাহের জন্য পাকড়াও করেন। আমি আমার এই বান্দার গুনাহকে মাফ করে দিলাম।'"'

লোকটি আমাকে হাদীসটি শুনিয়ে বলল, 'যেই আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন তাঁর ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় না যে, তিনি আবার সেই গুনাহের শাস্তিও দেবেন।'[১]

এই শ্রেণির লোকেরা মূলত কুরআন ও হাদীসের আশাব্যঞ্জক বাণীসমূহকে নিজেদের জীবনধারণের সাথে শক্তভাবে জড়িয়ে রেখেছে। নির্ভার হয়ে তারা দুই হাত প্রসারিত করে শুধুমাত্র ক্ষমা ও মহানুভবতার ঘোষণাকে উষ্ণ আলিঙ্গন করে গ্রহণ করে নিয়েছে। মহাপরাক্রমশালীর শাস্তি ও পাপাচারের ভয়-ভীতিকে তারা উপেক্ষা করে দয়ালু ও ক্ষমাশীল আল্লাহকে জীবনের মানসপটে বসিয়ে রেখে যথেচ্ছ জীবনধারাকে বেছে নিয়েছে। কখনো যদি তাদেরকে ভুল কিংবা অপরাধের জন্য ভর্ৎসনা করা হয় তাহলে তারা অনুশোচনার বদলে আল্লাহ তাআলার বিস্তৃত রহমত ও দয়ার মহত্ব, ক্ষমার উদারতা ও আশার বাণীর এক পসরা মেলে ধরে। এই বিভ্রান্ত চিন্তাজগতে এধরনের নির্বোধ লোকদের অনেক অদ্ভুত ও বিস্ময়কর কারনামা প্রকাশ পেয়ে থাকে। এদের কেউ কেউ তো কবিতাও রচনা করে বসেছে—

'যখন তুমি মহানুভব সত্তার রাজদরবারে উপস্থিত হচ্ছো,

তাহলে এই সুযোগে যত ইচ্ছা হয় ভুল করে নাও। (কারণ তোমাকে তো তিনি ক্ষমা করে দেবেনই)।'

আবার আরেক দল বলে বেড়ায়, আল্লাহ তাআলার বিস্তৃত ক্ষমার মহত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে মানুষ গুনাহ থেকে দূরে থাকে।

কেউ কেউ বলে, গুনাহ না করা আল্লাহর ক্ষমাগুণের বিপরীতে একধরনের দুঃসাহস প্রদর্শন।

মুহাম্মদ ইবনু হাযাম ﷺ বলেন, 'আমি এই নির্বোধদেরকে এমনও দুআ করতে শুনেছি যে, তারা দুআ করছে—"আল্লাহ! আমি আপনার নিকট গুনাহমুক্ত জীবন থেকে পানাহ চাই।"

---

[১] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ২৭৫৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জাবরিয়্যাহ আকীদা

আত্মপ্রবঞ্চণার শিকার এই নির্বোধ লোকদের কেউ কেউ জাবরিয়্যাহ আকীদায় বিশ্বাসী হয়ে থাকে। এরা মনে করে, বান্দার মূলত কোনো কার্যক্ষমতা নেই। নেই কোনো ইচ্ছাশক্তিও।

মুরজিআহ আকীদা

ভ্রান্ত চিন্তার এই লোকদের অনেকেই আবার মুরজিআহ সম্প্রদায়ের মতবাদে বিশ্বাসী হয়। অর্থাৎ তারা মনে করে, মানুষের ঈমান কেবল অন্তরের বিশ্বাসের নাম। মানুষের কার্যাবলির সাথে ঈমানের ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক নেই। একজন বদকার, ফাসেক ব্যক্তির ঈমানও ফিরিশতা জিবরীল ও ফিরিশতা মীকাঈলের ঈমানের মতো মজবুত।

নেক ও সৎলোকদের প্রতি অন্ধভক্তি

মতিভ্রম এই লোকদের কেউ আবার পীর, মাশায়েখ, দরবেশ কিংবা প্রসিদ্ধ কোনো বিজ্ঞ আলিমের প্রতি অন্ধভক্তির কারণে এক অলৌকিক শক্তিবলে গুনাহ্-মাফের নিশ্চয়তা নিয়ে দিনাতিপাত করে। প্রয়াত পীর মাশায়েখ বা বুযুর্গদের কবরে এরা নিয়মিত আসা-যাওয়া করতে থাকে। দুআর মধ্যে তাঁদের কথা স্মরণ করে, তাঁদের নামের উসীলা গ্রহণ ও সুপারিশের আশাকে পুঁজি করে তারা তাদের পাপ-পঙ্কিল জীবনেও ভাবনাহীন থাকে।

কেউ আবার তাঁদের পূর্বপুরুষ, নিজ পিতা বা পিতামহের তাকওয়া, খোদাভীতি দুনিয়াবিমুখতার কথা স্মরণ করে নিজের জীবন সম্পর্কে ধোঁকার মধ্যে থাকে। তারা মনে করে তাদের পূর্বপুরুষদের কারণে আল্লাহ তাআলার নিকট তাদেরও বিশেষ মর্যাদা আছে। তাই তারা নিজেদের মুক্তির জন্য, গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করার প্রয়োজন মনে করে না। যেমনটা জাগতিক রাজা-বাদশাহদের দরবারে দেখা যায়। ক্ষমতাবান রাজা-বাদশাহদের নিকটস্থ ব্যক্তিদের সন্তানরা যদি কোনো অপরাধ করে থাকে তখন তারা তাদের বাপ-দাদা বা পরিচিত লোকদের কারণে, তাদের পদমর্যাদায়, সুপারিশে রাজদরবারে নিরপরাধীর মতোই আসা-যাওয়া করতে পারে। তাদের অপরাধকে ক্ষমার চোখে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেখা হয়।

আল্লাহ তাআলার ব্যাপারেও তারা ধোঁকার মধ্যে থাকে

এই নির্বোধ লোকদের কেউ আবার আল্লাহ তাআলার ব্যাপারেও ধোঁকার মধ্যে থাকে। তারা এক অবান্তর চিন্তায় পথভ্রষ্ট হয়। তারা মনে করে, আল্লাহ তাআলা তো বান্দাদেরকে শাস্তি দেওয়ার মুখাপেক্ষী নন। বান্দাদেরকে শাস্তি প্রদান করলে তাঁর রাজত্বের কোনো লাভ নেই। আবার বান্দার প্রতি রহম করলেও তাঁর রাজত্বের কোনো কমতি নেই।

এই শ্রেণির মানুষের ধারণা—আমি তো তাঁর রহমতের ভিখারি! আর তিনি হলেন সকল ধনীদের ধনী! এখন যদি কোনো পিপাসার্ত অসহায় ব্যক্তি প্রবাহিত ঝর্ণার কোনো মালিকের নিকট এসে পানি চায় তাহলে তো সে ব্যক্তির পানি না দেওয়ার কোনো কারণ নেই। আমার আল্লাহ তো তাদের থেকেও মহান, দানশীল ও দয়ালু! বান্দার প্রতি তাঁর মাগফিরাত ও ক্ষমার ঘোষণায় তাঁর ক্ষতি নেই, আবার শাস্তি প্রয়োগেও তাঁর কোনো লাভ নেই।

কুরআন-সুন্নাহর মর্মার্থ অনুধাবনে ভ্রান্তির শিকার হওয়া

বিভ্রান্ত এই দলের কেউ কেউ আবার কুরআনুল কারীম ও সুন্নাহর বিভিন্ন ঐশী বাণীর মর্মার্থ অনুধাবনে ভুলের শিকার হয়। কিছু আয়াত ও হাদীসকে তারা সামনে রেখে জীবনের ভুলভ্রান্তি থেকে নির্ভার হয়ে যায়। যেমন মহান আল্লাহর শাশ্বত বাণী—

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

> *'আর শীঘ্রই আপনার প্রভু আপনাকে এমন ভরপুর দান করবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।'*[১]

এই আয়াত থেকে তারা বলতে চায়, আল্লাহ তাআলা তো তাঁর নবীকে সন্তুষ্ট করবেন। আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো উম্মত

---

[১] সূরা দোহা, আয়াত-ক্রম : ৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জাহান্নামে প্রবেশ করলে নবীজিও তার জন্য ব্যথিত হবেন, কষ্ট পাবেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা নবীজিকে সন্তুষ্ট করবেন এর অর্থ হলো তাঁর উম্মাতের কেউই জাহান্নামে যাবে না।

কুরআনের আয়াত থেকে এ ধরনের স্খলিত চিন্তা নিকৃষ্ট পর্যায়ের অজ্ঞতা ও মূর্খতা। এবং আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে সুস্পষ্ট মিথ্যাচারের নামান্তর। কেননা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিতেই সন্তুষ্ট হবেন। আর জালিম, ফাসিক, আমানাতের খিয়ানতকারী ও কবীরা গুনাহে জীবন পার করে দেওয়া পাপাচারীদেরকে শাস্তি প্রদানেই আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। আল্লাহর নবীর ব্যাপারে তো কল্পনাও করা যায় না, তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি যেই সিদ্ধান্তে নিহিত, তাতে অসন্তুষ্ট হবেন।

এদের কেউ কেউ আবার কুরআনুল কারীমের অন্য আয়াতের দিকে তাকিয়ে ভাবনাহীন জীবনযাপন করতে থাকে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

> *'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন।'*[১]

এই আয়াতকে সান্ত্বনার বাণী মনে করা এক ধরনের অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। স্থূলভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, উল্লিখিত আয়াতের মধ্যে শিরকের মতো জঘন্য গুনাহ মাফেরও ঘোষণা চলে আসে। অথচ আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলে দিয়েছেন—তিনি শিরকের গুনাহ কোনোভাবেই মাফ করবেন না। শিরকের অপরাধকে অন্য আয়াতে অমার্জনীয় বলে ঘোষণা দিয়েছেন। একইসাথে তাদের উল্লিখিত এই আয়াতটি তাওবাকারীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। গুনাহগার ব্যক্তি যখন তাওবা করবেন আল্লাহ তাআলা তাঁর জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। যদি উল্লিখিত আয়াতে তাওবাকারী এবং তাওবার সৌভাগ্য নসীব হয়নি—এমন সকল ব্যক্তিরই গুনাহ মাফের ঘোষণার জন্য বলা হয়ে থাকে তাহলে তো কুরআনে বর্ণিত আযাব ও শাস্তির ওয়াদামূলক অসংখ্য আয়াত বাস্তবতা বিবর্জিত হয়ে যায়।

---

[১] সূরা যুমার, আয়াত-ক্রম : ৫৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এভাবে তারা বিভিন্ন আয়াতের ভুল ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে গুনাহ করাকে কোনো অপরাধ বা গর্হিত কাজ মনে করে না। আল্লাহ তাআলা আমদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

একইভাবে হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন আমলসমূহের প্রতিদানস্বরূপ গুনাহ মাফের যেই ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে সেক্ষেত্রেও তারা বিচ্যুতির স্বীকার হয়েছে। তারা ধোঁকায় পড়ে যায়—যখন দেখে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আশুরার সাওম, আরাফার দিনের সাওম সারা বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়, তারা মনে করে সারা বছর গুনাহ করলে কোনো সমস্যা নেই। আশুরা কিংবা আরাফার দিনের সাওম যাবতীয় পাপ মোচন করে দেবে।

নফসের ধোঁকায় পর্যদুস্ত এই নির্বোধ ব্যক্তিরা জানে না, রামাদানের সাওম, পাঁচ ওয়াক্ত নামায—এসব নফলের চাইতেও অধিক শক্তিশালী আমল। আর হাদীসে বর্ণিত সারা বছরের গুনাহ মাফের যেই ঘোষণা এসেছে তা কার্যকর হবে সগীরা গুনাহের ক্ষেত্রে, যখন বান্দা কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। কবীরা গুনাহ মাফের জন্য এসব আমলের ফযিলত কার্যকরী নয়। কবীরা গুনাহ মাফের জন্য অন্তর থেকে দৃঢ় সংকল্পের তাওবা জরুরি। গুনাহে লিপ্ত থেকে, কবীরা গুনাহের মাঝে ডুবে থেকে বছরের এক-দুইদিনের রোযার দ্বারা বা বিশেষ কোনো আমলের কারণে সারা বছরের গুনাহ মাফের আশা করাটা বিলাসী কল্পনার নামান্তর। বান্দা যখন গুনাহে লিপ্ত না থেকে, কবীরা গুনাহ ছেড়ে দেবে, গুনাহমুক্ত জীবন যাপন করবে তখন আল্লাহ তাআলা বান্দার এসব নফল আমলের দ্বারা তার ছোট ছোট গুনাহকে মাফ করে দেবেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

> *‘তোমদেরকে যেসব বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা তার বৃহৎ ও মূল অংশ (কবীরা গুনাহ) থেকে বেঁচে থাক তাহলে আল্লাহ তোমাদের ছোট ছোট ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন।’*[১]

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত-ক্রম : ৩১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, কোনো একটি আমলকে গুনাহ মাফের কারণ বা উপকরণ নির্ধারণ করা হলে, পাশাপাশি গুনাহ মাফের অন্যান্য কারণও (শিরক ও কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা) বিদ্যমান থাকা দরকার। আর গুনাহ মাফের একাধিক কারণ একসাথে মিলিত হলে বান্দার পাপমোচন আরও কার্যকরী ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

আল্লাহর প্রতি সুধারণায় ভ্রান্তির শিকার হওয়া

পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার বাণী হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

> *'আমি আমার বান্দার ধারণার কাছাকাছিই তার সাথে আচরণ করে থাকি।'*[১]

সে এখন আমার ব্যাপারে যেমন ধারণা রাখবে আমিও তাঁর সাথে তেমন আচরণই করব।

গুনাহের ব্যাপারে নির্বিকার থাকা এই লোকদের কেউ কেউ এই হাদীসের আশায় ভাবনাহীন দিনপাত করতে থাকে। তারা চিন্তা করে—আমি যতই গুনাহ করি না কেন, আল্লাহ তাআলার দয়া, মহত্ব ও ক্ষমাগুণের ধারণা যদি আমি অন্তরে পোষণ করি, আল্লাহর কাহহার, পরাক্রমশীলতা ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতে পারার যোগ্যতার ধারণাকে যদি আমি আমার অন্তরে জায়গা না দিই, আমার যতই গুনাহ থাকুক না কেনো তাহলে আল্লাহ তাআলা দয়া ও ক্ষমার আচরণই করবেন আমার সাথে। কেননা আমি তাঁর প্রতি যেমন ধারণা রাখব তিনি আমার সাথে তেমন আচরণই করবেন। অথচ, বাস্তবতা হলো, আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা তখনই রাখা সম্ভব হবে যখন বান্দা নেককার, সৎ ও মুত্তাকী হবে। বান্দা যখন ভালো ও উত্তম কাজ করতে থাকবে তখনই সে আল্লাহ তাআলার প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করতে সক্ষম হবে; সে চিন্তা করবে তার নেক কাজ ও উত্তম চরিত্রের বিনিময় আল্লাহ তাআলা উত্তমভাবেই দেবেন। সে আল্লাহর প্রতি তখন

---

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ৮১৭৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ধারণা রাখবে—আল্লাহ তাআলা নেক কাজের যেই উত্তম প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেই প্রতিশ্রুতি তিনি পূরণ করবেন, তার জীবনের ভুল-ভ্রান্তি আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেবেন।

আর যে গুনাহে লিপ্ত থাকবে তার কখনোই আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা সম্ভব হবে না। যে কাবীরা গুনাহ, জুলুম, অত্যাচারসহ নানা রকমের গর্হিত কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখবে সে কীভাবেই-বা আল্লাহ তাআলার প্রতি উত্তম ধারণা রাখতে পারে!

গুনাহের কারণে অন্তরে হাহাকার ও একাকিত্ববোধ জন্ম নেয়। হারাম ভক্ষণ আর জুলুম-নির্যাতনে কলুষিত আত্মা আল্লাহর ব্যাপারে ভালো কোনো ধারণাই রাখতে পারে না। বাস্তব চিত্রও একই কথার সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। যেই গোলাম তার মনিব থেকে পালিয়ে বেড়ায়, মনিবের আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানায় সে কীভাবে মনিবের ব্যাপারে সুধারণা রাখবে! পাপ-পঙ্কিলতায় ডুবে থাকা বিষাদাতুর অন্তরে কি নেক ও সুধারণার অনুভূতি জাগ্রত হয় কখনো! অপরাধ আর মন্দ কাজ করতে করতে বান্দা যখন গভীর নিঃসঙ্গতায় একাকিত্বের অনলে পুড়তে থাকে সে তো অবিরাম মহান রবের অবাধ্যতাই করে যাবে। অথচ আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণকারী বান্দা তো সেই হবে যে আল্লাহর প্রতি অধিক আনুগত্যশীল থাকবে।

হাসান বসরী ﵀ বলেন, ‘মুমিন বান্দাই আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখে। এর ফলে সে তার আমলসমূহ উত্তমভাবে করতে থাকে। আর পাপাচারী ব্যক্তিই আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা রাখতে সক্ষম হয় না। ফলে সে তার কাজগুলোও নেক ও কল্যাণের পথে পরিচালনা করে না।’

ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলেও বুঝা যায়, বান্দার অন্তরে যখন এই বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকবে যে, সে একদিন আল্লাহর সামনে জীবনের হিসাব নিয়ে দাঁড়াবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবকিছুর ব্যাপারেই অবগত থাকবেন, কোনো বিষয়ই আল্লাহর নিকট গোপন থাকবে না, তার জীবনের প্রতিটি কাজের ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে, তখন সে কীভাবেই-বা আল্লাহর প্রতি সুধারণার দোহাই দিয়ে অন্যায়, অবিচার, যুলুম, নির্যাতনের জিন্দেগি যাপন করবে! কেমন করে আল্লাহর ক্রোধ ও অভিশাপের বোঝা মাথায় নিয়ে নিশ্চিন্তে শরীয়তের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হুকুম অমান্য করে বেড়াবে!

হযরত আবু উমামাহ সাহল ইবনু হুনাইফ বলেন, 'একবার আমি ও উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র কাছে গেলাম। আয়েশা সিদ্দীকা তখন আমাদেরকে বললেন, "যদি তোমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অসুস্থ অবস্থায় দেখত পেতে! একবার নবীজির নিকট ছয়টি কি সাতটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। তিনি আমাকে স্বর্ণমুদ্রাগুলো আল্লাহর রাস্তায় সাদাকাহ করে দিতে বললেন। এদিকে আমিও নবীজির অসুস্থতার কষ্টের কারণে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। স্বর্ণমুদ্রার কথা ভুলে নবীজির সেবা করতে লাগলাম। আল্লাহর মেহেরবানিতে নবীজি যখন সুস্থ হয়ে উঠলেন আমাকে স্বর্ণমুদ্রার ব্যাপারে জানতে চাইলেন, 'দিনারগুলো কী করেছ? দান করে দিয়েছ সব?' আমি জবাব দিলাম, 'আল্লাহর শপথ, আমার তো স্বর্ণমুদ্রাগুলোর কথা মনেই ছিল না। আপনার অসুস্থতায় আমি বিচলিত ও ব্যস্ত ছিলাম। সেগুলো দান করার সুযোগ আর আমার হয়ে ওঠেনি।' নবীজি তখন স্বর্ণমুদ্রাগুলো আনতে বললেন। তারপর সেগুলো হাতে রেখে বললেন, 'আল্লাহর নবীর ধারণা কেমন হবে যদি এইসব স্বর্ণমুদ্রা সমেত সে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়!'"'[১]

লক্ষ করুন, সামান্য কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রার জন্যই যদি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে এমন দুশ্চিন্তা জন্ম নেয় তাহলে তাহলে গুনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে, অন্যায় অবিচার আর অপরাধবোধে বিপর্যস্ত আমলনামা নিয়ে যারা আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে তাদের অবস্থা কেমন হবে!

তারা যদি এ কথা চিন্তা করে থাকে, আমরা আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়ে আল্লাহকে বলব—'হে আল্লাহ! আমরা তো আপনার দরবারে এক সুধারণা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি! আপনি কোনো জালিম, অত্যাচারী ও পাপাচারীকে কোনো অবস্থাতেই শাস্তি দেবেন না! এই ধারণাই আমাদেরকে পৃথিবীতে অবাধ পাপাচারে লিপ্ত করে রেখেছে। নির্ভার করে রেখেছে সারা জীবন!' তাদের এই অবান্তর ও আলেয়ার মরীচিকাতুল্য চিন্তা-ধারণার কি কোনো মূল্যায়ন থাকতে পারে সভ্য সমাজে!

---

[১] ইবনু হিব্বান, হাদীস-ক্রম : ২১৪২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুধারণাও এক ধরনের নেক আমল

একটু খেয়াল করলেই আমরা বুঝতে পারি আল্লাহর প্রতি সুধারণাও এক প্রকারের নেক আমল। আল্লাহর প্রতি বান্দার উত্তম ধারণাই বান্দাকে নেক ও সৎ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পারে। বান্দা যখন তার রবের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে, সে চিন্তা করবে আল্লাহ তাআলা আমার প্রতিটি সৎ ও নেক কাজ কবুল করবেন, বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান দেবেন। এই নির্মল চিন্তা তাকে যত বেশি আচ্ছাদিত করবে সে ততই ভালো ও কল্যাণের পথে ছুটতে থাকবে। অন্তরে আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ রেখে কখনোই নফসের গোলামী বা প্রবৃত্তির মনোবাসনা পূরণ করা সম্ভব নয়।

শাদ্দাদ ইবনু আওস ﵁ সূত্রে বর্ণিত, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ وَهَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

> *'প্রকৃত বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি, যে নিজের প্রবৃত্তিকে চিনতে পেরেছে এবং মৃত্যু পরবর্তী-জীবনের জন্য কাজ করে যায়। অক্ষম, অকর্মণ্য ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির ধোঁকায় পড়ে নফসের কথামতো চলে আর আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে আকাশ-কুসুম কল্পনা করে (যে, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন)।'*[১]

মোটকথা, আল্লাহর প্রতি বান্দার সুধারণা নেক ও সৎ কাজের মাধ্যমেই অর্জন করা যায়। আর নিজের ধ্বংস ও বরবাদির উপকরণ; গুনাহের জিন্দেগিতে থেকে আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা সম্ভব নয়।

সত্যিকারের সুধারণা বনাম নফসের ধোঁকা

কেউ হয়তো চিন্তা করতে পারে, খারাপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তির অন্তরেও তো আল্লাহর প্রতি নেক ধারণা থাকতে পারে। কেউ নিজে হয়তো গুনাহের কাজ করে কিন্তু সে আল্লাহ তাআলার বিস্তৃত রহমত, মাগফিরাত ও মহানুভবতার

[১] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ২৪৫৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গুণাবলির দিকে তাকিয়ে আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখে। আল্লাহ তাআলা তো হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করেছেন, 'আমার অনুকম্পা ও দয়া আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে।'[১]

বান্দার কৃতকর্মের কারণে শাস্তি দিলে তো আল্লাহর কোনো লাভ নেই, ক্ষমা করে দিলেও কোনো ক্ষতি নেই—এই ধরনের অবান্তর চিন্তায় হয়তো অনেকেই প্রভাবিত থাকতে পারে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন।

বস্তুত তাদের চিন্তাটি সঠিক নয়। কেননা এ ধরনের বিকৃত সুধারণা মানুষ কেবল চিন্তার ভ্রষ্টতা ও নফসের ধোঁকায় পড়লেই করতে পারে। একথা তো অবশ্যই সত্য যে, আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল। এমনকি বান্দার চিন্তারও বাইরে বিস্তৃত আল্লাহ তাআলার এ সকল গুণাবলি।

তবে আল্লাহর এসব মার্জনামূলক গুণাবলির নির্দিষ্ট ক্ষেত্র আছে। পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা হলেন সর্বোত্তম ন্যায়পরায়ণ ও প্রজ্ঞাবান। একইসাথে তিনি সর্বোচ্চ কঠোর, রূঢ় ও আক্রোশাত্মক গুণধরও। আল্লাহ তাআলার এই রূঢ় গুণাবলির প্রত্যেকটিরই ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন।

মুত্তাকী, নেককার ও ভালোমানুষদের সাথে আল্লাহ তাআলার দয়া ও মার্জনার আচরণ এবং বদকার, ফাসিক ও গুনাহগারদের সাথে রূঢ় ও রুক্ষ আচরণই তাঁর ন্যায়পরায়ণতার স্বাক্ষর।

সুতরাং যারা সুধারণার ধোঁকায় পড়ে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করে করে জীবনযাপন করছে তাদের এই জীর্ণ চিন্তার দাবি হলো, আল্লাহ তাআলার দরবারে মুমিন, আনুগত্যশীল, তাওবাকারী এবং কাফির, ফাসেক, অননুতপ্ত—সকলেই ক্ষমাপ্রাপ্ত।

অথচ আল্লাহ তাআলার সকল গুণাবলির ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের কারণে প্রত্যেক বান্দাই তাদের কর্মের ফল ভোগ করবে এবং মহান সত্তার এমন রূপ ও আচরণই তারা প্রত্যক্ষ করবে যা তাদের কর্মজীবনের জন্য উপযোগী। বস্তুত অন্যায় ও অপরাধপ্রবণতাকে বৈধতা দেয়ার জন্যই মানুষ নফসের ধোঁকায় পড়ে আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা রাখার বুলি আওড়াতে থাকে। আর জ্ঞানী

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৭১১৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ও বিচক্ষণ বান্দারা আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা ও ক্ষমা-মার্জনার সুবিশাল আশার প্রদীপকে জীবনের যথাস্থানে স্থাপন করে আরো অধিক পরিমাণে নেক কাজ করতে থাকে। পক্ষান্তরে জাহিল-অজ্ঞ লোকেরা সেই সুধারণাকে নফসের ধোঁকায় পড়ে যথাস্থানে স্থাপন করতে না পেরে মিথ্যা সান্ত্বনায় জীবন পার করে দেয়।

ক্ষমাপ্রাপ্তির ভরসায় আল্লাহ'র আদেশ-নিষেধকে অমান্য করা

কিছু মূর্খ লোক আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্তির আশায় নির্ভার থাকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। ভাবনাহীন জীবনে তারা আল্লাহ তাআলার আদেশ ও নিষেধ, হালাল ও হারামের সীমা অতিক্রম করতে থাকে ক্ষমা ও মার্জনার আশায়। নাফরমানি করতে গিয়ে তারা ভুলে যায় আল্লাহ তাআলা দয়ালু ক্ষমাশীল হওয়ার পাশাপাশি মহাপরাক্রমশালী ও যন্ত্রণাদায়ক আযাবদাতা। অপরাধীদেরকে পাকড়াও করতে তিনি কুণ্ঠিত হন না। আর তাঁর প্রেরিত শাস্তি ও আযাবকে কেউ প্রতিহতও করতে পারে না।

মারূফ কারখী ﵀ বলেন, 'তুমি যে-রবের আনুগত্য করতে পার না, তাঁর রহমতের আশা করা তোমার জন্য নিতান্তই লাঞ্ছনা ও গ্লানিকর।'

কোনো এক আলিম মন্তব্য করেন—'যেই মহান সত্তা দুনিয়াতে সামান্য কিছু দিরহাম চুরির শাস্তিস্বরূপ একটি অঙ্গ কেটে নেন, তুমি তার অবাধ্য হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যেয়ো না। আবার এরকমও ভেবো না তোমার নাফরমানির জন্য দুনিয়ার অঙ্গহানির মতোই তিনি সহনীয় কোনো শাস্তি দেবেন। বরং প্রত্যেক অপরাধীর জন্যই কল্পনাতীত শাস্তি রয়েছে।'

একবার হাসান বসরী ﵀-কে বলা হলো, 'আপনি তো অনেক পুণ্যবান ব্যক্তিত্ব, আপনাকে দীর্ঘ সময় ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখা যায়!' তিনি এর উত্তরে বলেন, 'আমার আশঙ্কা হয়, আমার এই আমলনামা কি না আবার ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়!'

তিনি প্রায়শই বলতেন, 'কিছু মানুষ আছে, যারা আল্লাহর মাগফিরাতের আশায়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উদাসীন অবস্থায় জীবন পার করে দেয়। এভাবে এক সময় তারা দুনিয়া থেকে তাওবা ছাড়াই বিদায় নেয়। তাদের কেউ কেউ তখন বলে, "আরে! আমি তো আমার রবের প্রতি সুধারণা রাখি। তিনি নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।" অথচ সে তখনও মিথ্যা বলছে। সে যদি সত্যিই আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালো ধারণা রাখত তাহলে পুণ্যের কাজও করত।'

সুধারণা নাকি ধোঁকা?

উল্লিখিত আলোচনায় মহান আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা আর ক্ষমাপ্রাপ্তির আশায় ধোঁকার মধ্যে থাকার বিষয়টি তো স্পষ্ট হলো। দৈনন্দিন কার্যাবলির মধ্যেও সচেতন থাকা আবশ্যক, আত্মপ্রবঞ্চনাকে যেন সুধারণা মনে করা না হয়। এখানে জেনে রাখা দরকার, নেক ও উত্তম কাজেই কেবল সুধারণা করা যায়। খারাপ ও গর্হিত কাজ করে আল্লাহর প্রতি সুধারণা করা একপ্রকারের ধোঁকা। মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের সুধারণা বান্দাকে নেক কাজ করতে আগ্রহী করে তোলে, কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে উদ্বুদ্ধ করে। আর যেই পোষাকি সুধারণা বান্দাকে গুনাহের দিকে, আল্লাহর নাফরমানি ও অবাধ্যতার দিকে ঠেলে দেয় তা আসলে আল্লাহর প্রতি কোনো সুধারণাই নয়। এই ধারণা একপ্রকারের ধোঁকা। বান্দা এই ধোঁকায় মিথ্যা প্রলোভনে আত্মতৃপ্তিতে ভুগতে থাকে আর নিজের দুনিয়া-আখিরাতকে বিনাশ করতে থাকে।

বস্তুত আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখার অর্থ উত্তম প্রতিদানের আশা। অর্থাৎ সুধারণা হলো এক প্রকারের আশা-আকাঙ্ক্ষা। যে আশা-আকাঙ্ক্ষা বান্দাকে মহান আল্লাহর একনিষ্ঠ আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে। আল্লাহর হুকুমের প্রতি অবাধ্য হওয়া থেকে বান্দাকে প্রবলভাবে বাধা দেয়। বান্দা সর্বদা নেক আমল, উত্তম ও কল্যাণের প্রতি আশাবাদী হয়ে থাকবে—এমন আশা ও আকাঙ্ক্ষাই হলো সুধারণা।

আর যদি বান্দার আশা ও আকাঙ্ক্ষা হয় গুনাহ ও অপরাধমূলক কাজকে ঘিরে তাহলে সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে সুধারণা বলে ব্যক্ত করা যায় না। বরং এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা হলো শয়তানের সূক্ষ্ম ধোঁকা।

একটি উদাহরণ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একজন ক্ষেতের মালিক তার ক্ষেতকে কেন্দ্র করে অনেক রকমের আশা করতে পারে। সে যখন ক্ষেতে ফসল রোপণ করে, চাষাবাদ শুরু করে তখন এই ক্ষেতের ফসলের আশায় সে হয়তো স্বপ্নের প্রাসাদও নির্মাণ করে ফেলে আকাঙ্ক্ষার ডানায় ভর করে। কিন্তু কোনো লোক যদি শুধুমাত্র ক্ষেতের জমির মালিক হওয়ার সুবাদেই জমিন থেকে ভরপুর ফসলের আশা করে, কিন্তু কোনো প্রকারের চাষাবাদ ও বীজ না বুনে, তাহলে মানুষের কাছে সে কি সবচেয়ে নিম্নস্তরের নির্বোধ ও বোকা বলে বিবেচিত হবে না?

একইভাবে বিয়ে ও স্ত্রী-সহবাস ব্যতীত একজন মানুষ সন্তান লাভের জন্য যতই তীব্র ও প্রবল আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করুক না কেন তার আশা ও আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই থেকে যাবে চিরকাল।

একই কথা ওই বান্দার জন্যও প্রযোজ্য, যে পরকালের সফলতা, আল্লাহর নৈকট্যের বুকভরা আশা নিয়ে বসে আছে কোনো প্রকারের নেক কাজ করা ব্যতীতই। মহান আল্লাহর আদেশ পালন ও নিষেধ মান্য করা ব্যতীত বান্দার আশা-আকাঙ্ক্ষা যতই শক্তিশালী ও দৃঢ় হোক না কেন তা শয়তানের ধোঁকা হয়ে মানব-জীবনে প্রবেশ করে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। কেননা, আল্লাহ তাআলার আদেশ পালন ও নিষেধ থেকে বিরত থাকার কারণেই মানুষের অন্তরে সত্যিকারের আখিরাতমুখী আশা ও আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ

> *'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত ও জিহাদ করেছে তারাই সত্যিকারার্থে আল্লাহ তাআলার রহমতের আশা করে।'*

এই হলো কুরআনে বিবৃত আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রকৃত আশাবাদী বান্দাদের পরিচয়। অথচ যারা পার্থিব লোভ-লালসায় মোহগ্রস্থ হয়ে আছে তারা কিনা দাবি করে—আল্লাহর বিধানাবলি নষ্টকারী, অবাধ্য ও হারাম জীবনে লিপ্তরাই আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও রহমতের প্রকৃত আশাবাদী!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুমিনের আশা

মুমিন বান্দার আশা ও আকাঙ্ক্ষায় তিনটি বিষয়ের মিশ্র অনুভূতি থাকবে।

- কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের প্রতি তার আন্তরিক ভালোবাসা ও হৃদ্যতা থাকবে।
- কাঙ্ক্ষিত বিষয় হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার একটি গোপন আশঙ্কা কাজ করবে তার অন্তরে।
- কাঙ্ক্ষিত বিষয় অর্জনের জন্য সাধ্যের সবটুকু দিয়ে সে তার চেষ্টা-মেহনত অবিরাম চালিয়ে যাবে।

মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষায় যদি উল্লিখিত তিনটি অনুভূতির কোনো একটি অনুপস্থিত থাকে তাহলে সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা নিরেট কল্পবিলাসে পরিণত হয়। আশাবাদী প্রত্যেক ব্যক্তিই শঙ্কিত থাকে। আর মানুষের পথচলা যখন শঙ্কাময় হয় তখন সে সতর্কতা অবলম্বন করে কাঙ্ক্ষিত বস্তু হারিয়ে যাওয়ার উৎকণ্ঠায় দ্রুত গতিতে পথ চলতে থাকে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে তিরমিযী'র বর্ণনা, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

'যে গন্তব্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে সতর্ক থাকে, সে দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ার আগেই রাতের প্রথম প্রহরে যাত্রা শুরু করে দেয়। আর যে এভাবে রাতের আঁধারেই যাত্রা শুরু করে সে তার গন্তব্যে পৌঁছুতে সক্ষম হয়। শুনে রাখো! আল্লাহ তাআলার দেয়া পাথেয় খুবই মূল্যবান। শুনে রাখো! আল্লাহ তাআলার দেয়া (সবচেয়ে দামি) পণ্য হলো জান্নাত।'[১]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٥٧) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (٥٨) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (٥٩) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (٦٠)

[১] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ২৪৫০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ

> *'নিশ্চয় যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে, যারা তাদের রবের কথাকে অন্তর থেকে বিশ্বাস করে এবং যারা তাদের প্রাপ্ত সম্পদ থেকে শঙ্কিত ও কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান-সাদাকাহ করে যে, তারা তো অবধারিতভাবে তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। এরাই কল্যাণের পথে দ্রুত ছুটে যায় এবং থাকে অগ্রগামী।* [১]

আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা ﷺ সূত্রে সুনানুত তিরমিযী'র বর্ণনা, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে আমি এই আয়াত সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এই ব্যক্তিরা কি মদপান, ব্যভিচার এবং চৌর্যবিত্ততে অভ্যস্ত?" আল্লাহর রাসূল তখন উত্তরে বলেন, "সিদ্দীকের কন্যা! বিষয়টি এমন নয়। বরং তারা নিয়মিত নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং দান-সাদাকাহ করে। তবে তারা এই আশঙ্কাও বোধ করে, হয়তো তাদের এই নেক আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। এজন্য এরাই হলো প্রকৃতপক্ষে কল্যাণের পথে দ্রুতগামী।"'

অন্য এক বর্ণনায় আবু হুরায়রা ﷺ সূত্রেও উপরোক্ত হাদীসটি বিবৃত হয়েছে।[২]

আল্লাহ তাআলাও সৌভাগ্যবান বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন ভয় ও শঙ্কা-মিশ্রিত নেক কাজ করার কথা বলে। আর দুর্ভাগা লোকদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলেছেন গর্হিত কাজের কথা।

সাহাবীদের অন্তরে আল্লাহভীতি

সাহাবায়ে কেরামের আল্লাহভীতি ও তাকওয়াপূর্ণ জীবনের দিকে গভীর দৃষ্টি দিলে আমরা দেখি তাঁরা নেক আমলের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করেও আল্লাহভীতির চূড়ান্ত স্তরে উপনীত ছিলেন। অথচ আমাদের আমলের এত দুর্বলতা সত্ত্বেও আমরা আল্লাহভীতি ও তাকওয়ার ন্যূনতম স্তরেও অবিচল থাকতে অক্ষম হয়ে যাই প্রায়শই।

---

[১] সূরা মুমিনুন, আয়াতক্রম : ৫৭-৬০
[২] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ৩১৭৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবু বকর ﷺ-এর আল্লাহভীতি

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী, ইসলামের প্রথম খলীফা সায়্যিদুনা আবু বকর ﷺ প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন, 'হায়, আমি আবু বকর যদি কোনো মুমিন বান্দার শরীরের সামান্য একটা পশম হতাম!'

বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর জিহ্বাকে হাত দিয়ে ধরে টেনে বের করে বলতেন, 'এই এক অঙ্গ আমাকে ধ্বংসের নানা ঘাটে উপনীত করে।'

আবু বকর ﷺ অধিক পরিমাণে কাঁদতেন। তিনি বলতেন, 'তোমরা বেশি বেশি কান্না করো। যদি তোমাদের কান্না না আসে তাহলে অন্তত কান্নার ভান করো।'

তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন, আল্লাহর ভয়ের তীব্রতায় তাঁকে নিথর একখণ্ড কাঠের টুকরোর মতো মনে হতো।

একবার তাঁর কাছে একটি পাখি নিয়ে আসা হলে তিনি পাখিটিকে ধরে উপর-নিচ করে দেখলেন। এরপর বললেন, 'কোনো প্রাণীকে ততক্ষণ পর্যন্ত শিকার করা হয় না কিংবা কোনো গাছ ততক্ষণ পর্যন্ত কাটা হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত সেই প্রাণী বা উদ্ভিদ আল্লাহর যিকির বন্ধ করে না দেয়।'

আবু বকর ﷺ-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকাকে তিনি বললেন, 'বেটি! মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির মধ্য থেকে এই জামা আর দুধ-দোহানোর এই পাত্র এবং এই গোলামটি আমার কাছে আছে। এগুলো তুমি দ্রুত উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে পৌঁছে দাও।' এরপর বললেন, 'আল্লাহর শপথ! আমার ইচ্ছে হয়—আমি যদি কোনো বৃক্ষলতা হতাম! যদি আমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলা হতো!'

কাতাদাহ ﷺ বলেন, 'আমি শুনেছি, আবু বকর ﷺ বলতেন, "হায়! আমি যদি কোনো বৃক্ষ হতাম! আমাকে যদি কোনো গবাদি পশু খেয়ে ফেলত!"'

উমর ﷺ-এর আল্লাহভীতি

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী, ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা সায়্যিদুনা উমর ﷺ সূরা তূর তিলাওয়াত করতে করতে যখন নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন তখন আল্লাহর আযাবের ভয়ে এত অধিক পরিমাণে কান্না করলেন যে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আয়াতটি ছিলো—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ

> *'নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের (প্রতিশ্রুত) শাস্তি ও আযাব অবধারিতভাবে বাস্তবায়িত হবে।'*[১]

তিনি মৃত্যুশয্যায় যখন শায়িত ছিলেন, তখন নিজ সন্তানকে বললেন, 'আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে মাটিতে শোয়াও। আমার চেহারাও মাটিতে নামিয়ে দাও। হয়তো আমার রব আমার প্রতি রহম করবেন। হায়, তিনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, তাহলে তো আমি ধ্বংস হয়ে যাব।' এই কথা তিনবার বলতে না বলতেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

রাতের বেলায় নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতের নিজস্ব একটি রুটিন ছিল তাঁর। তিলাওয়াতের সময় যখন ভয়ের কোনো আয়াত সামনে আসত, তিনি এত বেশি পরিমাণে কান্না করতেন যে অসুস্থ হয়ে কয়েকদিন বাড়িতে থাকতেন। তখন লোকেরা রোগী দেখার নিয়তে তাঁর সাক্ষাতে আসত।

অধিক পরিমাণে অশ্রু প্রবাহের কারণে তাঁর চেহারায় কালো দুইটি দাগ পড়ে গিয়েছিল।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ একবার তাঁকে বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তাআলা আপনার দ্বারা মুসলিম সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত করেছেন, গৌরবান্বিত করেছেন। আপনার হাতে অনেক নগরী গড়ে উঠেছে। ইসলাম ও মুসলমানের পক্ষে অনেক বিজয় অর্জিত হয়েছে।' উমর ﷺ জবাব দিলেন, '(এই গুরু-দায়িত্ব থেকে) আমি এমনভাবে দায়মুক্ত হতে চাই যে, আমার কোনো প্রতিদানও থাকবে না, কোনো অপরাধও থাকবে না।'

উসমান ﷺ-এর আল্লাহভীতি

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী, ইসলামের তৃতীয় খলীফা সায়্যিদুনা উসমান ইবনু আফফান ﷺ যখন কোনো কবরের সামনে দাঁড়াতেন, তখন কাঁদতে কাঁদতে মুখের দাড়ি পর্যন্ত ভিজিয়ে ফেলতেন। তিনি বলতেন, 'যদি জান্নাত-জাহান্নামের মাঝে আমার চূড়ান্ত আবাসস্থল কোথায় হবে তা জানার অপেক্ষায়

[১] সূরা তূর, আয়াত-ক্রম : ২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দাঁড়িয়ে থাকি, তাহলে সেই মুহূর্তে আমার পরিণতি জানার আগেই আমি বালুকণায় মিশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেব।'

হযরত আলী ﷺ-এর আল্লাহভীতি

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী, ইসলামের চতুর্থ খলীফা সায়্যিদুনা আলী ﷺ আল্লাহ তাআলার ভয়ে অধিক পরিমাণে কান্না করতেন। দুই কারণে তাঁর ভয়ের মাত্রা বেড়ে যেত—দীর্ঘ আশা এবং প্রবৃত্তির আনুগত্য। তিনি বলতেন, 'বড় বড় আশা মানুষকে আখিরাতের কথা ভুলিয়ে দেয়। আর নফসের আনুগত্য হক ও সত্য অনুধাবনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। শুনে রাখো! দুনিয়া পিঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে আর আখিরাত যতই দিন যাবে ততই তোমার সামনে আসবে। তোমরা দুনিয়ার পেছনে ছুটো না, সে অধরাই থেকে যাবে। তোমরা আখিরাতের কর্মী হও, তাঁর জন্য যাত্রা করো। আজ কাজের দিন, হিসাবের দিন নয়। আগামীকাল হিসাবের দিন, কাজের দিন নয়।'

আবু দারদা ﷺ বলতেন, 'আমি নিজের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা বোধ করি, কিয়ামতের দিন যখন আমাকে বলা হবে, "আবু দারদা! দুনিয়ায় থাকতে তো তুমি আমল করেছ। আচ্ছা এখন তবে তোমার আমলের হিসাব দাও—কী কী আমল কীভাবে কীভাবে করেছ!"'

তিনি বলতেন, 'মৃত্যুর পর তোমরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে তা যদি জানতে তাহলে তৃপ্তিভরে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিতে। ছায়াদার শীতল ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় চলে যেতে। আর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কান্না করতে। হায়, আমার অন্তর তো চায় আমি বৃক্ষলতা হয়ে যাই আর আমাকে কোনো পশু-পাখি এসে খেয়ে ফেলুক!'

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ব্যাপারে বর্ণিত আছে, আল্লাহর ভয়ে তাঁর দুই চোখ থেকে এত অধিক পরিমাণ অশ্রু প্রবাহিত হতো যে, চোখের নিচে ফিতার মতো ধূসর বর্ণের লম্বা সরু দাগ বসে গিয়েছিল।

আবু যার গিফারী ﷺ আক্ষেপ করে বলতেন, 'হায়! আমি যদি কোনো গাছ হতাম আর লোকে আমাকে কেটে ফেলত! আমার মন বলে, হায়! আমাকে যদি সৃষ্টিই না করা হতো!'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বর্ণিত আছে, প্রয়োজন পূরণের জন্য তাঁকে কিছু টাকা-পয়সা দেওয়া হলে তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে তো বকরি আছে, বকরির দুধ দোহন করে খেয়ে নেব। যাতায়াতের জন্য গৃহপালিত গাধা আছে। কিছু স্বাধীন লোক আছে, যারা কাজ করে দেয়। গায়ে দেয়ার মতো কম্বলও আছে। আর কিয়ামতের দিন এইসব জিনিসের যথাযথ হিসাব নিয়েই তো আমি শঙ্কিত। নতুন করে টাকা-পয়সা নিয়ে আর কী করব!'

তামীম আদ-দারী ﵁ এক রাতে সূরা জাসিয়া তিলাওয়াত করছিলেন। তিলাওয়াত করতে করতে নিম্নোক্ত আয়াতে এলে বারবার আয়াতটি তিলাওয়াত করতে লাগলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। ফজর পর্যন্ত তাঁর এই অবস্থায়ই কাটল। আয়াতটি হলো—

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

> *'দুষ্কৃতিকারীগণ কি একথা ভেবে বসে আছে যে, আমি তাদেরকে ঐ ব্যক্তিদের মতো বানিয়ে দেব, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে! আর তাদের জন্ম ও মৃত্যু কি সমান হতে পারে? তাদের এসব দাবি কতই না নিকৃষ্ট!'*[১]

আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ ﵁ বলতেন, 'আফসোস! আমি যদি একটি দুম্বা হতাম! আমাকে লোকজন জবাই করত! রান্না করে গোশত খেয়ে ফেলত! (তাহলে কিয়ামতের দিন আমাকে আর হিসাব দেয়া লাগত না!)'

দীর্ঘ এক কলেবর তৈরী হয়ে যাবে সাহাবাদের আল্লাহভীতির এই সমস্ত ঘটনা বলতে থাকলে। ইমাম বুখারী ﵀ তাঁর বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ সহীহ বুখারীতে বলেন, 'মুমিন এই শঙ্কায় থাকে যে, হয়তো তার আমল বিফলে যাবে অথচ সে বুঝতেও পারবে না। ইবরাহীম আত-তাইমী ﵀ বলেন, "আমি আমার কথার সাথে কাজের মিল খুঁজতে গেলেই নিজেকে মিথ্যুক মনে হওয়ার আশঙ্কা বোধ করি।" ইবনু আবি মুলাইকাহ ﵀ বলেন, "আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ৩০ জন সাহাবীকে দেখেছি, তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের ব্যাপারে

[১] সূরা জাসিয়াহ, আয়াত-ক্রম : ২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিফাকীর ভয় করতেন। তাঁদের কাউকেই আমি এমন দাবি করতে শুনিনি যে, তিনি বলছেন, তাঁর ঈমান জিবরীল কিংবা মীকাঈল আলাইহিমাস সালামের মতো।”’[১]

হাসান বসরী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, ভয় শুধুমাত্র মুমিন বান্দারাই করে। আর নিশ্চিন্ত মনে থাকে মুনাফিক।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘আমি আপনাকে আল্লাহর নামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহর রাসূল আপনার কাছে মুনাফিকদের তালিকা বলার সময় আমার নামটি বলেছিলেন?’ তখন হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘না, আপনার নাম বলেননি। তবে আপনার পরে আমি এ ব্যাপারে আর কাউকেই কিছু বলব না।’[২]

দুনিয়ার ধোঁকা

সৃষ্টিজগতে সবচেয়ে মারাত্মক ধোঁকার বস্তু হলো দুনিয়া। এই ধোঁকা দ্রুততম সময়ে বান্দার পরকালের চিন্তাকে বিঘ্নিত করে তাকে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। বান্দা তখন মোহাবিষ্ট হয়ে পরকালকে ভুলে দুনিয়া নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। একপর্যায়ে সে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলতে থাকে—আরে! জাগতিক এই ভোগ-বিলাস তো এখনই উপস্থিত, নগদ! পরকালের জিন্দেগি, সে তো বিলম্বিত। বাকির খাতায় তোলা অনর্থক! আর যা কিছু তৎক্ষণাৎ ও নগদে পাওয়া যায় তা বাকি ও বিলম্বিত কিছুর চেয়ে উত্তমই হবে।

দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে কেউ এটাও বলে—নগদ ভোগবিলাস সামান্য পরিমাণও চলবে আমার। ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুত হিরে-মোতি-পান্নার দরকার নেই।

এদের অনেকেই আবার বলে, চাকচিক্যময় দুনিয়ার প্রমোদবিলাস তো চোখের সামনেই সুনিশ্চিত! আর পরকালের আরাম-আয়েশ সন্দেহময়। তাহলে আমি

[১] আল -মুখতাসার—১/১৯১

[২] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অনেক গোপন বিষয় জানিয়েছিলেন। এইজন্য তাঁর উপাধী হলো, سر الرسول –সিররুর রাসূল; রাসূলের একান্ত গোপন-জান্তা সাহাবী। তাঁর নিকট নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকদের নাম বলে দিয়েছিলেন। আল্লাহভীতি ও নিজের ঈমানের ব্যাপারে অত্যধিক সতর্ক থাকায় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজির পরে তাঁকে সেই মুনাফিকদের তালিকার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে জানতে চেয়েছিলেন—তাঁর নাম সেই তালিকাভুক্ত কিনা!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিশ্চিত প্রমোদবিলসাকে কীভাবে ছেড়ে দিই অনিশ্চিত সন্দিহান এক জীবনের আশায়!

দুনিয়ার আমোদ-ফূর্তিতে মত্ত এসব লোকের এমন মানসিকতা শয়তানের অন্যতম কুমন্ত্রণা বা মিথ্যে সান্ত্বনা। এদের দুরবস্থা তো অবলা পশুর চেয়েও শোচনীয়। অবলা প্রাণীরা যখন সামনে ক্ষতিকর কোনো কিছুর আভাষ পায় তখন তাদেরকে পেটানো হলেও তারা সামনে এগুতে ভয় পায়। আর এই লোকেরা তো ঈমানের নূরে আলোকিত হওয়ার পরেও এসব ভ্রান্ত চিন্তার কারণে বিনাশের পথে এগিয়ে যায়। যারা এইধরনের অবান্তর চিন্তা ধারণ করে আবার আল্লাহ রাসূল ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে তারা মূলত এই জগতের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দা। কেননা তারা জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়েও অদৃশ্য এক আঁধারে নিমজ্জিত।

নগদ-বাকির হিসাব

এই শ্রেণির মানুষ এতটাই দুনিয়াগ্রস্ত যে সর্বদা নগদ-বাকির হিসাবে মত্ত। অথচ বিলম্বিত পরকালীন জীবনের তুলনায় হাতের কাছের এই দুনিয়ার জিন্দেগি কত তুচ্ছ, কত নীচু, তার খবর কি তারা রাখে! জীবনের জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস অবধি মানুষের যত শ্বাস-প্রশ্বাস আছে তা কি পরকালের একটি শ্বাসের সমান হতে পারে? একজন মুমিনের অন্তরে কি করে আসতে পারে এমনতর অবান্তর অহেতুক চিন্তা!

এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ আহমাদ ﵀ তাঁর কালজয়ী হাদীসগ্রন্থ মুসনাদে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস উল্লেখ করেছেন—

وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هٰذِهِ
فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ ؟

> *‘আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ তো সমুদ্রে-ভেজা-আঙুলে লেগে থাকা পানির মতো। হাতের সাথে কতটুকু পানি উঠে আসে দুনিয়াপ্রেমীরা তা যেন লক্ষ করে।’ (অর্থাৎ, কেউ যদি তার হাত সাগরের পানিতে ডুবায় তাহলে*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হাতে-লেগে-থাকা পানি হলো দুনিয়া, আর দিগন্ত বিস্তৃত সাগরের সীমাহীন জলরাশি হলো আখিরাতের জীবন।)[১]

এই যখন দুনিয়ার প্রকৃত অবস্থা তখন পার্থিব জীবনকে নগদ সম্ভোগের বস্তু বলে ধোঁকা আর মিথ্যে প্রলোভনে আত্মতৃপ্ত হওয়া সবচেয়ে বড় বোকামি ও নিম্নস্তরের মূর্খতা। গোটা দুনিয়ার আয়ুষ্কালের অবস্থা যদি আখিরাতের তুলনায় সমুদ্রে-ভেজা-আঙুলে লেগে থাকা পানির মতো হয় তাহলে ব্যক্তিবিশেষ একেকজন মানুষের ক্ষুদ্র জীবনকালের সময়টুকু তো আরো তুচ্ছ, আরো গৌণ। জাগতিক জীবনের এই মূল্যায়ন একজন সুস্থ বিবেচকের সামনে থাকলে সে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষণকালের নগণ্য এই জীবনকে নগদ মনে করে এমনভাবে কখনোই প্রাধান্য দেবে না, যাতে সীমাহীন বিশালতায় ভরপুর আখিরাতের নিয়ামত থেকে সে বঞ্চিত হয়ে যায়।

আরেকটি অথর্ব চিন্তা

দুনিয়াকে নিশ্চিত আর পরকালকে অনিশ্চিত ভাবাটাও একটি অথর্ব চিন্তা। তাওহীদে বিশ্বাসী একজন মুমিন বান্দা যখন মহান আল্লাহ তাআলার ওয়াদা, নেক কাজের বিনিময়ের প্রতিশ্রুতি এবং পাপ কাজের শাস্তির চূড়ান্ত সতর্কতাকে সন্দেহাতীত সত্য মনে করবে তখন তার পক্ষে তুচ্ছ ও নশ্বর দুনিয়াকে অবিনশ্বর পরকালের উপর প্রাধান্য দেয়া সম্ভব হবে না। দুনিয়া সামনে উপস্থিত হওয়ায় এই জীবনাচারকে সুনিশ্চিত মনে করা আর পরকালের জীবনাচার সামান্য বিলম্বিত দেখে তাকে অনিশ্চিত মনে করার কোনো কারণই নেই। তাওহীদের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাসই বান্দাকে দুনিয়ার তুলনায় পরকালকে আরো বেশি অকাট্য ও সুনিশ্চিত ভাবতে শিক্ষা দেয়। নশ্বর দুনিয়ায় কত অসংখ্য প্রাণ দুনিয়ার এক লোকমা খাবার মুখে নেয়ার আগেই ঝরে যায় অথবা কথিত এই নিশ্চিত দুনিয়ার কতটুকু ভোগ-বিলাস বান্দার ভাগ্যে রয়েছে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অজানাই থেকে যায়, কিন্তু এই জীবনাবসানের পর যেই অনন্ত আর অসীমের পথে বান্দার যাত্রা শুরু হয় সেই যাত্রা তো সকলের জন্য অকাট্যভাবেই নিশ্চিত ও অবধারিত।

---

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ১৮০০৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর ওয়াদা ও ভয়ভীতির প্রতি সন্দেহ-পোষণ পরকাল বিষয়ে সন্দেহের জন্ম দেয়

আল্লাহর কিছু দুর্ভাগা বান্দা নামে মুসলিম হলেও কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার বিভিন্ন ওয়াদা, জান্নাত ও জাহান্নামের বিভিন্ন বর্ণনা শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে অবিশ্বাস করে থাকে অথবা সন্দিহান হয়ে দোদুল্যমান এক জীবনে মগ্ন থাকে। তাদের অবিশ্বাস বা দোদুল্যমানতা থেকেই তারা চিন্তা করে—আমার সামনে এই মুহূর্তে উপস্থিত দুনিয়াই তো নিশ্চিত, হাতের মুঠোয় আছে। আর পরকাল সে তো সামনের কোনো এক সময়ের সন্দেহময় জীবন। যেই জীবন অনিশ্চিত। যেই জীবনে জান্নাত কিংবা জাহান্নাম অথবা সুখ কিংবা দুঃখের কোনো নিশ্চয়তা নেই। সেই অনিশ্চিত সময়ের জন্য আমি কেন এই নিশ্চিত সুখময় সময়কে উপভোগ করব না!

এসকল সন্দিহান মুসলিম বান্দার জন্য রয়েছে শাশ্বত মহাগ্রন্থ কুরআনুল কারীম। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

> *'কুরআনে নাযিলকৃত আয়াতের মধ্যে আমি মুমিনদের জন্য রহমত ও শিফা অবতীর্ণ করেছি।'*[১]

দোদুল্যমান এই মুমিনরা আল্লাহ তাআলার নিদর্শন নিয়ে চিন্তা করলে তাদের এই সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। যখন তারা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, কুদরত, তাঁর সীমাহীন রাজত্ব, ইচ্ছাশক্তি, একত্ববাদ, বিভিন্ন যুগে প্রেরিত রাসূলগণের ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবে তখন তার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে নবীদের সত্যবাদিতা। নবীগণ যে জান্নাত-জাহান্নাম-পরকালের সংবাদ দিয়েছেন তা তার নিকট সন্দেহাতীতভাবে সত্য হিসেবে প্রমাণিত হবে।

এমনকি মানুষ যখন তার নিজ অস্তিত্বের বিন্দু থেকে জীবনের সিন্ধু পর্যন্ত একবার গভীর নজরে তাকাবে, তখন আল্লাহ তাআলার কোনো ওয়াদা ও

[১] সূরা ইসরা, আয়াত-ক্রম : ৮২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সতর্কতাকেই সন্দেহের চোখে দেখতে পারবে না। সামান্য বীর্যফোঁটা থেকে বিস্ময়কর জীবনের এতগুলো স্তর যে স্রষ্টা সুনিপুণভাবে আঞ্জাম দিয়ে আসছেন, যিনি শৈশব, কৈশোর, যৌবন আর বার্ধক্যের দিকে মানুষকে ঠেলে দিচ্ছেন, তাঁর কোনো কথাই অনর্থক হতে পারে না। তাঁর প্রতিটি কথা, ওয়াদা, ভীতিপ্রদর্শন শতভাগ সত্য, সন্দেহ-সংশয়ের বহু উর্ধ্বে। এভাবে বান্দা যখন সত্যিকারার্থেই নিজেকে নিয়ে চিন্তামগ্ন হবে, সে মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমানের আলোয় তাঁর প্রতিটি কথার সত্যতা পাবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

> *'তোমাদের নিজেদের মধ্যেও রয়েছে বহু নিদর্শন। তোমরা কি এসব দেখতে পাও না?'*[১]

একজন মুমিনের শরীয়ত-প্রতিপালনে অবহেলার কারণ

কোনো ব্যক্তি যদি জানতে পারে, আগামীকাল তাকে বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হতে হবে, কোনো কৃতকর্মের জন্য তাকে রাজ দরবারে ভর্ৎসনা করা হবে কিংবা শাস্তি দেওয়া হবে অথবা তাকে বাদশাহ সম্মানিত করবেন বা পুরস্কৃত করবেন তাহলে তো এই ব্যক্তি সারাদিন সারারাত এই চিন্তায়ই বিভোর থাকবে। তাকে কখনো উদাসীন, বেখেয়ালি অথবা রাজদরবারে যাওয়ার প্রস্তুতি ব্যতীত ভিন্ন কোনো ব্যস্ততায় পাওয়া যাওয়ার কথা না! অথচ পরকালকে বিশ্বাস করে, মনে-প্রাণে সে আখিরাতের ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয়ী, মহান রবের সামনে জীবনের হিসাব দেওয়ার ব্যাপারে তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই—এমন বহু লোককে দেখা যায়, সে আখিরাত ভুলে দুনিয়ার মোহে বিভোর হয়ে দিন কাটাচ্ছে। তার ওঠাবসা, চাল-চলনে পরকাল-বিস্মৃত উদাসীন ব্যক্তির মতোই মনে হয়। একদিকে তার অন্তর আখিরাতে পূর্ণ বিশ্বাসী, অন্যদিকে তার জীবনাচারে রয়েছে শরীয়ত-প্রতিপালনে যথেষ্ট দুর্বলতা। এ ধরনের মানুষের এই দ্বিমুখী আচরণের

---

[১] সূরা যারিয়াত, আয়াত-ক্রম : ২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কারণ—

- জ্ঞানের স্বল্পতা।
- দুর্বল বিশ্বাস।
- জাগতিক অতিব্যস্ততা।
- দুনিয়ার মোহ।
- প্রবৃত্তির চাহিদা।
- স্বভাবজাত ইচ্ছা ও কল্পনা।
- কামোদ্দীপক লোভ-লালসা।
- শয়তানের ধোঁকা।
- নিজের অবস্থানকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা।

এসব কারণে একজন বিশ্বাসী ব্যক্তিও কখনো কখনো অন্তরের বিশ্বাসের বিপরীতে গিয়ে পরকালকে অবিশ্বাসকারী ব্যক্তির মতো জীবনযাপন করতে পারে। এসব ধোঁকার মায়াজাল ছিন্ন করতে গিয়ে মানুষের মাঝে ঈমানের দৃষ্টিকোণ থেকে পার্থক্য জন্ম নেয়। আল্লাহ তাআলার প্রতি সকল মুসলিম একই ঈমান রাখলেও তাদের ঈমানী শক্তির মধ্যে ব্যবধান তৈরি হয়ে যায় উল্লিখিত কারণসমূহের প্রভাবে।

বিশ্বাসী মানুষের অন্তরে বিদ্যমান উল্লিখিত সকল কারণের প্রতিকার হলো, ধৈর্যশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টিজ্ঞান। আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীল ও অন্তর্দৃষ্টিজ্ঞান-সম্পন্ন দৃঢ় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের প্রশংসায় আয়াত অবতীর্ণ করে ইরশাদ করেন—

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

> *'তারা যেহেতু সবর করত তাই আমি তাদের মধ্য থেকে নেতৃস্থানীয় লোকদের মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশে পথপ্রদর্শন করত। আর তারা আমার আয়াতসমূহে ছিল দৃঢ় বিশ্বাসী।'*[১]

[১] সূরা সিজদা, আয়াত-ক্রম : ২৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গুনাহের ক্ষতি

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ বলেন, এবার আমরা আমাদের গ্রন্থের মূল আলোচনা শুরু করতে পারি। অর্থাৎ, কারো অন্তরে যদি গুনাহ-আসক্তি বিদ্যমান থাকে তাহলে তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতই নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন ব্যক্তির জেনে রাখা আবশ্যক যে, গুনাহ বান্দার অন্তরে বিষের মতো প্রভাব ফেলে।

গুনাহের কাজ সুনিশ্চিতভাবেই মানুষের জন্য ক্ষতিকর। বিষ যেভাবে মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর তেমনই গুনাহ ও পাপাচার মানুষের অন্তরের জন্য বিষতুল্য। মহান আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে দিয়ে অবাধ্যতা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণেই বস্তুত পার্থিব জগতের সকল অনিষ্ট, দুঃখ, কষ্ট, ক্লেশ, ধ্বংস, পতন এবং বরবাদির ঘটনা প্রকাশ পেতে থাকে।

ইতিহাসের সাক্ষ্য

☞ আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা ইবলিসকে ফিরিশতাদের রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত ও ধিকৃত করেছে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ অভিশাপপ্রাপ্ত প্রাণীতে পরিণত করেছে। জগতের সবচেয়ে ঘৃণিত, বিকৃত, কুৎসিত, কদাকার, কুশ্রী আর বদকার সৃষ্টির নাম এই ইবলিস। গুনাহ আর নাফরমানির কারণে সে আরশের নৈকট্যের পরিবর্তে সীমাহীন দূরত্বের জিন্দেগিতে পতিত হয়েছে। মহান আল্লাহর রহমতের বদলে তার জীবন এখন অভিশাপে পরিপূর্ণ। চারিত্রিক গুণাবলি ছেড়ে কদর্য চরিত্রের আধারে পরিণত হয়েছে সে। জান্নাতের নিয়ামত ত্যাগ করে প্রজ্জ্বলিত আগ্নেয়গিরির জাহান্নামকে বাসস্থান হিসেবে গ্রহণ করেছে। নাফরমানিতে মোহগ্রস্ত হয়ে ঈমানের নূরকে কুফরির অন্ধকার দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। অবাধ্যতার কারণে সবচেয়ে উত্তম ও দয়ালু অভিভাবকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করেছে। এই গুনাহের কারণেই পৃথিবীর বুকে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি অপদস্থ আর লাঞ্ছিত হয়েছে।

☞ মহাপরাক্রমশালীর ক্রোধের অনলে পুড়ে ছারখার হয়ে সে জাগতের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
সমগ্র কাফির, ফাসেক, বদকার আর নিকৃষ্ট লোকদের সরদারে পরিণত হয়েছে। অথচ সে ছিল সৃষ্টিজগতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আবিদ, যাহিদ আল্লাহমুখী ইবাদাতকারী। গুনাহের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে একপর্যায়ে বিশ্ববাসীর সকল পাপকর্মের দায়-দায়িত্ব ও নেতৃত্ব গ্রহণ করার ব্রতে নিজেকে অর্পণ করে দিয়েছে।

☞ হে আল্লাহ! আপনারই দরবারে আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করি আপনার আদেশের অবাধ্য হওয়া থেকে, আপনার নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করা থেকে, আপনি আমাদেরকে রক্ষা করুন।

☞ ইবলিসের কুমন্ত্রণায় আল্লাহ তাআলার নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করায় আদি পিতা আদম ও আদি মাতা হাওয়া আলাইহিমাস সালাম জান্নাতের নিয়ামতরাজি থেকে পৃথিবীর বুকে প্রেরিত হয়েছেন। সুখ, শান্তি, আরাম আর বিলাসের জীবনাচার থেকে তাদেরকে প্রেরণ করে দেয়া হয়েছে দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত কষ্ট, ক্লেশে জর্জরিত এই পৃথিবীতে।

☞ আল্লাহর নাফরমানি মানবজাতির জন্য এমন এক ভায়ানক দূরবস্থা, যার ফলে নাফরমানদের পুরো সম্প্রদায়কে নূহ আলাইহিস সালামের সময়কালে নিমজ্জিত করে দেয়া হয়েছিল ধ্বংসাত্মক এক মহাপ্লাবনে। এমনকি প্লাবনের জলরাশি পাহাড়কে পর্যন্ত ডুবিয়ে ফেলেছিল।

☞ এই গুনাহের কারণেই আদ সম্প্রদায়ের উপর প্রবাহিত হয়েছে প্রলয়ঙ্করী ঝঞ্ঝা বায়ু। মানুষগুলো সব উদম বাগানের কাঁটা খেজুরগাছের মতো মুখ থুবড়ে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাদের ঘরবাড়ি, সাজানো সংসার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে স্মৃতিলীন হয়ে আছে।

☞ আল্লাহর অবাধ্যতার কারণেই সামূদ সম্প্রদায়কে হৃৎপিণ্ডে চিড়ধরানো তীব্র আওয়াজের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

☞ পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণেই লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে ফিরিশতাগণ আল্লাহর হুকুমে জমিন থেকে আকাশের দিকে উঠিয়ে আছাড় মেরে ফেলে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন, পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। মাটিসমেত উলটে ফেলার কারণে সেই স্থানে প্রবাহিত হয়েছে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জমাটবদ্ধ লবণাক্ত সাগর।

☞ আল্লাহর নাফরমানিতে ডুবে থাকা শুআইব আলাইহিস সালামের জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে আসমানের বারিবহ মেঘমালা দিয়ে। ঘন কালো মেঘ তাদের অঞ্চলকে আঁধার-কালো করে তাদের উপর বর্ষণ করেছে অগ্নিবৃষ্টি। অবাধ্য সম্প্রদায় তাদের নাফরমানির কারণে আল্লাহর আযাবে ভস্মীভূত হয়েছে।

☞ গুনাহের কারণেই তো ফিরআউন আর তার দলবলকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারা হয়েছে। ফিরআউনের দেহকে সমুদ্রে ডুবিয়ে সংরক্ষিত করা হয়েছে বিশ্ববাসীর শিক্ষার্জনের জন্য আর পাপাচার আত্মাকে ছুড়ে ফেলা হয়েছে জাহান্নামের লেলিহান অগ্নি-গহ্বরে।

☞ ধনাঢ্য কারুনকে তার আলিশান বাসস্থান, ধন-সম্পদসহ ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া হয়েছে এই গুনাহের কারণেই।

☞ ইতিহাসের অন্যতম আলোচিত জাতি বনী ইসরাঈলের জীবনাচার বারবার চরমভাবে সামগ্রিক বিপর্যয়ে পর্যদুস্ত হয়েছে আল্লাহ তাআলার লাগাতার নাফরমানি ও অবাধ্যতার ফলে। প্রচণ্ড ক্ষমতাধর অত্যাচারী বাদশাহকে তাদের জন্য ন্যস্ত করা হয়েছে। বাদশাহর সৈন্যবাহিনী তাদের বাড়িঘরে লুণ্ঠন করে তাদেরকে হত্যা করেছে। নারী ও শিশুদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করেছে। ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে বিরান ভূমিতে পরিণত করেছে শহরের পর শহর। তবুও তারা সতর্ক হয়নি। রবের নাফরমানিতেই নিমজ্জিত হয়েছে পুনরায়। ফলে আবারও তাদের উপর জালিম শাসক চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যে তাদের পুরো সাম্রাজ্যের উপর ধ্বংস আর নির্যাতনের স্টিমরোলার চালিয়েছে। এভাবে আল্লাহর নাফরমানি, অবাধ্যচারণ, গুনাহ আর পাপ-পঙ্কিলতায় যতবারই বনী ইসরাঈলের লোকেরা সম্মিলিতভাবে লিপ্ত হয়েছে, ততবারই তাদেরকে বিভিন্ন রকমের শাস্তি আর দুর্যোগ দিয়ে লণ্ডভণ্ড করে দেয়া হয়েছে। কখনো হত্যা ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে, কখনো অত্যাচারী শাসকদের দ্বারা, কখনো বানর কিংবা শুকরে রূপান্তরিত করে, আবার কখনো দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনের মাধ্যমে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়ে তাদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাপের পার্থিব প্রতিদান দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও কৃতকর্মের ফলাফল স্বরূপ তাদের ভাগ্যে এই দুর্ভোগ, দুর্দশাকে স্থায়ী করে দিয়েছেন। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে—

لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

> *'অবশ্যই আপনার রব কিয়ামত অবধি তাদের বিরুদ্ধে এমন লোকদের প্রেরণ করবেন, যারা তাদেরকে আস্বাদন করাবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি ও নির্যাতন।'*[১]

নবীজি ও সাহাবীদের সতর্কবাণী

ইমাম আহমাদ ﵀ বলেন, জুবাইর ইবনু নুফাইর বর্ণনা করেন, 'মুসলমানদের হাতে যখন সাইপ্রাস বিজয় হলো, সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা পরাজয়ের গ্লানি আর পেরেশানিতে কান্না করতে করতে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করছিল। তখন আমি আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখলাম, তিনি একা বসে বসে কাঁদছেন। আমি অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি এমন এক দিনে কেন এভাবে বসে কান্না করছেন, যেদিন আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে গৌরবান্বিত করেছেন!" তখন তিনি আমাকে বললেন, "আহ জুবাইর, আল্লাহ তোমার সহায় হোন! তুমি কি দেখছ না, এই সাইপ্রাসবাসীরা প্রতাপশালী ও শৌর্যশালী হওয়া সত্ত্বেও আজ তারা আল্লাহ তাআলার মুকাবিলায় কত তুচ্ছ! কত হীন! আল্লাহর হুকুমের অবাধ্য হওয়ায় দেখো আজ তাদের কী করুণ পরিণতি!"'

নবীজি ﷺ বলেন, 'যতক্ষণ বান্দা তার কৃতকর্মের কারণে আত্মকৈফিয়তে লজ্জিত হবে, ততক্ষণ সে কোনো অবস্থাতেই ধ্বংসের মুখে পড়বে না।'[২]

অন্যত্র নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন, 'যখন আমার উম্মতের মধ্যে ব্যাপকভাবে পাপকাজ ছড়িয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ তাআলার আযাবও তাদের সকলকে গ্রাস করে নেবে।' সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহর রাসূল! তখন কি

[১] সূরা আরাফ, আয়াত-ক্রম : ১৬৭
[২] আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ৪৩৪৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উম্মতের মধ্যে নেককার লোকও থাকবে না? নবীজি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই থাকবে।' সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে আযাবের সময় তাদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে?' নবীজি জবাব দিলেন, 'গুনাহের কারণে যখন আল্লাহর আযাব এই উম্মতকে পাকড়াও করবে, তখন নেককার লোকেরাও সকলের মতোই আযাবগ্রস্ত হবে। আল্লাহর প্রেরিত দুর্যোগ তাদেরকেও আচ্ছাদিত করে নেবে। তবে পরবর্তীতে তারা তাদের নেক ও সৎ কাজের বিনিময়ে দয়ালু রবের ক্ষমা ও সন্তুষ্টির ছায়াতলে জায়গা করে নেবে।'[১]

মুসনাদু আহমাদের হাদীস, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'মানুষ তার গুনাহের কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।'

অন্যত্র বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'আমার আশঙ্কা হয় তোমাদের ব্যাপারে। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে হয়তো তোমাদের উপর বিধর্মীরা এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে, যেভাবে ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাবারের প্লেটের সামনে হামলে পড়ে।' সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, 'আল্লাহর রাসূল! তখন কি আমাদের সংখ্যা কম হবে?' নবীজি জবাবে বললেন, 'না! তখন তোমরা সংখ্যায় বেশিই থাকবে। কিন্তু এই সংখ্যাধিক্য হবে বন্যার পানিতে ভেসে যাওয়া খরকুটোর মতো। শত্রুদের অন্তরে তোমাদের জন্য কোনো ভয় থাকবে না, আর তোমাদের অন্তরে সাহসের পরিবর্তে থাকবে দুর্বলতা।' সাহাবীরা জানতে চাইলেন, 'কেমন দুর্বলতা?' নবীজি বললেন, 'পার্থিব মোহ আর মৃত্যুর প্রতি অনীহা।'[২]

শেষ যামানায় যখন গুনাহের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে সেই সময়ের জন্য আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ভবিষ্যদ্বাণী—মানুষের জন্য এক দুঃসহ সময় অপেক্ষা করছে। তখন ইসলামের কেবল নামই বাকি থাকবে এই পৃথিবীতে। কুরআন শুধুই একটি ধর্মীয় গ্রন্থের বাণী-সংকলন হিসেবে ব্যবহৃত হবে। হিদায়াত ও হকের আওয়াজ উচ্চারিত হওয়ার বদলে মসজিদগুলো হয়ে যাবে দর্শনীয় স্থান। সেই সময়ে ধর্মীয় আলিমগণ পৃথিবীর বুকে নিকৃষ্ট মুসলিম হিসেবে বিচরণ করবেন। তাঁদের কারণেই পৃথিবীতে বিভিন্ন ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে আবার তাঁদের মাধ্যমেই এসবের সমাধান হবে।'

---

[১] হাকিম—৪/৫২৩
[২] আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ৪২৯৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ছেলে তাঁর পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন, 'যখন কোনো জনপদে সুদ ও ব্যভিচার প্রকাশ পায় তখন আল্লাহ তাআলা সেই জনপদের ধ্বংস ঘোষণা করেন।'[১]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমিসহ মুহাজিরদের ১০ জনের একটি দল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে লক্ষ করে বললেন, "মুহাজিরের দল! পাঁচটি স্বভাব থেকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

☞ অশ্লীলতার স্বভাব। যখন কোনো জনপদে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহ তখন তাদের মাঝে এমনভাবে প্লেগ ও অন্যান্য নতুন নতুন মহামারি-রোগ ছড়িয়ে দেন, যা তাদের পূর্বপুরুষদের জীবদ্দশায় ছিল না।

☞ মাপে কম দেয়ার প্রবণতা। কোনো সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন মাপে কম দেয়া শুরু করবে তখন তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও মূল্যবৃদ্ধির দুর্যোগে ফেলে দেয়া হবে। একইসাথে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে অত্যাচারী শাসক।

☞ যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি। যখন লোকেরা তাদের সম্পত্তির যাকাত দেওয়া থেকে বিরত থাকবে তখন তাদেরকেও রহমতের বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হবে, অনাবৃষ্টির দুর্যোগ নেমে আসবে তাদের উপর। যদি আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি অন্যান্য প্রাণী, গবাদি পশু না থাকত তাহলে তাদের উপর পুরোপুরিভাবেই বৃষ্টিবর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হতো।

☞ চুক্তি ভঙ্গের মানসিকতা। কোনো সম্প্রদায় যখন কথার বিপরীত কাজ করবে, চুক্তিভঙ্গ করবে তখন তারা এমন শত্রুবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হবে যারা তাদের সবকিছু ছিনিয়ে নেবে।

☞ শাসকগোষ্ঠীর কুরআন-হাদীস-বহির্ভূত শাসনব্যবস্থা। যখন কোনো জনপদের শাসকগণ কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত কোনো শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করবে তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহ বাঁধিয়ে দেবেন।"'[২]

---

[১] মাজমাউয যাওয়াইদ—৪/১১৮
[২] হাকিম—৪/৫৪০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে একজন লোক আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র দরবারে উপস্থিত হলেন। আগত লোকটি বললেন, 'উম্মুল মুমিনীন! আপনি আমাদেরকে ভূমিকম্পের ব্যাপারে হাদীস শোনান।' আম্মাজান বললেন, 'যখন কওমের লোকেরা যিনা, ব্যাভিচারকে বৈধ মনে করা শুরু করে, নির্দ্বিধায় মদ পান করে এবং গান-বাজনায় মত্ত হয়ে যায় তখন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার আত্মসম্মানবোধ গর্জন করে উঠে তাদের এই অবাধ্যচারিতায়। তখন জমিনকে আদেশ করা হয়, 'তুমি কেঁপে উঠ তাদেরকে সতর্ক করে দাও।' যদি তারা তখন তাওবা করে এবং দ্রুত গুনাহ থেকে বেরিয়ে আসে তাহলে পৃথিবী স্বাভাবিক স্থিরতায় ফিরে আসে। আর তারা যদি নির্বিকারই থেকে যায় তাহলে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

ইবনু আবিদ দুনিয়া অন্য একটি হাদীসে উল্লেখ করেন, 'আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় একবার ভূমিকম্প হয়। নবীজি ﷺ তখন মাটিতে হাত রেখে বললেন, "থেমে যাও। এর বেশি কেঁপে ওঠার জন্য তো তুমি আদেশপ্রাপ্ত হওনি।" এরপর তিনি সাহাবীদের লক্ষ করে বললেন, "তোমাদের রব তোমাদের থেকে তাওবা-প্রার্থনা আশা করছেন, তোমরা তাঁর নিকট তাওবা করো।" পরবর্তীতে খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র শাসনামলে আবারও ভূমিকম্প হয়। উমর তখন সবাইকে সতর্ক করে বলেন, "লোক সকল! এই ভূ-কম্পন তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল। তোমাদেরকে সতর্ক করা হলো। যদি তোমরা সতর্ক না হও তাহলে এই কম্পন যদি আবারও শুরু হয় তাহলে আমি (অর্থাৎ আমরা কেউই) আর একসাথে বসবাস করতে পারব না।"'[১]

মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্যতম খলীফা উমর ইবনু আবদিল আযীযের শাসনামলে ভূকম্পন হলে তিনি বিভিন্ন নগরে ও জনপদে দিকনির্দেশনা দিয়ে চিঠি লিখে পাঠান। চিঠিতে আল্লাহ তাআলার প্রেরিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন, 'এই ভূ-কম্পন দিয়ে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর বাসিন্দাদের সতর্ক করছেন। শহরের অধিবাসীদের প্রতি আমি এই নির্দেশনা প্রদান করছি যে, তারা মাসের নির্দিষ্ট দিনে একটি ময়দানে সমবেত হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এবং ময়দানের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় প্রত্যেকেই

---

[১] মুসান্নাফ ইবনি আবি শাইবাহ—১/২২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সামর্থ্য অনুযায়ী দান-সাদাকাহ করে নেবে। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

> "যে ব্যক্তি (দান-সাদাকাহ'র মাধ্যমে) অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে তার রবের নাম নেবে, অতঃপর নামায আদায় করবে, অবশ্যই সে সফলকাম।"[১]

'তাওবা করার সময় প্রত্যেকেই যেন আদম আলাইহিস সালামের ভাষায় বলে—

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

> "হে আমাদের প্রতিপালক! (আপনার নাফরমানির দ্বারা) আমরা তো আমাদের উপর জুলুম করে ফেলেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।"[২]

'এবং নূহ আলাইহিস সালামের ভাষায় এই বলে ক্ষমা চায়—

وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

> "আয় আল্লাহ! আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, রহম না করেন আমি তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব।"[৩]

'ইউনুস আলাইহিস সালামের মতো দুআ করে যেন বলে—

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

> "হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া তো আর কোনো উপাস্য নেই। অন্তর থেকে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আল্লাহ! আমি তো অপরাধ করে ফেলেছি,

---

[১] সূরা আ'লা, আয়াত-ক্রম : ১৪, ১৫
[২] সূরা আ'রাফ, আয়াত-ক্রম : ২৩
[৩] সূরা হুদ, আয়াত-ক্রম : ৪৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> জালিমদের কাতারে শামিল হয়ে গেছি। (আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।)"'[১]

আম্মার ইবনু ইয়াসির ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সূত্রে ইবনু আবিদ দুনিয়া নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করেন, 'মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা যখন বান্দাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চান তখন তাদের শিশুসন্তানদের মৃত্যুহার বেড়ে যায় এবং মহিলারা বন্ধ্যা হয়ে যায়। এরপর আল্লাহ তাআলার প্রলয়ংকারী প্রতিশোধ তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়। কারো প্রতিই তখন আর বিন্দুমাত্র দয়া দেখানো হয় না।'[২]

কিতাবুয যুহদে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল উল্লেখ করেছেন— মূসা ﷺ একবার আল্লাহ তাআলাকে বললেন, 'আল্লাহ! আপনি তো ঊর্ধ্বাকাশে! আর আমরা থাকি পৃথিবীর বুকে। আমরা কীভাবে আপনার ক্রোধ টের পাব? আপনার অসন্তুষ্টির আলামত কী? আমাদের জন্য আপনার সন্তুষ্টির নিদর্শন কী?' তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, 'যখন আমি সন্তুষ্টি থাকি তখন তোমাদের জন্য উত্তম লোকবলকে শাসক হিসেবে নিয়োগ দিই আর যখন আমি ক্রোধান্বিত থাকি তখন তোমাদের জন্য নিকৃষ্ট চরিত্রের লোকদেরকে শাসনক্ষমতা দান করি।'[৩]

ফুযাইল ইবনু ইয়ায সূত্রে ইবনু আবিদ দুনিয়া বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলের কোনো এক নবীর কাছে ওহী মারফত আল্লাহর এক চিরায়ত বিধান জানিয়ে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যখন আমার পরিচয়, বিধানাবলি সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তি আমার অবাধ্য হয় তখন আমি তার উপর এমন ব্যক্তিকে ন্যস্ত করে, যে আমাকে চেনে না, আমার বিধানাবলিও জানে না।'

অসৎ কাজে বাধাপ্রদান

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, 'তোমাদের পূর্বের লোকদের মধ্যে যখন কেউ কোনো খারাপ কাজ করত তখন তাকে অপরজন নিষেধ করত, খারাপ কাজের ব্যাপারে সতর্ক করত। তবে

---

[১] সূরা আম্বিয়া, আয়াত-ক্রম : ৮৭

[২] হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, এই হাদীসের কোনো সূত্র নেই। -ফাইযুল কাদীর লিল মুনাউয়ি—২/২০৩ -সম্পাদক

[৩] কিতাবুয যুহদ, পৃষ্ঠা-ক্রম : ৩৩৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরেরদিনই আবার তার সাথে এমনভাবে ওঠাবসা ও খাওয়া-দাওয়া করত যে, গতকাল যেন সে তাকে কোনো খারাপ কাজ করতেই দেখেনি। আল্লাহ তাআলা যখন তাদের এই অবস্থা দেখলেন তখন ভালো-মন্দ সকলের অন্তরকে মিলিয়ে দিলেন। এরপর নাফরমানি আর সীমালঙ্ঘনের কারণে তাদের নবীদের যবানে তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। ফলে তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন তাদের নবী দাউদ ও ঈসা ইবনু মারইয়াম। সুতরাং হে উম্মতে মুহাম্মদ! আমি তোমাদেরকে সেই সত্তার কসম দিয়ে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে। গুনাহ্গার, অজ্ঞ লোকদেরকে তোমরা সঠিক পথ দেখাবে। নাহয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরসমূহকেও একত্রিত করে দেবেন, তোমাদেরকেও অভিসম্পাত করবেন।'

ইবরাহীম ইবনু আমর সূত্রে ইবনু আবিদ দুনিয়া বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলা ইউশা ইবনু নূন আলাইহিস সালামকে ওহী মারফত জানিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্প্রদায়ের ৪০ হাজার নেককার ও উত্তম বান্দাকে এবং ৬০ হাজার পাপাচারী ব্যক্তিকে ধ্বংস করবেন। এই প্রত্যাদেশ পেয়ে ইউশা ফরিয়াদ করে উঠলেন, 'আল্লাহ! আপনি খারাপ লোকদের তো তাদের বদ আমলের কারণে ধ্বংস করবেন কিন্তু যারা নেককার, তারাও কেন এই আযাবে নিপতিত হবে?' আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিলেন, 'ওরা আমার রাগ দেখেও রাগ করেনি (অর্থাৎ পাপের কারণে আমার রাগ নেককারদেরকে রাগিয়ে তোলেনি)। বরং যারা আমাকে রাগিয়েছে তাদের সাথে ওরা স্বাভাবিকভাবেই ওঠাবসা করেছে, পানাহার করেছে।'

সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ সূত্রে হুমায়দী'র বর্ণনা, তিনি বলেন, 'সুফিয়ান ইবনু সাদ মিসআর আমাদেরকে ইবনু কিদাম সূত্রে একটি ঘটনা শোনান, যে, একবার কোনো এক জনপদ ধ্বসিয়ে দেয়ার জন্য এক ফিরিশতাকে আদেশ করা হলো। ফিরিশতা আল্লাহ তাআলাকে বললেন, "আল্লাহ! এই জনপদে তো আপনার একজন নেক বান্দা আছেন, যিনি আপনার ইবাদাতে মশগুল।" আল্লাহ তখন ফিরিশতাকে জানিয়ে দিলেন, "তাকে দিয়েই আমার আযাব শুরু করে দাও। আমার অবাধ্যতায়, নাফরমানিতে তাকে কখনোই বিরক্ত হতে দেখা যায়নি।"

সিদ্দীকে আকবর আবু বকর ﷺ বলেন, 'তোমরা কুরআনের একটি আয়াতকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভুল জায়গায় প্রয়োগ করে সান্ত্বনা নিচ্ছ। আয়াতটি হলো—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

> *"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা করো। তোমরা যদি সঠিক পথে থাক তাহলে যারা পথভ্রষ্ট হবে তাদের জন্য তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই।"*[১]

'অথচ আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই লোকেরা যখন চোখের সামনেই কাউকে যখন জুলুম করতে দেখার পরেও তাকে হাত ধরে বাধা দিবে না অথবা তাকে জুলুম থেকে ফেরাবে না তখন আল্লাহ তাআলা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের সকলকে তাঁর আযাবের দ্বারা পাকড়াও করবেন।'[২]

গুনাহের সামাজিক প্রভাব

আবু হুরায়রা ﷺ বলেন, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যখন গুনাহের কাজ গোপনে হবে তখন কেবল গুনাহগার ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর গুনাহ যখন সমাজে প্রকাশ পেয়ে ছড়িয়ে যাবে তখন সর্বসাধারণ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'[৩]

আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা ﷺ বলেন, 'একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তেজিত অবস্থায় আমার ঘরে আসলেন। তাঁর চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম, কিছু একটা ঘটেছে। আল্লাহর রাসূল কোনো কথা না বলে ওযু করে বের হয়ে গেলেন। মসজিদে প্রবেশ করে মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা পাঠ করতে শুরু করলেন। আমি তাঁর কথা শোনার জন্য ঘরের দেয়ালে কান পেতে দিলাম। তিনি আল্লাহর প্রশংসা শেষ করে বললেন—"লোকসকল! শুনে রাখো, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে

[১] সূরা মায়িদা, আয়াত-ক্রম : ১০৫

[২] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ১৬; আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ৪৩৩৮; তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ২১৬৮, ৩০৫৭

[৩] হাদীসটি ভিত্তিহীন। ইমাম হাইছামি বলেছেন, এই হাদীসের রাবী মারওয়ান ইবনু সালিম গিফারি মাতরুক বা পরিত্যাজ্য রাবী। -ফাইযুল কাদির—১/৩৩৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বলছেন, 'তোমরা ভালো ও কল্যাণের আদেশ করবে। মন্দ ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে। অন্যথায় এমন এক সময় আসবে, যখন তোমরা দুআ করবে আর আমি তোমাদের সেই দুআ কবুল করব না। তোমরা আমার কাছে সাহায্য চাইবে, আমি সাহায্য করব না। তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা করবে, আমি মঞ্জুর করব না।''''[১]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ সূত্রে সাঈদ ইবনু জুবাইর বর্ণনা করেন, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যখন কোনো সম্প্রদায় ওজনে কম দেয়া শুরু করবে তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অনাবৃষ্টির দুর্যোগ দেন। আর কোনো জনপদে যখন অশ্লীলতা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে তখন তাদের মাঝে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পেয়ে যায়। আর যখন কোনো জাতির মাঝে সুদের প্রচলন শুরু হয় আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে মানসিক রোগ বাড়িয়ে দেন। যখন সমাজে খুন, হত্যা, গুমের মতো গর্হিত কাজ শুরু হয়ে যায় আল্লাহ তাআলা তাদের উপর তাদের শত্রুদের চাপিয়ে দেন। যেই জনপদে লূত সম্প্রদায়ের মতো সমকামিতা ছড়িয়ে পড়ে তাদের অঞ্চলে ভূমিধ্বসের প্রবণতা শুরু হয়ে যায়। আর যখন কোনো সমাজ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকে ছেড়ে দেবে তখন তাদের ভালো কাজগুলোকে সমাজ থেকে সরিয়ে নেয়া হবে এবং তাদের দুআ আর কবুল করা হবে না।'

আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ সূত্রে ইবনু আবিদ দুনিয়া নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করেন। সেই হাদীসে আল্লাহর নবী এই উম্মতের শেষ যামানার একটি ভয়ানক চিত্র তুলে ধরেছেন। নবীজি বলেন—

'শপথ করে বলছি সেই রবের, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। কিয়ামতের পূর্বে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা একদল শাসক প্রেরণ করবেন। যারা হবে মিথ্যুক। এই শাসকদের সাথে থাকবে একদল পাপিষ্ঠ মন্ত্রিপরিষদ। তাদের আমলারা হবে দুর্নীতিবাজ। মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দায়িত্বশীলগণ হবে জালিম, অত্যাচারী। তাদের আলিম ও কারী সাহেবরা হবে নিকৃষ্ট স্বভাবের; যাদের বেশভূষা থাকবে দুনিয়াবিমুখ দরবেশের, কিন্তু অন্তর হবে ময়লা-আবর্জনা থেকেও কলুষিত। বিভিন্ন ধরনের মনোবাসনা থাকবে তাদের জীবনে। আল্লাহ তাআলা তাদের

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ২৫২৫৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাধ্যমে নতুন ও আশ্চর্য রকমের অন্ধকারাচ্ছন্ন বিভিন্ন ফিতনা ছড়িয়ে দেবেন সমাজে। লোকেরা এই ঘন অমানিশা বেষ্টিত ফিতনায় নিমজ্জিত হয়ে একজন আরেকজনের উপর হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে।

'কসম করে বলছি সেই সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন! বিভিন্ন ধাপে ধাপে ইসলামকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। একপর্যায়ে আল্লাহ নাম নেয়ার মতো কেউ থাকবে না। হে লোকসকল! তোমরা সর্বোচ্চ গুরুত্বসহকারে সৎ কাজের আদেশ করো এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা দাও। অন্যথায় মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তোমাদের জন্য জঘন্যতম লোকদেরকে শাসক বানিয়ে দেবেন; যারা নিকৃষ্টভাবে তোমাদের উপর জুলুম-নির্যাতন করবে। এমতাবস্থায় তোমাদের ভালো ও নেককাররা আল্লাহর কাছে মুক্তির আশায় দুআ করবে কিন্তু তাদের দুআ কবুল হবে না।

'হে লোকসকল! তোমরা অবধারিতভাবে ভালো কাজের আদেশ করো, মন্দ কাজে বাধা দাও, নয়তো আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর এমন শাসক চাপিয়ে দেবেন, যে জুলুম-নির্যাতন করবার সময় না তোমাদের ছোটদের প্রতি দয়া দেখাবে আর না বড়দেরকে কোনো প্রকার সম্মান করবে।'[১]

জারীর ﷺ সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন, 'কোনো জনপদে কেউ যখন কোনো গুনাহের কাজ করে আর অন্যান্য লোকেরা তার থেকে প্রভাবশালী ও সংখ্যায় অধিক হওয়া সত্ত্বেও তাকে বাধা না দেয়, তখন আল্লাহ তাআলার শাস্তি তাদের সকলের জন্যই প্রযোজ্য হয়।'[২]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ বলেন, 'নবীজি ﷺ কুরাইশ সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন, "হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা যতদিন আল্লাহর নাফরমানি থেকে বিরত থাকবে ততদিন এই শাসন-ক্ষমতা তোমাদের কাছেই থাকবে। আর যখন আল্লাহর নাফরমানি শুরু করবে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য এমন লোক নিযুক্ত করবেন, যে তোমাদেরকে বাঁশ চাঁছার মতো করে অত্যাচার করবে।" এই বলে নবীজি তাঁর হাতে-থাকা বাঁশের বাকল টেনে দেখালেন।

[১] এই হাদীসের সূত্র পরম্পরায় কাউসার ইবনু হাকীম নাম্নী একজন রাবী আছেন, যিনি অনির্ভরযোগ্য। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল বলেছেন, তাঁর বর্ণনাকৃত সমস্ত হাদীস মিথ্যা ও বানোয়াট। -লিসানুল মীযান ৬/৪২৫-৪২৬

[২] আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ৪৩৩৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাকল ফেলে দেওয়ায় বাশটির সাদা অংশ বের হয়ে গেল।'[১]

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বাধা-প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক

অন্যকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদানের সাথে সাথে নিজের জীবনেও আল্লাহর আদেশ মানা ও নিষেধ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকা একান্ত জরুরি। যে ব্যক্তি অন্যকে সৎ কাজের আদেশ করে অথচ নিজে সেই আদেশকে ব্যক্তি-জীবনে প্রতিপালন করে না কিংবা অসৎ কাজ থেকে অন্যকে বাধা দিলেও নিজে বিরত থাকে না, সে ব্যক্তির ভয়াবহ পরিণতির কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। উসামা ইবনু যায়েদ ﵁ বলেন, আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেছেন, 'কিয়ামতের দিন একজন ব্যক্তিকে এনে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনের তাপে তার নাড়িভুঁড়ি গলে যাবে। চাকতি নিয়ে গাধার চক্রাকারে ঘোরার মতো সে আগুনের উত্তাল শিখার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকবে। তখন জাহান্নামীরা তার চারপাশে ভিড় করে বলবে, "হায়! আপনার এ অবস্থা কেন! আপনিই তো পৃথিবীতে আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতেন আর অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতেন!" তখন সে বলবে, "আমি তোমাদেরকে ঠিকই আদেশ করতাম, কিন্তু নিজে সৎ পথে চলতাম না। তোমাদেরকে আমি মন্দ কাজ করতে নিষেধ করলেও আমি নিজেই সেই কাজে জড়িয়ে যেতাম।"'[২]

কোনো গুনাহকেই হালকা বা তুচ্ছ মনে করতে নেই

আনাস ইবনু মালিক ﵁ বলেন, 'তোমরা তো এখন এমন অনেক অনুত্তম কাজ করো, যা তোমাদের চোখে খুবই নগণ্য। অথচ আমরা এসব কাজকেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় আমাদের জন্য ধ্বংসাত্মক মনে করতাম।'[৩]

---

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ৪৩৮০
[২] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৩২৬৭; মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ২৯৮৯
[৩] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৬৪৯২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, আল্লাহর নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'একটি বিড়ালকে আটকে রেখে অনাহারে মেরে ফেলার কারণে এক মহিলাকে জাহান্নামের শাস্তি দেয়া হয়েছে।'[১]

ইমাম আওযায়ী বলেন, আমি বিলাল ইবনু সাদকে নসীহত করতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'তোমরা কোনো অপরাধের ক্ষুদ্রতার প্রতি লক্ষ কোরো না। তোমরা অপরাধকে আল্লাহর নাফরমানি হিসেবে গণনা করো।'

ফুযাইল ইবনু ইয়ায বলেন, 'কোনো গুনাহ তোমার কাছে যত ছোট মনে হবে আল্লাহ তাআলার নিকট সেই গুনাহ পরিমাণে তত বড় অপরাধ হিসেবেই বিবেচিত হবে।'

আবু হুরায়রা ﷺ সূত্রে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন—

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ مِنْهَا قَلْبُهُ، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى يُغْلَقَ بِهَا قَلْبُهُ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ : كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

> *'কোনো মুমিন বান্দা যখন গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। এরপর যদি সে গুনাহ ছেড়ে দিয়ে তাওবা ও ইস্তিগফার করে, তাহলে তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি সে গুনাহ করতেই থাকে, তাহলে কালো দাগটিও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এভাবে একসময় পুরো অন্তর গুনাহের প্রভাবে কালো হয়ে যায়। অন্তরের এই অবস্থাকেই আল্লাহ তাআলা (এই আয়াতে) হৃদয়ের মরিচা বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন—"কখনোই নয়। তাদের কৃতকর্মের ফলেই তাদের অন্তরে মরিচা পড়েছে।"'*[২]

হুযাইফাহ ﷺ বলেন, 'বান্দা গুনাহ করলে অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। বিরামহীন গুনাহের কারণে এক পর্যায়ে তার অন্তর কালো ছাগলের রঙ ধারণ

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ২৩৬৫; মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ৫৯৮৯
[২] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ৩৩৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

করে।’ Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু’র নিকট চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে উল্লেখ ছিল—‘কোনো ব্যক্তি যখন আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করে তখন প্রশংসাকারীও ঐ ব্যক্তির নিন্দা করতে থাকে।’

আবু দারদা ﵁ বলেন, ‘শাসকগণ যেন মুমিন বান্দাদের অন্তরের অভিশাপ থেকে সতর্ক থাকে। হয়তো সে বুঝতেও পারবে না যে, মুমিন ব্যক্তিদের অন্তর তাকে অভিসম্পাত করছে।’ এরপর আবু দারদা ﵁ বললেন, ‘যখন কোনো ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করে তখন ঐ ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তাআলার ক্রোধ মুমিন বান্দাদের অন্তরে এমনভাবে জায়গা করে নেয় যে, কেউ বুঝতেও পারে না।

গুনাহের তাৎক্ষণিক ও দূরবর্তী প্রভাব

গুনাহের ব্যাপারে অনেক মানুষ একটি ভুল চিন্তা লালন করে থাকে। তারা গুনাহের তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া দেখতে পায় না। কখনো কখনো গুনাহের প্রতিক্রিয়া দূর ভবিষ্যতের কোনো সময়ে প্রকাশ পায়। গুনাহগার ব্যক্তির তখন পুরনো গুনাহের কথা মনে থাকে না। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া না দেখলেই তারা মনে করে ভবিষ্যতে এর কোনো প্রভাব নেই।

তাদের চিন্তা ও মানসিকতা নিতান্তই অবান্তর। অনেক মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় এমন নির্ভীক দুঃসাহসী চিন্তায়। মূর্খ ব্যক্তি তো বটেই, ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন অনেক আলিমও এ ক্ষেত্রে ধোঁকায় পড়ে যান। অথচ মানবদেহে বিষ কিংবা দৈহিক আঘাতের প্রতিক্রিয়ার চেয়েও অধিক প্রভাব বিস্তারকারী হলো মানুষের পাপকর্ম। তাৎক্ষণিক কোনো প্রভাব চোখে না পড়লেও ভবিষ্যতের কোনো না কোনো সময়ে অবধারিতভাবে বান্দা গুনাহের কুফল ভোগ করবে।

কিতাবুয যুহদে উল্লেখ আছে, মুহাম্মদ ইবনু সীরীন যখন বেশকিছু আর্থিক ঋণের কারণে চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন, তখন বলেছিলেন, ‘আমি খুব ভালোভাবেই জানি, আমার এই দুশ্চিন্তা আজ থেকে ৪০ বছরের পুরনো গুনাহের ফসল।’

আবু দারদা ﵁ বলেন, ‘তোমরা এমনভাবে ইবাদাত করো, যেন আল্লাহকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেখছ। আর নিজেদেরকে মৃত ব্যক্তিদের মাঝে ভাবতে থাক। জেনে রেখো, উপকারী অল্প জিনিস ক্ষতিকর প্রাচুর্যতা থেকে উত্তম। তোমরা মনে রেখো, পুণ্যময় কাজ কখনো পুরনো বা মলিন হয় না, আবার গুনাহ বা অপরাধ কখনো ভুলে যাওয়া হয় না।'

কথিত আছে, একজন বুযুর্গ একদিন সুন্দর চেহারার এক বালককে দেখে মুগ্ধ হওয়ায় অন্তরে এক ধরনের ঘোর জন্ম নেয়। রাতের বেলা স্বপ্নে সেই ছেলে এসে তাকে বলল, 'তোমার অন্তরের এই গুনাহের ফল তুমি ৪০ বছর পর ভোগ করবে।'

এ তো হলো গুনাহের দূরবর্তী প্রভাব। এ ছাড়া তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াও মানুষ ভোগ করে থাকে। সুলাইমান আত-তাইমী ﷬ বলেন, 'এমনও হয় যে, মানুষ গোপনে গুনাহ করে, পরে সকাল হলেই সেই গুনাহের লাঞ্ছনা সে বয়ে বেড়ায়।' ইয়াহইয়া ইবনু মুয়ায আর-রাযী ﷬ বলেন, 'আমি বড় আশ্চর্যবোধ করি ঐ বুদ্ধিমান ব্যক্তির আচরণে, যে আল্লাহর কাছে দুআ করে বলে, "আল্লাহ! আপনি আমাকে শত্রুদের মনোতুষ্টির কারণ বানাবেন না।" এরপর দুআকারী ব্যক্তি নিজেই তার শত্রুদের আনন্দের কাজ করতে থাকে।' তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'দুআকারী কীভাবে নিজের শত্রুদের আনন্দের কারণ হয়?' ইয়াহইয়া ইবনু মুয়ায বললেন, 'সে তো আল্লাহর নাফরমানি করে। আর এর পরিণতিতে সে কিয়ামতের দিন তার সকল শত্রুর সামনে অপদস্থ হয়ে তাদের মনোতুষ্টির কারণ হবে।' আল্লামা জুন্নুন ﷬ বলেন, 'যে ব্যক্তি গোপনে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয় মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা প্রকাশ্যে তার গোপন অবস্থাকে উন্মোচন করে দেন।'

গুনাহের পরিণতি

গুনাহের অনেক নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয় প্রভাব রয়েছে। গুনাহের কারণে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে অগণিত শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

☞ **ঐশী জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।** গুনাহের একটি ক্ষতি হলো মানুষ ইলম থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। ইলম হলো একটি ঐশী নূর, যার মাধ্যমে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে থাকেন। আর গুনাহ সেই নূর নিভিয়ে দেয়।

ইমাম শাফিয়ী ﷺ ছিলেন ইমাম মালিক ﷺ-এর গুণধর শিষ্য। ইমাম শাফিয়ী ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী। ছাত্রজীবনেই তাঁর এই প্রতিভা ইমাম মালিককে বিমুগ্ধ করেছিল। তাই ইমাম মালিক ওই সময়েই তাঁকে নসীহত করে বললেন, 'আমি মনে করি, আল্লাহ তাআলা আপনাকে প্রখর মেধার অধিকারী বানিয়েছেন, আপনার অন্তরে ইলমের এক বিশেষ নূর দান করেছেন। আপনি এই নূরকে আল্লাহর অবাধ্যতার অন্ধকারের মাধ্যমে মুছে ফেলবেন না।'

ইমাম শাফিয়ী ﷺ বলেন, 'আমি আমার উস্তাদ ইমাম ওয়াকী ﷺ-এর নিকট আমার দুর্বল স্মরণশক্তির জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করলাম। তিনি আমাকে জীবন থেকে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতাকে ঝেড়ে ফেলার কথা বললেন। এবং নসীহত করে বললেন, "শুনে রাখো বৎস! ইলম হলো আল্লাহ তাআলার বিশেষ এক অনুগ্রহ। আর এই বিশেষ অনুগ্রহমূলক পুরস্কার কোনো অবাধ্য ব্যক্তিকে দেয়া হয় না।"'

☞ **রিযিক থেকে বঞ্চিত হতে হয়।** গুনাহের কারণে মানুষ রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। মুসনাদু আহমাদে বর্ণিত আছে, 'মানুষ তার কৃত অপরাধের কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। তাকওয়া যেমন মানুষের রিযিক বাড়িয়ে দেয়, তাকওয়ার অনুপস্থিতি তেমন রিযিকের মধ্যে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে।'[১]

☞ **আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে অমূলক ভয়ভীতি, আতঙ্ক ও শূন্যতা জন্ম নেয়।** গুনাহের প্রভাবে গুনাহগার ব্যক্তি তার অন্তরে আল্লাহ তাআলার প্রতি এক ধরনের দূরত্ব অনুভব করে। এ দূরত্ব ও শূন্যতাবোধ থেকে আল্লাহ তাআলার কুদরতের ব্যাপারে অহেতুক ও অমূলক ভয়ভীতি জন্মায় তার অন্তরে। ভালো-মন্দ অনুধাবনে সক্ষম ব্যক্তিই বিষয়টি বুঝতে ও অনুভব করতে পারবে।

---

[১] ইবনু মাজাহ, হাদীস-ক্রম : ৪০২২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একজন বুযুর্গের নিকট এক ব্যক্তি এ ধরনের ভয়ভীতির ব্যাপারে অভিযোগ করলে তিনি বলে দিলেন, 'যখন গুনাহের প্রভাবে তোমার অন্তরে শূন্যতা ও ভয়ভীতি তৈরি হবে, তখন সেই শূন্যতা ও ভীতি দূর করতে চাইলে তুমি গুনাহ করা ছেড়ে দাও। এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠতা অর্জনের কাজ করো।'

☞ গুনাহগার ব্যক্তির অন্তরে মানুষের প্রতিও অমূলক ভয়ভীতি, আতঙ্ক ও শূন্যতা জন্ম নেয়। বিশেষত নেককার ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের প্রতি তার এক ধরনের ভীতি ও দূরত্ব কাজ করে। আর এই গুনাহের কারণে অন্তরে শূন্যতা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই বুযুর্গ ও মুত্তাকী ব্যক্তিদের প্রতি তাদের দূরত্ব বাড়তে থাকে। তারা আল্লাহওয়ালাদের আলোচনার মজলিসগুলো এড়িয়ে চলে। ফলে আল্লাহওয়ালাদের উত্তম সাহচর্য ও বারাকাহ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। এভাবে তারা উত্তম ও দ্বীনি মজলিস থেকে দূরে সরতে থাকে এবং দুনিয়াবি ও গুনাহের আসরের দিকে তাদের যাতায়াত বাড়তে থাকে। এই ভীতি ও শূন্যতা একপর্যায়ে একাকিত্বের পথে ঠেলে দেয়। গুনাহগার ব্যক্তি একটা সময়ে তার পরিবার থেকেও একাকিত্ব খুঁজে বেড়ায়। পাপ কাজের মোহ তাকে তার বাবা-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পরিজন, ছেলে-মেয়ে—সবার থেকে দূরে নিয়ে যায়। এভাবে সে জগত-সংসারেও এক নিঃসঙ্গ জীবনে দিনাতিপাত করতে থাকে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন এক বুযুর্গ বলেন, 'আমি যদি কখনো আল্লাহর অবাধ্য হই, এর প্রভাব আমি আমার স্ত্রী-পরিজন—এমনকি নিজের পালিত পশুর মাঝেও অনুভব করতে পারি।

☞ গুনাহের কারণে জাগতিক বিষয়াদিতে নানা ধরনের জটিলতা দেখা দেয়। সে যেকোনো কাজই করতে যায়, বিভিন্ন রকমের অসুবিধার সম্মুখীন হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং উত্তম ও কল্যাণের পথে চলে তার জন্য পার্থিব বিষয়াদি সহজসাধ্য হয়ে যায়। আর আল্লাহর নাফরমানিতে যে ব্যক্তি লিপ্ত থাকে সে জগত-সংসারের প্রতিটি পদে পদে নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়।

☞ গুনাহগার ব্যক্তি অন্তরে একধরনের বিষাদ ও অবসন্নতার অন্ধকার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনুভব করে। বাহ্যিক অন্ধকারের মতোই সে তার মনে এক ধরনের অন্ধকার অনুভব করে। হৃদয়ের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অনুভূতি হলো গুনাহের আঁধার। আল্লাহর আনুগত্য যেমন আল্লাহ-প্রদত্ত আলো, তেমনি আল্লাহর নাফরমানিও একপ্রকারের অন্ধকার। সে এই অন্ধকারের কারণে মানসিকভাবে এক ধরনের হতাশা ও অস্থিরতার মধ্যে থাকে। তার গুনাহের পরিমাণ যত বাড়ে অন্তরের অন্ধত্বও তত বৃদ্ধি পায়। একইসাথে বেড়ে যায় তার অস্থিরতা। হৃদয়ের এই অন্ধকার থেকেই সে বিভিন্ন রকমের ভ্রান্ত চিন্তা, বিদআত এবং বিধ্বংসী সব কার্যকলাপে জড়িয়ে যায়। তার জীবনের গতিপথ হয়ে যায় তখন অন্ধ ব্যক্তির একাকী পথচলার মতোই। আলোকহীন হৃদয়ের এই প্রভাব ধীরে ধীরে বান্দার চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়ে। চেহারার হাস্যোজ্জ্বল নির্মলতা, ঈমানের নূর, উত্তম চরিত্রের মাধুর্যতা—সব নির্বাপিত হয়ে যায়। অন্যান্য মানুষও তখন তার চেহারায় মলিনতাই দেখতে পায়, স্পষ্টভাবে।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, 'নেক ও উত্তম কাজের একটি আলোকিত প্রভাব মানুষের চেহারায় প্রস্ফুটিত হয়। অন্তরে নূর অনুভূত হয়। বান্দার রিযিক বৃদ্ধি পায়। শারীরিক শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা উৎকর্ষিত হয়। অন্যান্য মানুষের অন্তরেও তার প্রতি এক প্রকারের ভালোবাসা ও প্রীতি জায়গা করে নেয়। আর গুনাহ ও পাপকাজের কারণে মানুষের চেহারায় এক ধরনের মলিনতা ভেসে ওঠে। হৃদয়ে অন্ধকারের হাহাকারবোধ জাগ্রত হয়। শারীরিকভাবে সে দুর্বল ও রোগা হয়ে যায়। রিযিক হ্রাস পায় এবং মানুষের অন্তরেও তার প্রতি এক ধরনের ঘৃণা ও চাপা ক্ষোভ জন্ম নেয়।

☞ **গুনাহগার ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বলতার শিকার হয়।** অন্তরের দুর্বলতার কথা তো স্পষ্ট। গুনাহের কারণে অন্তরের দুর্বলতা ও হৃদয়ের যন্ত্রণা থেকে মানুষ মুক্তির আশায় কখনো কখনো আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়। একজন নেককার ও মুমিন ব্যক্তির অন্তর নেক ও উত্তম কাজের প্রভাবে ঝরঝরে তাজা ও শক্তিশালী থাকে। অন্তরের এই শক্তি তার শরীরেও প্রভাব ফেলে। মানসিক শক্তির কারণে তার শরীর প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। আর যে ব্যক্তি পাপকাজে লিপ্ত তার হৃদয়ের দুর্বলতার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কারণে দৈহিকভাবে সুঠাম ও শক্তিশালী হলেও প্রয়োজনের মুহূর্তে সে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে যায়। তার শক্তিমত্তা তার বিপদের সময় কাজে আসে না। বরং সে ভগ্ন হৃদয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তার শোচনীয় অবস্থা দেখতে থাকে। ইসলামের বিশ্বজয়ের সময়ে সাহাবীরা পার্থিব প্রাচুর্যতার অভাবে শারীরিকভাবে তেমন শক্তিশালী না হলেও রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বসিয়ে দিয়েছেন গুটিকয়েক মুসলিম সৈন্যবাহিনী। অথচ শারীরিক শক্তি ও শৌর্যের প্রবাদতুল্য সামরিকশক্তি ও আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল তৎকালীন বিশ্বের এই দুই পরাশক্তি। তবুও তাদের এই শৌর্য, শক্তিমত্তা ও শ্রেষ্ঠত্ব ধুলিস্যাৎ হয়ে গেছে ঈমানদারদের ঈমানী শক্তির সামনে।

পাপকাজ মানুষকে রবের আনুগত্য ও ইবাদাত থেকে বঞ্চিত কর দেয়। গুনাহের অন্যতম একটি প্রভাব এই যে, সাময়িক গুনাহও মানুষকে তার রবের আনুগত্য ও ইবাদাত করা থেকে বঞ্চিত করে দেয়। পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, পাপকাজ মানুষকে আল্লাহর ইবাদাত থেকে বাধা দেয়। ইবাদাতের প্রতিবন্ধক এই পাপকাজ। গুনাহগার ব্যক্তি আজ একটি নেক কাজ ছাড়ল, আগামীকাল আরেকটি, পরশু আরেকটি—এভাবে লাগাতার নেক কাজ ছেড়ে দিয়ে নেক-পরিত্যাগের তালিকা দীর্ঘ করতে থাকে। পর্যায়ক্রমে সে আল্লাহর আনুগত্যহীন লক্ষ্যভ্রষ্ট এক বান্দায় পরিণত হয়। এক গুনাহের কারণে সে অসংখ্য উত্তম ও নেক কাজ থেকে বঞ্চিত হয়। যেসব নেককাজের একটিই হয়তো পার্থিব জগতের সবকিছুর চেয়ে দামি। এই ব্যক্তির উদাহরণ হলো এমন ব্যক্তির মতো, যে কোনো একটি খাবার খেয়ে এমনভাবে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে যে, জগতের অন্যান্য সকল সুস্বাদু খাবার তার জন্য নিষেধ হয়ে যায়।

গুনাহের কারণে আয়ু কমে যায়। গুনাহের প্রভাবে মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। গুনাহগার ব্যক্তির জীবনের বারাকাহ নষ্ট হয়ে যায়। আর নেককার ব্যক্তি জীবনে বরকত পাবার কারণে স্বল্প সময়ে অনেক কাজ করতে পারে। জ্ঞানীরা এই কথাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থাকেন।

একদল উলামায়ে কেরাম মনে করেন, গুনাহগার ব্যক্তির জীবন সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ তার জীবনে কোনো কাজে বরকত থাকে না। জীবন থেকে প্রাচুর্য নিঃশেষ হয়ে যায়।

আবার কেউ আয়ু হ্রাস পাওয়ার ব্যাখ্যা করে থাকেন সত্যিকারার্থেই। অর্থাৎ গুনাহের কারণে সে দীর্ঘায়ু লাভ করে না বরং তার আয়ু কমে যায়। নেককাজের দ্বারা যেমন মানুষের রিযিক বাস্তবেই বৃদ্ধি পায় এবং গুনাহের কারণে মানুষের রিযিক সংকীর্ণ হয়, তেমনই পাপকাজের দ্বারা মানুষের আয়ু কমে যায় এবং নেক ও কল্যাণের কারণে মানুষের হায়াত দীর্ঘস্থায়ী হয়।

কেউ কেউ বলেন, গুনাহের প্রভাব মানবজীবনে প্রতিফলিত হওয়ার অর্থ হলো, মানুষের আত্মা মরে যায়। আল্লাহ তাআলা কাফিরদের সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন—

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ

> *‘তারা তো জীবিত নয়, তারা হলো মৃতপ্রাণ।’*[১]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার দেখানো পথে চলার মাধ্যমেই মানবাত্মা জীবিত থাকে। আর জীবিত আত্মাকেই ধারণ করে রাখে মানুষের সমগ্র জীবন। মহাপ্রতিপালকের আনুগত্যহীন ব্যক্তি রক্ত মাংসের দৈহিক কাঠামো কেবল। এ যেন প্রাণহীন চলমান এক মানবদেহ। তাই বান্দা যখন তার রবের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এবং নাফরমানিতে লিপ্ত হয় তখন সে তার প্রকৃত জীবনকালকে নষ্ট করতে থাকে। এর করুণ পরিণতি যেদিন সে ভোগ করবে সেদিন বলে উঠবে—

يَالَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

> *‘হায়, যদি আমি আমার জীবনের জন্য অগ্রীম কিছু প্রেরণ করতাম!’*[২]

মূল বিষয় হলো, মানুষের জীবনকাল হলো তার বেঁচে থাকার সময়টুকু। আর

[১] সূরা নাহল, আয়াত-ক্রম : ২১
[২] সূরা ফজর, আয়াত-ক্রম : ২৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাঁচার মতো বেঁচে থাকা তখনই হবে যখন তার জীবন হবে আল্লাহমুখী। যখন মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জন, রবের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসাই হবে তার জীবনকর্ম, তখনই বেঁচে থাকাকে স্বার্থক বলা যায়। অন্যথায় কেমন-যেন আলোহীন, অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাণহীন দেহে ভর করেই তার বেঁচে থাকার আয়ুষ্কাল নিঃশেষ হবে একদিন।

গুনাহের পরম্পরা দীর্ঘ হতে থাকে

গুনাহের অন্যতম একটি ক্ষতি হলো, একটি গুনাহ আরেকটি গুনাহের পথ দেখায়। এভাবে বান্দার জন্য একের পর এক গুনাহের দ্বার খুলে যায়। গুনাহগার ব্যক্তিও একের পর এক গুনাহকে আলিঙ্গন করতে করতে একসময় সে গুনাহের অতল সাগরে নেমে যায়। পাপকাজ তার অভ্যাসে পরিণত হয়। তখন খারাপ কাজ ছেড়ে দেয়া তার জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। একজন বুযুর্গ বলেছিলেন, 'অপকর্মের শাস্তি হলো পরবর্তী অপকর্মের সুযোগপ্রাপ্ত হওয়া। আর নেক কাজের পুরস্কার হলো পরবর্তী আরেকটি নেক কাজের সুযোগ পাওয়া। সুতরাং বান্দা যখন কোনো ভালো কাজ করে তখনই তাকে অদৃশ্য থেকে আরেকটি ভালো কাজ হাতছানি দিয়ে বলতে থাকে, "উত্তমকাজ সম্পাদনকারী, তুমি আমাকেও পৃথিবীর বুকে বাস্তবায়ন করো।" যখন সে এই ভালো কাজটিও করে ফেলে তখন তৃতীয় আরেকটি ভালো কাজ তাকে আহ্বান করতে থাকে। আর সেও তার আহ্বানে সাড়া দেয়। এভাবে সে একের পর এক ভালো কাজের আহ্বানে সাড়া দিতে থাকে। আর ভালো ও উত্তমকাজে তার মননশীলতা বাড়তে থাকে। গুনাহ ও মন্দ কাজের ব্যাপারটিও অনুরূপ। ফলে বান্দা তার কৃতকর্ম অনুযায়ী হয় ভালো অথবা খারাপ কাজে অভ্যস্ত হয়ে যায়। পাপ কিংবা পুণ্য তার জীবনের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভালো বা মন্দকাজ তার স্বভাবজাত যোগ্যতায় পরিণত হয়।'

এই অবস্থায় নেককার বান্দা যদি নেক ও উত্তম কাজ করতে না পারে, ভালো কাজ করতে বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে তার জন্য স্বাভাবিক থাকা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। ভালো কাজ করতে সে অস্থির হয়ে ওঠে। সে পানিহীন মাছের মতোই ছটফট করতে থাকে উত্তম কাজের খোঁজে। আবার অপরাধপ্রবণ ব্যক্তির জন্য যদি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অপরাধের দরজা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সে অস্থির হয়ে ওঠে। অপরাধ ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর আনুগত্য তার জন্য যথেষ্ট কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। কেমন-যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসে। খারাপ ও বদ অভ্যাসে অভ্যস্ত অনেক ব্যক্তিকে দেখা যায়, তারা এমনও কিছু অপরাধ ও খারাপ কাজ করে থাকে যা পার্থিব বিবেচনাতেও নিতান্তই অহেতুক ও অনর্থক। যে ব্যক্তি খারাপ কাজটি করে তারও বিন্দুমাত্র লাভ বা প্রাপ্তি থাকে না এখানে। এমন খারাপ কাজেও তারা নিজেদের অর্থ, সময় ও শ্রম ব্যয় করে যেখানে তাদের ন্যূনতম মনোবাসনা বা আত্মতৃপ্তির কোনো স্বার্থ কাজ করে না। তাদের এসব অপরাধের পেছনে তেমন কোনো হেতু বা কারণও থাকে না। শুধুমাত্র অপরাধ করতে হবে, অপরাধ করা ছাড়া সে স্বাভাবিক থাকতে পারে না—এই অবস্থার কারণেই সে অর্থহীন এমন নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। শাইখ হাসান ইবনু হানি' আবৃত্তি করেছেন—

وكأس شربت على لذة ... وأخرى تداويت منها بها

'এক পেয়ালা শরাব পান করেছি আত্মতৃপ্তির নেশায়।
পরের পেয়ালা পান করেছি আগের পেয়ালার নেশা দূর
করার আশায়।'

আরেক কবি বলেন—

فَكَانَتْ دَوَائِي وَهِيَ دَائِي بِعَيْنِهِ ... كَمَا يَتَدَاوَى شَارِبُ الْخَمْرِ
بِالْخَمْرِ

'আমার ওষুধই তো আমার রোগ, যেমন মদ্যপ ব্যক্তির দ্বিতীয় ঢোক
মদ প্রথম ঢোকের নেশার ওষুধ।'

কোনো বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে মনযোগী হয়ে ওঠে, রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য আন্তরিক হয় এবং আল্লাহর ভালোবাসাকে জাগতিক সব ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার উপর প্রাধান্য দেয় তখন আল্লাহ্ তাআলা তার নিকট বিশেষ রহমত দিয়ে ফিরিশতা পাঠান। রহমতের সেই ফিরিশতা সব জায়গায় তাকে সাহায্য করতে থাকে। আল্লাহর আনুগত্যের জন্য তাকে সুযোগ করে দেয়। রবের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাকে উৎসাহ যোগায়। জাগতিক বিভিন্ন বৈষয়িক আলাপ-আলাপনের অনর্থক মজলিস, আরাম-আয়েশ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যস্ত রাখে। এভাবে সে একজন পরিপূর্ণ আল্লাহভীরু, আনুগত্যশীল ও ন্যায়পরায়ণ বান্দা হয়ে যায়।

আর বান্দা যখন গুনাহের প্রতি আন্তরিক হয়, পাপকাজকে ঘিরে তার মনোযোগ আবর্তিত হয়, অন্যায়কে প্রাধান্য দিয়ে থাকে বাস্তবজীবনে তখন আল্লাহ তাআলা তার জন্য শয়তানের দ্বার খুলে দেন। শয়তান সর্বত্র তাকে খারাপ কাজের প্রতি প্ররোচনা দেয়। মন্দ কাজকেই তার জন্য সহজ করে দেয়। ফলে বান্দা তখন খুব সহজেই খারাপ কাজকে গ্রহণ করে নেয়। আর একসময় সে শয়তানের সাহায্যে শক্তিধর পাপাচারী ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

গুনাহ নেককাজের আগ্রহ শেষ করে দেয়

গুনাহের একটি ভয়ংকর ক্ষতি হলো, গুনাহ মানুষের ভালো ও কল্যাণ কাজের আগ্রহকে নিঃশেষ করে দেয় এবং অন্তরকে পাপকাজের প্রতি দুর্বল করে ফেলে। বান্দার মনোবাসনা তখন পাপকাজের প্রতি ঝুঁকে যায়। নেক কাজ করতে তার ইচ্ছা হয় না। নেক কাজের প্রতি তার কোনো আগ্রহ থাকে না। সে ভালো কাজের প্রতি কোনো উৎসাহ পায় না। এভাবে তার অন্তর থেকে নেক কাজের স্পৃহা লুপ্ত হয়ে যায়। সে তাওবা করারও ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে ফেলে। তাওবাহীন অবস্থায়ই হয়তো সে মারা যায়। অথবা বাধ্য হয়ে তাওবা করলেও তা কেবল মুখের কিছু আওড়ানো বুলিই থাকে। অনাগ্রহের কারণে মন থেকে তাওবা করতে পারে না। মুখে তাওবা ও ইস্তিগফার করা অবস্থায়ও তার অন্তর পাপকাজের প্রতি ঝুঁকে থাকে। এমনকি মৃত্যু-যন্ত্রণায় তাওবার বাক্য উচ্চারণ করলেও তার মন থাকে গুনাহের প্রতি আকৃষ্ট, আবার যদি সুযোগ পায়, তাহলে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে উঠবে।

গুনাহের এই বাস্তবধর্মী ক্ষতিটি বান্দার জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গুনাহ করতে ভালো লাগতে থাকে

পাপকাজের উল্লেখযোগ্য একটি ক্ষতি হলো, মন থেকে খারাপ ও মন্দ কাজের ঘৃণা দূর হয়ে যায়। পাপকাজকে তখন আর তার কাছে পাপ কিংবা খারাপ কাজ বলে মনে হয় না। মন্দকাজ তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন 'লোকে কী বলবে' বা 'মানুষ আমাকে দেখছে'—এ ধরনের চিন্তা ছেড়ে আপন গতিতে খারাপ কাজ করে বেড়ায়। গুনাহপ্রীতি তাকে চক্ষুলজ্জা উপেক্ষা করে নির্বিকারভাবে গুনাহের কাজ চালিয়ে যেতে সাহস যোগায়। গুনাহের ব্যাপারে সে হয়ে যায় তখন লাজ-লজ্জাহীন। এমনকি নিজ গুনাহ নিয়ে প্রকাশ্যে গর্বও করে। যারা তার অপরাধকর্মের কথা জানে না তাদেরকেও সে বুক ফুলিয়ে নিজের মন্দ কাজের কথা জানাতে থাকে। উদ্ভ্রান্ত ব্যক্তির মতো নিজের গুনাহের কথা ঘোষণা দিয়ে বেড়ায়। নির্লজ্জ ব্যক্তির মতো বলতে থাকে—'শোনো তোমরা! আমি এই এই অপরাধ আজ করেছি!'

এই প্রকারের দুশ্চরিত্র লোকেরা ক্ষমা পাবে না। তাদের জন্য তাওবার দরজা সাধারণত বন্ধ করে দেয়া হয়। আল্লাহর নবী ﷺ ইরশাদ করেন—

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ

> *'প্রকাশ্যে গুনাহগার ব্যক্তি ব্যতীত আমার উম্মতের সকলেই ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। প্রকাশ্য গুনাহ করার একটি অর্থ এই যে, বান্দা রাতের বেলায় গোপনে গুনাহ করে আর আল্লাহ তাআলা সেই গুনাহকে গোপনই রেখে দেন। কিন্তু গুনাহগার ব্যক্তি নিজেই সকালে প্রকাশ্যে বলে বেড়ায়, "শোনো তোমরা! আমি তো রাতে এই এই কাজ করেছি।" সে নিজেই নিজের মন্দ কথার জানান দিয়ে বেড়ায় অথচ আল্লাহ তাআলা রাতের বেলায় তার সেই গুনাহের কথা*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গোপন রেখেছিলেন।'[১]

গুনাহ হলো অতীতে আযাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের কর্মের সিলসিলা

পৃথিবীতে যত ধরনের নাফরমানি রয়েছে এর সবই পূর্ববর্তী কোনো না কোনো সম্প্রদায়ের করে যাওয়া বদ-আমল। যেমন—

- সমকামিতা লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের কুকর্মের সিলসিলা।
- ওজন ও পরিমাপে কম-বেশি করা শুআইব আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের রেখে যাওয়া অনৈতিকতা।
- সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ছিল ফিরআউনের অনুসারীদের কাজ।
- অহংকার-অহমিকার ব্যাধি ছিল হূদ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের বদঅভ্যাস।

ফলত গুনাহগার ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার প্রকাশ্য শত্রুদের পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ইমাম আহমাদ ﷬ কিতাবুয যুহদে ইমাম মালিক ইবনু দিনার ﷬ সূত্রে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটি হলো—আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলের একজন নবীর কাছে এই প্রত্যাদেশ প্রেরণ করলেন যে, 'আপনি জনপদের লোকদেরকে জানিয়ে দিন, তারা যেন আমার শত্রুদের ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়, আমার শত্রুদের পোষাক যেন তারা পরিধান না করে, আমার শত্রুদের মতো যেন তাদের জীবনাচার না হয়, তাদের আহার-নিদ্রা যেন আমার শত্রুদের মতো না হয়। অন্যথায় তারাও আমার শত্রু হয়ে যাবে। আমার দুশমনের পরিণতি তাদেরও ভোগ করতে হবে।'

নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তির জীবনধারা যে সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।'[২]

---

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৬০৬৯

[২] মুসান্নাফ ইবনি আবি শাইবাহ, হাদীস-ক্রম : ১৯৪০১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গুনাহগার ব্যক্তি আল্লাহর কাছে লাঞ্ছিত ও ধিকৃত

গুনাহের একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হলো, অবাধ্যতা ও নাফরমানির কারণে বান্দা আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত ও ধিকৃত হয়ে যায়। মূল্যহীন ও হেয়-প্রতিপন্ন বান্দায় পরিণত হয়। হাসান বসরী ﷺ বলেন, 'তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত ও ধিকৃত, তাই তারা আল্লাহর নাফরমানি করতে থাকে। আর যারা আল্লাহর নিকট সম্মানিত ও প্রিয় তাদেরকে আল্লাহ তাআলা গুনাহ ও পাপকাজ থেকে রক্ষা করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয় তাকে অন্য কেউ সম্মানিত করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ

> *'আর আল্লাহ তাআলা যাকে অপমানিত করেন, তাকে কেউই সম্মান করে না।'*[১]

যদিও কোনো কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায়, মানুষ জাগতিক প্রয়োজনের স্বার্থে বা ভয়ের কারণে তাকে সম্মান করে কিন্তু অন্তরে অন্তরে তার প্রতি ঠিকই ঘৃণা পোষণ করে এবং সে মানুষের অন্তর্দৃষ্টিতে হয় লাঞ্ছিত ও অপদস্থ।

অনুতাপ ও অনুশোচনাবোধ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া

মানুষ যখন লাগাতার গুনাহ করতে থাকে তখন গুনাহের ব্যাপারে তার অন্তরের অনুতাপ ও অনুশোচনাবোধ নিঃশেষ হয়ে যায়। পাপ কাজকে ঘৃণা করার অনুভূতি মরে যায়। তখন সে গুনাহকে আর গুনাহ মনে করে না। আর মানুষ যখন গুনাহকে গুনাহ মনে করে না তখন সে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। মানুষ যখন কোনো গুনাহকে তুচ্ছ মনে করতে শুরু করে, আল্লাহ তাআলার দরবারে সেই গুনাহের ভয়াবহ পরিণতি তৈরি হতে থাকে।

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত—একজন মুমিন বান্দা তার গুনাহকে পাহাড়ের মতো বিশালকায় ও ভারি মনে করে; আর আশঙ্কাবোধ করে এই পাহাড় তার উপর ধ্বসে পড়বে। পক্ষান্তরে একজন পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার

[১] সূরা হজ্জ, হাদীস-ক্রম :১৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কৃত গুনাহকে এতটাই তুচ্ছ মনে করে, এ যেন তার নাকে এসে বসা কোনো মশা-মাছি, হাতের সামান্য নাড়াতেই যা উড়ে যাবে।[১]

গুনাহের অশুভ প্রতিক্রিয়া

গুনাহের অশুভ প্রতিক্রিয়া সমাজের অন্যান্য নিষ্পাপ মানুষ ও পশু-পাখির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। গুনাহগার ব্যক্তি ছাড়াও অন্যান্য নিষ্পাপ মানুষ ও পশু-পাখি গুনাহের পরিণতি ভোগ করতে থাকে।

আবু হুরায়রা ﷺ বলেন, 'জালিমের জুলুমের বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ায় অবলা চড়ুই পাখি তার ছোট্ট বাসার মধ্যে মারা যায়।'

মুজাহিদ ﷺ বলেন, 'যখন দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দেখা দেয়, তখন পশু-পাখি মানবজাতিকে অভিসম্পাত করতে থাকে। তারা বলতে থাকে—এই দুর্ভিক্ষ, দুর্যোগ মানবজাতির গুনাহের ফসল।'

ইকরিমাহ ﷺ বলেন, 'অনাবৃষ্টির সময় মাটির কীট-পতঙ্গ, পোকামাকড় পর্যন্ত বলতে থাকে—মানব সন্তানের গুনাহের দুর্ভোগ আমরা ভোগ করছি। আমরা বৃষ্টিখরায় ভুগছি।'

সুতরাং গুনাহের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকা চাই। কেননা গুনাহগার ব্যক্তিকে আল্লাহর নিষ্পাপ সৃষ্টিজীবও অভিশাপ দিতে থাকে।

গুনাহ মানুষকে লাঞ্ছিত করে

মানবজাতির সম্মান আর মর্যাদা আল্লাহ তাআলার অনুগত্যের মাঝে নিহিত রয়েছে। আর জীবনের লাঞ্ছনা ও অসম্মান রয়েছে আল্লাহর অবাধ্যতার মধ্যে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا

> *'যে ব্যক্তি সম্মান চায় সে জেনে রাখুক, সম্মানের আধার হলেন একমাত্র*

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৬৩০৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ তাআলা।'[১]

অর্থাৎ, মানুষ যেন নিজ সম্মান আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মাধ্যমে তালাশ করে। কেননা, আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মাধ্যমেই মানুষের সম্মান অর্জিত হয়।

পূর্ববর্তী বুযুর্গদের কেউ কেউ আল্লাহ তাআলার নিকট এই বলে দুআ করতেন—'আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার আনুগত্যের মাধ্যমে সম্মানিত করুন। আপনার নাফরমানি দ্বারা আমাকে অপমানিত করবেন না।'

হাসান বসরী ﷬ বলেন, 'মানুষ যদি শক্তিশালী ও মুগ্ধকর ঘোড়া বা খচ্চরের পিঠে কাঙ্ক্ষিত গতিতে চড়ে বেড়ায় এবং এই আয়েশি বাহনের জন্য সে গর্বও করতে থাকে, তবু সে যেই গুনাহকে নিজের জীবনে জড়িয়ে রেখেছে তার লাঞ্ছনা থেকে আল্লাহ কখনোই তাকে মুক্তি দেবেন না।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﷬ বলেন, 'আমি মনে করি, গুনাহ মানুষের অন্তরকে অনুভূতিশূন্য করে দেয়। পাপকাজে ডুবে থাকতে থাকতে জীবন লাঞ্ছনায় ছেয়ে যায়। আর পাপকাজকে ত্যাগ করলে মানুষ যেন তার প্রাণশক্তি ফিরে পায়। বান্দার জন্য গুনাহকে সমূলে ত্যাগ করাই উত্তম। আর রাজা-বাদশাহ, উলামায়ে সূ[২] এবং ভণ্ড দরবেশরাই দ্বীনের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে থাকে।'

গুনাহের কারণে মানুষের বুদ্ধি লোপ পায়

গুনাহের কারণে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়। ধ্যানধারণা বিকৃত হয়ে যায়। অথচ বিবেক-বুদ্ধি হলো আলোকময় অনুভূতি। গুনাহ এই আলোকে নিভিয়ে দেয়। আর বিবেক যখন আলোহীন হয়ে যায় তখন তা দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়ে।

অতীতের কোনো একজন আলিম মন্তব্য করেছেন, 'যে ব্যক্তিই আল্লাহর নাফরমানি করে সে বিবেকহীন প্রাণিতে পরিণত হয়।' মন্তব্যটি একদমই যথার্থ। কেননা নাফরমান ব্যক্তি যদি প্রকৃত বিবেকবান মানুষ হতো তাহলে তার

[১] সূরা ফাতির, আয়াত-ক্রম : ১০

[২] যারা কুরআন ও হাদীসের পর্যাপ্ত ইলম অর্জনের পরও জাগতিক লোভের মোহে কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা করে, মানুষের কাছে দ্বীনের ভুল বার্তা পৌঁছায়, তাদেরকে 'উলামায়ে সূ' বলা হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিবেকই তাকে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হওয়া থেকে বাধা দিত। কেননা সে তো আল্লাহ তাআলার অধীনে এমনভাবে রয়েছে যে, আল্লাহ তার সকল ব্যাপারে সর্বদা সম্যক অবগত। আল্লাহর রাজত্বেই তার বসবাস। আল্লাহ তাআলার নিযুক্ত ফিরিশতা সার্বক্ষণিক তার দেখভাল করছেন, তার রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছেন। কুরআনের মর্ম ও শব্দ তাকে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে আহ্বান করে চলেছে অনবরত। ঈমানের মহত্ব তাকে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আহ্বান করছে। অনিশ্চিত মৃত্যু তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিশিখা তাকে পাপ কাজের ব্যাপারে চূড়ান্ত ভীতি প্রদর্শন করছে। গুনাহমুক্ত এমন এক পরিবেশে থেকেও যদি সে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয় তাহলে তার বিবেক ও বুদ্ধির দুর্বলতার দিকটিই তখন বুদ্ধিমানদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়ে মানুষ জীবনের যতটুকু স্বাদ ও আহ্লাদ ভোগ করতে পারে কার্যত তার থেকেও কয়েকগুণ বেশি পার্থিব ও পরকালীন লাভ ও উপভোগ্য জীবন তার হাতছাড়া হয়ে যায়। সুতরাং বিবেক-বুদ্ধির চরম অবক্ষয়ের শিকার হলেই কেবলমাত্র মানুষ ক্ষণিকের সামান্য অসাড় লোভ-লালসার তাড়নায় জীবনের বৃহত্তম সুখ-শান্তিকে তুচ্ছ মনে করতে পারে। একজন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষের পক্ষে এ পথে হাঁটা কখনোই সম্ভব নয়।

গুনাহ মানুষের অন্তরকে নির্বিকার করে তোলে

মানুষের জীবনে যখন গুনাহের পরিমাণ বাড়তে থাকে, তখন তার অন্তর অনুভূতিহীন নির্বিকার হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

> *'কখনোই নয়। তাদের কৃতকর্মের ফলে তাদের অন্তরে মরীচিকা পড়েছে।'*[১]

কোনো কোনো আলিম এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, 'লাগাতার গুনাহের ফলে তাদের অন্তরে মরীচিকা পড়েছে।'

---

[১] সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত-ক্রম : ১৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হাসান বসরী ﷺ বলেন, 'অন্তরে মরীচিকা ধরার অর্থ হলো, অবিরাম গুনাহ করার ফলে অন্তর হয়ে যায়।'

কেউ কেউ বলেন, 'যখন আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা ও নাফরমানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন গুনাহের স্পৃহা মানুষের অন্তরকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে।

মূল বিষয় হলো, মানুষের অন্তর গুনাহের কারণে মরিচাযুক্ত হয়ে যায়। গুনাহের পরিমাণ যত বাড়তে থাকে দিনদিন মরিচাও তত গাঢ় হতে থাকে। একপর্যায়ে গুনাহ করাই অন্তরের স্বভাবজাত অভ্যাসে পরিণত হয়। পাপ ও পঙ্কিলতায় জর্জরিত অন্তর তখন নেক ও কল্যাণের পথ গ্রহণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। তখন তার অবস্থা এমন হয়ে যায়, যেন গুনাহের মধ্যেই তাকে শক্ত মোহর মেরে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। কল্যাণ ও ভালো কাজ এবং তার অন্তরের মাঝে একটি অদৃশ্য পর্দা অন্তরাল হয়ে যায়। ফলে লাগাতার গুনাহের পরও কখনো যদি তার সামনে হিদায়াত ও পুণ্যের দ্বার উন্মোচিত হয়, সে উল্টোদিকে ঘুরে পিঠ প্রদর্শন করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

গুনাহ বান্দাকে নবীজির অভিশাপের পাত্র বানায়

গুনাহ বান্দাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভিসম্পাতের পাত্র বানায়। বিভিন্ন গুনাহের জন্য নবীজি অভিসম্পাত করেছেন। যেসব দুর্ভাগা বান্দা-বান্দী এসব গুনাহ করে থাকে তারাও এই লানত ও অভিসম্পাতের ভাগিদার হয়। তাদের তালিকা—

১. যেসব নারী নিজেদের শরীরে ট্যাটু বা উল্কা অংকন করে, যারা সেই ট্যাটু লাগিয়ে দেয় এবং যেসকল নারী পরচুল বা নকল চুল ব্যবহার করে ও যারা সেই নকল চুল লাগিয়ে দেয়।

২. যারা সুদী লেনদেন করে, যারা সেই লেনদেন লিখে দেয় এবং যারা এর ওপর সাক্ষী থাকে।

৩. তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর সাথে পুনরায় সংসার করার নিমিত্তে যে স্বামী 'হীলা বিবাহ' করায় এবং যে হীলা বিবাহ করে।[১]

---

[১] তিন তালাকের পর স্ত্রীকে পুনরায় নিজের নিকট ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছাকৃতভাবে যারা শরীয়তের পোষাকি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৪. অপরের সম্পদ যে চুরি করে।

৫. মদ্যপায়ী, মদ প্রস্তুতকারক, মদের ব্যবসায়ী, মদ বিক্রির অর্থভোগকারী এবং মদের পরিবেশক।

৬. যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতার ধ্বংস কামনা করে।

৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যকারো নামে পশু জবাই করে।

৮. জীবন্ত পশু ধরে চিত্তবিনোদনের জন্য সেটাকে যে ব্যক্তি তির নিক্ষেপ করে হত্যা করে।

৯. যে-সকল পুরুষ নারীর বেশ ধারণ করে এবং যে-সকল নারী পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে।

১০. যে ব্যক্তি সমাজে কোনো বিদআত শুরু করে অথবা কোনো বিদআতকে প্রশ্রয় দেয়।

১১. জীব ও প্রাণির চিত্রাংকনকারী।

১২. সমকামী।

১৩. বিকৃত রুচির যেসকল মানুষ পশুকাম করে।

১৪. যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেয়।

১৫. যে ব্যক্তি পশুর মুখে আঘাত করে।

১৬. যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের ক্ষতি করে কিংবা কোনো ষড়যন্ত্র করে।

১৭. যেসকল নারী কবর যিয়ারত করে, যারা কবরে সিজদা দেয় বা মোমবাতি জ্বালায়।

১৮. যে ব্যক্তি স্বামী-স্ত্রী কিংবা মনিব ও তার দাসীর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে দেয়।

১৯. স্ত্রীর পশ্চাদ্দেশে যৌন সম্ভোগকারী।

২০. যে ব্যক্তি নিজ পিতার বাইরে অন্যকারো দিকে নিজেকে সম্পৃক্ত করে।

বিধান গ্রহণ করে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২১. সাহাবীদেরকে নিয়ে যারা বাজে মন্তব্য করে।

২২. যে ব্যক্তি নারীদের পোষাক পরে অথবা যে নারী পুরুষদের পোষাক পরে।

২৩. ঘুষখোর, ঘুষদাতা ও ঘুষের মধ্যস্থতাকারী। উল্লিখিত এ সকল প্রকারের লোকের জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ বদদুআ ও অভিসম্পাত করেছেন।

২৪. এ ছাড়া নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন, যেই স্ত্রী স্বামীর সাথে রাগ করে তার সাথে এক বিছানায় রাত্রি যাপন করে না, আল্লাহর ফিরিশতা রাতভর সেই নারীকে লানত করতে থাকেন।

২৫. আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে জানিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়ে ইশারা করে কথা বলে, ফিরিশতারা তার ওপর লানত বর্ষণ করেন।

গুনাহ বান্দাকে আল্লাহ তাআলার কাছেও অভিশপ্ত বানায়

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন রকমের গুনাহগারকে অভিসম্পাত করেছেন। যেমন—

- আল্লাহ তাআলা অভিসম্পাত করেছেন সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের উপর, আত্মীয়তারবন্ধন বিনষ্টকারীদের উপর, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেয় তার উপর।
- অভিসম্পাত করেছেন ঐ ব্যক্তির উপর যে হিদায়াত ও হকের বাণী মানুষের কাছে গোপন করে।
- যে ব্যক্তি বিধর্মীদের জীবনাচারকে মুসলমানদের জীবনাচার থেকে অধিক সঠিক ও হিদায়াতমুখী বলে প্রমাণ করে, আল্লাহ তাআলা অভিসম্পাত করেছেন তার উপরও।
- সতীসাধ্বী সরলমনা মুমিন নারীদের ব্যাপারে যারা কুৎসা রটায়, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে লানত করেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- এ ছাড়াও যারা জুলুম করে, অন্যকে কষ্ট দেয়, আল্লাহকে অস্বীকার করে, মিথ্যা কথা বলে এমন ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তাআলা অভিসম্পাত করেছেন।

গুনাহ মুমিনকে রাসূলের দুআ থেকে বঞ্চিত করে

গুনাহ আর নাফরমানির একটি ভয়ংকর পরিণতি হলো গুনাহগার ব্যক্তি নবীজি ﷺ ও ফিরিশতাদের দুআ থেকে বঞ্চিত হয়। নবীজি ও ফিরিশতাগণ মুমিন ব্যক্তির জন্য যে দুআ করেছেন, গুনাহগার ব্যক্তি সেই দুআর অন্তর্ভুক্ত থাকে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ - رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

> ‘যারা আরশ বহন করে এবং যারা আরশের চারপাশে থাকে তারা তাদের রবের পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকে এবং তাঁর প্রতি রাখে অগাধ বিশ্বাস। এবং যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তাদের জন্য তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে দুআ করতে থাকে—হে আমাদের রব! আপনার রহমত ও জ্ঞান জগতের সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। যারা আপনার নিকট তাওবা করে এবং আপনার পথে চলে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আপনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিরাপত্তা দিন। হে আমাদের প্রভু! আপনি তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করান, যেই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি আপনি দিয়েছেন তাদের নেক ও সৎ পূর্বপুরুষ, তাদের নেক স্ত্রী-পরিজন ও বংশধরদের জন্য। নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী ও চির প্রজ্ঞাময়। একইসাথে যাবতীয় মন্দ ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compresser by DLM Infosoft

> অকল্যাণ থেকে আপনি তাদেরকে নিরাপত্তা দিন। আর সেদিন আপনি যাকে অমঙ্গল থেকে নিরাপত্তা দেবেন তাকেই তো আপনি করুণা করবেন। আর এটাই হবে মহাসাফল্য।'[১]

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন, ফিরিশতাগণ ওই মুমিনদের জন্য ক্ষমার দুআ করেন, যারা আল্লাহ তাআলার কিতাব ও নবীজির সুন্নাহর অনুসারী হয়। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী হওয়া ছাড়া ফিরিশতাদের এই দুআর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কোনো আশা করা যায় না।

পাপাচারী ব্যক্তির শাস্তি ও নবীজির একটি স্বপ্ন

ইমাম বুখারী ﵀ তাঁর প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাবে সামুরাহ ইবনু জুন্দুব ﵁ সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সামুরাহ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে ফজরের নামাযের পর প্রায় সময়ই জিজ্ঞেস করতেন, "তোমাদের মধ্য কি কেউ স্বপ্ন দেখেছে?" তখন সাহাবীদের কেউ রাতের বেলা স্বপ্ন দেখলে নবীজির নিকট বর্ণনা করলে নবীজি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে দিতেন। একদিন ভোরে তিনি আমাদেরকে বললেন, "গতকাল রাতে দুইজন ব্যক্তি এসে আমাকে ডেকে বলল, 'আপনি আমাদের সাথে চলুন।' আমি তাদের সাথে চলতে শুরু করলাম। আমরা চলতে চলতে এক ব্যক্তির নিকট আসলাম, যে কাত হয়ে শুয়ে আছে। তার পাশেই আরেক ব্যক্তি হাতে বড় একটি পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করে মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে। আঘাতের তীব্রতায় পাথরও ফেটে চৌচির হয়ে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ছে। লোকটি পাথরের টুকরোগুলি কুড়িয়ে এনে একত্রিত করতে করতেই শুয়ে থাকা লোকটির ফাটা-মাথা আবার আগের মতো জোড়া লেগে যাচ্ছে। এরপর আবার তাকে পাথর নিক্ষেপ করে মাথা ফাটিয়ে দেয়া হচ্ছে। আমি এই বিভৎস দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে আমার সঙ্গীদ্বয়কে বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! এসব কী হচ্ছে এখানে!' তারা আমার কথার উত্তর না দিয়ে আমাকে বলল, 'আপনি সোজা যেতে থাকুন।' আমরা যেতে থাকলাম। এরপর আমরা চিৎ হয়ে শোয়া এক লোকের কাছে আসলাম। এখানেও দেখলাম, তার নিকট এক লোক লোহার আঁকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

[১] সূরা গাফির, আয়াত-ক্রম : ৭-৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর সে তার চেহারার একদিকে এসে এটা দ্বারা মুখমণ্ডলের একদিক মাথার পেছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে নাসারন্ধ্র, চোখ ও মাথার পেছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলছে। এরপর ঐ লোকটি শায়িত লোকটির অপরদিকে যায় এবং প্রথম দিকের সঙ্গে যেমন আচরণ করেছে তেমনি আচরণ অপরদিকের সঙ্গেও করে। ঐ দিক হতে অবসর হতে না হতেই প্রথম দিকটি আগের মতো সুস্থ হয়ে যায়। তারপর আবার প্রথমবারের মতো আচরণ করে। আমি বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! এরা কারা? তারা এবারও আমার কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'চলুন, সামনে চলুন।' আমরা চললাম এবং চুলার মতো একটি গর্তের কাছে পৌঁছলাম। গর্তে উঁকি মেরে দেখলাম, বেশ কিছু উলঙ্গ নারী ও পুরুষ রয়েছে। আর নিচ থেকে বের হওয়া আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে। যখনই লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করে, তখনই তারা উচ্চস্বরে চিৎকার করে ওঠে। আমি সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা?' তারা এবারও বলল, 'চলুন, সামনে চলুন।' আমরা চললাম এবং একটা নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছলাম। নদীর পানি ছিল রক্তের মতো লাল। দেখলাম, সেখানে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। আর নদীর তীরে অন্য এক লোক আছে এবং সে তার কাছে অনেকগুলো পাথর একত্রিত করে রেখেছে। আর ঐ সাঁতারকাটা লোকটি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর পাথর একত্রিত করে রাখা-লোকের কাছে এসে পৌঁছে। এবং নিজের মুখ খুলে দেয়। ঐ লোক তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দেয়। এরপর সে চলে যায়, সাঁতার কাটতে থাকে; আবার তার কাছে ফিরে আসে, যখনই সে তার কাছে ফিরে আসে, তখনই সে তার মুখ খুলে দেয়, আর ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটা পাথর ঢুকিয়ে দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা?' তারা বলল, 'চলুন, সামনে চলুন।' আমরা চললাম এবং এমন একজন কুশ্রী লোকের কাছে এসে পৌঁছলাম, যাকে দেখলেই বিশ্রী লাগে। দেখলাম, তার নিকট রয়েছে আগুন। তা সে প্রজ্বলিত করছে এবং এর চতুর্দিকে দৌড়াচ্ছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ঐ লোকটি কে?' তারা বলল, 'চলুন, সামনে চলুন। আমরা চললাম এবং একটা সজীব-শ্যামল বাগানে হাজির হলাম, যেখানে বসন্তের হরেক রকম ফুলের কলি রয়েছে। আর বাগানের মাঝে আসমান থেকে অধিক উঁচু দীর্ঘকায় একজন পুরুষ রয়েছেন, যাঁর মাথা যেন আমি দেখতেই পাচ্ছি না। তাঁর চারপাশে এত বিপুল সংখ্যক বালক-বালিকা দেখলাম যে, এত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অধিক আর কখনো আমি দেখিনি। আমি তাদেরকে বললাম, 'উনি কে? এরা কারা?' তারা এবারও বলল, 'চলুন, সামনে চলুন।' আমরা চললাম এবং একটা বিরাট বাগানে গিয়ে পৌঁছলাম। এমন বড় এবং সুন্দর বাগান আমি আর কখনো দেখিনি। সঙ্গীরা আমাকে বলল, 'এর ওপরে চড়ুন।' আমরা ওপরে চড়লাম। শেষ পর্যন্ত সোনা-রুপার ইটের তৈরি একটি শহরে গিয়ে হাজির হলাম। আমরা শহরের দরজায় পৌঁছলাম এবং দরজা খুলতে বললাম। আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হলো, আমরা তাতে প্রবেশ করলাম। তখন সেখানে আমাদের সঙ্গে এমন কিছু লোক সাক্ষাৎ করল, যাদের শরীরের অর্ধেক খুবই সুন্দর, বাকি অর্ধেক খুব কুশ্রী। সাথীদ্বয় ওদেরকে বলল, 'যাও ঐ নদীতে গিয়ে নেমে পড়ো।' সেটা ছিল প্রশস্ত প্রবাহিত নদী, যার পানি ছিল দুধের মতো সাদা। ওরা তাতে নেমে পড়ল। অতঃপর এরা আমাদের কাছে ফিরে এল, দেখা গেল তাদের এ শ্রীহীনতা দূর হয়ে গেছে এবং তারা খুবই সুন্দর আকৃতির হয়ে গেছে। সঙ্গে থাকা লোক দুজন আমাকে বলল, 'এটা জান্নাতে আদন এবং এটা আপনার বাসস্থান।' আমি বেশ উপরের দিকে তাকালাম, দেখলাম, ধবধবে সাদা মেঘের মতো একটি প্রাসাদ আছে। তারা আমাকে বলল, 'এটা আপনার বাসগৃহ।' আমি তাদেরকে বললাম, 'আল্লাহ তোমাদের মাঝে বরকত দিন! আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এতে প্রবেশ করি।' তারা বলল, 'আপনি অবশ্যই এতে প্রবেশ করবেন। তবে এখন নয়।' বললাম, 'পেছনে যে বিস্ময়কর বিষয়গুলো দেখে এলাম, সেগুলোর তাৎপর্য কী?' তারা বলল, 'আচ্ছা! আমরা আপনাকে বলে দিচ্ছি। ঐ যে প্রথম ব্যক্তিকে যার কাছে আপনি পৌঁছেছিলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হলো ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন গ্রহণ করে তা ছেড়ে দিয়েছে। আর ফরয সালাত ছেড়ে ঘুমিয়ে থেকেছে। আর যার কাছে গিয়ে দেখেছেন যে, তার মুখের এক ভাগ মাথার পেছন দিক পর্যন্ত, এমনিভাবে নাসারন্ধ্র ও চোখ মাথার পেছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল, সে হলো ঐ ব্যক্তি, যে সকালে নিজ ঘর থেকে বের হয়ে এমন মিথ্যা বলে যা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর উলঙ্গ নারী-পুরুষেরা হলো ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর দল। আর যার কাছে পৌঁছে দেখেছিলেন যে, সে নদীতে সাঁতার কাটছে ও তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে সে হলো সুদখোর। কুশ্রী ব্যক্তি, যে আগুন জ্বালাচ্ছিল আর এর চারপাশে দৌড়াচ্ছিল, সে হলো জাহান্নামের দারোগা, মালিক ফিরিশতা। আর যে দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে দেখলেন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। তাঁর আশপাশের বালক-বালিকারা হলো ঐসব শিশু, যারা ফিতরাতের (স্বভাবধর্মের) ওপর মৃত্যুবরণ করেছে।'"

'এ পর্যায়ে কয়েকজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, "আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের শিশু-সন্তানরাও কি সেখানে আছে?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, মুশরিকদের শিশু-সন্তানরাও আছে।" (প্রশ্নের জবাব দিয়ে নবীজি পুনরায় সঙ্গী দুই ফিরিশতার কথায় ফিরে গেলেন। ফিরিশতারা বললেন,) 'আর ঐসব লোক, যাদের অর্ধাংশ অতি সুন্দর ও অর্ধাংশ অতি কুশ্রী, তারা হলো ঐ সম্প্রদায়, যারা সৎ-অসৎ উভয় কাজ মিশ্রিতভাবে করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।'"'[১]

গুনাহ পৃথিবীতে ফাসাদ বাড়ায়

আল্লাহ তাআলার নাফরমানি ও গুনাহের উল্লেখযোগ্য একটি প্রতিক্রিয়া হলো, এর ফলে মানব সমাজ, পরিবেশ ও প্রকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন—

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

> *'মানুষের কৃতকর্মের কারণেই জলে ও স্থলে ব্যাপক বিপর্যয় ঘটেছে। আল্লাহ তাআলা তাদের কৃতকর্মের আংশিক শাস্তি তাদেরকে আস্বাদন করাতে চান, যেন তারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।'*[২]

মুজাহিদ ﷺ উক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলেন, 'শাসনক্ষমতা যখন কোনো জালিম বাদশাহর হাতে আসে আর সে অন্যায়-অবিচার ও জুলুম-নির্যাতন করতে থাকে তখন আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। ক্ষেত-খামার, ফসল, ফলাদি তখন ধ্বংস হয়ে যায়, দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং বংশপ্রজন্ম হুমকির মুখে পড়ে। কেননা আল্লাহ তাআলা বিশৃঙ্খলা পছন্দ করেন না।' মুজাহিদ ﷺ বলেন,

---

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৭০৪৭
[২] সূরা রূম, আয়াত-ক্রম : ৪১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আলোচ্য আয়াতে সমুদ্রে বিপর্যয় আসার অর্থ হলো, নদী ও সমুদ্রের তীর ঘেঁসে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সমাজ-সভ্যতার বিপর্যয়।' প্রখ্যাত মুফাসসির ইকরিমাহ ﷺ সূত্রেও সমুদ্রের ব্যাখায় সমুদ্র ও নদীতটে গোড়াপত্তন হওয়া জাতি-সভ্যতার কথাই বর্ণিত হয়েছে।

প্রাকৃতিক আরেকটি বিপর্যয় হলো, সমাজে ব্যাপকহারে গুনাহ ও নাফরমানি ছড়িয়ে পড়ার কারণে পৃথিবীতে ভূমিকম্প ও ভূমিধ্বস বেড়ে যায়। প্রকৃতি বিরূপ ও অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

এ ছাড়া আরেকটি বিপর্যয় হলো, মাটি থেকে উৎপন্ন শক্তি ও খাদ্যশস্যের প্রাচুর্যতা হ্রাস পায়। মাটির বরকত কমে যায়। প্রাকৃতিক খাদ্যভাণ্ডারের আকৃতিও ছোট হয়ে আসে। বর্ণিত আছে, অতীতকালে আনার ফলের আকৃতি এত বড় হতো যে, লোকেরা আনার ফল খাওয়ার পর আনারের খোসাকে রোদ থেকে বাঁচার জন্য ছাতা হিসেবে ব্যবহার করত।

আল্লাহর নাফরমানি আত্মসম্মানবোধ নষ্ট করে দেয়

গুনাহের আরেকটি ক্ষতি হলো, গুনাহ মানুষের আত্মসম্মানবোধকে নষ্ট করে দেয়। আত্মসম্মান ও আত্মপরিচয় হলো মানবাত্মার প্রাণ। জীবন্ত রক্তকণিকা যেভাবে মানবদেহের প্রাণের সঞ্চারণ করে তেমনি আত্মসম্মান ও আত্মপরিচয় হৃদয়ের স্পন্দন হয়ে মানুষকে উজ্জীবিত করে রাখে। এই বোধ ও পরিচয় মানুষের অন্তরকে যাবতীয় অকল্যাণ, নিকৃষ্ট ও নিম্নরুচির কার্যাবলি থেকে বাধা দিয়ে রাখে। অশ্লীল, ঘৃণিত ও কদর্য স্বভাব থেকে মানুষের চরিত্রকে এমনভাবে পবিত্র রাখে—যেভাবে আগুন স্বর্ণ-রৌপ্য ও লোহা থেকে মরিচাকে আলাদা করে দেয়। সর্বাধিক ইচ্ছাশক্তির প্রাচুর্য ও মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ থাকতে পারে এমন ব্যক্তি, যার আত্মসম্মানবোধ অন্যদের তুলনায় বলিষ্ঠ ও দৃঢ় থাকে।

মানুষ যখন গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন তার অন্তর থেকে নিজের প্রতি, নিজের পরিবার ও আশপাশের মানুষের প্রতি সম্মানবোধ, মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে যায়। আর এভাবে ব্যক্তিত্বহীন মানুষে পরিণত হওয়ার কারণে তার অন্তরও দুর্বল হয়ে পড়ে। সে তখন নিজের ব্যাপারে বা অন্যকারো ব্যাপারে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কোনো কিছুই আর ঘৃণা করতে পারে না। এই পর্যায়ে আসার পর চারিত্রিক অবনতি আর অবক্ষয়ের কারণে সে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। এমনকি এধরনের মানুষদের রুচি, মন মানসিকতায় ঘৃণাবোধের পরিবর্তে অন্যায়, অবিচার, অশ্লীল কাজের প্রতি একধরনের ভালোলাগা কাজ করে। তারা তখন অন্যকে এসব খারাপ আর গর্হিত কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, সহযোগিতা করে। এজন্যই দাইয়ুসকে[১] আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টিজীব বলা হয়েছে। তার জন্য জান্নাত হারাম।

আত্মসম্মানবোধ ও ব্যক্তিত্ব

সমগ্র বিশ্ব জগতের মধ্যে আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ছিলেন সবচেয়ে বেশি আত্মসম্মানবোধ-সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। হাদীস শরীফে নবীজি ইরশাদ করেছেন—[২]

أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي

> *'তোমরা সাদের আত্মপরিচয়বোধ দেখে অবাক হচ্ছ! অথচ তার থেকেও বেশি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি হলাম আমি নিজে। আর আমার থেকে বেশি আত্মপরিচয়বোধের অধিকারী হলেন অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা।'*[৩]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার সূর্যগ্রহণের নামাযের পর একটি

---

[১] অপকর্ম ও ব্যভিচারের ব্যবস্থাপক
[২] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৬৮৪৬
[৩] সাদ ইবনু উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র একটি ঘটনার কথা এখানে বলা উদ্দেশ্য। যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তির বিধান ও চারজন সাক্ষীর আবশ্যকীয়তা যখন আল্লাহ তাআলা শরীয়ত হিসেবে প্রণয়ন করলেন, তখন লোকেরা সাদ ইবনু উবাদাহকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে কারো সাথে অপকর্ম করতে দেখেন তাহলে এই বিধানমতে আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে কী করবেন?' সাদ উত্তর দিলেন, 'এমতাবস্থায় আমি আমার স্ত্রী এবং সাথে-থাকা অপর লোক উভয়কেই হত্যা করব। অর্থাৎ এমন মুহূর্তে আমার জন্য চারজন সাক্ষী এনে সাক্ষ্য রাখা এবং পরবর্তীতে এর বিচার করার মতো ধৈর্য হবে না। হয়তো আমার সাক্ষী আনার আগেই তারা আলাদা হয়ে যাবে।' তাঁর এমন উত্তর শুনে লোকেরা অবাক হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন নবীজি উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভাষণ প্রদান করেন। উক্ত ভাষণের একটি বাণী ছিল—

يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ

> *'হে মুহাম্মদের উম্মত! আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহর কোনো বান্দা বা বান্দি যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন আল্লাহর আত্মসম্মানবোধ সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়।'*[১]

সহীহ বুখারীর আরেকটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَرْسَلَ الرُّسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ

> *'আল্লাহ তাআলার মতো আত্মসম্মানবোধ-সম্পন্ন কেউ নেই। এই সম্মানের কারণেই তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা ও অন্যায়কে হারাম করেছেন। আল্লাহ তাআলার মতো করে কেউ ওযরগ্রহণ করতে ভালোবাসেন না। এইজন্যই তিনি তাঁর রাসূলদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলার চেয়ে বেশি কেউ প্রশংসা ও বন্দনাস্তুতি পছন্দ করেন না। আল্লাহ তাআলা নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন।'*[২]

এই হাদীসে নবীজি ﷺ দুটি বিষয়কে একত্রিত করেছেন। এক হলো আল্লাহ তাআলার আত্মসম্মানবোধ। যার মৌলিক চাহিদা হলো সকল ধরনের নিকৃষ্ট, গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজের প্রতি স্বভাবজাত ঘৃণা ও অরুচিবোধ। আরেকটি বিষয় হলো, বান্দার ওযর বা অজুহাত মেনে নিয়ে তার প্রতি ক্ষমাশীল আচরণ, যার

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৫২২১
[২] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ২১১৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার রহমত ও ইহসানের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সর্বোচ্চ গায়রাত তথা আত্মসম্মানবোধ-সম্পন্ন হওয়ার পরও তিনি ভালোবাসেন বান্দার ক্ষমাপ্রার্থনা। তিনি পছন্দ করেন বান্দাকে ক্ষমা আর মার্জনা করতে। যেসকল গর্হিত ও নিষিদ্ধ কাজে আল্লাহ তাআলার অসন্তোষ ও আভিজাত্যপূর্ণ আত্মসম্মানবোধ কেঁপে উঠে, সেসকল কাজ করেও যদি বান্দা আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমার জন্য হাত পেতে দেয় আল্লাহ তাআলা তার হাত ফিরিয়ে দেন না। এইজন্যই আল্লাহ তাআলা মানবজাতির জন্য তাঁর রাসূল ও কিতাবসমূহ প্রেরণ করেছেন; যা মানুষকে সতর্ক করতে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

এই মহৎ দুটি গুণ আল্লাহ তাআলার এক ঐশ্বরিক ক্ষমতার ঘোষণা দেয়। আল্লাহ তাআলার মহানুভবতা ও দয়ার তুলনাহীন এক গুণ বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে। কেননা, জগতে যেই ব্যক্তি সাধারণত যত বেশি আত্মসম্মানবোধ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে থাকে, সে তার ব্যক্তিস্বার্থকে বিনষ্টকারী সকল আচরণ ও অপরাধকে অমার্জনীয় মনে করে সেই আচরণের শাস্তি দিয়ে থাকে, দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রতিশোধ নিয়ে থাকে। কখনো হয়তো ক্ষমাযোগ্য বা তুচ্ছ কোনো ভুল হয়ে থাকে, কিন্তু তার প্রচণ্ডরকমের ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মানবোধ একে ভুলের অযোগ্য মনে করেই প্রতিশোধমূলক আচরণ করে থাকে।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّهَا اللهُ وَمِنْهَا مَا يَبْغَضُهَا اللهُ، فَالَّتِي يَبْغَضُهَا اللهُ الْغَيْرَةُ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ

> *'গায়রাত বা আত্মসম্মানবোধের কিছু আচরণ এমন রয়েছে, যা আল্লাহ তাআলার নিকট পছন্দনীয়; আর কিছু আচরণ এমন আছে, যা তাঁর নিকট অপছন্দনীয় হয়ে থাকে। নিছক সন্দেহের বশে বা ছোট কোনো বিষয়ে আত্মসম্মানকে প্রভাবিত করা আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন।'*[১]

সুতরাং উত্তম ও পছন্দনীয় আত্মসম্মানবোধ হলো, যেই আত্মমর্যাদার সাথে

[১] আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ২৬৫৯; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ২৩৭৫২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ক্ষমাগুণের মিশ্রিত স্বভাব রয়েছে; যেই আত্মসম্মানবোধ ক্ষমার উপযুক্ত স্থানে ক্ষমার আচরণ করবে আর ক্ষমার অনুপযুক্ত স্থানে অসন্তোষ প্রকাশ করবে, এমন আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধই হলো বাস্তবে প্রশংসার উপযুক্ত।

আল্লাহর অবাধ্যতা মানুষকে লজ্জাহীন করে দেয়

আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা ও নাফরমানি মানুষকে লজ্জাহীন বানিয়ে দেয়। গুনাহ ও পাপকাজে লিপ্ত ব্যক্তি বেহায়া মানুষে পরিণত হয়। লজ্জা হলো মানবাত্মার একটি আবশ্যকীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য। লজ্জা ও শালীনতাবোধ যাবতীয় কল্যাণ ও ভালো কাজের উৎস। সুতরাং লজ্জা ও শালীনতার অবক্ষয় মানে যাবতীয় কল্যাণ ও ভালোকাজ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া।

নবীজি ﷺ বলেন, 'লজ্জা বা শালীনতার সবটুকুই হলো কল্যাণ ও উত্তম।'[১]

গুনাহ মানুষের এই লজ্জাবোধকে দুর্বল করে দেয়। এমনকি মানুষ যখন অবারিতভাবে গুনাহের কাজে ডুবে থাকে, তখন তার অন্তরে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ ও লোকচক্ষুর ভয় থাকে না। 'লোকে কী বলবে' বা 'মানুষ আমার এই নিকৃষ্ট অবস্থা জেনে ফেলবে'—এ ধরনের কোনো আশঙ্কা বা অনুভূতি তার অন্তরে আর কোনো প্রভাব রাখে না। আর কোনো মানুষ যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন তার সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হতে হয়।

বর্ণিত আছে, ইবলিস যখন এমন ব্যক্তিকে দেখে তখন সে অভিনন্দন জানিয়ে বলে, 'কল্যাণ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি! তোমার জন্য আমি উৎসর্গিত, আমার প্রাণ তোমার জন্য নিবেদিত।'

লজ্জাকে আরবীতে 'الْحَيَاءُ' হায়া বলা হয়। শব্দটির সাথে আরবী 'হায়াত' অর্থাৎ 'জীবন' শব্দের মূলধাতু একই হওয়ায় বলা হয়, 'হায়া বা লজ্জাই হলো দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন। যার হায়া নেই তার হায়াত নেই। অর্থাৎ লজ্জাহীন ব্যক্তি জাগতিক সংসারে মৃত ব্যক্তির মতো। তার মাধ্যমে মানবজীবনে কোনো কল্যাণের আশা নেই। আর আখিরাত বা পরকালের জীবনেও সে হবে দুর্ভাগা।

লজ্জাহীনতা ও গুনাহের মাঝে নিগূঢ় এক সম্পর্ক রয়েছে। একটি অপরটিকে

---

[১] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ৩৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানুষের জন্য সহজ করে দেয়। আর লজ্জাবোধ ও শালীনতা মানুষকে গুনাহের সময় আল্লাহ তাআলার কথা, আল্লাহ তাআলার শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলার সামনে কিয়ামত-দিবসে দাঁড়ানোর কথা মনে করিয়ে দেয়। তখন মানুষ লজ্জাবোধ থেকেই আল্লাহ তাআলার নাফরমানি ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে।

সহীহ বুখারীর আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسَ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

> *'অতীতকালের নুবওয়াতের বাণীর মধ্য থেকে এই সময়ের মানুষদের জন্য একটি বার্তা হলো, যদি তোমার লজ্জাবোধ না থাকে তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার।'*[১]

লজ্জা ও শালীনতার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ মানবজাতিকে লজ্জা ও শালীনতার ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। নিকৃষ্ট ও মন্দ কাজ কেবলমাত্র লজ্জার অনুপস্থিতিতেই করা সম্ভব।

গুনাহ মানুষের অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় ও শ্রদ্ধাকে ম্লান করে দেয়

গুনাহের একটি ক্ষতি হলো, আল্লাহ তাআলার প্রতি ভয়, শ্রদ্ধা ও ভক্তিকে মানুষের অন্তরে দুর্বল করে দেয়। গুনাহের প্রতি মানুষের আসক্তি জন্ম নেয় আল্লাহভীতির দুর্বলতার সুযোগে। আল্লাহ তাআলার নাফরমানি ও অবাধ্যতার মতো দুঃসাহস তার অন্তরে স্থান করে নেয় রবের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের দুর্বলতার সুযোগে। কেউ কেউ এক অদ্ভুত ধোঁকার মধ্যে থাকে। সে যুক্তি দেখায়, আল্লাহ তাআলার প্রতি উত্তম ধারণা ও ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা আমার অন্তরে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। সেই আশাকে পুঁজি করেই আমি অবাধ্য হয়েছি। আমার অন্তরে আল্লাহ

---

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৩৪৮৩; আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ৪৭৯৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাআলার প্রতি পূর্ণমাত্রায় শ্রদ্ধা ও সম্মান বিদ্যমান।

তার এ ধরনের মুখের বুলি স্পষ্ট ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা ছাড়া কিছু নয়। কেননা আল্লাহ তাআলার প্রতি ভয়, শ্রদ্ধা ও ভক্তি আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধ কাজের প্রতিও ভয় ও শ্রদ্ধাবোধকে জাগ্রত করে দেয়। আর আল্লাহ তাআলা কর্তৃক গৃহীত হালাল ও হারামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বান্দাকে অবধারিতভাবে আল্লাহর নাফরমানি থেকে বিরত রাখবে। বরং এভাবেও বলা যায় যে, নাফরমানির একটি বড় শাস্তি হলো—আল্লাহ তাআলার প্রতি ভয় ও শ্রদ্ধা, তার হারাম বিধানের প্রতি সম্মানবোধ গুনাহগার ব্যক্তির অন্তর থেকে উঠিয়ে নেয়া। বান্দার নিকট আল্লাহ তাআলার যেসমস্ত হক ও অধিকার রয়েছে, সেসব তখন তুচ্ছ হয়ে যায়।

বান্দার অন্তর থেকে যখন আল্লাহভীতি ও শ্রদ্ধাবোধ চলে যায় তখন আল্লাহ তাআলাও তাকে তার সৃষ্টিজগতের সামনে অপদস্থ করেন। মানুষের অন্তর থেকেও তখন গুনাহগার ব্যক্তির জন্য কোনো শ্রদ্ধাবোধ আর বাকি থাকে না।

মানুষ আল্লাহ তাআলার বিধানাবলির প্রতি যতটুকু সম্মান প্রদর্শন করবে, তাকেও সমাজে ততটুকুই সম্মান করা হবে। আল্লাহ তাআলার প্রতি যে-পরিমাণ ভালোবাসা তার অন্তরে থাকবে, তার প্রতি মানুষের ভালোবাসা ঠিক তেমনই থাকবে। আর মানুষ যখন আল্লাহ তাআলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, আল্লাহর প্রতি নিজের ভয়, শ্রদ্ধা আর সম্মানবোধকে নষ্ট করে দেবে, আল্লাহ তাআলাও সমাজের বুকে তাকে ততটুকুই নিচে নামিয়ে দেবেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ

> *'আর আল্লাহ তাআলা যাকে অপমানিত করেন, তাকে কেউই সম্মান করে না।'*[১]

অর্থাৎ মানুষ যখন আল্লাহ তাআলাকে সিজদার মাধ্যমে সম্মান করেনি, সিজদাহ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আল্লাহ তাআলাও তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলাও তাদেরকে সম্মানিত করেননি। আর আল্লাহ

---

[১] সূরা হজ, আয়াত-ক্রম : ১৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাআলা যাদেরকে সম্মান দেন না, পৃথিবীতে কেউই তাদেরকে সম্মানিত করতে পারে না। আবার আল্লাহ তাআলা যাকে সম্মান দেন তাকে কেউই অপদস্থ করতে পারে না।

গুনাহ মানুষকে আল্লাহভোলা করে দেয়

গুনাহের ফলে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা, তার রব মহান আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যায়। আল্লাহর নৈকট্য থেকে তাকে দূরে সরিয়ে শয়তানের সাথে আন্তরিকতা তৈরি করে দেয়। আর মানুষের এই পরিণাম এমন সর্বনাশা যে, তার থেকে মুক্তির হয়তো আর কোনো পথই তখন বাকি থাকে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ - وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

> *'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। প্রতিটি ব্যক্তিই যেন চিন্তা করে সে তার ভবিষ্যতের জন্য কী প্রস্তুত করছে। তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের কর্মসমূহের ব্যাপারে খুবই অবগত। তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহ তাআলাকে ভুলে গিয়েছে; এ কারণে আল্লাহ তাআলাও তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই হলো অবাধ্য ও ফাসিক।'*[১]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে ভয় করার কথা বলেছেন। তাকওয়ার আদেশ করেছেন। সেইসাথে আল্লাহভোলা হতেও নিষেধ করেছেন। আল্লাহভোলা হবার একটি শাস্তিও তিনি আয়াতে উল্লেখ করে দিয়েছেন। যারা আল্লাহকে ভুলে যাবে আল্লাহ তাআলাও তাদেরকে তাদের নিজেদের ব্যাপারে আত্মবিস্মৃতি করে দেবেন। অর্থাৎ তারা তখন নিজেদের ভালোমন্দের ব্যাপারও ভুলে যাবে।

---

[১] সূরা হাশর, আয়াত-ক্রম : ১৮,১৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জীবনের সফলতা, কর্মপন্থা, জীবনের সুখ-শান্তি ও মুক্তির পথ তারা খুঁজে পাবে না।

গুনাহগার বান্দাকে আমরাও দেখতে পাই, সে তার নিজ জীবনের ভালোমন্দের ব্যাপারে থাকে উদাসীন। নিজের চূড়ান্ত সফলতার কথা ভুলে পার্থিব মনোবাসনার পিছে ছুটতে থাকে। স্থায়ী সাফল্যকে এড়িয়ে ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাসে মত্ত হয়। অথচ বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনোই নিজের কল্যাণ ও সফলতার ব্যাপারে আত্মবিস্মৃত হয় না। কবি বলেছেন—

أَحْلَامُ نَوْمٍ أَوْ كَظِلٍّ زَائِلٍ ... إِنَّ اللَّبِيبَ بِمِثْلِهَا لَا يُخْدَعُ

'ঘুমন্ত স্বপ্নের মোহে কিংবা চলার পথের ছায়ার শান্তিতে বুদ্ধিমান
পথিক কখনোই ধোঁকা খায় না।'

গুনাহ সদ্ব্যবহারের অভ্যাস থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ

গুনাহের একটি বড় ক্ষতি হলো, বান্দা গুনাহের কারণে তার আশপাশের মানুষদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে পারে না। ইহসানের পরিচয় দিয়ে সে তার চরিত্রের মাধুর্যপূর্ণ ব্যবহার দেখাতে পারে না।[১]

মানুষের অন্তরে যখন ইহসানের স্বভাব বা যোগ্যতা থাকবে, তখন সে গুনাহ থেকে স্বাভাবিকভাবেই বিরত থাকবে। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করবে, তার চিন্তা ও মননে সর্বদা আল্লাহ তাআলার দর্শন জেগে থাকবে। সে চিন্তা করবে—'আমি যখন ইবাদাত করি, তখন আল্লাহ তাআলা আমার সামনেই থাকেন। আমি আল্লাহ তাআলাকে দেখতে না পেলেও আল্লাহ তাআলা আমাকে ঠিকই দেখছেন।' তার এই মানসিকতাই তাকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে অবধারিতভাবে ফিরিয়ে রাখবে। আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহপ্রেম

[১] ইহসান মানবস্বভাবের অন্যতম একটি উত্তম চরিত্র। ইহসানের প্রকাশ মানুষ সদাচার ও সদ্ব্যবহারের দ্বারা প্রকাশ করে থাকে। একবার জিবরীল আমীন আলাইহিস সালাম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইহসান কাকে বলে?' নবীজি তখন উত্তর দিলেন, 'ইহসান বলা হয় আল্লাহ তাআলার ইবাদাতের সময় এমনভাবে চিন্তা করা যে, তুমি আল্লাহ তাআলাকে দেখছ। এরকমের উচ্চতর চিন্তা করতে না পারলেও অন্তরে এতটুকু বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তাআলা আমার এই ইবাদাতকে দেখছেন।' বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৫০। —অনুবাদক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ও আল্লাহভীতি তার অন্তরে এতটাই প্রভাব ফেলবে যে, সে গুনাহের দিকে সামান্যতমও অগ্রসর হতে পারবে না। কিন্তু বান্দা যখন ইহসানের স্বভাবকে ছেড়ে দেয়, তার ইবাদাত নিছক কিছু দৃশ্যমান কাজে পরিণত হয়, তখন সে অনায়াসেই গুনাহ করতে পারে। আর এই গুনাহ তাকে আল্লাহর চিন্তা থেকে উদাসীন করে ফেলে। আল্লাহ তাআলা তাকে দেখছেন—এমন পবিত্র ও উত্তম চিন্তাসূত্রে সে তখন নিজেকে আর আবদ্ধ রাখতে পারে না।

এমনিভাবে মানুষ যখন গুনাহ করে, তখন সে ঈমানের স্বভাব ও যোগ্যতা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

> *‘কোনো মানুষ ঈমান থাকা অবস্থায় ব্যভিচার করতে পারে না। আবার কোনো ব্যক্তি ঈমান থাকা অবস্থায় মদ পান করতে পারে না। ঈমান থাকা অবস্থায় কেউ চুরিও করতে পারে না।’*[১]

গুনাহের ব্যাপারে সকলেরই চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্ক থাকা একান্ত জরুরি। আবার অতীত-জীবনের সকল গুনাহের জন্যেও তাওবা করা আবশ্যক।

গুনাহগার ব্যক্তি অসংখ্য সওয়াব ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়

আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দার ভালো ও কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন সেই বান্দাকে নেককার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। ঈমানের পরিবেশে রাখেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার নাফরমানি ঈমানের পরিবেশ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। গুনাহের একটি বড় ক্ষতি হলো, গুনাহের কারণে মানুষ মুমিন বান্দাদের সংস্পর্শ লাভ করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন। গুনাহগার ব্যক্তি এই নিরাপত্তার বাইরে চলে যায়। আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের জন্য যত রকমের কল্যাণ ও সফলতা রেখেছেন, গুনাহগার ব্যক্তি সেসব থেকে বঞ্চিত হয়ে

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৬৭৮২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যায়। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এই কল্যাণ ও সফলতার তালিকা প্রায় একশ'র কাছাকাছি। যেমন—

❂ মহাপ্রতিদান।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

> *'আল্লাহ তাআলা শীঘ্রই মুমিনদেরকে মহাপ্রতিদান দেবেন।'*[১]

❂ জাগতিক ও পরকালীন বিবিধ ক্ষতি থেকে সুরক্ষা প্রদান।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا

> *'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদেরকে সুরক্ষিত রাখেন।'*[২]

❂ আরশ বহনকারী ফিরিশতাদের ক্ষমাপ্রার্থনা।

কুরআনের ইরশাদ—

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا

> *'যারা আরশ বহন করে এবং যারা আরশের চারপাশে থাকে তারা তাদের রবের পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকে এবং তার প্রতি রাখে অগাধ বিশ্বাস। এবং যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তাদের জন্য তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে দুআ করতে থাকে।'*[৩]

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত-ক্রম : ১৪৬
[২] সূরা হজ, আয়াত-ক্রম : ৩৮
[৩] সূরা মুমিন, আয়াত-ক্রম : ৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

❁ আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন।

ইরশাদ হচ্ছে—

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا

> 'যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাআলাই হলেন তাদের অভিভাবক।'[১]

❁ আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদেরকে ঈমানের পথে দৃঢ়পদ রাখতে ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দিয়ে দেন।

ইরশাদ হচ্ছে—

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا

> 'স্মরণ করুন, যখন আমি ফিরিশতাদের নিকট প্রত্যাদেশ প্রেরণ করলাম, আমি তোমাদের সাথেই আছি, তোমরা ঈমানদারদেরকে দৃঢ়পদ রাখো।'[২]

❁ মুমিন বান্দাদের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট রয়েছে উন্নত রিযিকব্যবস্থা, মাগফিরাত এবং বিশেষ মর্যাদা। রয়েছে বিশেষ সম্মান।

ইরশাদ হচ্ছে—

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

> 'সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হলেন মহান আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসূল ও মুমিন বান্দাগণ। কিন্তু মুনাফিকরা জানে না।'[৩]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে—

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

> 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাআলা

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ২৫৭
[২] সূরা আনফাল, আয়াত-ক্রম : ১২
[৩] সূরা মুনাফিকুন, আয়াত-ক্রম : ৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> তাদেরকে সম্মানিত করবেন।'[১]

❁ আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের সাথে রয়েছেন।

ইরশাদ হচ্ছে—

وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

> 'আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের সাথেই আছেন।'[২]

আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদেরকে তাঁর অনুগ্রহের প্রাচুর্যতা দান করবেন এবং এমন বিশেষ এক ঐশী আলো দান করবেন, যে আলোতে বিশ্বাসীরা জীবন-চলার পথে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। সেইসাথে আল্লাহ তাআলা তাদের গুনাহসমূহকেও মাফ করে দেবেন।

ইরশাদ হচ্ছে—

يأيها الذين آمَنُوا اتقوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

> হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর এবং এবং তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। আল্লাহ তাআলা তোমদেরকে ভরপুর অনুগ্রহ দান করবেন এবং তোমাদের জন্য তিনি এমন এক আলোকরশ্মি স্থাপন করে দেবেন, যার আলোয় তোমরা চলতে পারবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন।[৩]

আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের জন্য সৌহার্দ্যপূর্ণ ও আন্তরিক আচরণ করেন। তাদের জন্য আসমানের ফিরিশতা, নবীগণ এবং সকল নেক বান্দার অন্তরে ভালোবাসা তৈরি করে দেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

[১] সূরা মুজাদালাহ, আয়াত-ক্রম : ১১
[২] সূরা আনফাল, আয়াত-ক্রম : ১৯
[৩] সূরা হাদীদ, আয়াত-ক্রম : ২৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا

> 'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, দয়াময় আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে ভালোবাসা দেবেন।'[১]

- প্রলয়ঙ্করী কিয়ামত দিবসে মুমিন বান্দাগণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকবেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سورة الأنعام

> 'যারা ঈমান এনেছে এবং সংশোধিত হয়েছে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।[২]

- সূরা ফাতিহাতে আমরা যে সরল পথের প্রার্থনা করি, মুমিন বান্দাগণ হলেন সেই পথের অনুসারী ও মহান রবের পক্ষ থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত।

এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ঈমান হলো জগতের সকল কল্যাণের মূল উৎস। আর ঈমানহীনতা জাগতিক সকল অকল্যাণ ও অনিষ্টের মূল। সুতরাং একজন মুমিন বান্দার জন্য এমন কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া কখনোই বাঞ্ছনীয় নয়, যে-কাজ তাকে ঈমানহীনতার দিকে ঠেলে দেয়। হয়তো সে নামেমাত্র মুসলমান থাকবে, কিন্তু গুনাহের কারণে ঈমানের নূর ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে থাকবে। আর কখনো যদি কোনো ব্যক্তি গুনাহের উপর অবিচল থাকে, আল্লাহ তাআলার নাফরমানি অবিরত করে যেতেই থাকে তাহলে আশঙ্কা হয় যে, এই ব্যক্তির অন্তরে মরিচা ধরবে। সে ইসলামের পবিত্র সীমানার বাইরে পা ফেলতে শুরু করবে। এই কারণেই আমাদের পূর্ববতী বুযুর্গ আলেমগণ সর্বদা ভয়ে থেকেছেন। অতীতের একজন আলেম মন্তব্য করেছেন,

---

[১] সূরা মারইয়াম, আয়াত-ক্রম : ৯৬
[২] সূরা আনআম, আয়াত-ক্রম : ৪৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'তোমরা গুনাহের ভয় করো আর আমি কুফরির ভয়ে থাকি।'

আল্লাহর নাফরমানি অন্তরকে দুর্বল করে দেয়

আল্লাহ তাআলা ও পরকালের প্রতি আমাদের অন্তর প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছে। এই ছুটে চলার গতিকে গুনাহ দুর্বল করে দেয়। কখনো কখনো আল্লাহর নাফরমানি এই আবশ্যকীয় যাত্রাকে থামিয়ে দেয়। বান্দার অন্তর ঈমানের আলোয় আলোকিত হয়ে পরকালের দিকে মৃত্যু অবধি আপন গতিতে ছুটে যায়। গুনাহের কারণে এই গতি ধীর হয়ে যায়। অন্তর দুর্বল হয়ে যায়। গুনাহের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে অন্তরের দুর্বলতা বেড়ে যায়। দুর্বল অন্তর তখন আর আল্লাহমুখী থাকে না। অবিনশ্বরের দিকে তার যেই পথচলা ছিল গুনাহের প্রভাবে তা থমকে যায়।

তাই গুনাহ অন্তরকে দুর্বল করে দেয়, রোগাক্রান্ত করে তোলে। হৃদয়ের ঈমানী স্পন্দন থামিয়ে দিয়ে অন্তরকে মৃত বানিয়ে ফেলে। গুনাহের নখর থাবায় হৃদয়ের প্রফুল্লতা স্তিমিত হয়ে যায়। অন্তরে তখন দুশ্চিন্তা, দুঃখবোধ, অক্ষমতা, অলসতা, ভয়ভীতি, কৃপণতা জেঁকে বসে। সে ঋণে জর্জরিত হয়, তার উপর অন্যান্য লোকদের প্রভাব বিস্তার করে।

নবীজি ﷺ আটটি ক্ষতিকর অবস্থা থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। গুনাহের কারণে মানুষ সেই আটটি অবস্থায় বিপর্যস্ত হয়ে যায়। সেগুলো হলো—মানসিক দুশ্চিন্তা, দুঃখ, অক্ষমতা, অলসতা, ভয়ভীতি, কৃপণতা, ঋণের বোঝা, মানুষের কর্তৃত্ব।[১]

গুনাহের কারণেই বান্দা এ ধরনের শোচনীয় অবস্থার মুখোমুখি হয়। এ ছাড়া গুনাহ আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা, ভয়াবহ বিপদ, সর্বনাশা দুর্ভাগ্য, ধ্বংসোন্মুখ

[১] নবীজি ﷺ উল্লিখিত আটটি জিনিস থেকে মহান আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে দুআ করতেন এবং ঋণে জর্জরিত এক সাহাবীকেও এই দুআ সকাল-সন্ধ্যায় পড়তে বলেছেন। দুআটি হলো—
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

> 'আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুশ্চিন্তা ও দুঃখবোধ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি অক্ষমতা ও অলসতা থেকে পানাহ চাই। আমি আপনার নিকট ভয়-ভীতি, কৃপণতা ও মন্দ স্বভাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঋণে জর্জরিত হওয়া থেকে এবং মানুষের কঠোরতা থেকে। -আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ১৫৫৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
তাকদীর এবং শত্রুর উল্লাস ডেকে আনে। আল্লাহ তাআলার নিয়ামতরাজি বান্দার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার অন্যতম কারণ এই গুনাহ। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ক্রোধে পরিণত হয়ে যায় গুনাহের কারণেই।

গুনাহ আল্লাহ তাআলার নিয়ামতকে দূরে সরিয়ে দেয়

গুনাহ বান্দার কাছ থেকে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতকে দূরে সরিয়ে দেয়। আল্লাহর ক্রোধকে টেনে আনে। গুনাহের কারণেই বান্দা নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়। আর আল্লাহর ক্রোধও বান্দার গুনাহের কারণে প্রকাশ পায়। আলী ﵁ বলেন—

مَا نَزَلَ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْبٍ، وَلَا رُفِعَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ

> *'গুনাহের কারণেই বান্দা বিপদের সম্মুখীন হয়, আবার তাওবার দ্বারাই বান্দা বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করে।'*

কুরআনুল কারীমেও ইরশাদ হয়েছে—

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

> *'তোমাদের উপর যেসব বিপদ আরোপিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল। আর আল্লাহ তাআলা তোমাদের অনেক অপরাধই মার্জনা করে দেন।'*[১]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

> *'আল্লাহ তাআলা কখনোই পরিবর্তন করে দেন না তার নিয়ামতকে, যা তিনি কোনো সম্প্রদায়কে দান করেছেন, যতক্ষণ না ঐ সম্প্রদায় নিজেই নিজেদের নির্ধারিত নিয়ামতকে পরিবর্তন করে নেয়।'*[২]

[১] সূরা শুরা, আয়াত-ক্রম : ৩০
[২] সূরা আনফাল, আয়াত-ক্রম : ৫৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি যখন বান্দার উপর কোনো নিয়ামত দান করেন, বান্দা যদি নিজেই ওই নিয়ামতকে পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ তাআলা তার থেকে ওই নিয়ামতকে সরিয়ে নেন না। আল্লাহ তাআলার আনুগত্য, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা, তাঁর সন্তুষ্টিমূলক কর্মসমূহ ইত্যাদি সবই তাঁর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি নিয়ামত। বান্দা যদি এসব নিয়ামতকে পরিবর্তন করে ফেলে—আনুগত্যকে অবাধ্যতার মাধ্যমে, কৃতজ্ঞতাকে কুফরির মাধ্যমে, সন্তুষ্টিকে ক্রোধের মাধ্যমে—তাহলে বস্তুত বান্দা নিজের সৌভাগ্যকে ফেলে দিয়ে দুর্ভাগ্যকে কাছে টেনে নেয়। এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি বিন্দুমাত্রও অবিচার করেন না। বান্দার এমন উদ্ধত আচরণে আল্লাহ তাআলাও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের পরিবর্তে কঠোর হয়ে যান, ওই বান্দাকে সম্মানের পরিবর্তে লাঞ্ছিত করেন।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন—'আমার সম্মান ও মহত্ত্বের শপথ! আমার বান্দা যখন আমার পছন্দের পথ থেকে সরে গিয়ে আমার অপছন্দের পথে চলে, তখন আমিও তার পছন্দের নিয়ামত থেকে তাকে বঞ্চিত করে অপছন্দনীয় অবস্থায় ফেলে দিই। আবার আমার বান্দা যখন আমার অপছন্দনীয় পথ ছেড়ে দিয়ে আমার পছন্দের পথে চলতে শুরু করে, আমিও তখন তার অপছন্দনীয় অবস্থাকে দূর করে তাকে তার প্রিয় নিয়ামত দান করি।'

জনৈক আরব কবি খুব চমৎকার করে বলেছেন—

যখন তুমি তোমার রবের নিয়ামত লাভ করো,
তখন অত্যন্ত যত্নবান হয়ে যাও।
সতর্ক থেকো, রবের নাফরমানি নিয়ামতকে দূর করে দেয়।
রবের আনুগত্যের মাধ্যমে তুমি কৃতগুনাহ ঝেড়ে ফেলো,
তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই বান্দাকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেন।
সাধ্যের সবটুকু ঢেলে দিয়ে তুমি জুলুম থেকে বেঁচে থাকো,
কেননা আমাদের জন্য মানুষকে জুলুম করা খুবই অন্যায়।
এসো, সময় থাকলে পৃথিবীর নানা প্রান্তে আমরা একটি সফর দিই,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খুঁজে খুঁজে দেখে নিই জুলুমবাজ মানুষের ধ্বংসাবশেষ।

এই প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলো শতায়ু লাভ করেছে জালিমের গল্প শোনাতে,

এবং আমরা এদের গল্পকে মিথ্যাও বলতে পারি না তাদের বলিষ্ঠ কণ্ঠের কারণে।

তাদের বিলুপ্তির জন্য এই সর্বনাশা জুলুমই দায়ী।

তাদের জীবন-সংসারকে চূর্ণবিচূর্ণ করে মাটিতে মিশিয়ে দিলো চোখের নিমিষেই,

স্বর্গের আদলে গড়ে তোলা তাদের উপত্যকা, তাদের সুরম্য প্রাসাদ,

ছবির মতো সুন্দর ফুলেল বাগান আর রূপকথার রাজ্য থেকে নেমে আসা গর্বিত দুর্গের নগরী,

তবুও নকশী কাঁথার মতো কারুকার্যময় ও নিরাপদ জীবন থেকে ছিটকে পড়েছে জালিম সম্প্রদায়,

ডুবন্ত সূর্যের মতোই গলে গলে মিশেছে তারা নরকের অগ্নিপ্লাবনে,

আর তাদের অর্জিত মহান রবের সকল নিয়ামত মুছে গিয়েছে তাদের জীবন থেকে,

যেন সেই শ্রেষ্ঠ জীবন কাটিয়েছিল কোনো এক স্বপ্নের ঘোরে।

অন্তরভীতির অন্যতম কারণ হলো আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা

আল্লাহ তাআলা গুনাহগারের অন্তরে ভয়-ভীতি ঢেলে দেন। সে সর্বদা একটা আতঙ্কের মাঝে বসবাস করে। আল্লাহ তাআলার আনুগত্য যেন সাহসিকতার দুর্গ। এই দুর্গে আশ্রিত সবাই অদৃশ্য সত্তার অলৌকিক নির্ভাবনায় থাকে নির্ভার, চিন্তাহীন। আর আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ছেড়ে যারা এই দুর্গের বাইরে চলে আসে, জাগতিক সকল ভয়ভীতি তাদেরকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। গুনাহগার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ব্যক্তি এক অজানা ভয়ে পাখির ডানার মতোই অস্থির থাকে। সামান্য আওয়াজেই ডানা মেলে পাখি যেভাবে আকাশে উড়ে যায়, একজন পাপিষ্ঠ বান্দাও দরজায় সামান্য আওয়াজ পেলেই অস্থির হয়ে ওঠে। সামান্য পায়ের আওয়াজে সে ভয় পেয়ে যায়। সামান্য চিৎকারে সে আতংকিত হয়ে পড়ে। 'চোরের মনে পুলিশ পুলিশ'—এমন প্রবাদবাক্যময় চিন্তিত এক জীবন সে যাপন করতে থাকে। জগতের সকল আয়োজনকেই সে নিজের বিরুদ্ধে মনে করে।

আর যে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, পার্থিব সকল আয়োজন তার ভীতি-উদ্রেককর চিন্তার সীমানা থেকে বহু দূরে থাকে। পক্ষান্তরে যে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে না, জগত-সংসারের সবকিছুই তখন প্রতিনিয়ত তাকে ভয় দেখাতে থাকে। কবি বলেন—

যেদিন থেকেই চিরন্তনের দিকে এই সৃষ্টিজগতের যাত্রা শুরু হয়েছে

আল্লাহ তাআলার এক অমোঘ ফায়সালা কার্যকর রয়েছে এই বিশ্বজগতে

ভয় আর ত্রাস সর্বদাই অপরাধ আর পঙ্কিল জীবনের জন্য অবধারিত থাকে।

আল্লাহর অবাধ্যতা অন্তরে দুঃসহনীয় একাকিত্বের জন্ম দেয়

আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হওয়ার একটি শাস্তি হলো, অবাধ্য ব্যক্তির অন্তরে দুঃসহনীয় একাকিত্ব জন্ম নেয়। জগত-সংসারের সকল আয়োজন আর কোলাহলের মাঝেও সে নিজেকে নিঃসঙ্গ ভাবতে থাকে। গুনাহের কারণে একদিকে মহান রবের সাথে তার দূরত্ব ও একাকিত্ব জন্ম নেয়, অন্যদিকে সৃষ্টিজগতের সাথেও তার দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

গুনাহের সাথে সাথে এই নিঃসঙ্গতাবোধও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কোলাহলমুখর আন্তরিকতাপূর্ণ জীবনকে ফেলে দিয়ে সে ভীতিকর এক নিঃসঙ্গ জীবন যাপন শুরু করে। সুস্থ বিবেকের কোনো মানুষ যদি কোনো পাপাচারী ব্যক্তির জীবনের দিকে খেয়াল করে এবং ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে, তাহলে সে তার আভ্যন্তরীণ জীবনের করুণ দশা দেখে শিউরে উঠবে। পাপাচারী ব্যক্তি মহান রবের আনুগত্যমণ্ডিত শান্তি ও সৌহার্দ্যের জীবনের বিনিময়ে পাপ-সর্বস্ব এক নিঃসঙ্গ জীবনে একাকী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
ধুঁকতে থাকে। আরব কবির ভাষায়—

যখন গুনাহ তোমাকে নিঃসঙ্গ বানিয়ে দেবে

তুমি শুধু হিম্মত করে গুনাহ থেকে ফিরে আসো

আর উচ্ছল প্রাচুর্যময় জীবনকে সাদরে গ্রহণ করে প্রফুল্ল হয়ে ওঠো।

এক্ষেত্রে মূল কথা হলো, আনুগত্য বান্দার জীবনে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য এনে দেয়। আনুগত্যের পরিমাণ যত বাড়তে থাকে বান্দাও দয়াময় আল্লাহর তত নিকটে পৌঁছে যায়। আর বান্দা যখন গুনাহে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর নৈকট্য থেকে তখন বঞ্চিত হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলার সাথে তখন তার দূরত্ব জন্ম নেয়। গুনাহের সাথে সাথে দিন দিন এই দূরত্ব বাড়তে থাকে।

আল্লাহ তাআলার সাথে একজন পাপিষ্ঠ বান্দার এই সম্পর্ক মানুষের সাথে শত্রুর সম্পর্কের মতোই। দৈহিক নৈকট্য সত্ত্বেও মানুষ যেমন তার শত্রুর থেকে এক ধরনের দূরত্ব বজায় রাখে, একজন গুনাহগারের সাথেও মহান আল্লাহর এমন দূরত্ব সৃষ্টি হয়। আবার একজন নেক ও সৎ বান্দার সাথে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও অন্তরঙ্গতা থাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো। এ ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠজন যতই দূরে থাকুক না কেন, হৃদয়রাজ্যে একজন আরেকজনের নিকটেই বসবাস করতে থাকে। একজন নেককার বান্দার সাথেও আল্লাহ তাআলার সম্পর্ক এমনই হয়ে থাকে।

গুনাহ মানুষের অন্তরকে 'অসুস্থ' করে তোলে

গুনাহ মানুষের অন্তরকে দুর্বল করে দেয়। সুস্থ, স্বাভাবিক ও স্থিরচিত্তকে অসুস্থ ও বিকৃতমনা করে তোলে। আত্মার ব্যাধিতে অন্তর রুগ্ন হয়ে যায়। মন ও মানসিকতাকে প্রাণবন্তকর রাখার অনুভূতি আর উচ্ছ্বাস গুনাহগার ব্যক্তির হৃদয় থেকে হারিয়ে যায়। বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি মানুষের শরীরকে যেভাবে দুর্বল করে তোলে, সেভাবে গুনাহও মানুষের হৃদয়কে বিতৃষ্ণ করে দেয়। হৃদয়কে রুগ্ন করে তোলে। গুনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলে এই রগ্নতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আধ্যাত্মিক জগতের আলিম ও সূফীগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মানুষের অন্তরের কাঙ্ক্ষিত ও চূড়ান্ত সফলতার শেষ স্তর হলো আপন রবের সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্যলাভ। আর মহান রবের সান্নিধ্যলাভ কেবল গুনাহমুক্ত সুস্থ ও পবিত্র অন্তরের অধিকারীদের ক্ষেত্রেই সম্ভব। মানুষ তার মনের বিপরীতে রবের পথে চলার দ্বারাই গুনাহমুক্ত সুস্থ ও পবিত্র আত্মার অধিকারী হতে পারে। নফসের কামনাই হলো হৃদয়ের ব্যাধি আর এই কামনার বিপরীতে চলাই এই ব্যাধির প্রতিকার।

যে ব্যক্তি নিজেকে প্রবৃত্তির অনুগামিতা থেকে ফিরিয়ে রাখে, জান্নাতকে তার বাসস্থান বানিয়ে দেয়া হয়। আর পরকালে যে ব্যক্তি জান্নাতকে বাসস্থান বানিয়ে নেয়, পার্থিব জগতেও সে স্বর্গীয় অনুভূতিলাভ করতে থাকে। শত কষ্ট, দুঃখ-দুর্দশা, দারিদ্রতার ঘাত-প্রতিঘাতে তার জাগতিক জীবন বিপর্যস্ত হলেও সে তার অনুভূতির রাজ্যে এক অবর্ণনীয় সুখময় জীবনের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে থাকে। খেজুর পাতার চাটাইয়ে অনাহারে অর্ধাহারে জীবন পার করলেও হৃদয়ের জগতে সে স্বর্গীয় সুখ আস্বাদন করতে থাকে গুনাহমুক্ত অন্তরের পবিত্র অনুভূতি দ্বারা। যদিও পরকালীন বেহেশতের তুলনায় পার্থিব এই সুখানুভূতি খুবই সামান্য, তারপরও জগত-সংসারের ঝড়-ঝাপটায় দিশেহারা জীবনের তুলনায় পাপ-পঙ্কিলতামুক্ত হৃদয়ের এই অনুভূতিই মানুষকে প্রশান্ত করে দেয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ - وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ

> *'নিশ্চয় সৎকর্মশীলগণ থাকবেন সুখ-শান্তির নিয়ামতে আর দুষ্কর্মকারীদের স্থান হবে জাহান্নাম।'*[১]

মানুষের এই দুই শ্রেণির অবস্থা শুধুমাত্র পরকালের জীবনের জন্যই নয়, মানুষ জন্মের পর তিনটি জগতের সম্মুখীন হবে।

- পার্থিব জগত।
- বারযাখ জগত।[২]

[১] সূরা ইনফিতার, আয়াত-ক্রম : ১৩, ১৪
[২] মৃত্যু-পরবর্তী কবরের জগত তথা কিয়ামত-দিবসের পুনরুত্থান ও বিচারের আগ পর্যন্ত মানুষ মৃত্যুর পর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- চিরস্থায়ী জগত।

যারা সৎকাজ করবে তারা এই তিন জগতেই আল্লাহ তাআলার দেয়া নিয়ামতের মাঝে সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে। আর যারা আল্লাহ তাআলার অবাধ্যচারিতায় দুষ্কর্ম করে বেড়ায় তারা তিন জগতেই থাকবে দুঃসহনীয় কষ্টে। তাদের জীবন এক প্রকারের নরক-বাসে পরিণত হয়। তাদের জীবন যতই উচ্চবিলাসী হোক, অন্তরের প্রশান্তি তাদের জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। হৃদয়ের সুখ-শান্তি আর উৎফুল্লতাকে ছিনিয়ে নেয়ার চেয়ে কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আর কী থাকতে পারে মানুষের জন্য! ভয়-ভীতি, দুঃখ-দুর্দশা, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হৃদয় আর সংকীর্ণমনার নীরব যন্ত্রণার চেয়ে কঠিন কী-ই বা হতে পারে মানুষের জন্য! অন্তরকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া, আখিরাতকে ভুলিয়ে দিয়ে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার পেছনে নিজের লোভ-লালসাকে উজাড় করে দিয়ে গাইরুল্লাহর[১] মোহে আবিষ্ট হয়ে হৃদয়ের অস্থিরতার অনলে নীরবে দগ্ধ হওয়ার যন্ত্রণার চেয়ে কষ্টকর আর কী-ই বা থাকতে পারে পার্থিব এই জগতে। আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে, আল্লাহর পথকে ভুলে যেই পথ আর পাথেয় নিয়ে গুনাহগার বান্দা মেতে উঠে সেই পথ আর পাথেয়ই বান্দাকে ধ্বংস করে দেয়, জীবনের সুখশান্তি বিলীন করে দেয়।

আল্লাহবিমুখতার দুনিয়াবি পেরেশানি

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা থেকে মুখ ফিরিয়ে পৃথিবীর অন্যকোনো বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠবে সে তিন স্তরের পেরেশানিতেই সারাজীবন কাটিয়ে দেবে।

- যে বিষয়ে সে আগ্রহী, তা অর্জিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তার কাঙ্ক্ষিত বিষয় নিয়েই সে পেরেশানিতে অস্থির থাকবে।
- তার কাঙ্ক্ষিত বিষয় অর্জিত হওয়ার পর সেই জিনিস হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সে অস্থির অবস্থায় সময় পার করবে।
- বহু কষ্টে অর্জিত তার কোনো কাঙ্ক্ষিত বিষয় হাতছাড়া হয়ে গেলে চূড়ান্ত পেরেশানি শুরু হবে। তার অস্থিরতার মাত্রা আগের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

যেই জগতে থাকে তাকে বারযাখ বলে।

[১] গাইরুল্লাহ অর্থ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত সৃষ্টিজগতের অন্য যেকোনো জিনিস।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বারযাখ জগতের অবস্থা

আল্লাহবিমুখ হয়ে কোনো বান্দা যখন মৃত্যু বরণ করবে পৃথিবীর মতো বারযাখ জগতেও সে নানা ধরনের আযাবের সম্মুখীন হবে। প্রথমত সে পার্থিব জগতের বিচ্ছেদের শোকে থাকবে জর্জরিত। দ্বিতীয়ত বারযাখ জগতের প্রশ্নোত্তরে অকৃতকার্য হওয়ার ফলে অসহনীয় আযাবে নিপতিত হবে। মাটির কীটপতঙ্গ তার শরীরকে কুড়ে কুড়ে খেতে শুরু করবে। দোযখের লেলিহান শিখা তার চোখের সামনে ভয়ংকর রূপে ভেসে উঠবে। আনুগত্যপূর্ণ ও গুনাহমুক্ত জীবনকে উপেক্ষা করার আফসোস আর হাহাকার বুকে নিয়েই তাকে অবর্ণনীয় এক জগতে বিপর্যস্ত জীবন কাটাতে হবে।

আখিরাতের চিরস্থায়ী জগত

কবর বা বারযাখ জগতের পর যখন সে আখিরাতের চিরস্থায়ী জগতে উপনীত হবে, পাপ-পঙ্কিলতায় ভরপুর ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের হিসাবের খাতা যখন মেলে ধরা হবে, তখন আরো কঠোর ও দুঃসহনীয় আযাব তাকে গ্রাস করে ফেলবে। যেদিন মানুষদের পুরুত্থিত করা হবে, সেদিন গুনাহগার ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করবে জাহান্নামের ভয়ংকর সব আযাব।

গুনাহগার ব্যক্তি যখন চূড়ান্ত ধ্বংসের অপেক্ষায় থাকবে, তখন জীবনের সফলতায় পৌঁছে যাবে আল্লাহমুখী মানুষেরা; যারা ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে, গুনাহমুক্ত জীবন যাপন করেছে। ভুলক্রমে, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় কদাচিৎ ভুল করে বসলেও তাওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে নিজেকে গুনাহমুক্ত করে নিয়েছে। জীবনে পাপাচার না করে যারা আপন রবের নৈকট্য লাভ করেছে, দয়াময় মালিকের সান্নিধ্যে জীবনকে দিয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব, করুণাময় আল্লাহ তাআলার প্রতি অগাধ বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালোবাসা পোষণ করে নিজেদের জীবন যারা কাটিয়ে এসেছে পৃথিবীতে, চিরঞ্জীব সত্তার যিকিরে ও স্মরণে যারা ভাবনাহীন প্রশান্ত হৃদয়ের এক নির্মল জীবন অতিবাহিত করেছে তারা সেদিন মহান রবের অপার অনুগ্রহ ও কৃপায় থাকবে নির্ভার ও নিশ্চিন্ত। কিয়ামত-দিবসের বিভীষিকাময় ভয়াবহতার মাঝেও তখন কিছু নেককার বান্দা আনন্দে উৎফুল্লিত হয়ে বলতে থাকবে—'রাব্বে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কারীমের সান্নিধ্য পেয়ে আমরা আজ ধন্য হয়েছি।'

কিয়ামত-দিবসের পেরেশানির মধ্যে কেউ কেউ বলতে থাকবে, 'জান্নাতের বাসিন্দারা এখনই যে উত্তম পরিবেশে আছে, তাদের জন্য নিশ্চয় অপেক্ষা করছে আনন্দঘন এক জীবন।'

আরেকদল সেদিন বলবে, 'দুনিয়ামুখী লোকদের জন্য আফসোস! তারা না দুনিয়াতে ভোগ-বিলাসের জীবন কাটাতে পারল, না পারল দুনিয়া থেকে উত্তম ও চমকপ্রদ জীবন লাভ করতে!'

আল্লাহর নিয়ামতে খুশি হয়ে কিছুলোক সেদিন বলবে, 'পৃথিবীর রাজা-বাদশাহ ও রাজপরিবারের লোকেরা যদি আমাদের এই নিয়ামতরাজির কথা জানতে পারত তাহলে তারা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাঁধিয়ে হলেও এই নিয়ামত লাভের প্রতিযোগিতা করত।'

পুরস্কারপ্রাপ্ত আরেকদল বলবে, 'পার্থিব জগতেও একটি জান্নাত ছিল, যে ব্যক্তি সেই জান্নাতে যায়নি, সে আখিরাতের জান্নাতেও যাবে না।'[১]

সুতরাং যারা নিজেদের মূল্যবান সময় ও জীবনকে নিতান্তই তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র জিনিসের পেছনে ব্যয় করছে তারা যেন নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা করে, ফেলে-আসা সময়গুলোর প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসাব কষে। তারা যদি নিজের জীবন, নিজের সময়ের সঠিক মূল্যায়ন না-ই করতে পারে, এ ব্যাপারে তাদের যদি কোনো ধারণাই না থাকে তবে তাদের উচিত—যারা জীবন-দর্শন পাঠ করেছে, সময়ের সর্বোচ্চ সফল ব্যবহারে যারা মহান রবের নিকট পুরস্কারপ্রাপ্ত, তাদের থেকে যেন তারা জীবনের অর্থ জেনে নেয়।

গুনাহ মানুষের অন্তর্দৃষ্টি নষ্ট করে

গুনাহের অন্যতম একটি ক্ষতি হলো, গুনাহ মানুষের অন্তর্দৃষ্টিকে অন্ধ বানিয়ে ফেলে। হৃদয়ের চোখ দিয়ে সে তখন ভালো-মন্দের ব্যবধান করতে পারে না। তার অন্তর আলোহীন হয়ে পড়ে, জ্ঞানের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। হিদায়াতের রাস্তার সূচনা তার সামনে অজ্ঞাত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আমরা পূর্বোল্লিখিত ইমাম

[১] আল্লাহ তাআলার আনুগত্যময় জীবন মানুষকে পৃথিবীতেও জান্নাতের অনুভূতি দান করবে। আল্লাহর আনুগত্যে ভরপুর জীবনকেই দুনিয়ার জান্নাত বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মালিক ও শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ'র সেই বিখ্যাত মজলিসের আলোচনাকে স্মরণ করতে পারি। ইমাম শাফিয়ীকে উদ্দেশ্য করে ইমাম মালিক বলেছিলেন—'আমি মনে করি আল্লাহ তাআলা আপনাকে প্রখর মেধার অধিকারী বানিয়েছেন, আল্লাহ আপনার অন্তরে ইলমের এক বিশেষ নূর দান করেছেন। আপনি এই নূরকে আল্লাহর অবাধ্যতার অন্ধকার দিয়ে মলিন করবেন না।'

আল্লাহর অবাধ্যতার ফলে বান্দার অন্তর থেকে এই আসমানি নূর ক্রমশ বিলীন হতে থাকে এবং নাফরমানির অন্ধকার সেখানে প্রগাঢ় হয়ে যায়। গুনাহগার বান্দা তখন অন্তর্দৃষ্টি হারিয়ে ফেলে, অমাবশ্যার মতো অন্ধকারে তার অন্তর কালো ও কলুষিত হয়ে যায়। জীবন-চলার পথে সে লাগাতার হোঁচট খেতে খেতে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। সে যেন বিপদসংকুল পথে আঁধারের মাঝে হেঁটে চলা একাকী অসহায় কোনো অন্ধ ব্যক্তি। আসমানি নূর থেকে বঞ্চিত এ ধরনের পাপিষ্ঠ ব্যক্তির জীবনে নিরাপত্তা, শান্তি দুর্লভ হয়ে যায়, সে দ্রুতই পদস্খলনের শিকার হয়।

আল্লাহর অবাধ্য ব্যক্তির অন্তরের এই অন্ধকার আস্তে আস্তে প্রগাঢ় হতে থাকে। অন্তর থেকে এই অন্ধকার তার চেহারা ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে প্রভাবিত করে। স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য এবং আল্লাহপ্রদত্ত নূরের আভা তার চেহারা থেকে হারিয়ে যায়। মলিন হয়ে যায় পুরো চেহারা। গুনাহের এই অন্ধকারাচ্ছন্নতা মৃত্যুর পর বান্দার কবর-জীবন তথা বারযাখ জগতকেও গ্রাস করে নেয়। তার কবর গুনাহের অন্ধকারে ছেয়ে যায়। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مُمْتَلِئَةٌ عَلَى أَهْلِهَا ظُلْمَةً، وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ

> *'এই কবরের বাসিন্দাগণ ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত। অবশ্য মহান আল্লাহ তাআলা তাদের কবরকে আলোকিত করে দেবেন আমার দুআর বরকতে।'*[1]

[1] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ৯৫৬। সহীহ মুসলিমে হাদীসটি অর্থগতভাবে হুবহু পাওয়া গেলেও কিছুটা শব্দের ভিন্নতা আছে। শব্দ ও অর্থগতভাবে তা হুবহু পাওয়া যায় সুনানু আবি দাউদে; হাদীস-ক্রম : ২৫৬৮।
-সম্পাদক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কবর-জীবনের পর যখন পুনরুত্থান-দিবস আসবে, পৃথিবীর সমস্ত কিছুকে যেদিন একত্রিত করা হবে, সেদিন গুনাহগারদের চেহারাগুলো সবার সামনে তুলে ধরা হবে। সকলেই তাদের চেহারা দেখতে পাবে। পোড়া কয়লার মতো সীমাহীন কালো রঙের এসব চেহারা সহজেই আলাদা করা যাবে সেদিন।

এ এমন এক কঠোর শাস্তি, যার কাছে দুনিয়ার সূচনালগ্ন থেকে শেষ অবধি সকল বিলাসিতা নিতান্তই তুচ্ছ আর মূল্যহীন হয়ে যায়।

গুনাহ বান্দাকে সমাজের চোখে খাটো করে রাখে

গুনাহের একটি ক্ষতি হলো, গুনাহগার ব্যক্তি তুচ্ছ, হীন ও গুরুত্বহীন ব্যক্তিতে পরিণত হয়। নিজের কাছে সে খাটো হয়ে যায়, সমাজের চোখেও সে গুরুত্বহীন হিসাবে পরিগণিত হয়। গুনাহে নিমজ্জিত ব্যক্তির পরিণত হলো, সে সমাজে সবচেয়ে গুরুত্বহীন ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। সমাজে সে বোঝা হয়ে বেঁচে থাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য বান্দাকে সমাজের উঁচু স্তরে পৌঁছে দেয়। মানুষের নিকট তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। তার চরিত্রের পবিত্রতা ঘোষণা করে দেয় সকলের কাছে। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

> *'যে ব্যক্তি নিজেকে শুদ্ধ করে নিল, সে অবশ্যই সফলকাম হলো। আর যে ব্যক্তি নিজেকে কলুষিত করে রাখল, সে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হলো।'*[১]

নিজেকে শুদ্ধ করে নেওয়ার অর্থ হলো, নিজেকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের দ্বারা সামনে এগিয়ে নেওয়া, মহান রবের আনুগত্যের মাধ্যমে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, নিজেকে সকলের সামনে প্রকাশ করা।

আর নিজেকে কলুষিত করার অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলার নাফরমানির দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদিত করে নেওয়া, ফলশ্রুতিতে সমাজে নিজের অবস্থানকে তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র করে ফেলা।

---

[১] সূরা শামস, আয়াত-ক্রম : ৯, ১০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়ে একজন গুনাহগার ব্যক্তি নিজেই নিজেকে বিলীন করে ফেলে। তার অবস্থান, উপস্থিতি, অস্তিত্ব জগদ্বাসীর নিকট আড়াল করে রাখে তার নির্মম পরিণতির কারণে। গুনাহে নিমজ্জিত ব্যক্তি নিজের কাছেই নিজে পরাজিত থাকে। আল্লাহ তাআলার নিকটও সে নফসের যুদ্ধে ব্যর্থ ও পরাজিত বান্দা হিসেবে পরিগণিত হয়। এভাবে সমাজের চোখেও নির্ণিত হয় একজন ব্যর্থ মানুষ হিসেবে।

মহান রবের আনুগত্য, ইবাদাত, ও কল্যাণমূলক কাজ মানুষকে সমাজে সম্মানিত ও মর্যাদাবান করে তোলে। সমাজের দৃষ্টিতে সে সবচেয়ে সৎ লোকে পরিণত হয়। সম্মান ও মর্যাদার শিখরে সে আরোহণ করে রবের আনুগত্যের দ্বারা। শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হয়েও বান্দা মহান রবের সামনে নিজেকে ছোট ও নগণ্য মনে করে ইবাদাত ও আনুগত্যের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তখন সে আরো উঁচুস্থানে পৌঁছে যায়। সুতরাং আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার মতো তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র কিছু থাকতে পারে না মানুষের জন্য। আর আল্লাহর আনুগত্যের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান ও সম্মানিত কোনো বিষয়ই নেই এই বস্তুজগতে।

গুনাহগার ব্যক্তি শয়তানের শিকলে বন্দী

গুনাহগার ব্যক্তি শয়তানের অদৃশ্য শিকলে আবদ্ধ হয়ে তার অনুগত হয়ে যায়। যেন সে ইবলিসের মনোবাসনার বন্দীশালায় বাস করে। শয়তানের প্রবৃত্তির কাছে নিজেকে সঁপে দেয়। ইবলিসের কলুষিত জীবনের চলাফেরায় সে বন্দী থাকে। এক সংকীর্ণ জেলজীবন, চূড়ান্ত অপমান আর অপদস্থতার জিন্দেগিতে প্রবেশ করে গুনাহগার বান্দা। প্রবৃত্তির কারাগারের মতো সংকীর্ণ কোনো বন্দীশালা এই জগতে নেই। গুনাহগার ব্যক্তি মহান রবের নাফরমানি দ্বারা সেই নিকৃষ্টতম কারাগারে বন্দী হয়ে যায়। তার অন্তর বন্দী থাকে অভিশপ্ত শয়তানের বন্দীশালায়। এই আবদ্ধ অন্তর আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের সীমানায় আর প্রবেশ করতে পারে না। সিরাতুল মুস্তাকিম তথা সত্য-সরল পথে সে আর এক কদমও এগিয়ে আসতে সক্ষম হয় না।

গুনাহগার বান্দার অন্তর যখন শয়তানের বন্দীশালায় আবদ্ধ হয়ে যায়, তখন চারপাশ থেকে বিভিন্ন প্রকারের বিপদ-আপদ তাকে ঘিরে ধরে। মানুষের অন্তর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হলো উড়ন্ত পাখির মতো। পাখি মাটি থেকে যত উঁচুতে উড়ে বেড়ায় ততই সে শঙ্কামুক্ত থাকে, মাটির কাছাকাছি হলেই বিপদ-আপদ তাকে ঘিরে ধরে। মানুষের অন্তরও শয়তানের বন্দীশালার যত গহীনে আবদ্ধ হবে, তত কঠিন বিপদ-আপদ তাকে গ্রাস করবে। নবীজি ﷺ বলেন—

الشَّيْطَانُ ذِئْبُ الإِنْسَانِ

> *'শয়তান হলো মানবজাতির জন্য ধূর্ত নেকড়ের মতো।'*[১]

রাখালহীন বকরি যেমন নেকড়ের পালের মাঝে দ্রুতই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, মানুষও তেমনি আল্লাহ তাআলার নিরাপত্তা-বেষ্টনীর বাইরে চলে গেলে দ্রুতই নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে ধাবিত হতে থাকে। নেকড়ের দল যেমন রাখালহীন বকরিকে নিমিষেই শিকার করে ফেলে, মানবাত্মাকেও শয়তানের হিংস্র থাবা ছিন্নভিন্ন করে দেয় এক মুহূর্তেই।

বকরি রাখালের যত কাছে থাকে, নেকড়ের আক্রমণ থেকে সে ততই নিরাপদ থাকে; আর রাখালের কাছ থেকে যত দূরে চলে যায়, ততই প্রাণনাশের ঝুঁকির দিকে এগুতে থাকে। এমনিভাবে মানবাত্মাও আল্লাহ তাআলার যত কাছে থাকে ততই সে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও হিংস্র থাবা থেকে সুরক্ষিত থাকে; আর আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সে যত দূরে সরতে থাকে, ততই সে ধ্বংসের নিকটবর্তী হয়।

মানবাত্মা ধ্বংসের চার উপাদান

মানুষকে তার রব থেকে দূরে সরিয়ে পার্থিব ও পরকালের জগতের চূড়ান্ত ক্ষতির দিকে ঠেলে দেয় আত্মার চার ব্যাধি।

- গাফলত।
- আল্লাহর নাফরমানি।
- নিফাক।
- শিরক।

এই চারটি ক্ষতিকর স্বভাব পর্যায়ক্রমে মানুষকে নষ্ট করে। সর্বপ্রথম গাফলত

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ২২০২৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানুষের অন্তরকে আল্লাহভোলা করে আল্লাহ তাআলার নিরাপদ বেষ্টনী থেকে বের করে দূরে নিয়ে যায়। এরপর মাসিয়াত তথা আল্লাহর নাফরমানির দ্বারা বান্দা ও আল্লাহ তাআলার মাঝে আরও দীর্ঘ দূরত্বের সৃষ্টি হয়। সর্বশেষে মানবাত্মাকে মহাধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় নিফাক বা মুনাফিকি এবং আপন রবের সাথে শিরকের মতো গর্হিত মন্দ কাজ।

অপরদিকে আল্লাহ-ভীতি ও তাকওয়া হলো মানুষের নিরাপত্তা-বেষ্টনী, নিরাপদ দুর্গ, শয়তানকে প্রতিহতকারী ঢাল, নফসের ধোঁকার বিপরীতে শক্তিশালী আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা। তাকওয়া মানুষকে যেমন তার চিরশত্রু শয়তান থেকে নিরাপদ রাখে, তেমনি তা জাগতিক সকল ঝামেলা, কষ্ট-ক্লেশ ও পরকালীন সকল দুশ্চিন্তা ও করুণ পরিণতি থেকে সর্বোত্তম পন্থায় হেফাযত করে।

গুনাহ মানুষের মান-সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেয়

আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার অন্যতম শাস্তি হলো, আল্লাহ তাআলার নিকট গুনাহগার ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলাফল হিসেবে সে সৃষ্টিজগতেও মান-সম্মানহীন ব্যক্তিতে পরিণত হয়। মানবজাতির মাঝে যে ব্যক্তির তাকওয়া-গুণ সর্বাধিক, আল্লাহ তাআলার নিকট তার মর্যাদাও সর্বোচ্চ। যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যে সবার চেয়ে এগিয়ে থাকে, সে মহান রবের ততই নৈকট্য অর্জন করে। বান্দা তার আনুগত্যের মাত্রা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার নিকট তার অবস্থান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে নেয়। আবার বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার কোনো আদেশ অমান্য করে কিংবা রবের অবাধ্য হয়ে ওঠে তখন সে নিজেই নিজের অবস্থানকে নষ্ট করে ফেলে। আর আল্লাহ তাআলার নিকট যার অবস্থান নষ্ট হয়ে যায়, মানুষের নিকটও তার অবস্থান ও মর্যাদা নষ্ট হতে শুরু করে। আল্লাহর অবাধ্য হতে হতে একপর্যায়ে আল্লাহর নিকট এবং মানুষের নিকটও তার কোনো স্থান বা মর্যাদা বাকি থাকে। গুনাহের শাস্তিস্বরূপ মান-সম্মানহীন নিতান্ত তুচ্ছ এক মানুষে পরিণত হয়ে যায়। অপমান-অপদস্থতার দুঃসহ এক জীবন নিয়ে সে বেঁচে থাকে। সমাজের বোঝা হয়ে, গুরুত্বহীন হয়ে যায়। কোনো সম্মান থাকে না তার জীবনে। তার সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনার সকল অনুভূতি মানুষের নিকট গুরুত্বহীন হয়ে যায়। এই নীরব কষ্ট আর যন্ত্রণা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সয়েও গুনাহগার ব্যক্তি কেবল প্রবৃত্তির নেশার ঘোরে মোহগ্রস্ত হয়ে সে তার নাফরমানিতে মত্ত থাকে।

বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার অন্যতম একটি নিয়ামত হলো, আল্লাহ তাআলা সমাজের বুকে তার নাম, মান, মর্যাদা উঁচু করে তোলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর নির্বাচিত বান্দা ও নবীগণের ব্যাপারে ইরশাদ করেন—

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ - إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ

> *'আপনি স্মরণ করুন, হাত ও চোখের অধিকারী আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা। আমি তাদেরকে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তথা তাদেরকে এই জগতের উত্তম আলোচনা ও স্মরণের মধ্যমণি বানিয়ে দিয়েছি।'*[১]

অর্থাৎ, লোকেরা তাদেরকে নিয়ে উত্তম ও সুন্দর আলোচনা করবে।

প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

> *'আর আমি তো আপনার নাম ও আলোচনাকে করেছি সমুচ্চিত।'*[২]

নবীদের অনুসরণ করে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার পথে নবীর উম্মত হিসেবে উত্তরাধিকার সূত্রে একজন নেককার বান্দাও নবীদের জন্য প্রদত্ত গুণাবলি অনেকাংশেই অর্জন করতে পারে। আর আল্লাহর নাফরমানির দ্বারা বান্দা সেসকল গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে বিপরীত চরিত্রে নিজেকে প্রকাশ করে।

---

[১] সূরা সোয়াদ, আয়াত-ক্রম : ৪৫, ৪৬
[২] সূরা আলাম নাশরাহ, আয়াত-ক্রম : ৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গুনাহ মানুষকে নিন্দিত করে তোলে

গুনাহে নিমজ্জিত ব্যক্তির নাম থেকে উত্তম উপাধি ও পরিচয় তুলে নেয়া হয়। প্রশংসামূলক ও সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা তার নাম ভূষিত হয় না। নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত সব উপাধি তার জন্য বরাদ্দ হয়ে যায়। তার নামের সাথে কেউ তখন মুমিন, নেককার, মুহসিন, মুত্তাকী, আল্লাহর আনুগত্যশীল, তাওবাকারী, আল্লাহর ওলী, বুযুর্গ, আল্লাহভীরু, সালিহ, ন্যায়পরায়ণ, ইবাদাতগুজার, আল্লাহমুখী, উত্তম, আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত, নৈকট্যশীল বান্দা—ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করে না।

তার জন্য ব্যবহার করা হয় ফাজির, পাপিষ্ঠ, নাফরমান, মুখালিফ বা ইসলাম-বিদ্বেষী, গুনাহগার, মুফসিদ, বিশৃঙ্খলাকারী, খবিস, নিকৃষ্ট, নরাধম, যিনাকার, ব্যভিচারী, খুনি, মিথ্যুক, খিয়ানতকারী, অবিশ্বস্ত, চোর, ডাকাত, আত্মীয়তার সম্পর্কছিন্নকারী, ধোঁকাবাজ—ইত্যাদি সব মন্দ বিশেষণ।

এই ধরনের পঙ্কিলতাপূর্ণ নামেই গুনাহগারকে অভিহিত করা হয়। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে—

بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ

> *'ঈমানের সৌভাগ্য অর্জনের পর কাউকে নিকৃষ্ট নামে ডাকা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।'*[১]

এই আয়াতে ঈমানদার ব্যক্তিকে ফাসিক বলে আহ্বান করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি গুনাহে নিমজ্জিত হয়, বদকারের জীবনকে বেছে নেয়, সে মহান রবের ক্রোধের অনলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। জাহান্নামের আগুন হয় তার গন্তব্য। জাগতিক জীবনে সে লাঞ্ছনা আর অপদস্থতাকে বরণ করে নেয়। পক্ষান্তরে নেককার ও সৎ বান্দাদের জন্য যেসকল নাম ও বিশেষণ ব্যবহার করা হয়, সেই নাম তাদেরকে মানবসমাজে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জন করে তারা। জান্নাতের সুশীতল জীবনধারা তাদেরকে আলিঙ্গন করে নেয়।

[১] সূরা হুজুরাত, আয়াত-ক্রম : ১১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর অবাধ্য ব্যক্তি জাগতিক এই জীবনে যেসকল গ্লানিমূলক নিন্দনীয় নাম ও ভূষণের অধিকারী হয়, সমাজে তাকে যেসমস্ত লজ্জাজনক নামে তাকে ডাকা হয়, সুস্থ বিবেকের দৃষ্টিতে গুনাহ থেকে বিরত থাকার জন্য জাগতিক এই গ্লানি ও লজ্জাটুকুই যথেষ্ট। আর গুনাহ থেকে বিরত থেকে সৎ ও নেক কাজের তাৎক্ষণিক প্রতিদান হিসেবে একজন ঈমানদার ব্যক্তি জাগতিক যেসকল প্রশংসামূলক উপাধিতে ভূষিত হয়, শুধুমাত্র সেসব বিশেষণে বিশেষায়িত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাটাই একজন বিবেকবান মানুষ আনুগত্যশীল ও ইবাদাতগুজার হবার জন্য যথেষ্ট।

গুনাহ মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে প্রভাবিত করে

গুনাহ মানুষের বোধ ও বুদ্ধি হ্রাস করায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে। একজন চালাক-প্রকৃতির গুনাহগার বান্দার তুলনায় বুদ্ধিমান আনুগত্যশীল বান্দার মেধার প্রখরতা ও তীক্ষ্ণতা অধিক কার্যকরী থাকে। তার চিন্তা-চেতনায় সত্য ও সঠিক দিক ফুটে ওঠে। তাঁর মত ও প্রস্তাবনা বাস্তবমুখী ও গ্রহণযোগ্য হয়। পবিত্র কুরআনুল কারীমেও আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন আয়াতে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন—

وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ

'বিবেক-বোধসম্পন্ন হে সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে ভয় করো।'[১]

فَاتَّقُوا اللَّهَ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'সফল হওয়ার লক্ষ্যে তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, হে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়!'[২]

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

'প্রকৃত বিচক্ষণ ব্যক্তিরাই শিক্ষা অর্জন করে।'[৩]

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৯৭
[২] সূরা মায়িদা, আয়াত-ক্রম : ১০০
[৩] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ২৬৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর বাস্তবতা হলো, প্রকৃত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনোই এমন সত্তার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না, যাঁর নিয়ন্ত্রণে সে বেঁচে থাকে, যাঁর দৃষ্টিসীমার মাঝেই তার ওঠাবসা। যে মহান সত্তার নিকট কোনো বিষয়ই গোপন থাকে না, তার অবাধ্যতা প্রকাশ করে কোনো ব্যক্তি কখনোই নিজেকে পূর্ণ ও প্রখর মেধার অধিকারী দাবি করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে একজন গুনাহগার ব্যক্তিও আল্লাহ তাআলার ক্রোধে জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত আল্লাহর নিয়ামতের দ্বারাই জীবন ধারণ করে বেঁচে থাকে। নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে সে জীবনের প্রতিটি ক্ষণে মহান রবের অসন্তুষ্টি, দূরত্ব আর অভিশাপের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। পাপ-পঙ্কিলতাপূর্ণ জীবনের কালো অধ্যায়ে সে আল্লাহ তাআলার দয়ার দরজা থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করছে, তার অবাধ্য আচরণে আল্লাহ তাআলা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, তাকে পদে পদে অপদস্থ করছেন। জীবনের সুখ-শান্তি, মহান রবের সন্তুষ্টি, ভালোবাসা, নৈকট্য, চক্ষু ও অন্তরের প্রশান্তি, নেককার ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের দলভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য—স্বার্থক জীবনের সকল উপাদান থেকে সে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসে মোহগ্রস্ত কোনো পাপিষ্ঠ লোককে এজন্যই পূর্ণমাত্রার বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান বলে বিশেষায়িত করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। ক্ষণস্থায়ী এ আনন্দ-উপকরণ একদিন তার জীবন থেকে আধোঘুমের স্বপ্নের মতো নিঃশেষ হয়ে যাবে। চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি আর মহাসাফল্যের সোপান অধরাই থেকে যাবে তার জীবনে। জাগতিক ও পরকালীন জীবনের এ মহাসৌভাগ্যকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে অস্থায়ী ও অনিশ্চিত এক উশৃঙ্খল আয়েশি জীবন গ্রহণকারী এমন পাপিষ্ঠ ব্যক্তি যদি দুনিয়াবি অন্য কোনো স্বাভাবিক বিষয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হতো, তাকে অবশ্যই মানসিক বিকারগ্রস্ত পাগল বলে আখ্যায়িত করা হতো।

সুস্থ বিবেক ও বুদ্ধিমত্তার আলোকে এ কথা সহজেই বোঝা যায়—প্রকৃত সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশসহ সবধরনের নিয়ামত মহান রবের সন্তুষ্টিতেই নিহিত রয়েছে। আর সকল প্রকার দুঃখ, কষ্ট, ক্লেশ ও যন্ত্রণা রবের অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের মাঝে লুকায়িত।

চোখের শীতলতা, আত্মার প্রশান্তি, প্রাণবন্ত হৃদয়, হৃদয়ের প্রফুল্লতা, জীবনের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্বাদ, বেঁচে থাকার স্বার্থকতা এবং পরকালের অমূল্য নিয়ামতরাজি—সবকিছুর চাবি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। পরকালীন নিয়ামতের সামান্যতম অংশও যদি বান্দার ভাগ্যে জুটে যায়, দুনিয়ার সকল নিয়ামত তার নিকট তুচ্ছ ও গৌণ মনে হবে। মহান রবের আনুগত্য ও সন্তুষ্টির চেষ্টারত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ঈমানদার ব্যক্তি কার্যত দুনিয়াতেও আল্লাহর নাফরমান বান্দার চেয়ে উত্তম ও উৎকৃষ্ট জীবন যাপন করে। নিশ্চিন্ত ও ভাবনাহীন স্বাচ্ছন্দ্যময় এক জগত-সংসারে সে বসবাস করে। নাফরমান বান্দার তুলনায় তার জীবনের দুঃখ, কষ্ট, দুশ্চিন্তা তুলনামূলক কম ও সহনীয় পর্যায়ে থাকে। একজন নেককার বান্দা প্রকৃতপক্ষে একইসাথে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের নিয়ামতের সুখ-সাগরে ভাসতে থাকে। আর গুনাহগার বান্দার পরিণতি কতই-না করুণ! সাময়িক ও ক্ষণিকের ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে সে চিরস্থায়ী সুখের ঠিকানা হারিয়ে ফেলে। সে যেন কোনো নির্বোধ ব্যবসায়ী; মূল্যবান মণিমুক্তা দিয়ে যে বাজার থেকে শুকনো গোবর খরিদ করে, সুগন্ধযুক্ত মেশক আম্বর দিয়ে কেনে দুর্গন্ধময় আবর্জনা। আল্লাহ তাআলার নিয়ামতপ্রাপ্ত নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেকলোকদের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ নষ্ট করে অভিশপ্ত লোকদের সংশ্রবকে সে গ্রহণ করেছে।

ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ায় মুমিনগণ যে কষ্ট ও সাময়িক দুশ্চিন্তার শিকার হন, সে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ

> *‘যদি তোমরা কষ্টপ্রাপ্ত হও, তবে তারাও তো তোমাদের মতোই কষ্টপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তোমরা আল্লাহ তাআলার নিকট যা আশা করো, তারা তা আশা করে না।’*[১]

[১] সূরা নিসা, আয়াত-ক্রম : ১০৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গুনাহ আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক নষ্ট করে

গুনাহের উল্লেখযোগ্য একটি ক্ষতি হলো, গুনাহ আল্লাহ তাআলা ও বান্দার মধ্যকার সম্পর্ক বিনষ্ট করে। আর আল্লাহ তাআলার সাথে যখন বান্দার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় তখন যাবতীয় কল্যাণের দরজা তার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। বান্দার সামনে তখন অকল্যাণ আর অমঙ্গলের দ্বার উন্মোচিত হয় যায়। জীবনের সফলতা, আশা-ভরসা—সব নিঃশেষ হয়ে যায় তার জন্য। চিরন্তন শ্বাশত অভিভাবক আল্লাহ তাআলার সাথে এক মুহূর্তের সম্পর্কহীনতার কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। বান্দাকে এর পরিণতি অবশ্যই ভোগ করতে হয়। অমঙ্গলের সকল উপায় ও উপকরণ তার সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেয়া হয়। মহান রবের সাথে এই সম্পর্কহীনতার কুফল ও পরিণতি বান্দা কল্পনাও করতে পারে না।

একজন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ বলেন, 'বান্দা যদি আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, শয়তান তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে। আর আল্লাহর অভিভাবকত্বে যদি সে থাকে তাহলে শয়তানের কুমন্ত্রণা তাকে ধরাশায়ী করতে পারে না।' আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ

> *'আর আপনি স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফিরিশতাদেরকে আদেশ করে বললেন, তোমরা আদমকে সিজদা করো, তখন ইবলিস ব্যতীত সবাই সিজদা করল। সে ছিল জীন জাতির অন্তর্ভুক্ত। সে তার রবের আদেশ অমান্য করল। সুতরাং তোমরা কি আমাকে রেখে তাকে এবং তার বংশধরকেই অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের স্পষ্ট দুশমন।'*[১]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে লক্ষ করে বলেছেন—আমি তোমাদের পিতা আদমকে সৃষ্টি করেছি। তাকে সম্মানিত করেছি। তার মর্যাদা

[১] সুরা কাহাফ, আয়াত-ক্রম : ৫০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সমুন্নত করেছি। শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। তার সম্মানার্থে তাকে সিজদা করার জন্য আমার সকল ফিরিশতাকে আদেশ করেছি। ফিরিশতাগণ আমার কথা অনুযায়ী তাকে সিজদাহ করল। কিন্তু আমার ও আদমের শত্রু সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আমার আনুগত্য ত্যাগ করল। আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে সেই শত্রু ও তার অনুগামীদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য কীভাবে শোভা পায়? আমারই নাফরমানির জন্য তোমরা তার অনুসরণ করবে? আমার সন্তুষ্টির বিপরীতে তোমরা তার অধীন হবে! অথচ ইবলিস ও তার বংশধরেরা তোমাদের চূড়ান্ত দুশমন। আমি আল্লাহ তার বিরুদ্ধচারণের জন্য তোমাদেরকে আদেশ করেছি। আমিই তো বিশ্বজগতের বাদশাহ! জগতের বাদশাহর দুশমনের সাথে যাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে তারাও বাদশাহর দুশমনের মতোই। জেনে রাখো, দুশমনের বিরুদ্ধচারণ ব্যতীত আমার প্রতি তোমাদের আনুগত্য ও ভালোবাসা পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। আর অভিশপ্ত নরাধম ইবলিস; সে তো শুধু আমার শত্রু নয়, তোমাদেরও শত্রু। সুতরাং কীভাবে তোমরা তার প্রতি আন্তরিক হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করো! আমার অধীনতার দাবি নিয়ে তোমরা কীভাবে তাকে ও তার সহকারীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে আগ্রহী হও!

আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদেরকে এখানে যে সুরে সম্বোধন করেছেন, এরমধ্যে সূক্ষ্ম এক ধরনের ভর্ৎসনাও লুকিয়ে আছে; যে ভর্ৎসনার ভাষ্য অনেকটা এরকম—'তোমাদের আদি পিতা আদমকে আমি সৃষ্টি করে আমার উত্তম সৃষ্টি ফিরিশতা-জাতিকে আদেশ করেছি তাকে সম্মান প্রদর্শন করতে। আদমের সম্মানার্থে আমি তাদেরকে সিজদা করারও নির্দেশ দিয়েছি। নির্দেশ মুতাবিক তারা তাকে সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক সিজদা করেছে। কেবল ইবলিস তার নিজ অহংকারের দরুণ সিজদা করা থেকে বিরত থেকেছে। তোমাদের আদি পিতার জন্যই সে আমার শত্রুতে পরিণত হয়েছে। সেই শত্রুর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে তোমরা এখন আমার এই দুশমনির প্রাপ্য দিচ্ছ!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গুনাহ মানব-জীবনের বারাকাহ নিঃশেষ করে দেয়

গুনাহ মানব-জীবনের বারাকাহ নষ্ট করে ফেলে। গুনাহগার ব্যক্তির আয়ুষ্কাল, রিযিক, ইলম, আমল ও ইবাদাতে কোনো বারাকাহ থাকে না। তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় বারাকাহ নিঃশেষ হয়ে যায়। আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত ব্যক্তির জীবনে প্রাচুর্য হারিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

> *'আর যদি জনপদের অধিবাসীগণ ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের নিয়ামতসমূহের বারাকাহ'র দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম।'*[১]

অন্যত্র ইরশাদ করেন—

وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ

> *'আর তাদেরকে এ মর্মে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করা হয়েছে যে, তারা যদি সত্যের পথে অবিচল থাকত, তাহলে আমি প্রচুর পানি বর্ষণের নিয়ামতে পরীক্ষাস্বরূপ তাদেরকে সিক্ত করতাম।'*[২]

একজন বান্দা অবশ্যই তার কৃত গুনাহের কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন, 'রুহুল কুদস আমার অন্তরে এ কথা ঢেলে দিয়েছেন যে, জগতের প্রতিটি প্রাণীই তার নির্ধারিত রিযিক ভোগ করে মৃত্যুবরণ করবে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো এবং উত্তমভাবে রিযিক তালাশ করো। আর আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য যা কিছু রয়েছে তা কেবল তাঁর আনুগত্য দ্বারাই অর্জন করা সম্ভব।'[৩]

---

[১] সূরা আরাফ, আয়াত-ক্রম : ৯৬
[২] সূরা জীন, আয়াত-ক্রম : ১৬, ১৭
[৩] হিলয়াতুল আওলিয়া—১০/২৬, ২৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্বস্তি ও নির্মল আনন্দ মহান রবের সন্তুষ্টি ও তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তিনি দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও কষ্ট-ক্লেশকে তাঁর প্রতি সন্দেহবোধ আর তাঁর অসন্তুষ্টির মধ্যে রেখে দিয়েছেন।

এর আগের একটি অনুচ্ছেদে ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ'র কিতাবুয যুহদ থেকে একটি হাদীসে কুদসী উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—'আমি আল্লাহ, যখন আমি রাজি-খুশি থাকি, তখন বারাকাহ দান করি; আমার বারাকাহ সীমাহীন। আর যখন আমি রাগান্বিত হই, তখন বান্দার ওপর লানত বর্ষণ করি। আমার লানত বান্দার সাত প্রজন্মকে গ্রাস করে নেয়।[১]

বান্দার রিযিক ও কর্মের ব্যাপকতা এবং পরিধি মূলত পরিমাণের আধিক্য দিয়ে নির্ণিত হয় না। জীবনের আয়ুষ্কাল মাস আর বছরের গণনা দিয়ে বিবেচনা করা যায় না। জীবন আর রিযিকের পরিধির ব্যাপকতা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহপ্রদত্ত বারাকাহ দ্বারাই তৈরি হয়।[২]

আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার কারণে মানুষের রিযিক ও জীবনের বারাকাহ নষ্ট হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা ও নাফরমানির নেতৃত্বে থাকে অভিশপ্ত ইবলিস। যারা নাফরমানিতে লিপ্ত হয়, তাদের শাসক ও রক্ষকের ভূমিকায় শয়তান সর্বদা সক্রিয় থাকে। শয়তানের দিক-নির্দেশনার অধীন হয়ে যায় গুনাহগারের দল। আর নশ্বর এই পৃথিবীর যেসকল অঙ্গন শয়তানের পদচারণায় মুখরিত হয়, জীবনের যেসকল ক্ষেত্রে শয়তানের প্রভাব বিস্তার করে সেসকল স্থান ও অঙ্গন থেকে আল্লাহ তাআলার বারাকাহ উঠিয়ে নেওয়া হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিনিয়ত কাজের শুরুতে আল্লাহ তাআলার নাম উচ্চারণের একটি নিগূঢ় রহস্য উন্মোচিত হয় এই আলোচনাতে। হাদীসে প্রাত্যহিক সকল কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া বা আল্লাহর নাম নেওয়ার জন্য আমাদেরকে

---

[১] ৪৭ নম্বর পৃষ্ঠার টীকা [৩] দ্রষ্টব্য।

[২] আল্লাহপ্রদত্ত বারাকাহ'র মূল রহস্য এখানেই। ধনাঢ্যতা ও অর্থ-বিত্তের আধিক্য মানুষের কোনো কাজে আসে না, যদি আল্লাহ তাআলা সেই বিত্তে বারাকাহ না দেন। বারাকাহবিহীন বিত্তের প্রাচুর্য মানুষের উপকার করতে পারে না। আর আল্লাহ তাআলা যদি বারাকাহ দান করেন, তাহলে সামান্য অর্থ-সম্পদও মানুষের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। মানুষের জীবনও আল্লাহপ্রদত্ত বারাকাহর মাধ্যমে স্বার্থক ও কর্মমুখর হয়ে ওঠে। অনেকেই দীর্ঘায়ু লাভ করে, কিন্তু বারাকাহ না থাকায় তার জীবন অনর্থকই কেটে যায়। আবার আল্লাহপ্রদত্ত বারাকাহওয়ালা সংক্ষিপ্ত জীবন অল্প সময়ে এমন কাজ ও কর্মে সফলকাম হয়, যা দীর্ঘায়ুপ্রাপ্ত ব্যক্তির সারা জীবনেও অর্জন করা সম্ভব হয় না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি কাজের শুরুতে আল্লাহর নাম উচ্চারণকে ইসলামী শরীয়তে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পোষাক পরিধান করা, ঘর থেকে বের হওয়া, ঘরে প্রবেশ, পানাহার, গাড়িতে আরোহণ, স্ত্রী-সহবাস—ইত্যাদি সকল কাজের শুরুতেই আল্লাহর নাম নেওয়া সুন্নত। পবিত্র এই নাম বারাকাহ নামিয়ে আনে, শয়তানকে দূরীভূত করে দেয়।

মানব-জীবনের বারাকাহ কেবল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই অর্জিত হয়। তিনি ব্যতীত কেউ বারাকাহ দান করতে সক্ষম নয়। জগতের সকল বারাকাহ'র আধার একমাত্র তিনিই। এমনকি আল্লাহ তাআলার সাথে যতকিছু সম্পৃক্ত করা হয়, সবকিছুই বারাকাহপূর্ণ বা মুবারক হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালাম, তাঁর প্রেরিত রাসূল, মুমিন বান্দাগণ, কাবা শরীফ—সকল কিছুই বারাকাতে ভরপুর। কিনআন[১] অঞ্চলকেও বরকতময় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে পবিত্র কুরআনে। আল্লাহ তাআলার দিকে যা কিছুই সম্পৃক্ত করা হয়, তার সবই বারাকাহসমৃদ্ধ হয়ে যায়। এই সম্পৃক্তির অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলার প্রভুত্ব, আনুগত্য, তাঁর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দিকে সম্পৃক্ত হওয়া। এই অর্থের বাইরে সৃষ্টিজগতের সবকিছু আল্লাহ তাআলার দিকে সর্বদাই সম্পৃক্ত।

আল্লাহ তাআলা বারাকাহর বিপরীতে লানত বা অভিশাপ রেখেছেন। তিনি যেমন তাঁর নির্বাচিত সৃষ্টিজগত বারাকাহসমৃদ্ধ করেছেন, তেমনি জগতের কিছু হতভাগা সৃষ্টির ওপর অভিশাপও দিয়েছেন। পাপাচারে ভরপুর পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলেও আল্লাহ তাআলা অভিসম্পাত করেছেন। তেমনি নরাধম কিছু পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও আল্লাহর লানতের অনলে ভস্ম হয়েছে তাদের গুনাহের কারণে। আল্লাহর অভিশাপে জর্জরিত এসকল স্থান, মানুষ আর কাজ যাবতীয় কল্যাণ ও বারাকাহ থেকে সর্বদা বঞ্চিত থাকে।

আল্লাহ তাআলা ইবলিসকে অভিশপ্ত করেছেন, নিকৃষ্ট জীবে পরিণত করে তাকে রহমত থেকে বহু দূরে ঠেলে দিয়েছেন। আর যারা এই অভিশপ্ত ইবলিসের আনুগত্য করে ইবলিসের নিকটভাজনে পরিণত হয়, তারাও আল্লাহ তাআলার অভিশাপে আটকে যায়। এই অভিশাপের কারণে তাদের জীবন ও সম্পদ থেকে

[১] বর্তমান সিরিয়াকে কুরআনুল কারীমে কিনআন বলে অভিহিত করা হয়েছে। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কুরআনের নয়টি আয়াতে শামের ফযীলত ও বারাকাহর কথা বলা হয়েছে।' আর আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, 'ছয়টি আয়াতে শাম অঞ্চলের বরকতের কথা বলা হয়েছে।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বারাকাহ নিঃশেষ হয়ে যায়।

জীবনের যে সময়, অর্থ, বুদ্ধি, জ্ঞান ও সম্মান মহান রবের নাফরমানিতে ব্যয় করা হয়, তা বান্দার কোনো কাজে আসে না। বরং ব্যয়কৃত এ সবকিছু আল্লাহ তাআলার দরবারে বান্দার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে। তাই একজন মানুষের জীবনের সে-সময়টুকুই তার কাজে আসবে, যে সময়ে সে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করেছে। যে সম্পদকে সে কল্যাণের জন্য ব্যয় করেছে, সে সম্পদই তাকে প্রকৃত উপকার পৌঁছাতে পারবে। যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও সম্মানকে কাজে লাগিয়ে সে শরীয়তের হুকুম-আহকাম মেনেছে, আল্লাহ তাআলার দরবারে সে-সব তার পক্ষে সুপারিশ করবে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীতে কেউ কেউ শতায়ু লাভ করলেও বেঁচে থাকার মতো বেঁচে থাকার আয়ুষ্কাল হয়তো তার থাকে ১০-১৫ বছর। কেমন যেন মূল্যবান ধন-রত্নের ভাণ্ডারের মালিক হয়েও সে নিজের কাজের জন্য ১০০-২০০ টাকাও খরচ করতে অক্ষম।

তিরমিযী'র বর্ণনা, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ، أَوْ عَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ

> *'আল্লাহর যিকির এবং যিকির-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আমল, আলিম ও তালিবুল ইলম ব্যতীত জগতের সকল কিছুই অভিশপ্ত।'*[১]

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا مَا كَانَ لِلَّهِ

> *'পৃথিবীতে যা কিছু আল্লাহর জন্য নয়, তার সবই অভিশপ্ত।'*[২]

অর্থাৎ, যা কিছু কেবল আল্লাহ তাআলার জন্য হবে, কিংবা তাঁর সাথে সম্পৃক্ত—সবই বারাকাহময়। এর বাইরের সকল আয়োজনই আল্লাহর অভিশাপে পূর্ণ।

[১] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ২৩২২
[২] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ২৩২২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গুনাহগার ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে নীচুস্তরের জীবন যাপন করে

গুনাহের অন্যতম ক্ষতি হলো, গুনাহ মানুষকে নিম্নমানের পদ, মর্যাদা ও জীবনধারার দিকে ঠেলে দেয়। অথচ মানুষকে সুউচ্চ মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা তার সৃষ্টিজগতকে দুই স্তরে ভাগ করেছেন। সম্মানিত ও উঁচুস্তরের সৃষ্টিজগত এবং নিম্নস্তরের সৃষ্টিজগত। আল্লাহ তাআলা আনুগত্যশীল বান্দাদেরকে 'ইল্লিয়্যীন' নামের উঁচু স্তরে সমাসীন করবেন। আর নাফরমান বান্দাদেরকে নীচু স্তরে জায়গা দেবেন। মহান রবের এই স্তরবিন্যাস দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই কার্যকর হবে। আল্লাহর অনুগত বান্দাগণ পৃথিবীতে সম্মানের সাথে বসবাস করবেন। আর আল্লাহর হুকুম অমান্যকারীরা (আখিরাতে তো বটেই,) দুনিয়াতেও অপদস্থ হবে, লজ্জার জিন্দেগি যাপন করবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগত বান্দাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মান দান করেছেন। আর লাঞ্ছনার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন অবাধ্যদের উপর।

নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي

> *'আমাকে পৃথিবীর বুকে কিয়ামতের আগে সর্বশেষ নবী হিসেবে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে তরবারি সমেত পাঠানো হয়েছে, বর্শার নিচে আমার রিযিক রাখা হয়েছে; যারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে, লাঞ্ছনা আর অপদস্থতা তাদের জন্য অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে।'*[১]

বান্দা যখনই আল্লাহর কোনো হুকুমের অবাধ্য হয়, সে তার স্থান থেকে এক ধাপ নিচে নেমে যায়। আর বান্দা যখন অবিরাম গুনাহে লিপ্ত থাকে তখন তার মান-মর্যাদা ও জীবনাচারেরও অধঃপতন ঘটতে থাকে। গুনাহে জর্জরিত পতনোন্মুখ জীবন সৃষ্টিজগতের একদম তলানিতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। যাকে পবিত্র কুরআনের ভাষায় 'আসফালু সাফিলীন' বলা হয়েছে।

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ৫১১৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পক্ষান্তরে বান্দা যখন মহান রবের আনুগত্যের পথে অগ্রসর হতে থাকে, তখন সে তার স্থান থেকে উঁচুতে আরোহণ করতে থাকে। আনুগত্যময় জীবন ধারণ করে সে সম্মান ও মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়। আখিরাতে তাকে 'ইল্লিয়্যীন' নামক স্থানে সমাসীন করা হয়।

বান্দার সামগ্রিক জীবনের আমল অনুপাতে তার জন্য 'ইল্লিয়্যীন' কিংবা 'সাফিলীন'—এ দুই স্তরের যেকোনোটিতে জায়গা দেওয়া হবে।

গুনাহগার ব্যক্তির প্রতি অন্যরা স্পর্ধা প্রদর্শন করে

গুনাহের উল্লেখযোগ্য একটি সাজা হলো, গুনাহগার ব্যক্তির প্রতি অন্য লোকেরা খুব সহজেই কঠোর ও স্পর্ধামূলক আচরণ করে থাকে। তাদের সাথে বেপরোয়া আচরণ করার মতো দুঃসাহসী হয়ে ওঠে সাধারণ লোকজন। শুধু মানুষই নয়, পুরো সৃষ্টিজগতই তাদের সাথে স্পর্ধামূলক আচরণ করে। ইবলিস বাহিনী তাকে বিভিন্ন ধরনের কুমন্ত্রণা দিয়ে উত্যক্ত করে তোলে, এবং বিভ্রান্ত করতে থাকে। মনের মধ্যে অমূলক ভয়-ভীতি ঢেলে দেয়। তার জন্য অকল্যাণ বয়ে আনে এবং মঙ্গলজনক চিন্তা তার মাথা থেকে সরিয়ে দেয়। ক্ষতিকর বিষয় থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতে তার মনে থাকে না। শয়তানের প্ররোচনায় সে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতায় পূর্ণোদ্যমে মেতে ওঠে।

আশপাশের দুষ্ট প্রকৃতির মানুষেরাও তার সাথে স্পর্ধামূলক দুঃসাহসী আচরণ করতে থাকে। তার প্রতি তাদের কোনো সম্মান কিংবা শ্রদ্ধা অবশিষ্ট থাকে না। গুনাহগার ব্যক্তি প্রতাপশালী হলেও তার অনুপস্থিতিতে তাকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করা হয়। গুনাহগার ব্যক্তির প্রতি তার পরিবার, স্ত্রী-স্বজন, ছেলে-মেয়ে, প্রতিবেশী—সবাই অবাধ্য হয়ে ওঠে। এমনকি অবলা পশুও গুনাহগার ব্যক্তির অনুগত থাকে না।

একজন আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি বলেছেন, 'যখন আমার দ্বারা কোনো গুনাহ হয়ে যায় তখন এর মন্দ প্রভাব আমি আমার স্ত্রী ও জীবজন্তুর আচরণে দেখতে পাই।'

ক্ষমতাধর শাসকবর্গ ও বিচারালয়ের লোকজনও তার প্রতি কঠোর হয়ে যায়। কুরআন-সুন্নাহর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলে শাসকবর্গ অবশ্যই তার উপর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ তাআলার হুদুদ বা নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করতেন।

গুনাহগার ব্যক্তির নফসও তার সাথে দুঃসাহসী আচরণ করতে থাকে। হিংস্র সিংহের মতো গুনাহগার ব্যক্তির নফস তার জীবনের সকল ইচ্ছা ও চাওয়া-পাওয়াকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। সে নফসের গোলামে পরিণত হয়। এমনকি কখনো যদি সে ভালো কাজের ইচ্ছা পোষণ করে তার নফস তাকে বাধা দিতে থাকে। ভালোকাজে নফস তার আনুগত্য করে না। বরং ক্রমশ তাকে ধ্বংসের দিকে টেনে নেয়।

নফসের সাথে বান্দার যে বিরামহীন দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্ব নিরসনের উপায় হলো, আল্লাহর আনুগত্যে ভরপুর গুনাহমুক্ত জীবন। মহান রবের আনুগত্য হলো দুর্গ, আনুগত বান্দা সেই দুর্গে নিরাপদ থাকে। আর আনুগত্যহীন জীবন ছেড়ে বান্দা গুনাহের জীবন গ্রহণ করে বান্দা সুরক্ষিত দুর্গের বাইরে চলে আসে। পথের বিভিন্ন দুশমন তাকে হামলা করে। এই হামলায় তার নৈতিক জীবন পর্যুদস্ত হয়ে যায়। এই বিপর্যস্ততা থেকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য তাকে বাঁচাতে পারে। মহান রবের স্মরণ, কল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজ, দান-সাদাকাহ, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, হারিয়ে যাওয়া পথিককে সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দেয়া—ইত্যাদি নেক কাজ তার জীবনকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। এ ক্ষেত্রেও বান্দার সামগ্রিক জীবনের তুলনামূলক অবস্থা বিবেচ্য। নেক ও কল্যাণের পাল্লা ভারি হলে তার জীবনের কাঁটা উন্নতি ও সফলতার দিকে ঘুরতে থাকবে। আর গুনাহ ও নাফরমানির পাল্লা ভারি হলে ধ্বংসের অনলে হারিয়ে যাবে তার জীবন। আনুগত্যশীল বান্দার পক্ষে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা থাকেন। তিনি তাঁর অনুগত বান্দাকে জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত থেকে সুরক্ষিত রাখেন। এই সুরক্ষা বান্দা নিজ ঈমান-আমলের পরিমাণ অনুপাতে পেয়ে থাকে।

গুনাহ মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে ফেলে

গুনাহের কারণে মানুষ নিজের ভালো-মন্দ বুঝতেও অক্ষম হয়ে যায়। প্রতিটি মানুষেরই জীবন-চলার পথে নানা প্রতিকূল ও অনুকূল অবস্থায় নিজের ভালো-মন্দ নিজেরই বুঝে নিতে হয়। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি পারদর্শী তাকেই অধিক বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী বলা হয়। নিজের জীবনের ভালো দিকগুলো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চিনে খুঁজে খুঁজে নিজেকে সেই পথে চালানো কিংবা জীবনের জন্য ক্ষতিকর সকল বিষয় থেকে সচেতনভাবে বেঁচে থাকার জ্ঞান ও যোগ্যতার দ্বারাই মানুষের স্তরে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গুনাহের কারণে মানুষ এই জ্ঞান ও যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

একজন গুনাহগার ব্যক্তি যখন বিপদগ্রস্ত হয়, তখন তার নফস তাকে সাহায্য করতে পারে না। তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার পরিবর্তে আরো বিপদগামী করে তোলে। অন্তর গুনাহের কারণে রুগ্ন হয়ে যায়। লাগাতার পাপের সাগরে ভেসে বেড়াতে বেড়াতে বান্দা যখন অসহায় হয়ে যায় বা কোনো বিপদে পড়ে, তখনও তার অন্তর তার ডাকে সাড়া দেয় না। বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার মতো সামান্য খড়কুটোও সে হাতের নাগালে পায় না।

গুনাহে জর্জরিত অন্তর দিশেহারা হয়ে যায়। নিশ্চিন্ত, ভাবনাহীন অন্তরের প্রশান্তি তার জীবনে অধরাই থেকে যায়। জীবনের প্রকৃত সুখ সে কখনো অনুভব করতে পারে না। মৃত ব্যক্তির মতো বেঁচে থাকে এই পার্থিব জগতে।

গুনাহগার বান্দা যখন বিপদগ্রস্ত হয়, সে আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল করতে পারে না। আল্লাহর উপর ভরসা করতে তার মন ও দেহ সায় দেয় না। মুসীবতের সময় আল্লাহমুখী হওয়া, কাকুতি-মিনতি করে মহান রবের সাহায্য প্রার্থনা করার কাজে অন্তর তাকে বাধা দিতে থাকে। আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে দুআ করলেও তার অন্তর প্রার্থনার সময় উদাস ও বেখেয়ালি থাকে। তার দুআর মাঝে প্রাণ থাকে না, হৃদয় থেকে আবেগময় একনিষ্ঠ দুআ সে করতে পারে না। এমনকি মৃত্যুর সময় সে তার করুণ পরিণতি উপলব্ধি করা সত্ত্বেও মহান রবের দিকে ফিরে আসতে পারে না। জীবনের সব ভুল-ত্রুটি বোঝার পরও তাওবার জন্য তার অন্তর সায় দেয় না। তাওবার বাক্য তার মুখে আসে না। এমনকি মৃত্যুকালীন যন্ত্রণার সময়ও যদি তার পাশ থেকে কেউ তাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, তবু সে মুখ দিয়ে পবিত্র কালিমা উচ্চারণ করতে পারে না। এমন অসংখ্য ঘটনা বিভিন্ন কিতাবে পাওয়া যায় যে, মৃত্যুর আগ মুহূর্তে যখন কালিমা পড়ার জন্য পাশ থেকে কেউ উদ্বুদ্ধ করতে থাকে, তখন মুখ থেকে কালিমা উচ্চারিত হয় না। দুনিয়ার যে কাজে সে লিপ্ত থাকে সে কাজের জন্যই তার অন্তরে হাহাকার তৈরি হয়। ফলে সেই মুহূর্তে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাকে যখন কালিমার তালকীন[1] করার কথা, তখন সে বলতে থাকে—

হায় আমার ব্যবসা!

হায় আমার দোকান!

হায় আমার প্রতিষ্ঠানের কী হবে!

হায় আমার দলের কী হবে!

এক বুযুর্গ তাঁর এক ব্যবসায়ী আত্মীয়ের মৃত্যুকালীন ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'তাকে যখন কালিমার তালকীন করা হচ্ছিল, তখন সে বলতে লাগল— "এই পণ্যটির এই দাম, এই পণ্যটি অত্যন্ত ভালো, এটা নিতে পারেন...।"'

আবার কখনো কখনো মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে কালিমার তালকীন করা হয় ঠিকই, সে নিজ থেকেও পড়তে আগ্রহী হয়, কিন্তু অদৃশ্য কোনো বাধায় সে আটকে যায়। তার মুখে জড়তা চলে আসে। মুখ দিয়ে আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ সে আর করতে পারে না। এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত আছে, তার মৃত্যশয্যায় কালিমার তালকীন করা হলে সে বলে, 'আমি তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে চাই, কিন্তু আমার জিহ্বার জড়তা আমাকে উচ্চারণ করতে দিচ্ছে না।'

আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন! এই করুণ মৃত্যুই গুনাহ থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট। তবু মানুষ গুনাহের দিকে ঝুঁকে যায়। স্বাচ্ছন্দ্যে পাপকাজে জড়িয়ে পড়ে। সুস্থ মস্তিষ্কে, নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত মুহূর্তে সে পাপাচারে লিপ্ত হয়। মহান রবের আনুগত্য করার অবারিত ও অফুরন্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহর অবাধ্য হয়। গুনাহের প্রতি অন্ধ ভালোবাসায় মগ্ন হয়। ফলে যখন মৃত্যুর যন্ত্রণায় সে কাতর হয়ে যায় তখন গুনাহের অভ্যাস থেকে আর বের হতে পারে না। সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় সে যেই গুনাহের কুমন্ত্রণা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি, মৃত্যুর যন্ত্রণায় কাতর মুহূর্তে সেই গুনাহের বিষজাল ছিঁড়ে সে বেরিয়ে আসতে পারে না। জীবনের এই অন্তিম সময়ে শয়তানও তার সমস্ত

[1] তালকীনের নিয়ম হলো, মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির পাশ থেকে কেউ আওয়াজ দিয়ে কালিমা পাঠ করে তাকে শোনাতে থাকবে, তাকেও কালিমা পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকবে। তবে কালিমা পড়ার জন্য তাকে সরাসরি আদেশ করবে না। মৃত্যুচিন্তায় বা জাগতিক কোনো পেরেশানিতে হয়তো সে কালিমা পড়তে অস্বীকার করে বসতে পারে, এবং এভাবে নিকৃষ্ট অবস্থায় তার মৃত্যু হতে পারে। তাই তাকে কালিমা পাঠের জন্য আদেশ করা যাবে না। বরং উচ্চারণ করে কালিমা পাঠ করে তাকে শোনাতে হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শক্তি প্রয়োগ করে গুনাহগার বান্দার মুক্তির সকল পথ ও উপকরণকে বন্ধ করে দিতে তৎপর হয়ে যায়। আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার শেষ সময়টুকু শয়তান বান্দাকে নিজের অনুগত করে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে। তাওবার সকল রাস্তা গুনাহগার ব্যক্তির থেকে ক্রমশই দূর থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ—

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

> *'আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদেরকে শক্তিশালী কালিমা দ্বারা দৃঢ়পদ রাখেন। জালিমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। আর আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা তাই করেন।'*[১]

সুতরাং আল্লাহ তাআলা যার অন্তরকে গাফিল করে দিয়েছেন, যার কাজকর্ম শরীয়তের সীমা অতিক্রম করে ফেলে, সে কীভাবে মঙ্গলজনক পরিণতি আর উত্তম উপসংহারের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে! যে ব্যক্তি তার মনোবাসনার পূজা করে, মহান রবের আনুগত্য থেকে দূরে থাকে, যার মুখে সারাজীবন মহান রবের নাম উচ্চারিত হয়নি, সে তার জীবনের অন্তিম সময়েও আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করতে অক্ষম হবে। তার পঙ্কিল যবানে মহান রবের পবিত্র নাম উচ্চারণ করার সৌভাগ্য সে লাভ করতে ব্যর্থ হবে।

অথচ মুত্তাকী ও আল্লাহভীরু বান্দারাও জীবনের অন্তিম মুহূর্তের ভয়ে কাবু হয়ে আছেন। আর গুনাহগার ও পাপিষ্ঠরা যেন নিজেদের বাধাহীন জীবনের নিরাপত্তার কোনো নিশ্চয়তার ওয়াদা লাভ করেছে আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে।

তাদের উদ্দেশ্যেই কুরআনুল কারীমের এই আয়াত—

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا
تَحْكُمُونَ - سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ

---

[১] সূরা ইবরাহীম, আয়াত-ক্রম : ২৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *'নাকি তোমরা আমার থেকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত স্থায়ী কোনো শপথ নিয়েছ, তোমরা যেমন চাও তোমাদের জন্য তাই থাকবে? হে নবী! আপনি জিজ্ঞেস করুন, এ ব্যাপারে তাদের দায়িত্বশীল কে?'*[১]

হাফিয আবু মুহাম্মাদ আবদুল হক ইবনু আবদির রহমান আল-আশবিলী ﵀ বলেন, 'মানব-জীবনের করুণ পরিণতির অনেকগুলো কারণ ও উপকরণ আছে (আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জীবনের করুণ পরিণতি থেকে রক্ষা করুন।)। সেগুলো হলো—

১. মানুষ জগত-সংসারের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে দুনিয়ার পেছনে ছুটতে থাকবে।

২. পরকাল-ভাবনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

৩. আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেবে।

কখনো বান্দা নির্দিষ্ট গুনাহের দিকে ধাবিত হয়, সেই সাথে কোনো এক বিষয়ে আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করে এবং কোনো এক ক্ষেত্রে এসে আল্লাহ তাআলার প্রতি সে দুঃসাহসমূলক আচরণ করে থাকে। এর পরিণতিতে সে তার অন্তরের নিয়ন্ত্রণ শয়তানের হাতে ন্যস্ত করে। তার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। অন্তর্দৃষ্টি নষ্ট হয় এবং জীবনে একটি অন্তরায় সৃষ্টি হয়। তখন কোনো নসীহত তার কোনো কাজে আসে না। এ অবস্থাতেই কখনো তার মৃত্যু চলে আসে। বহু দূর থেকে তাওবার কোনো আহ্বান হয়তো তাকে হাতছানি দেয়, কিন্তু তাওবা তার নসীবে জোটে না।

আবু মুহাম্মদ আল-আশবিলী ﵀ এ বিষয়ক একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'খলীফা নাসিরের নিকটস্থ কিছু লোক আমাকে নাসিরের মৃত্যুকালীন অবস্থার বর্ণনা দিল। তারা বলল, নাসিরের যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তখন তার শিয়রে তার সন্তান বসে তাকে কালিমা পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ করছিল। কিন্তু সে কালিমা পাঠ না করে জিজ্ঞেস করে, "আমার গোলাম কোথায়?" তার ছেলে আবারও তাকে কালিমার তালকীন করে। কিন্তু সে তার গোলামের

[১] সূরা কলম, আয়াত-ক্রম : ৩৯, ৪০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কথা জানতে চায়। এভাবে এক পর্যায়ে সে সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়। জ্ঞান ফিরে এলে সে আবার তার গোলামের কথা জানতে চায়। এরপর সে তার ছেলেকে বলে, "শুনে রাখো! আমি তোমার তরবারি চালানোর নৈপুণ্য দেখেছি। তুমি দ্রুত তরবারি নিয়ে লড়াইয়ে বের হও। একথা বলেই সে কালিমা না পড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।"'

আশবিলী ﷬ এমন আরেকজনের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, 'মৃত্যুর সময় ঐ ব্যক্তিকে বলা হলো, "তুমি কালিমা পড়ো।" সে কালিমা না পড়ে বলতে লাগল, "আমার অমুক বাড়ির এই জায়গাটা সংস্কার করা দরকার, ঐ বাগানে এই কাজ করা দরকার।"'

এরকম আরেক লোকের কথা বর্ণিত আছে; মৃত্যুকালীন যন্ত্রণায় যখন তাকে কালিমার তালকীন করা হলো, তখন সে এক তরুণীর প্রেমে বিভোর হয়ে তাকে নিয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল।

সুফিয়ান সাওরী ﷬ একবার রাতভর কান্না করলে লোকেরা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার সারারাতের কান্না কি শুধুই গুনাহের ভয়ে?' সুফিয়ান সাওরী তখন হাতে মাটি নিয়ে বললেন, 'গুনাহ তো এই মাটির থেকে তুচ্ছ। আমি তো সারারাত কেঁদেছি জীবনের করুণ পরিণতির আশঙ্কায়।'

ইমাম আহমাদ ﷬ আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মৃত্যুকালীন অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'যখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন এবং মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর হয়ে বারবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলেন, তখন তিনি আল্লাহ তাআলার এই আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন—

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ
فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

> *'আর আমি ঘুরিয়ে দেব তাদের অন্তর আর চক্ষুকে, যেভাবে তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি। এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যচারিতায় উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় ছেড়ে দেব।'*[১]

[১] সূরা আনআম, আয়াত-ক্রম : ১১০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবদুল হক ﷺ কর্তৃক লিখিত আল-আকিবাহ (পরিণতি) গ্রন্থে উল্লেখ আছে, এক ব্যক্তি সর্বদা মসজিদে আযান ও নামাযের সময় উপস্থিত থাকত। তার চালচলনে আল্লাহ তাআলার পূর্ণ আনুগত্য ও একনিষ্ঠ ইবাদাতের ছাপ ছিল। একদিন সে মিনারের চূড়ায় উঠল আযান দেওয়ার উদ্দেশ্যে। এমন সময় মসজিদের পার্শ্ববর্তী এক খ্রিষ্টান-বাড়ির মেয়ের দিকে তার দৃষ্টি পড়ে যায়। খ্রিষ্টান মেয়ের সৌন্দর্যে সে বিমোহিত হয়ে আযান দেওয়া বাদ দিয়ে মিনার থেকে নেমে সোজা মেয়ের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মেয়েটি তাকে জানিয়ে দেয়, 'আমার বাবা আমাকে কোনো মুসলমানের কাছে বিয়ে দিবেন না। তুমি খ্রিষ্টান হলেই তবে আমাকে বিয়ে করতে পারবে।' মেয়ের সৌন্দর্যের ঘোরে লোকটি ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হয়ে যায়। কিন্তু যেদিন সে ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিষ্টান হয়, সেদিনই সে ঘরের ছাদ থেকে পড়ে মারা যায়। এভাবে সে সারাজীবন আল্লাহ তাআলার অনুগত হয়ে জীবন যাপন করেও খ্রিষ্টান অবস্থায় ইন্তিকাল করে তার সারাজীবনের সকল পুণ্য আর সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

এ কারণেই আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গ, পীর-মাশায়েখগণ জীবনের মন্দ অবসানের ব্যাপারে সবসময় চিন্তিত থাকতেন। উত্তম জীবনাবসানের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ ও রোনাজারি করতেন।

গুনাহ মানুষের অন্তরকে অন্ধ করে দেয়

গুনাহের অন্যতম আরেকটি দুনিয়াবি শাস্তি হলো, পাপিষ্ঠ ব্যক্তির অন্তর অন্ধ হয়ে যায়। গুনাহের মাত্রা বেশি হলে চর্মচক্ষু অন্ধ না হলেও হৃদয়ের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়। আর অন্তর দৃষ্টিহীন বা দুর্বল হয়ে গেলে হিদায়াতের পথও সে খুঁজে পায় না। হিদায়াতের পথে চলার মতো কোনো নির্দেশনা সে পায় না।

মানুষের জীবন দুটি যোগ্যতার মাধ্যমে উন্নতি লাভ করে।

- মিথ্যা থেকে সত্যকে আলাদা করতে পারার যোগ্যতা।
- সত্যকে মিথ্যার উপর প্রাধান্য দিয়ে সত্য গ্রহণ করতে পারার যোগ্যতা।

এই দুই যোগ্যতার দ্বারাই আল্লাহ তাআলার নিকট বান্দার মর্যাদা ও স্থান নির্ধারিত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়। আল্লাহ তাআলা এই দুই যোগ্যতার কারণে নবীদের প্রশংসা করে ইরশাদ করেন—

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ

> *'আর স্মরণ করুন, হাত ও দৃষ্টির অধিকারী আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা।'*[১]

আয়াতে হাত দ্বারা সত্যকে মিথ্যার উপর প্রাধান্য দেওয়া ও সত্য বাস্তবায়ন করাকে বোঝানো হয়েছে। আর দৃষ্টি অর্থ দ্বীন ও ধর্মের দৃষ্টি—অর্থাৎ সত্যকে মিথ্যা থেকে আলাদা করতে পারার মতো অন্তর্দৃষ্টি। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা সত্য অনুধাবনের যোগ্যতা এবং কাজ-কর্মে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে পারার যোগ্যতার কারণে তাঁর নবীদের প্রশংসা করেছেন।

এই দুই যোগ্যতা অর্জনকে কেন্দ্র করে মানুষ চার শ্রেণিতে বিভক্ত।

- যারা সত্যকে পুরোপুরি অনুধাবন করে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয় এবং পূর্ণ সফলতা লাভ করে। তারা আল্লাহ তাআলার নিকট সম্মানিত ও মর্যাদাবান থাকে। আল্লাহর দরবারে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত হয়।

- যারা সত্যকে অনুধাবন করতে পারে না। সত্য প্রতিষ্ঠা করারও কোনো শক্তি কিংবা মনোবাসনা রাখে না। পৃথিবীতে এই শ্রেণির মানুষের সংখ্যা বেশি। এরা দুর্বল চিত্তের অধিকারী হয়। লজ্জা আর অপদস্থতা এদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে।

- তৃতীয় শ্রেণির লোকেরা সত্যকে অনুধাবন করতে পারে। সত্যকে পুরোপুরি মেনে নেয়। কিন্তু দুর্বলতার কারণে তারা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম থাকে। সত্যের দিকে মানুষকে আহ্বান করতে ব্যর্থ হয়। দুর্বল মুমিন বান্দাগণ এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এজন্যই আল্লাহ তাআলার নিকট দুর্বল মুমিনের তুলনায় শক্তিশালী মুমিন উত্তম।

- চতুর্থ শ্রেণির লোকেরা সত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সচেষ্ট থাকে। হকের ব্যাপারে তারা আন্তরিক হয়। তবে তাদের সত্য অনুধাবনের

[১] সূরা সোয়াদ, আয়াত-ক্রম : ৪৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গুনাহ মানুষের অন্তরকে অন্ধ করে দেয়।

যোগ্যতা কম কিংবা অপর্যাপ্ত হয়। তারা সত্যিকারের নেককার ও দ্বীন বিষয়ে পারদর্শী জ্ঞানীদেরকে চিনতে পারে না। আল্লাহ তাআলার দ্বীনের প্রকৃত ধারক-বাহক আর শয়তানের অনুচরদের মাঝে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হয়। মরীচিকার দিকে ছুটে যায় পানির আশায়। কালো কয়লাকেও আজওয়া খেজুর মনে করে সংগ্রহ করতে থাকে। আবার উপকারী ওষুধকে বিষ মনে করে দূরে থাকে। এই শ্রেণির লোকেরা দ্বীন ও ধর্মের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখে না। উল্লিখিত প্রথম শ্রেণির লোক ব্যতীত দ্বীন ও ধর্মের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা মূলত কারোরই নেই।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

> *'আর তারা যেহেতু ধৈর্যধারণ করেছে, তাই আমি তাদের মধ্য থেকে নিযুক্ত করেছিলাম এমন শাসকবর্গ, যারা আমার আদেশে দিকনির্দেশনা দিত। আর তারা ছিল আমার আয়াতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী।'*[১]

নেতৃত্বের জন্য আল্লাহ তাআলা ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের শর্ত দিয়েছেন।[২]

যারা ধৈর্য ধারণ করবে ও মহান রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত বান্দাদের কাতার থেকে আলাদ রাখবেন। আল্লাহ তাআলা সময়ের কসম করে ইরশাদ করেন—

وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

> *'শপথ সময়ের! নিশ্চয় মানবজাতি মহাক্ষতির মধ্যে রয়েছে। শুধুমাত্র তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনে নেক কাজ করেছে এবং পরস্পর সত্যের প্রতি ওসীয়ত করে ও ধৈর্যধারণের তাগিদ দেয়।'*[৩]

---

[১] সূরা সিজদাহ, আয়াত-ক্রম : ২৪
[২] দৃঢ় বিশ্বাস অর্জনের জন্য অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলিম হওয়া আবশ্যক। -অনুবাদক
[৩] সূরা আসর, আয়াত-ক্রম : ১-৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সৌভাগ্যবান বান্দারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দ্বারা সত্যকে শুধু উপলব্ধিই করেনি বরং তারা সত্য প্রতিষ্ঠার প্রতি সচেষ্ট থেকেছে, একে অন্যকে ধৈর্যধারণ ও সৎকাজের আদেশ করেছে। কুরআনুল কারীমে এসকল অনুগত বান্দা ব্যতীত অন্য সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই আয়াত নিয়ে চিন্তা করলে স্পষ্টই বোঝা যায়, গুনাহ মানুষের অন্তর্দৃষ্টি নষ্ট করে দেয়, গুনাহগার ব্যক্তি তখন প্রকৃত সত্য বুঝতে ব্যর্থ হয়। তার ধৈর্য আর সহিষ্ণুগুণ লোপ পায়। চরিত্রের অবনতিতে তার সত্য অনুধাবনের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। মিথ্যা ও অসাড় কাজে তার মেধা স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহৃত হয়। সে মিথ্যাকে সত্য মনে করে এবং এর অনুসরণ করতে থাকে। ভালোকে মন্দ আর মন্দকে ভালো মনে করতে থাকে। তার জীবনের গতি পাল্টে যায়। অবিনশ্বর জগত আর মহান রবের দিকে ছুটে চলার পরিবর্তে সে পার্থিব জীবনের ক্ষণজন্মা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর নিদর্শনাবলির পরিবর্তে সে দুনিয়ার মোহে বিভোর হয়ে যায়। শেষ-বিচারের দিন জীবনের হিসাব দেওয়ার প্রস্তুতি ছেড়ে দিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভবঘুরে জীবনের জোয়ারে গা ভাসায়।

গুনাহের কারণে মানুষের জীবনের এই আমূল পরিবর্তনই পাপাচারের শাস্তির জন্য যথেষ্ট। লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন, ভুলে ভরপুর এমন করুণ জীবনের দিকে একটু খেয়াল করলে একজন গুনাহগার ব্যক্তি তার গুনাহ থেকে ফিরে আসতে পারত।

অপর দিকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য বান্দার অন্তরকে আলোকিত করে। হৃদয়কে করে প্রস্ফুটিত। অন্তর পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও কুলীন হয়। নেক কাজ করলে বান্দার অন্তর এক বিশেষ নূরে ঝলমল করতে থাকে। তখন তার অন্তর যেন স্বচ্ছতা প্রতিফলনের আয়না হয়ে যায়। উপরন্তু অনুগত বান্দার হৃদয়ের আলোতে অন্যরাও আলোকিত হতে থাকে। অন্তরের উপচে-পড়া নূর তার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। শয়তান তার থেকে দূরে থাকে। মহান রবের আনুগত্যের এই নূরকে শয়তান প্রচণ্ড ভয় পায়। আসমানের ফিরিশতাদের নূর দ্বারা শয়তান যেমন ধরাশায়ী হয়, মুমিন বান্দার অন্তরের নূরের বিচ্ছুরণও তাকে ভস্ম করে দেয়। শয়তান এই নূরের জ্যোতিতে মুখ থুবড়ে পড়ে সাহায্যের জন্য তার সহচরদের ডাকাডাকি করে। শয়তানের অনুচরেরা ভিড় জমিয়ে ফেলে তার পাশে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

فَيَا نَظْرَةً مِنْ قَلْبٍ حُرٍّ مُنَوَّرٍ ... يَكَادُ لَهَا الشَّيْطَانُ بِالنُّورِ يُحْرَقُ

'মুমিন বান্দার হৃদয়ের আলো-উষ্ণতা কতই না প্রবল!

অভিশপ্ত শয়তানও আনুগত্যের আলোর বিচ্ছুরণে ভস্ম হয়ে যায়।'

আল্লাহর আনুগত্যের বরকতে মুমিন বান্দার অন্তর শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে সুরক্ষিত থাকে। শয়তানও মুমিন বান্দাদেরকে ছেড়ে দিয়ে গুনাহগার বান্দার অন্তরে জেঁকে বসে। পাপিষ্ঠ ব্যক্তির অন্তরকে সে নিজের আবাসস্থল বানিয়ে নেয়। প্রতিদিন শয়তান তার প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করে অভিনন্দন জানিয়ে বলে—

قَرِينُكَ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْحَشْرِ بَعْدَهَا ... فَأَنْتَ قَرِينٌ لِي بِكُلِّ مَكَانِ

فَإِنْ كُنْتَ فِي دَارِ الشَّقَاءِ فَإِنَّنِي ... وَأَنْتَ جَمِيعًا فِي شَقَا وَهَوَانِ

'সর্বত্রই তুমি আমার সঙ্গী। পৃথিবীতে যেমন, হাশরের ময়দানেও

আমরা একে অপরের সঙ্গী থাকব।

তুমি যদি দুর্ভাগ্যময় জীবনে চলে যাও, তাহলে আমিও তোমার সাথে

পরকালে হতভাগা আর বঞ্চিত থাকব।'

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ - وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ - حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَالَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ - وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ

> *'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিযুক্ত করে দিই। সে তার সঙ্গী হয়ে যায়। শয়তানরাই মানুষদেরকে*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *সঠিক পথে চলতে বাধা দেয়। আর মানুষেরা বাধাগ্রস্ত হওয়ার পরও মনে করতে থাকে, তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত। এভাবে যেদিন সে আমার সামনে উপস্থিত হবে, সেদিন আফসোস করে (শয়তানের উদ্দেশ্যে) বলবে, "হায়! আমার মাঝে আর তোমার মাঝে যদি পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব থাকত! তুমি অত্যন্ত নিকৃষ্ট এক সঙ্গী আমার!" যেহেতু তোমরা অন্যায় করেছিলে তাই আজ আর তোমাদের (এই আফসোস) কোনো কাজে আসবে না। তোমরা সকলেই একত্রে আজ আমার আযাবে শরীক হবে।'[১]*

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার যিকির, পবিত্র কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কুরআনের ব্যাপারে অজ্ঞ থাকে, তার বোধ ও অন্তর্দৃষ্টিকে কুরআনের মর্ম ও অর্থ অনুধাবনে কোনো কাজে না লাগায়, আল্লাহ তাআলা এই বিমুখতার শাস্তি স্বরূপ তার জন্য একটি শয়তান নিযুক্ত করে দেন। ঘরে-বাইরে এই শয়তান তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী হয়ে যায়। তার বন্ধু, তার অভিভাবক হিসেবে এই নরাধম সর্বদা তার সাথে লেগে থাকে।

উল্লিখিত আয়াতে এরপরে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, এই শয়তান তার বন্ধু হিসেবে তার জীবনের সাথে জড়িয়ে যায়। সত্য ও সঠিক পথ থেকে তাকে ফিরিয়ে দেয়। তার জন্য জান্নাতের রাস্তাকে এমনভাবে বন্ধ করে দেয় যে, সে ভুলের পথে, জাহান্নামের দিকে ছুটতে থাকে আর এই ভ্রষ্ট পথকেই সে সঠিক মনে করতে থাকে। এভাবে পার্থিব জীবন কাটিয়ে দেওয়ার পরে সে তার সঙ্গীর বাস্তবতা ও জীবনের চরম অমার্জনীয় ভুল উপলব্ধি করতে পারবে। তখন তারা পরস্পর ভর্ৎসনা করতে করতে একজন আরেকজন থেকে দূরত্ব কামনা করবে। একজন অপরজনকে নিকৃষ্ট সঙ্গী মনে করে বলবে, 'পার্থিব জীবনে তুমি ছিলে আমার নিকৃষ্ট সঙ্গী। তুমিই আমাকে হিদায়াতের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছ, অথচ আমি হিদায়াতের পথেই ছিলাম। তুমি আমার সামনে সত্যকে বিকৃত করে তুলেছ। তুমি আজকেও আমার সবচেয়ে নিকৃষ্ট সঙ্গী।'

বিপদগ্রস্ত লোকের যদি কোনো সঙ্গী থাকে, দণ্ডিত ব্যক্তি যদি তার পাশে তার মতোই দণ্ডপ্রাপ্ত কোনো লোক পায়, তাহলে সে একটা নীরব সান্ত্বনা লাভ করে। অন্যের উপস্থিতিতে তার কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হয়। কিন্তু জাহান্নামের

[১] সূরা যুখরুফ, আয়াত-ক্রম : ৩৬-৩৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শাস্তিতে কোনো সান্ত্বনা নেই, পার্শ্ববর্তী সাজাপ্রাপ্ত লোকের উপস্থিতিতে শাস্তি বিন্দুমাত্র হালকা মনে হওয়ারও কোনো কারণ নেই। কেননা জাহান্নামের শাস্তির তীব্রতায় একজন আরেক জনের শাস্তি দেখে সান্ত্বনা লাভ করার মতো পরিস্থিতি থাকবে না।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে নিজ কুদরত দ্বারা রক্ষা করুন।

গুনাহ মানুষের গোপন শত্রু

গুনাহ শয়তানের একটি হাতিয়ার। এই হাতিয়ার খোদ গুনাহগার ব্যক্তির বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয়। বান্দার পাপকর্ম তার নিজের জন্য ক্ষতিকর হয়ে যায়। মূলত আল্লাহ তাআলা গুনাহগার বান্দার জন্য একজন শত্রু নিযুক্ত করে দেন। অদৃশ্য থেকে এই শত্রু সর্বদা গুনাহগার ব্যক্তির পেছনে লেগে থাকে। গুনাহগার ব্যক্তির ক্ষতি করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। গুনাহগার ব্যক্তির প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কাজেই সে ষড়যন্ত্র করতে উদ্যত হয়। এই শত্রু হলো শয়তান। শয়তান মানুষকে স্পষ্ট দেখতে পায়। মানুষের চোখে শয়তান ধরা পড়ে না, অদৃশ্য থেকে। শয়তান কখনো ঘুমায় না, গাফিল হয় না। সে মানুষের পিছেই পড়ে থাকে। সে যেই গুনাহগার ব্যক্তির পেছনে উঠেপড়ে লেগে যায় তার ক্ষতি করতে সে অন্যান্য শয়তান এবং মানুষরূপী শয়তানদের থেকে সাহায্য নেয়। সে তার সামনে মিথ্যার বেসাতি মেলে ধরে। বিভিন্ন রকমের ভ্রান্তি আর ভ্রষ্টতা সে তার পথে বিছিয়ে দেয়। গুনাহগার বান্দার পেছনে তার অন্যান্য শয়তানদেরকে লেলিয়ে দেয়। তারা পরস্পর বলাবলি করে—'এই মানুষজাতিই তো আমাদের চিরশত্রু। মানুষের জন্যই তো আমাদের পূর্বপুরুষকে (ইবলিস) অভিশপ্ত করা হয়েছে। সে যেন আমাদের হাতছাড়া না হয়ে যায়। তাকেও অভিশপ্ত বানাতে হবে। জান্নাতে যেন তার বিন্দুমাত্র অংশ না থাকে। সে জান্নাতে থাকবে আর আমরা হব জাহান্নামী, এটা হতেই পারে না। তার জন্যই তো আমরা রহমত থেকে বিতাড়িত হয়েছি। আমাদেরকে অভিশপ্ত করা হয়েছে। সুতরাং, এসো, আমরা সকলে একযোগে আমাদের সময়, শ্রম ও মেধা দিয়ে তাকে আমাদের দলভুক্ত করে নিই, তাকেও আমাদের মতো অভিশপ্ত করে তোলি।'

এভাবেই শয়তান তার অনুচরদেরকে মানুষের পেছনে লেলিয়ে দেয়। তাই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ তাআলাও মানুষদের সুরক্ষার জন্য বাহিনী গঠন করে দিয়েছেন। আল্লাহর বাহিনীর সাথে শয়তানের বাহিনীর নিরন্তর লড়াইয়ের সূচনা এই পৃথিবীর শুরু-লগ্ন থেকেই। হক আর বাতিলের লড়াই। আল্লাহ তাআলা জিহাদকে ইবাদাত হিসেবে এই পৃথিবীতে প্রচলিত করেছেন। এই ইবাদাতে আল্লাহ তাআলা বান্দাদের প্রাণ ও সম্পদকে আখিরাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। ঐশী গ্রন্থ তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের জান-মালের বিনিময় জান্নাত বলে অভিহিত করেছেন। কুরআনের ইরশাদ—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ - تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

> *'হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? (তা হলো) তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও জীবনকে উৎসর্গ করে। তোমাদের জন্য এই ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক, যদি তোমরা বুঝতে পার। (এই ব্যবসায়ে) আল্লাহ তাআলা তোমাদের জীবনের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন আর তোমাদেরকে এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে বয়ে গেছে নদ-নদী, তিনি তোমাদেরকে দেবেন বসবাসের জন্য জান্নাতে উত্তম বাসস্থান। এটাই মহা সফলতা। এ ছাড়াও তিনি তোমাদের জন্য আরো পছন্দনীয় দুটি বিষয় রেখে দিয়েছেন; আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও নিকট-ভবিষ্যতের বিজয়। সুতরাং হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দিন।'*[১]

[১] সূরা সাফ, আয়াত-ক্রম : ১০-১৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ তাআলা শয়তানকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের মুকাবিলায় সুযোগ দিয়ে রেখেছেন। তাঁর প্রিয় বান্দাগণ শয়তানের মুকাবিলায় জিহাদ করে নিজেদেরকে মহান রবের শ্রেষ্ঠ বান্দা হিসেবে প্রমাণ করে। আর আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দার অন্তরে হক-বাতিলের এই চিরায়ত দ্বন্দ্বের নিশানা দিয়েছেন। এই অন্তর দিয়ে মুমিন বান্দা আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভ করে, মহান রবের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, আনুগত্য, একনিষ্ঠতা প্রদর্শন করে। নিজের হৃদয়কে আল্লাহমুখী করে, আল্লাহর উপর ভরসা করে। তাই শয়তানের সাথে মানবজাতির এই দ্বন্দ্বের দায়ভার তিনি মানুষের হৃদয়ের মাঝেই রেখে দিয়েছেন। এরপর তিনি এই চিরায়ত যুদ্ধে মানুষের অন্তরকে সাহায্য করেছেন ফিরিশতাদের মাধ্যমে, যারা পালাক্রমে অন্তরের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। সেই সাথে অন্তরকে শক্তি যুগিয়েছেন প্রেরিত কিতাব, রাসূল, ঈমানের নূর, দৃঢ় বিশ্বাস ও হিদায়াতের আলো দ্বারা।

অন্তরের এই শক্তির পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা তাকে দৈহিক শক্তিমত্তাও দান করেছেন। চোখের দ্বারা অন্তরের পর্যবেক্ষণ হয়, কানের দ্বারা শ্রবণ হয় আর জিহ্বা দ্বারা অন্তরের ভাষ্য প্রকাশ পায়। বান্দার হাত-পা তার অন্তরকে সার্বক্ষণিক সহায়তা করতে থাকে। ফিরিশতাগণ তাদের জন্য দুআ করেন। সর্বশেষে আল্লাহ নিজেই তাদের রক্ষকের ভূমিকায় থাকেন। মুমিন বান্দাদেরকে তিনি তাঁর দলের লোক হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ইরশাদ করেন—

أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

> *‘এরাই হলো আল্লাহ তাআলার দল। জেনে রাখো, মহান আল্লাহ তাআলার দলই চূড়ান্ত সফলতা লাভ করবে।’*[১]

وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ

> *‘আর অবশ্যই আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী।’*[২]

আল্লাহ তাআলা এভাবে হক-বাতিলের অবিরাম দ্বন্দ্বে নিজের দলকে বিশ্ববাসীর

[১] সূরা মুজাদালাহ, আয়াত-ক্রম : ২২
[২] সূরা সাফফাত, আয়াত-ক্রম : ১৭৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিকট ঘোষণা দিয়ে পরিচিত করে দিয়েছেন। যেসকল বান্দা আল্লাহ তাআলার দলভুক্ত তাদের জন্য পবিত্র কুরআনে এই যুদ্ধ ও দ্বন্দ্বের সমরশিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের উদ্দেশ করে বলেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

> *'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধরো। শত্রুর মুকাবিলায় প্রতিযোগিতা করে তোমরা (আনুগত্য, বিপদ-আপদ ও গুনাহ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে) কষ্টসহিষ্ণু হও। দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা সফল হও।'*[১]

আল্লাহ তাআলা এই চার জিনিসের মাধ্যমে (ধৈর্যধারণ, শত্রুর চেয়ে বেশি কষ্টসহিষ্ণু হওয়া, দৃঢ়পদ থাকা এবং তাকওয়া অবলম্বন করা) তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে বাতিলের মুকাবিলায় বিজয় লাভের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

গুনাহ বান্দাকে আত্মবিস্মৃত করে

গুনাহের অন্যতম ক্ষতি হলো, গুনাহগার ব্যক্তি নিজের কথাও ভুলে যায়। নিজের প্রতি যত্নহীন থাকে। তিলেতিলে নিজেকে বিনষ্ট করে ফেলে, নিজের জন্য বড় বড় ক্ষতি ডেকে আনে।

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ—

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

> *'আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহ তাআলাকে ভুলে গিয়েছে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই হলো অবাধ্য*

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত-ক্রম : ২০০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> ও ফাসিক।'[১]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন—

نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ

> 'তারা আল্লাহ তাআলাকে ভুলে গিয়েছে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গিয়েছেন।'[২]

যারা আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যায়, তাদের জীবনে দুটি শাস্তি নেমে আসে।

১. আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভুলে যান

২. তাদের নিজেদেরকেও নিজেদের ব্যাপারে ভুলিয়ে দেন

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে ভুলে যাওয়ার অর্থ হলো, তিনি বান্দাকে ছাড় দেন, কিছু কালের জন্য অবাধ্যতা ও স্বেচ্ছাচারের সুযোগ দেন। ফলে বান্দা কিছু কালের এই বল্গাহীন জীবন পেয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়।

আর আল্লাহ তাআলা বান্দাকে বান্দার নিজের ব্যাপারে বিস্মৃত করে দেওয়ার অর্থ হলো, বান্দা নিজের আসল পরিচয় ভুলে যায়। তার প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদার ব্যাপারে সে উদাসীন হয়ে যায়। স্বার্থক জীবনের সফলতা ও সৌভাগ্যের উপকরণগুলোর কথা তার মনে থাকে না। সে নিজের ভালোমন্দ বুঝতে অক্ষম হয়ে যায়। নিজ স্বার্থের ব্যাপারেও থাকে বেখেয়াল। জীবনের উন্নতির চাবিকাঠি তার অজানাই থেকে যায়। উত্তম ও দৃঢ়সংকল্প তার অন্তরে বদ্ধমূল হয় না আর। তার চোখে তখন আর নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে না। নিজের ভুল পদক্ষেপও সে ভুলে যায়। একইসাথে সে তার আত্মার ব্যাধি, হৃদয়ের ক্ষতিকারক অভ্যাসের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যায়। ভুলোমনা হয়ে নিজের চারিত্রিক বদঅভ্যাস সে দূর করতেও তখন অনীহা প্রকাশ করে।

পাপিষ্ঠ ব্যক্তির চলাফেরার দিকে খেয়াল করলেও দেখা যায়, সে তার সম্ভাবনাময় জীবনকে অনর্থক কাজে নষ্ট করে দিচ্ছে। তার মূল্যবান প্রতিভা, স্বভাবজাত যোগ্যতাকে নিকৃষ্ট কোনো কাজের পেছনে হেলায় ফেলায় অপচয়

[১] সূরা হাশর, আয়াত-ক্রম : ১৯
[২] সূরা তাওবাহ, আয়াত-ক্রম : ৬৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করে বেড়াচ্ছে। তার মেধার সঠিক মূল্যায়ন করতে সে ব্যর্থ হয়ে জীবনের করুণ পরিণতিকে বরণ করে নিচ্ছে।

মূলত এই পৃথিবীতে আমরা এসেছি আখিরাতকে গড়ার জন্য। পার্থিব জীবনের বিনিময়ে আখিরাতের সাফল্যমণ্ডিত জীবনকে তৈরি করার সাধনায় লিপ্ত হওয়ার কথা আমাদের সকলের। এই সাধনায় যারা উদাসীন, তারা পার্থিব জীবনে নিজেদেরকে সফল ব্যক্তি মনে করতে থাকে। জাগতিক জীবনের ভোগ-বিলাসের পেছনেই তারা সর্বস্ব ব্যয় করে দেয়। পার্থিব জীবনের মোহ তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয়। তারা দুনিয়ার সুখ-শান্তিতেই আত্মতৃপ্তি লাভ করে। চোখের সম্মুখে উপস্থিত ভোগবাদী জীবনকেই তারা গ্রহণ করে নেয়, বিনিময়ে নষ্ট করে দেয় অবিনশ্বর জীবনের সফলতা। মনে করতে থাকে, পার্থিব জীবনকে বেছে নেওয়াই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

আবার কখনো তারা এই কথা বলে আত্মপ্রবঞ্চিত হয় যে, যা কিছু চোখে দেখছ, তাই গ্রহণ করো। যা কিছু শুধু শুনছ (পরকালের কথা), তার চিন্তা আপাতত বাদ দাও।

তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

> *'তাদের এই কারবার লাভজনক হয়নি। আর তারা হিদায়াতপ্রাপ্তও হতে পারেনি।'*[১]

অন্যত্র ইরশাদ করেন—

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ

> *'এরাই হলো ঐ সমস্ত লোক, যারা তাদের পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে ক্রয় করে নিয়েছে। সুতরাং তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না। আর*

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *তাদেরকে কোনো প্রকার সাহায্যও করা হবে না।'[১]*

আর প্রকৃত লাভবান ও সফল ব্যক্তিদের পরিচয় হলো, তারা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছে চিরস্থায়ী জীবনের সফলতার স্বার্থে। তুচ্ছ এই নশ্বর জীবনকে তারা অবিনশ্বর জিন্দেগির জন্য বিক্রি করে দিয়েছে। তুচ্ছ এই জগত-সংসারের বিনিময়ে তারা সাড়া দিয়েছে মহামূল্যবান জীবনের আহ্বানে। তারা বলে—'এই ক্ষণজন্মা তুচ্ছ জীবন দিয়ে আমরা কী করব! এই জীবনের সব প্রাপ্য আমরা মহান আল্লাহর কাছে দিয়ে দিলাম পরকালের চিরস্থায়ী সফল জীবনের আশায়! এক মুহূর্তের স্বপ্নের মোহগ্রস্ত এই জীবনে আমরা কী-ই বা করতে পারব! অথচ আখিরাতের জীবন তো অতুলনীয়! আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে সে-জীবন!

ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ার ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে—

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ

> *'আর সেদিন তাদেরকে এমন অবস্থায় সমবেত করা হবে, যেন তারা (পার্থিব জীবনে) দিনের সামান্য সময় ছাড়া সেখানে অবস্থানই করেনি। তারা পরস্পরকে সেদিন দেখে চিনতে পারবে।'[২]*

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا - فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا - إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا - إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

> *'তারা আপনার নিকট জানতে চায়, কিয়ামত কবে ঘটবে? আপনার সাথে এই আলোচনার কী সম্পর্ক রয়েছে! এর প্রকৃত জ্ঞান তো আপনার রবের নিকটই*

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ৮৬
[২] সূরা ইউনুস, আয়াত-ক্রম : ৪৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> গচ্ছিত। যারা কিয়ামত দিবসকে ভয় করে, আপনি তো কেবল তাদেরকেই সতর্ক করবেন। যেদিন তারা কিয়ামতের বিভীষিকা দেখবে, সেদিন মনে হবে তারা যেন মাত্র এক সন্ধ্যা বা এক সকাল কাটিয়ে এসেছে পৃথিবীতে।'[১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ - قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ - قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

> '(আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলবেন,) "তোমরা বছরের হিসেবে কত বছর পৃথিবীতে অবস্থান করলে?" তারা বলবে, "আমরা তো একদিন বা সামান্য কিছু সময় সেখানে অবস্থান করেছি, যারা গুণে রেখেছে আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন।" আল্লাহ বলবেন, "তোমরা আসলেই সামান্য সময় পৃথিবীতে অবস্থান করেছ, যদি তোমরা তা জানতে!"'[২]

কুরআনের অন্য আয়াতে দুনিয়ার স্থায়িত্ব নিয়ে ইরশাদ হয়েছে—

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا - يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا - نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا

> 'যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, সেদিন আমি অপরাধীদেরকে নীল চক্ষুসহ একত্রিত করব। তারা পরস্পরে চুপিচুপি বলাবলি করবে, "তোমরা (পৃথিবীতে) মাত্র ১০ দিন অবস্থান করেছিলে।" আমি খুব ভালো করেই জানি, তারা সেদিন কী বলবে। তখন তাদের উত্তম ব্যক্তিটি বলবে, "তোমরা পৃথিবীতে মাত্র একদিন ছিলে।"'[৩]

এই হলো কিয়ামতের ময়দানে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার বাস্তবতা। এই বাস্তবতা

---

[১] সূরা নাযিয়াত, আয়াত-ক্রম : ৪২-৪৬
[২] সূরা মুমিনূন, আয়াত-ক্রম : ১১২-১১৪
[৩] সূরা তহা, আয়াত-ক্রম : ১০২-১০৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপলব্ধি করে যখন তারা পৃথিবীতে তাদের অবস্থান-কালের স্বল্পতা জানতে পারবে, ক্ষণস্থায়ী জীবনের বাইরেও তাদের জন্য যেই অনন্ত জীবন রয়েছে সেই জীবনে যখন তারা উপনীত হবে, তখন বুঝতে পারবে তারা ধোঁকাগ্রস্ত এক জীবন পার করে এসেছে। ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহে পড়ে তারা চিরস্থায়ী জীবনকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। তারা অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে নিজেদের জীবনকে চূড়ান্ত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এই পৃথিবীর সকলেই তাদের জীবনকে পুঁজি বানিয়ে ব্যবসায় নেমেছে। কেউ এই পুঁজি খাটিয়ে আখিরাতের বাসস্থানকে তৈরি করে নেয়। আর কেউ এই পুঁজিকে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার পেছনেই নিঃশেষ করে দেয়। গুনাহগার ভোগবাদী লোকেরা কিয়ামতের দিন অনুভব করবে তারা তাদের পুঁজি বিনিময় করে লাভবান হতে পারেনি। আল্লাহ তাআলা এই পুঁজির সর্বোত্তম ব্যবহারকারীদের পরিচয় জানিয়ে দিয়ে ইরশাদ করছেন—

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

> *‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের থেকে তাদের প্রাণ ও সম্পদকে জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। তারা শত্রুদের হত্যা করে, তারা নিজেরাও মারা যায়। তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে তিনি এই সত্য ওয়াদাতে অবিচল। আর কে রয়েছে আল্লাহ তাআলার চেয়ে অধিক ওয়াদা পূরণকারী! সুতরাং তোমরা আল্লাহ তাআলার সাথে যে লেনদেন করেছ তার জন্য সুসংবাদ গ্রহণ করো। আর অবশ্যই ইহা মহা সাফল্য।’[১]*

---

[১] সূরা তাওবাহ, আয়াত-ক্রম : ১১১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গুনাহ মানুষকে আল্লাহর নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করে

গুনাহের উল্লেখযোগ্য আরেকটি ক্ষতি হলো, গুনাহের কারণে মানুষ আল্লাহ তাআলার বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ামাত থেকে বঞ্চিত হয়। পাপ কাজ বান্দার কাছ থেকে আল্লাহ তাআলার উপস্থিত নিয়ামতকে দূর করে দেয়। আবার ভবিষ্যতে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত অর্জন করার জন্য এবং বর্তমানের নিয়ামতকে ধরে রাখার জন্য আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের চেয়ে কার্যকর কোনো মাধ্যম নেই। গুনাহগার বান্দা যখন আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে গুনাহে লিপ্ত হয় তখন তার তাৎক্ষণিক নিয়ামতসমূহ অরক্ষিত হয়ে পড়ে। কেননা, বান্দা আনুগত্যের দ্বারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিয়ামত লাভ করে থাকে। আর আল্লাহ তাআলা জগতের সকল জিনিস অর্জনের রাস্তা খোলা রেখেছেন, আবার অর্জিত জিনিস হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার মতো উপায়-উপকরণও তৈরি করেছেন। আল্লাহ তাআলার আনুগত্য হলো তার নিয়ামত অর্জনের পথ। আর রবের নাফরমানি হলো অর্জিত নিয়ামত হাতছাড়া হওয়ার কারণ, ভবিষ্যতের নিয়ামতের রাস্তা বন্ধের উপকরণ। আল্লাহ তাআলা যখন বান্দার নিয়ামতকে বহাল রাখার ইচ্ছা করেন, তখন তাকে আনুগত্যের সুযোগ তৈরি করে দেন। আর যখন তাকে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করে অপদস্থ করতে চান, তখন তার সামনে নাফরমানির রাস্তা খুলে দেন, আর বান্দাও নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হতে আপন রবের অবাধ্যতায় মেতে ওঠে।

গুনাহ বান্দা ও ফিরিশতাদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে

গুনাহগার ব্যক্তি তার রক্ষাকারী ফিরিশতার তরফ থেকে কোনো প্রকারের সাহায্যপ্রাপ্ত হয় না। কারণ গুনাহের অন্যতম শাস্তি হলো, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য নিযুক্ত ফিরিশতা গুনাহের কারণে ওই বান্দা থেকে দূরে সরে যান। আর ফিরিশতার দূরে সরে যাওয়ার সুযোগে বান্দার নিকটে চলে আসে জগতের সবচেয়ে ক্ষতিকর ও নিকৃষ্ট জীব শয়তান।

মানুষ যদি সামান্য মিথ্যারও আশ্রয় নেয়, তাহলে তার সঙ্গে নিযুক্ত ফিরিশতা তার থেকে বহুদূরে সরে যান।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ مِنْهُ الْمَلَكُ مِيلًا مِنْ نَتْنِ رِيحِهِ

> *'বান্দা যখন মিথ্যা বলে, তখন ফিরিশতারা সেই মিথ্যার কারণে সৃষ্ট মুখের দুর্গন্ধের কারণে দূরে চলে যান।*[১]

এক মিথ্যার কারণেই যদি আল্লাহ তাআলার পবিত্র সৃষ্টি ফিরিশতারা মানুষ থেকে এত দূরে সরে যান, তাহলে যে ব্যক্তি অবাধ্যতার জীবনে মিথ্যার চেয়েও আরো জঘন্য অপরাধে ব্যস্ত রয়েছে, তার জীবন থেকে ফিরিশতারা কী পরিমাণ দূরে থাকেন, চিন্তা করুন। নিশ্চয় শয়তান তখন তার জীবনের প্রতিটি পদে পদে, প্রতিটি শ্বাসে প্রশ্বাসে তার সঙ্গী হয়ে যায়। এক বুযুর্গ বলেছেন, 'বান্দা যখন কোনো কোনো পাপকাজে লিপ্ত হয় তখন জমিন আল্লাহ তাআলার দরবারে চিৎকার করে ফরিয়াদ করতে থাকে। ফিরিশতা তার কাছ থেকে দ্রুত সরে আল্লাহর দরবারে চলে যান এবং পাপিষ্ঠ ব্যক্তির নামে অভিযোগ দায়ের করেন।'

আরেকজন বুযুর্গ বলেন, 'প্রতিদিন সকালে বান্দার নিকট একজন ফিরিশতা ও শয়তান এগিয়ে আসতে থাকে। বান্দা যদি আল্লাহ তাআলার নাম উচ্চারণ করে, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে এবং একত্ববাদের ঘোষণা দেয়, তাহলে ফিরিশতা শয়তানকে ভাগিয়ে দেন এবং বান্দার সারাদিনের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন। আর যদি বান্দা আল্লাহ তাআলার নাম দিয়ে তার দিন শুরু না করে, দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে ফিরিশতা চলে যান আর শয়তান তার সারাদিনের দায়িত্ব গ্রহণ করে।' বান্দা যখন গুনাহমুক্ত আনুগত্যময় জীবন যাপন করে, তখন ফিরিশতা তার সাথে সর্বদা লেগে থাকেন। ফিরিশতার সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে সে সমাজে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। সমাজের সর্বত্র তার প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে। তার গোটা জীবনের দায়ভার ফিরিশতারা গ্রহণ করে নেন। এমনকি তার মৃত্যুর সময়েও ফিরিশতারা তার সাথেই থাকেন। পুনরুত্থানের দিনও সে ফিরিশতাদের সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ

[১] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ১৯৭২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ - نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

> *'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং স্বীকারোক্তি দিয়েছে যে, আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা, এরপর এই কথার উপর অবিচল থেকেছে, তাদের কাছে ফিরিশতারা এসে বলবেন, "তোমাদের কোনো ভয় নেই, কোনো দুঃখ নেই। আর তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো। দুনিয়া ও আখিরাতে আমরা তোমাদের বন্ধু।"'[১]*

আর যখন জগতের সবচেয়ে কল্যাণকামী ও সর্বোত্তম উপকারী মাখলুক নিষ্পাপ ফিরিশতাগণ বান্দার জীবনের রক্ষণাবেক্ষণ করে তখন তারা তাকে ঈমানের পথে দৃঢ়পদ রাখে, তাকে ঐশী ইলম দান করে এবং যাবতীয় কাজকর্মে তাকে শক্তিশালী করে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا

> *'যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশতাদের নিকট এই মর্মে আদেশ প্রেরণ করেন যে, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তোমরা তাদেরকে দৃঢ়পদ রাখো।'[২]*

মৃত্যুর সময় এক ফিরিশতা বান্দাকে অভয় দিয়ে বলেন, 'তোমার কোনো ভয় নেই, কোনো দুঃখ নেই। তুমি আনন্দের সংবাদ গ্রহণ করো।' জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় ফিরিশতা তাকে কালিমার উপর স্থির রাখেন, কবরের প্রশ্নোত্তরের কঠিনতম পর্বে ফিরিশতা তার পাশেই থাকেন। এভাবেই নেক বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই একজন করে ফিরিশতা নিযুক্ত করে দেন, আর নিযুক্ত ফিরিশতা বান্দার জীবনের প্রতিটি ধাপে তাকে অদৃশ্য থেকে সাহায্য করে কল্যাণের চূড়ান্ত পথে পৌঁছে দেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

---

[১] সূরা হা-মীম সিজদাহ, আয়াত-ক্রম : ৩০-৩১
[২] সূরা আনফাল, আয়াত-ক্রম : ১২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

إِنَّ لِلْمَلَكِ بِقَلْبِ ابْنِ آدَمَ لَمَّةً، وَلِلشَّيْطَانِ لَمَّةً، فَلَمَّةُ الْمَلَكِ إِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْوَعْدِ، وَلَمَّةُ الشَّيْطَانِ إِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ

> *'বান্দার অন্তরে ফিরিশতার একটি প্রভাব থাকে আর শয়তানেরও কুমন্ত্রণা থাকে। ফিরিশতার প্রভাব হলো, ফিরিশতা বান্দার জন্য কল্যাণের পথ তৈরি করে দেন এবং নিজের কৃত ওয়াদা বাস্তবায়ন করেন। আর শয়তানের প্রভাব হলো, সে বান্দার সামনে অকল্যাণের রাস্তা খুলে দেয় এবং সত্যকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে উঠেপড়ে লেগে যায়।'*[১]

ফিরিশতা যখন নেককার বান্দাকে সঙ্গ দেন, তখন তিনি বান্দার মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন। বান্দার উপর আরোপিত যেকোনো কথার জবাব তিনিই প্রদান করেন। আর বান্দা যখন গুনাহে লিপ্ত থাকে তখন ফিরিশতা তার থেকে দূরে সরে যান। শয়তান তাকে সঙ্গ দেয়। তার মুখপাত্র হয়ে তার পক্ষ থেকে কথা বলে। ফলে গুনাহগার ব্যক্তির মুখে অশ্লীল আর মিথ্যা কথার প্রবণতা বেড়ে যায়।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, শান্তি আর সৌহার্দ্যের কথা উচ্চারিত হয় উমরের যবানে। সাহাবীরা কারো মুখে কল্যাণের কোনো কথা শুনলে বলতেন, 'এই চমৎকার কথার ভাব ও মর্ম ফিরিশতা তার অন্তরে জাগ্রত করেছেন।' আর যদি কারো মুখে অকল্যাণের কথা উচ্চারিত হতো, তাহলে তাঁরা বলতেন, 'এই লোকের অন্তরে শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়েছে তাই তার জিহ্বায় এসব গর্হিত কথা উচ্চারিত হয়েছে।'

- অনুগত বান্দার পক্ষে ফিরিশতা কথা বলেন। কোনো গুনাহগার ব্যক্তিও যদি তার সাথে তর্কে লিপ্ত হয়, তাহলে সে যতক্ষণ চুপ থাকে ততক্ষণ ফিরিশতা তার পক্ষ থেকে তর্কের উত্তর দিতে থাকেন। একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এক লোক আবু বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালমন্দ করছিল। আবু বাকর তখন কথা না বলে চুপ করে

[১] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ২৯৮৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থাকেন। কিন্তু একপর্যায়ে তিনি লোকটির একটি কথার উত্তর দিয়ে ফেলেন। তখন নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

كَانَ الْمَلَكُ يُنَافِحُ عَنْكَ، فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ لِأَجْلِسَ

> *'একজন ফিরিশতাই তো তোমার পক্ষ থেকে তাকে তার কথার উত্তর দিচ্ছিল। যখন তুমি কথা বলে উঠলে তখন এই মজলিসে শয়তান এসে হাজির হয়েছে। তাই আমি এখন আর এখানে বসব না।'*[১]

- কোনো মুসলিম যখন অপর মুসলিমের জন্য দুআ করে, তখন একজন ফিরিশতা তার দুআয় 'আমীন আমীন' বলতে থাকেন এবং দুআকারীর জন্য এই বলে দুআ করেন, 'আল্লাহ্ তাআলা তোমাকেও অনুরূপ জিনিস দান করুন।'
- বান্দা যখন সূরা ফাতিহা শেষ করে, ফিরিশতাগণ তখন 'আমীন' বলেন।
- কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী কোনো বান্দা যখন ভুলক্রমে কোনো অপরাধ করে ফেলে, আরশের ফিরিশতাগণ তখন তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।
- নেককার বান্দা যখন ওযু করে ঘুমায়, তার শিয়রে একজন ফিরিশতা সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকেন।

এভাবে নেককার বান্দার প্রতিটি কাজেই অদৃশ্য থেকে একজন ফিরিশতা সাহায্য করেন। তার প্রতিটি পদক্ষেপের অন্তরালে ফিরিশতার উপস্থিতি থাকায় সহজেই সে তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে। ফিরিশতার পরোক্ষ সহযোগিতায় বান্দার সামনে গুনাহের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক ক্ষেত্র সমূহ ডিঙাতে ফিরিশতা তাকে সর্বোচ্চ সাহায্য করেন। তার অজান্তেই সকল সমস্যা, অসুবিধা, কষ্ট, ক্লেশ দূর করে দেন। এভাবে নেককার বান্দাদেরকে ফিরিশতাগণ তাঁদের অতিথি হিসেবে বরণ করে নিয়ে তাদের সম্মান, মর্যাদা, সুবিধা-অসুবিধার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন।

আর বান্দা যখন গুনাহ করে, ফিরিশতার পক্ষে তখন তার সাথে থাকা কষ্টকর

[১] আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ৪৮৯৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়ে যায়। কষ্টের কারণে তিনি তাকে বদ-দুআ দেন, বলেন, 'আল্লাহ যেন তোমাকে কোনো ভালো প্রতিদান না দেন।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক সাহাবী বলেছেন, 'তোমাদের সাথে সর্বদা আল্লাহ তাআলার এমন মাখলুক থাকে, যারা কখনো তোমাদের ছেড়ে যায় না। সুতরাং তোমরা তাদেরকে সম্মান কোরো এবং তাদের সাথে শালীনতাপূর্ণ আচরণ কোরো।'

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ - كِرَامًا كَاتِبِينَ - يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

> *'আর অবশ্যই তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে। তারা সম্মানিত। তারা তোমাদের আমল লিপিবদ্ধ করেন। তারা তোমাদের কর্মকাণ্ডসমূহ খুব ভালো করেই জানেন।'*[১]

গুনাহ মানুষের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে

গুনাহ মানুষের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের ধ্বংসের উপকরণ একত্রিত করে দেয়। কেননা, গুনাহ হলো মানুষের আত্মার ব্যাধি। শারীরিক রোগব্যাধি যেমন মানুষকে ধ্বংস করে দেয়, তেমনি আত্মার ব্যাধিও মানুষকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। শারীরিক শক্তি ও ভারসাম্য ধরে রাখার মতো খাদ্যগ্রহণ এবং শরীরকে নষ্ট করে দেয়ার মতো খাবার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে মানুষ যেমন শারীরিকভাবে সুস্থ থাকে, তেমনি আত্মার পক্ষে ক্ষতিকর অভ্যাস ও মানসিকতা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং আত্মার উন্নতি সাধনকারী চরিত্রের দ্বারা মানুষ তার আত্মার ব্যাধি থেকেও মুক্ত ও সুস্থ থাকতে পারে।

মানুষের সুস্থ থাকার জন্য তিনটি উপকরণ একান্ত প্রয়োজন—

১. সুস্থতা ও দৈহিক শক্তিমত্তা ধরে রাখার মতো খাদ্যগ্রহণ

২. ক্ষতিকর খাদ্য ও উপকরণ থেকে শরীরকে মুক্ত রাখা

---

[১] সূরা ইনফিতার, আয়াত-ক্রম : ১০-১২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩. যেসকল খাদ্য গ্রহণ করলে শরীর অসুস্থ হয়ে যায় তা থেকে বেঁচে থাকা

এমনিভাবে মানুষের আত্মিক সুস্থতার জন্যও তিনটি উপকরণ একান্ত আবশ্যক।

১. ঈমান ও নেক আমল

২. তাওবাহ

৩. তাকওয়া; অর্থাৎ গুনাহ থেকে বিরত থাকা

রোগ-প্রতিরোধক খাদ্যের অনুপস্থিতিতে মানবদেহে যেভাবে বিভিন্ন রোগ ও অসুখ বাসা বাঁধে, তেমনি ইবাদাত ও আনুগত্যের অনুপস্থিতিতে বান্দার অন্তরে বিভিন্ন ধরনের পাপের আকাঙ্ক্ষা জায়গা করে নেয়। নাফরমান বান্দা আত্মার ব্যাধিতে অসুস্থ হয়ে পড়ে। মানুষের অন্তর সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন ঈমান ও নেক আমল; যা তার অন্তরকে সুরক্ষিত করে, আত্মিক ব্যাধি থেকে সুস্থ ও সতেজ রাখে।

গুনাহগার বান্দাকে আইনানুগ শাস্তিপ্রদানের রহস্য

গুনাহের উল্লিখিত করুণ পরিণতিতেও যদি কোনো গুনাহগার বান্দা সতর্ক না হয়, কোনো পাপিষ্ঠ ব্যক্তি যদি তার পাপাচার থেকে ফিরে না আসে, তবে তাদের জন্য রয়েছে জাগতিক আইন। শরয়ী আইনানুযায়ী গুনাহগার ব্যক্তিকে পার্থিব শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। আর পরকালের জীবনে তো তার জন্য অপেক্ষা করছে অনন্তকালের আযাব। সামান্য তিন দিরহাম মূল্যের সম্পদ চুরির দায়ে অভিযোগ প্রমাণিত ব্যক্তির হাত কাটার আইন রয়েছে কুরআনুল কারীমে। নিষ্পাপ, নিরপরাধ ব্যক্তিদের কাছ থেকে ডাকাতি করে সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার অপরাধের শাস্তি, হাত ও পা কর্তন। সতী-সাধ্বী নারীকে অপবাদ আরোপ করলে কিংবা মদ পান করলে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত ও চাবুকের প্রহারকে শাস্তির বিধান হিসেবে প্রণয়ন করা হয়েছে। বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ থাকাবস্থায় পরকীয়া বা ব্যভিচারে লিপ্ত হলে রজম বা পাথর নিক্ষেপে হত্যার বিধান রয়েছে। এ সবই করা হয়েছে মানুষকে গুনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য। শিরশ্ছেদকে প্রণয়ন করা হয়েছে রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের সাথে ব্যভিচার বা ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দেওয়ার শাস্তি হিসেবে। সমকামিতা, পশুকামিতার শাস্তি রাখা হয়েছে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রাণদণ্ড। এভাবেই আল্লাহ তাআলা বান্দাকে গুনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য প্রতিটি গুনাহ ও অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করেছেন, পূর্ণ ইনসাফের সাথে। ইসলামী দণ্ডবিধির পরিমিতিবোধ যুগে যুগে সকল আইন ও দণ্ডনীতির ঊর্ধ্বে প্রমাণিত হয়েছে। শরয়ী দণ্ডমালার ভারসাম্যের জাগতিক সকল আইন স্থুল প্রমাণিত হয়।

অপরাধের তীব্রতায় শাস্তির মাত্রাও আল্লাহ তাআলা বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর মানুষের স্বভাবে ও মানসিকতায় যেসকল অপরাধ-প্রবণতা দেখা যায়, তা প্রতিহত করতে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি আরোপ করেছেন। মানুষের স্বভাব ও মানসিকতার স্বাভাবিক রুচিবোধই যেসকল অপরাধ থেকে স্বেচ্ছায় বিরত থাকে, আল্লাহ তাআলা সেখানে শাস্তির বিধান রাখেননি। বান্দাকে নিরুৎসাহিত করেছেন, অপরাধটিকে হারাম ও নাজায়েয বলে জানিয়ে দিয়েছেন। অপরাধের পিঠে জাগতিক কোনো শাস্তির বিধান প্রয়োগ করেননি। যেমন—পশুর মলমূত্র সেবন, রক্তপান, মৃতপ্রাণী খাওয়া ইত্যাদি।

আর যেসকল অপরাধের জন্য মানুষের মন উৎসাহিত হয়ে ওঠে, সেসকল অপরাধের ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা জাগতিক শাস্তির বিধান রেখেছেন। যৌনচাহিদার ক্ষেত্রে বান্দার মনের আকাঙ্ক্ষা তীব্র থাকায় এই জৈবিক চাহিদা পূরণের অবাধ ও ক্ষতিকর রাস্তা বন্ধ করার জন্য আল্লাহ তাআলা যৌনক্ষমতার অপব্যবহারের শাস্তির মাত্রাও বাড়িয়ে দিয়েছেন। পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার মতো কঠোর শাস্তির বিধান প্রণয়ন করেছেন। যৌন-অপরাধ দমনের সর্বনিম্ন শাস্তি হিসেবে বেত্রাঘাত ও প্রহারকে প্রণীত করেছেন, যেন সকলে এ ব্যাপারে সচেতন ও সতর্ক থাকে। চৌর্যবৃত্তির অপরাধ ও এর ক্ষতির প্রভাব বিবেচনায় চোরের জন্য হাত কাটার বিধান প্রণয়ন করে দিয়েছেন, যেন মানুষ অন্যের সম্পদ চুরি করা থেকে বিরত থাকে, সমাজের ভারসাম্যতা ও নিরাপত্তা নির্বিঘ্ন থাকে। ডাকাত ও ছিনতাইয়ের মতো গর্হিত অপরাধের শাস্তি হিসেবে হাত ও পা কেটে দেওয়ার শাস্তি প্রণীত হয়েছে।

বান্দা যেই অঙ্গ দিয়ে গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়, ইসলামী শরীয়াহ সাধারণত সেই অঙ্গের উপরই শাস্তি প্রয়োগের বিধান রেখেছে। যেমন চুরি-ডাকাতির অপরাধ। তবে ব্যভিচারীর শাস্তি তার গোপনাঙ্গে প্রয়োগ না করে বেত্রাঘাতের দ্বারা শরীরে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রয়োগের কারণ হলো—

১. গোপনাঙ্গ কেটে ফেলার দ্বারা বান্দাকে তার অপরাধের মাত্রার চেয়েও বেশি শাস্তি প্রয়োগ করা হয়।

২. হাত ও পা কেটে দেয়ার মাধ্যমে অন্যদেরকে সতর্ক করা যায়। অন্যরা চুরি ও ছিনতাই থেকে বিরত থাকার শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু মানুষের গোপনাঙ্গ শরীরের আবৃত অঙ্গ হওয়ায় শাস্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। তাই প্রকাশ্যে তাকে বেত্রাঘাতের মাধ্যমে ভর্ৎসনা ও লাঞ্ছিত করার বিধান আরোপ করা হয়েছে।

৩. মানুষের এক হাত কেটে দিলেও অনেকাংশে অন্য হাত দিয়ে তার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্যভিচারের শাস্তিটি ভিন্নভাবে প্রয়োগ করা হয়।

৪. ব্যভিচারের স্বাদ ও রসনেন্দ্রিয় যেহেতু সমগ্র শরীর জুড়েই বিস্তৃত তাই এর শাস্তিও ব্যভিচারীর সারা দেহে প্রয়োগ করা হয়।

মোটকথা, ইসলামী আইন পরিপূর্ণ ভারসাম্য বজায় রেখে মানুষ ও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

পাপাচারের সাজা ও দণ্ডবিধির প্রকার

পাপাচারী ব্যক্তিকে দুইভাবে শাস্তি দেওয়া হয়—শরীয়তকর্তৃক নির্ধারিত দণ্ডবিধির মাধ্যমে জাগতিক শাস্তি। অথবা আল্লাহ তাআলা সরাসরি নিজ কুদরতে তাকে তার অপরাধের শাস্তি প্রদান করেন।

গুনাহগার ব্যক্তিকে যখন শরীয়তকর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির মাধ্যমে দণ্ডিত করা হয়, তখন সাধারণত আল্লাহ তাআলার শাস্তি বা আযাবকে তার জন্য রহিত করা হয় অথবা লঘু করে দেয়া হয়। যদি বান্দার অপরাধের শাস্তির মাত্রা অনুযায়ী সে তার প্রাপ্য সাজা ভোগ করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে পুনরায় শাস্তির সম্মুখীন করবেন না। আর শরয়ী দণ্ডবিধি যদি তার জন্য যথেষ্ট না হয়, বান্দার আত্মার ব্যাধি যদি দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ার পরও তার মাঝে বিদ্যমান থাকে, তাহলে তার উপর আল্লাহ তাআলার আযাব ও শাস্তি নেমে আসে। বান্দার অনেক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গুনাহ এমন আছে, যেখানে আল্লাহ তাআলা কোনো জাগতিক দণ্ডকে শরয়ী শাস্তি হিসেবে নির্ধারণ করেননি; সেসকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে নিজ কুদরতি আযাব দিয়ে পাকড়াও করেন। এই আযাব প্রদান কখনো শরয়ী শাস্তির তুলনায় কম হয়, আবার কখনো বেশি ও তীব্র হয়ে যায়। শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির প্রয়োগক্ষেত্র নির্দিষ্ট ও সীমিত। আর আল্লাহ তাআলা সাধারণভাবে গুনাহের কারণে বান্দাকে যেই শাস্তি দিয়ে থাকেন, তার প্রয়োগক্ষেত্র ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা যদি গোপনে করা হয় তখন শুধুমাত্র গুনাহগার ব্যক্তি একাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর যখন আল্লাহর নাফরমানি প্রকাশ্যে করা হয় তখন সমাজের সবাই এর দ্বারা প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষের চোখের সামনে যদি কোনো খারাপ কাজ হয়, আর সবাই যদি সম্মিলিতভাবে সেই কাজে বাধা না দেয়, বরং এতে আরও অংশগ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা খুব দ্রুতই তাদেরকে আযাবগ্রস্ত করেন।

আল্লাহ তাআলা বান্দার গুনাহ ও অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শরয়ী দণ্ডবিধি প্রণয়ন করেছেন। এই দণ্ডবিধির প্রয়োগক্ষেত্র তিনভাবে হয়ে থাকে।

- হত্যা
- অঙ্গহানি
- বেত্রাঘাত

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার মতো অপরাধ হলো কুফর বা আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করা, ব্যভিচার ও সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া। এ ধরনের অপরাধ মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধ, বংশধারা ও সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করে।

শাস্তি বিবেচনায় গুনাহের প্রকার

শাস্তির বিবেচনায় বান্দার গুনাহ বা অপরাধ তিন প্রকার—

১. এমন অপরাধ বা গুনাহ, যার শাস্তি হিসাবে বান্দার ওপর হদ বা শারীরিক দণ্ড প্রয়োগ করা হয়। এই অপরাধের জন্য অপরাধীকে প্রহার, অঙ্গহানি বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। যেমন, মদপান, ব্যভিচার, পরকীয়া, চুরি, ডাকাতি, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা ইত্যাদি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২. এমন গুনাহ বা অপরাধ, যার প্রায়শ্চিত্যে বান্দাকে মাশুল গুনতে হয়। কাফফারা আদায়ের মাধ্যমে সে গুনাহ বা অপরাধের মার্জনা প্রার্থনা করতে হয়। যেমন, রামাদানের দিনে স্ত্রীর সাথে ইচ্ছাকৃত সহবাস কিংবা ইচ্ছাকৃত পানাহার করা।

৩. এমন অপরাধ ও গুনাহ, যার জন্য বান্দার উপর কোনো দণ্ডবিধি আরোপিত হয় না, কাফফারাও আদায় করার প্রয়োজন হয় না। এই তালিকায় আছে রক্তপান করা, গালমন্দ করা, অশ্লীল দৃষ্টি দেওয়া।

যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি

ইমাম মালিক ﷺ বলেন, 'মানব-হত্যার পর সবচেয়ে জঘন্যতম অপরাধ হলো ব্যভিচার করা। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, "আল্লাহর রাসূল! সবচেয়ে বড় অপরাধ কোনটি?" নবীজি উত্তর দিলেন, "আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে তুলনা করা।" ইবনু মাসউদ বলেন, "আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন অপরাধ?" নবীজি উত্তর দিলেন, "ভরণ-পোষণের খরচের ভয়ে নিজ সন্তানকে হত্যা করা।" আবদুল্লাহ বলেন, "আমি বললাম, এরপরের অপরাধ কোনটি?" নবীজি উত্তর দিলেন, "প্রতিবেশী নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।"'[১]

নবীজি সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদীসের সত্যায়নে আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করেন—

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ

> *আর যারা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যকোনো উপাস্যের ইবাদাত করে না এবং আল্লাহ তাআলা যাকে হত্যা করা অবৈধ ঘোষণা করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তারা তাকে হত্যা করে না এবং যিনা করে না। আর যারা এমন করবে,*

[১] বুখারী, ৪/১৮৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *তারা আমার আযাবের সম্মুখীন হবে।'*[১]

আলোচ্য হাদীসে নবীজি ﷺ জঘন্যতম তিন প্রকারের অপরাধের সবচেয়ে মারাত্মকটির কথা বলে দিয়েছেন।

- সবচেয়ে মারাত্মক শিরক হলো, কাউকে আল্লাহ্ তাআলার সমকক্ষ স্থির করা।
- সবচেয়ে ভয়াবহ হত্যা হলো, সম্পদ খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে নিজ সন্তানকে হত্যা করা।
- সবচেয়ে কদর্যপূর্ণ ব্যভিচার হলো, আপন প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে পরকীয়া করা।

হাদীসের আলোকে বোঝা যায়, বিবাহিত নারীর সাথে পরকীয়ায় লিপ্ত হওয়া অবিবাহিত নারীর সাথে ব্যভিচার করার চেয়ে জঘন্যতম অপরাধ। বিবাহিত নারীর সাথে পরকীয়ার কারণে নারীর পাশাপাশি স্বামীর অধিকার ও সম্মান খর্ব করা হয়। নারীর গর্ভে পরপুরুষের সন্তান জন্ম নেওয়ার পথ তৈরি হয়। এ ছাড়াও স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য-জীবনে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। সাজানো-গোছানো সংসারে জাহান্নামের অশান্তি নেমে আসে। এইজন্য সবচেয়ে কদর্যপূর্ণ ব্যভিচার হিসেবে বিবাহিত নারীর সাথে পরকীয়াকে চিহ্নিত করা হয়েছে। একইসাথে বিবাহিত নারী যদি প্রতিবেশীর স্ত্রী হয় তাহলে ব্যভিচারের পাশাপাশি প্রতিবেশীর হক, অধিকার ও সম্মান নষ্ট করা হয়। প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়ার মতো কঠিন হারাম কাজ সংঘটিত হয়। নবীজি ﷺ থেকে বর্ণিত আছে—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

> *'যার অত্যাচার থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'*[২]

আর প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে পরকীয়া হলো জঘন্যতম অত্যাচার। পাশাপাশি প্রতিবেশী যদি তার ভাই কিংবা আত্মীয় হয়, তাহলে আত্মীয়ের হক, অধিকার ও

---

[১] সূরা ফুরকান, আয়াত-ক্রম : ৬৮
[২] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ৪৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সম্মান খর্ব করার হারাম দিকটিও এখানে চলে আসে। ফলে গুনাহের মাত্রা আরো তীব্রতর হয়। সাধারণত প্রতিবেশীর অনুপস্থিতির সুযোগে বদ-চরিত্রের লোকেরা এমন গুনাহের সুযোগ নিয়ে থাকে। প্রতিবেশী যদি ইবাদাতের জন্য; নামায, হজ, জ্ঞানার্জন, জিহাদ—ইত্যাদি কাজে পরিবার-পরিজন থেকে দূরে যায় আর প্রতিবেশীর অনুপস্থিতির সুযোগের সে অপব্যবহার করে থাকে, তাহলে তার থেকে দুশ্চরিত্রবান কোনো ব্যক্তি আর হতে পারে না। সে নিকৃষ্টতম গুনাহগার হিসেবে বিবেচিত হবে। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে থাকার কারণে অনুপস্থিত থাকাকালে যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে পরকীয়া করে, তাহলে কিয়ামতের দিন মুজাহিদ ব্যক্তিকে বলা হবে—

خُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ

> *'যে তোমার স্ত্রীর সাথে তোমার অনুপস্থিতিতে অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে, তুমি তার নেক আমল যত ইচ্ছা তোমার আমলনামায় নিয়ে নাও।'*

কিয়ামতের বিভীষিকাময় দিনে, যেদিন পিতা তার আপন সন্তানকে চিনতে পারবে না, একটি মাত্র নেকী বা সাওয়াব একজন আরেকজনকে দিতে অস্বীকার জানাবে যেদিন, সেই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা পরকীয়াকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমন কঠিনতম সাজা আরোপ করবেন। এই কঠিন শাস্তির দিকেই ইশারা করে নবীজি ﷺ বলেন—

فَمَا ظَنُّكُمْ؟

> *'(এই শাস্তির ব্যাপারে) তোমরা কী মনে করছ?'*[১]

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যখন তাকে বলে দিবেন, যত ইচ্ছা তার নেক আমলের সওয়াব তোমার আমলনামায় নিয়ে নাও, তখন সে তার কোনো নেক আমল কি আর ঐ ব্যক্তির জন্য রেখে দেবে? সব নেক আমলই তো নিজ আমলনামায় নিয়ে নেবে।

[১] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ১৮৯৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করার শাস্তি

অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিলে বা চুরি করলে শরীয়ত অপরাধীর হাত কাটার দণ্ডবিধি আরোপ করেছে। চুরির অপরাধ করতে গিয়ে চোর কুকুর, বেড়াল বা সাপের মতো অন্যের ঘরে অনুমতি ব্যতীত, গোপনে, সিঁধ কেটে, দরজা-জানালা ভেঙে প্রবেশ করে। চোর যেহেতু অন্যের ঘরে চৌর্যবৃত্তি করার জন্য হাত ব্যবহার করে, হাতের দ্বারা অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করে, তাই তার হাতের উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হয়।

অনুরূপ ডাকাতি করতে গিয়েও অপরাধীরা যেহেতু হাত ও পা ব্যবহার করে থাকে, তাই তাদের হাত ও পায়ের উপর ইসলামী দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা হয়।

সরাসরি কুদরতি শাস্তি

গুনাহগার বান্দা বা অপরাধীকে আল্লাহ তাআলা সরাসরি কুদরতী বা ঐশ্বরিক শাস্তি প্রদান করেন দুইভাবে।

১. গুনাহগার বান্দার অন্তরকে শাস্তি দেন।

২. গুনাহগার বান্দাকে দৈহিক ও আর্থিক শাস্তি দেন।

গুনাহগার বান্দাকে আল্লাহ তাআলা মানসিকভাবে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে অথবা অন্তরের প্রফুল্লতা ও স্বাদ-আহ্লাদ নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে অন্তরকে মৃত বানিয়ে দেন। এভাবে গুনাহগার বান্দার অন্তরে অসহনীয় শাস্তি আরোপ করেন। শারীরিক শাস্তির চেয়েও কঠিন হয়ে থাকে মানসিক শাস্তি। যেভাবে দৈহিক ব্যথা, যন্ত্রণা মানুষের মনকেও বিপর্যস্ত করে তোলে, সেভাবে মানসিক শাস্তির প্রভাবও বান্দার শরীরকে অস্থির করে তোলে। অন্তরের উপর আরোপিত সাজা মানুষের দেহকেও জর্জরিত করে তোলে। এরপর মৃত্যুর পরের সময় যখন মানবদেহ থেকে রূহ বা আত্মা বের হয়ে যায়, তখন এই শাস্তি পুরোপুরিভাবে শরীরকে আচ্ছাদিত করে নেয়। এ সময় বান্দাকে কবরের আযাবের সম্মুখীন হতে হয়। বারযাখ জগতের আযাব গুনাহগার বান্দাকে আপন গুনাহের প্রতিদান বুঝিয়ে দিতে থাকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গুনাহগার বান্দার শরীরে কুদরতী শাস্তির প্রভাব

গুনাহগার বান্দার শরীরে আল্লাহ তাআলার কুদরতী শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় জগতেই প্রতিফলিত হয়। গুনাহ ও অপরাধের তীব্রতায় শাস্তির পরিমাণও কম-বেশি হয়ে থাকে এবং স্থায়ী ও সাময়িক হয়। দুনিয়া ও আখিরাতের সকল অকল্যাণ মূলত গুনাহ ও তার শাস্তিকে কেন্দ্র করেই। এই অকল্যাণের সূচনা হয় পঙ্কিল অন্তর আর খারাপ কাজের দ্বারা। পাপী মন ও মন্দ কাজ থেকে নবীজি ﷺ আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে বলেন—

وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا

> *'আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট অন্তরের পঙ্কিলতা ও মন্দ আমল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।'*[১]

আল্লাহ তাআলার নিকট নবীজি ﷺ অন্তরের অনিষ্ট থেকে এবং কর্মের ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

আর মানুষের কর্মের অনিষ্ট বা মন্দ কাজ মূলত অন্তরের পঙ্কিলতা বা অনিষ্ট থেকেই জন্ম নেয়। সুতরাং মানবাত্মা হলো সকল পাপ কাজের সূতিকাগার। আর মন্দ কাজের প্রতিদানও বান্দার জন্য মন্দ ও অমঙ্গল হয়ে থাকে।

ফিরিশতাগণ মুমিন বান্দাদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করেছেন—

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ

> *'আর আপনি তাদেরকে রক্ষা করুন যাবতীয় অমঙ্গল থেকে। আর আপনি সেদিন যাকে যাবতীয় অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবেন, তখন আপনি বাস্তবিক অর্থেই তার প্রতি করুণা করবেন।'*[২]

ফিরিশতাগণ মুমিন বান্দাদের জন্য যাবতীয় অমঙ্গল থেকে নিরাপত্তার দুআ করেছেন। এই দুআর মাঝে মন্দ আমল থেকে নিরাপত্তার জন্যেও আবেদন করা হয়েছে। আর বান্দাকে যখন মন্দ আমল থেকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে তখন বান্দা

[১] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ১১০৫
[২] সূরা মুমিন, আয়াত-ক্রম : ৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মন্দ পরিণতি থেকেও রক্ষা পাবে।

আল্লাহ তাআলা বান্দাকে গুনাহ থেকে দুইভাবে রক্ষা করেন।

- গুনাহ ও অন্যায় কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন।
- ক্ষমা করে দিয়ে মন্দ আমলের অশুভ পরিণতি ভোগ করা থেকে কিয়ামত-দিবসে রক্ষা করবেন।

গুনাহ ও অপরাধের শাস্তির প্রকারভেদের সারকথা হলো, মন্দ ও অসৎ কাজের পরিণতি বান্দাকে বিভিন্নভাবে ভোগ করতে হয়। কখনো শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার মাধ্যমে। আবার কখনো আল্লাহ তাআলার কুদরতি আযাব ও সাজা ভোগ করার মাধ্যমে। গুনাহের এই পরিণতি বান্দার শরীরে আর অন্তরে আরোপিত হয়। কিছু শাস্তি পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে পার্থিব জগতেই বুঝিয়ে দেয়া হয়। আর কিছু শাস্তি অপেক্ষা করে মৃত্যুর পর কবরে, বারযাখ জগতে। চূড়ান্ত শাস্তি ভোগ করতে তার জন্য পরকালের জগতে তৈরি করা হয়েছে জাহান্নাম। গুনাহের প্রতিদান হিসাবে বান্দাকে পৃথিবী ও পরকাল—সর্বত্রই, অথবা যেকোনো এক জগতে অবশ্যই সাজা ভোগ করতে হবে। কুরআন-হাদীসে এসব শাস্তির কথা বারবার উল্লেখ করে বান্দাকে সতর্ক করা হয়েছে। এরপরও যারা পাপকাজে মগ্ন হয়ে যায়, তারা পাপাচার থেকে ফিরে আসতে পারে না। যেন সে নেশাগ্রস্ত, ঘুমন্ত অথবা অজ্ঞ, মূর্খ কোনো ব্যক্তি। দুনিয়া ও আখিরাতের কোনো জ্ঞান তার নেই। অজ্ঞতা আর অবহেলার ঘুমে বিভোর হয়ে সে ভাবনাহীন কাটাচ্ছে। কিন্তু মহা ক্ষমতাবান আল্লাহ তাআলার আযাবের যন্ত্রণায় তার ঘুম ভেঙে যাবে একদিন। সেদিন তার চৈতন্য ফিরে এলেও হাহাকার ও আফসোসের বেশি কিছু করার আর ক্ষমতা থাকবে না। আগুনে হাত লাগলে যেমন হাত পুড়ে যায়, আঘাতপ্রাপ্ত হলে পাত্র যেভাবে ভেঙে যায়, পানিতে ভারি জিনিস যেভাবে ডুবে যায় কিংবা মানবদেহে অসুখ বা বিষ যেভাবে প্রভাব বিস্তার করে ঠিক সেভাবেই গুনাহের কারণে বান্দার উপর নেমে আসে পার্থিব ও পরকালীন আযাব। আযাব কখনো তাৎক্ষণিকভাবেই পতিত হয়। কখনো সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। কখনো বান্দার জন্য সহনীয় পর্যায়ে থাকে। গুনাহের প্রতিফলন দেরিতে হলে অনেক সময় মানুষ ধোঁকাগ্রস্ত হয়। গুনাহের কোনো প্রতিক্রিয়া তার সরল চোখে দেখতে না পেলে সে এই গুনাহকে সহজ ও সাধারণ ভাবতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থাকে। অথচ গুনাহের প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। অসুস্থের কারণ ও উপকরণসমূহ দেখা যাওয়ার পরও কখনো কখনো মানবদেহের রোগ দেরিতে প্রকাশ পায়। গুনাহের প্রতিফলও কখনো কখনো দেরিতে প্রকাশ করা হয়। গুনাহের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাওয়ার আগেই যদি বান্দা তাওবা, অনুশোচনা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে মহান রবের করুণার ছায়াতলে আশ্রয় নেয় তাহলে সে গুনাহের ক্ষতি থেকে মুক্তি লাভ করে। অন্যথায় সে নীরবে, অজান্তে ধ্বংসের গিরিখাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকে। তার ধ্বংস আর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া তখন শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাঁর কুদরত ও রহমত দ্বারা হিফাযত করুন। আমীন।

হৃদয়ে গুনাহের প্রভাব

আল্লাহ তাআলা তাঁর নাফরমানি বা অবাধ্যতার যে-সব শাস্তি নির্ধারণ করেছেন, এবং গুনাহের সাজা ও শাস্তির যে-সকল কারণ ও উপকরণ তিনি ও তাঁর রাসূল ﷺ বর্ণনা করেছেন, কেউ যদি ঠান্ডা মাথায় সে-সব বিষয়ে চিন্তা করে, তাহলে গুনাহমুক্ত জীবন যাপন করা তার জন্য সহজ ও স্বভাবযোগ্যতায় পরিণত হবে। এখানে গুনাহের কিছু মানসিক ও আত্মিক শাস্তির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, বুদ্ধিমান ও সচেতন পাঠকের জন্য এগুলোই আশাকরি যথেষ্ট হবে, ইনশাআল্লাহ।

প্রথম প্রভাব :

গুনাহের কারণে আল্লাহ তাআলা গুনাহগার ব্যক্তির অন্তরকে সিলগালা করে দেন। তার হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়। হৃদয় তখন অনুভূতিহীন নির্বিকার হয়ে যায়। নির্জীব প্রাণহীন এ হৃদয়ে হিদায়াত ধারণ করার মতো কোনো যোগ্যতা আর থাকে না। একইসাথে তার অন্তরের শ্রবণশক্তিও নষ্ট করে দেয়। তার হৃদয়ের কান বধির হয়ে যায়। এবং তার অন্তর্চক্ষুর সামনে পর্দা ফেলে দেয়া হয়। সে তখন সামনের পথও আর দেখতে পায় না। এভাবে বদ্ধ হৃদয়, বধির শ্রবণশক্তি আর দৃষ্টিহীন অন্তর্চক্ষু নিয়ে সে উদ্ভ্রান্তের মতো জীবন যাপন করে। সে নিজের ব্যাপারেও আত্মবিস্মৃত হয়ে যায়। তার হৃদয়কে সংকীর্ণ করে দেয়া

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়। যেন সে দুই হাতে বুক চেপে ধরে দ্রুতবেগে আসমানের দিকে উঠছে। তার অন্তরকে হক ও সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়া হয়। একের পর এক আত্মিক ব্যাধিতে তাকে রোগাক্রান্ত করে তোলে। সে ভগ্ন হৃদয় নিয়ে ধুঁকতে থাকে অসহায়ের মতো।

হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান ﷺ সূত্রে ইমাম মালিক ﷺ বর্ণনা করেন, 'মানুষের অন্তর চার ধরনের। ১. দাগহীন পবিত্র অন্তর। এই অন্তরে নূর চমকাতে থাকে। মুমিন বান্দারা এমন অন্তরকে ধারণ করে থাকে। ২. গাফিল ও নির্বিকার অন্তর। এমন অন্তর কাফিরের হয়ে থাকে। ৩. অধঃপতিত, নীচু অন্তর। মুনাফিক এই অন্তরের মালিক হয়। ৪. ঈমান ও নিফাকের স্বভাব-মিশ্রিত অন্তর। যেই স্বভাব অন্তরে বেশি বদ্ধমূল থাকে, অন্তরকে সেই স্বভাবের বলেই অভিহিত করা হয়।

দ্বিতীয় প্রভাব :

হৃদয়ে মোহর বসিয়ে দেয়ার কারণে গুনাহগার ব্যক্তির অন্তর আল্লাহ তাআলার অনুগত থাকতে অক্ষম হয়ে যায়। ইবাদাত ও আনুগত্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

তৃতীয় প্রভাব :

অন্তরকে বধির বানিয়ে দেয়া হয়। হৃদয়ের কান পেতে সে হিদায়াতের কোনো বাণী শুনতে পারে না। হৃদয়কে বাকহীন, বোবা বানিয়ে দেয়া হয়। অন্তরের কথা সে মানব-ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম হয়ে যায়। অন্তর্চক্ষুকে দৃষ্টিহীন করে দেয়া হয়। ফলে সে হৃদয়ের চোখ দিয়ে কিছু দেখতে পায় না। সে তখন হক ও সত্য কথায় কোনো উপকৃত হতে পারে না। একজন বধিরের নিকট যেমন মানব-আওয়াজ মূল্যহীন হয়ে যায়, তেমনি তার নিকট হিদায়াতের সকল কথা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। একজন অন্ধ ব্যক্তির নিকট রঙ ও বর্ণ যেমন মূল্যহীন, বাকহীন, মূক বা বোবার নিকট মানুষের কথার যেমন কোনো মূল্য নেই, তার নিকটও শরীয়ত ও ধর্ম তেমনি মূল্যহীন হয়ে যায়। এদেরকে লক্ষ করেই ইরশাদ করা হয়েছে—

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

> *'বস্তুত চক্ষু অন্ধ হয় না। হৃদয়ে স্থিত অন্তর্দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যায়।'*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চতুর্থ প্রভাব :

গুনাহের কারণে মানবাত্মায় ধ্বস নামে। যেভাবে কোনো স্থান বা জায়গা মাটিতে ধ্বসে পড়ে। ধ্বসিত হৃদয় তখন বান্দার অজান্তেই নীচু স্বভাব ও রুচিহীন হয়ে যায়। অন্তর রুচিহীন হয়ে যাওয়ায় বান্দা তখন নিকৃষ্ট স্বভাবের লোকদের সাথে ওঠাবসা করতে থাকে।

পঞ্চম প্রভাব :

অধঃপতিত অন্তরের মন্দ চিন্তাভাবনার কারণে গুনাহগার বান্দা কল্যাণ ও নেকির কাজ থেকে দূরে সরে যায়। উত্তম ও কল্যাণমূলক কাজ, শালীন ও ভালো কথাবার্তা এবং মার্জিত চরিত্র থেকে সে বঞ্চিত থাকে। তার কথায় ও কাজে অশালীন চরিত্রের ছাপ থাকে।

একজন বুযুর্গ ব্যক্তি মানুষের অন্তর নিয়ে মন্তব্য করেছেন, 'মানুষের অন্তর ভবঘুরে স্বভাবের। কারো অন্তর আরশকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খায়, আর কারো অন্তর মন্দ স্বভাবকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।'

ষষ্ঠ প্রভাব :

অন্তরের চেহারা-চরিত্রকে নিকৃষ্ট বানিয়ে দেয়া। মানুষের আত্মা তার জীবনের প্রতিচ্ছবি। এই প্রতিচ্ছবি গুনাহের কারণে ম্লান হয়ে যায়। পাপের বিষাক্ত থাবায় এই প্রতিচ্ছবিকে ঘষামাজা করে কদাকার চিত্র বানিয়ে বান্দার জীবনে সেঁটে দেয়া হয়। অন্তরে তখন পশু-চরিত্র জায়গা করে নেয়। বন্য পশুর স্বভাব, চরিত্র আর চালচলন তার জীবনে প্রতিফলিত হয়। গুনাহের মাত্রা হিসেবে কোনো পাপাচারীর অন্তর শুকরের মতো আর কারো অন্তর কুকুর, গাধা বা ইতরশ্রেণির প্রাণীর মতো করে দেয়া হয়। তার চাল-চলনে তখন সেই পশুর স্বভাব প্রকাশ পায়। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ—

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ

> *'আর পৃথিবীতে যত প্রাণী এবং ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে-বেড়ানো পাখি রয়েছে,*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *তার সবই তোমাদের মতো একেকটি শ্রেণি।'*[১]

সুফিয়ান সাওরী ﷺ এই আয়াতের ব্যাখায় বলেছেন, 'মানুষের কর্মের দ্বারাই তার সমশ্রেণির প্রাণীজগত নির্ধারিত হয়। এইজন্যই মানব-সমাজে কারো চরিত্র হয় হিংস্র পশুর ন্যায়। কারো অভ্যাস হয়ে থাকে কুকুর, শুকরের মতো। আবার কেউ বেশভূষায় ময়ূরের মতো সুসজ্জিত পোষাকে নিজেকে মেলে ধরে। কেউ নিজেকে সবজায়গায় প্রাধান্য দিয়ে থাকে, প্রাণীজগতে মোরগের মাঝে এই স্বভাব বিদ্যমান। কেউ নির্বোধ হয়ে থাকে, গাধার মধ্যে এই স্বভাব বিদ্যমান। কারো আন্তরিকতা থাকে পোষা-পায়রার মতো। এভাবে প্রাণীজগতের সকল পশুপাখির মধ্যেই কোনো না কোনো চরিত্রে মানুষের স্বভাব ও অভ্যাস বিদ্যমান থাকে।

আল্লাহ তাআলা নির্বোধ জাহান্নামী লোকদের কথা বলতে গিয়ে তাদেরকে নিকৃষ্ট উট, শুকর, কুকুর বা অবলা গবাদি পশুর সাথে তুলনা দিয়েছেন। গুনাহের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পেতে একসময় চারিত্রিক সাদৃশ্যতা চেহারাতেও ফুটে ওঠে। আল্লাহ তাআলার নৈকট্যপ্রাপ্ত অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন বান্দাদের চোখে পাপাচারীদের এসব আভ্যন্তরীণ চেহারা ধরা পড়ে।

সপ্তম প্রভাব :

অন্তরের বিবেক-বুদ্ধিকে উল্টোপথে ছেড়ে দেওয়া হয়। চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দেয়া হয়। গুনাহগার বান্দা তখন হককে বাতিল মনে করে। আর বাতিলকে মনে করে হক। ভালো ও কল্যাণমূলক কাজকে সে খারাপ চোখে দেখে। আর মন্দ কাজকে ভালো মনে করে। এভাবে সমাজে সে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে আর নিজেকে সমাজের সংস্কারক ভাবতে থাকে। আল্লাহর পথে, ধর্মীয় অনুশাসন পালনে সে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আর নিজেকে মনে করে আল্লাহর পথের সাহায্যকারী, ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগী। হিদায়াতের বিকল্পে ভ্রষ্টতা গ্রহণ করে নিজেকে ভাবে হিদায়াতের অনুসারী। কুপ্রবৃত্তির গোলামি করে নিজেকে আল্লাহ্ তাআলার অনুগত বান্দা ভেবে তৃপ্ত হয়। গুনাহের শাস্তি হিসেবেই তার উপর চিন্তার এই মহাভ্রান্তি ও অধঃপতনের লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হয়।

---

[১] সূরা আনআম, আয়াত-ক্রম : ৩৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অষ্টম প্রভাব :

মহান রবের ব্যাপারে তার অন্তর অন্ধ হয়ে যায়। তার অন্তরে গুনাহের অন্ধকার পর্দা টেনে দেয়া হয়। পর্দার কারণে তার মাঝে আর মহান রবের মাঝে এক দেয়াল সৃষ্টি হয়। পৃথিবীতে সে আপন রবের প্রকৃত পরিচয় আর পায় না। আর কিয়ামত-দিবসে সমগ্র সৃষ্টিজগত যখন মহান রবের করুণার ভিখারি হয়ে বসে থাকবে, তখনও তার মাঝে আর করুণাময় আল্লাহ তাআলার মাঝে পর্দা টানা থাকবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ

> *'কখনোই নয়। কৃতকর্মের ফলে তাদের অন্তরে মরীচিকা পড়েছে। কখনোই নয়, সেদিন তারা তাদের রব থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে।'*[১]

সাধনার যেই পথ ও পরিক্রমা, গুনাহ আর নাফরমানি সেই পথকে বিনষ্ট করে দেয়। বান্দা তখন নিজের ভালো খুঁজে পায় না। আত্মশুদ্ধির পথ তার অজানা থেকে যায়। একইসাথে গুনাহ ও পাপাচার মহান রবের ঐশ্বরিক সম্পর্ক পানে ছুটে চলা মানবাত্মার গতিকে থামিয়ে থামিয়ে রাখে। তখন মানবাত্মা মহান রবের পরিচয় লাভ করতে ব্যর্থ হয়ে রবের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়। গুনাহের পর্দা তার জীবনের সকল সাফল্যকে আড়াল করে রাখে। সফলতা আর সম্মানের পরিবর্তে সে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।

নবম প্রভাব :

গুনাহগার ব্যক্তির জীবন সংকীর্ণ হয়ে যায়। দুনিয়ায়, কবরে ও পরকালে সে এক সংকীর্ণ জীবনের অধিকারী হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

---

[১] সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত-ক্রম : ১৪-১৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *'আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জন্য আমি রেখে দিয়েছি সংকীর্ণ এক জীবনব্যবস্থা। কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় পুনরুত্থিত করব।'*[১]

সংকীর্ণ জীবনের অর্থ হচ্ছে, গুনাহগার ব্যক্তির বারযাখ জগত অর্থাৎ কবরের জীবন সংকীর্ণ হবে। জীবনের এই সংকীর্ণতা শুধু কবরের জীবনেই নয়, পার্থিব ও পরকালীন জীবনেও সে সংকীর্ণতায় ভুগবে। গুনাহগার বান্দা যত বেশি আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে সে ততই জীর্ণ-শীর্ণ জীবনে প্রবেশ করবে। যদিও জাগতিক ভোগ-বিলাসের কারণে তাকে আয়েশি জিন্দেগির অধিকারী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু পার্থিব শত বিলাসিতার মাঝে ডুবে থাকলেও হৃদয়-জগতে সে নীরবে একাকিত্বের যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে থাকে। মানসিক হাহাকার, হতাশা ও জীবনের প্রতি শত অভিযোগ তাকে কুড়েকুড়ে দংশন করতে থাকে। অলীক কিছু আশা আর কল্পনায় বিভোর থাকলেও অব্যক্ত যন্ত্রণা তার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটায়। পার্থিব ভালোবাসা, নেতৃত্বের মোহ, জৈবিক মনোবাসনার তীব্র লালসা তার যন্ত্রণার কথা মুখ ফুটে ব্যক্ত করতে বাধা দেয়। শরাবের নেশার চেয়েও ভয়ংকর থাকে জাগতিক এই মোহ। মৃত্যু-যন্ত্রণা আসার আগ অবধি পার্থিব বিত্ত-বৈভব ও ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন ব্যক্তির চৈতন্য ফিরে আসে না।

এভাবে পার্থিব জীবনও তার জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে যায়, হিদায়াত ও তাওবার রাস্তা সে হারিয়ে ফেলে। তার জীবন কখনো স্থিতিশীল হয় না, অস্থির চিত্ত নিয়ে সে চূড়ান্ত ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে, কিন্তু অদৃশ্যের এক তাড়া লেগে থাকে তার জীবনে। সর্বত্রই তার ব্যস্ততা, দু দণ্ড বিশ্রামের মতো অবকাশ যেন তার নেই। সে জানে না, আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও ইবাদাত ব্যতীত হৃদয় কখনো প্রশান্ত হয় না। মহান রবের স্মরণেই আত্মার সুখ, চিত্তের স্থিরতা। আল্লাহ তাআলার ইবাদাতে যার চক্ষু শীতল হয়, জগতের সকল ঝড়-ঝামেলাতেও তার চোখ ও হৃদয় শীতল থাকে। সে উত্তপ্ত হয় না।

---

[১] সূরা তহা, আয়াত-ক্রম : ১২৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুমিন বান্দার জন্য আত্মার প্রশান্তি ও পার্থিব সুখ

আল্লাহ তাআলা এইজন্যই উত্তম ও আদর্শ জীবনের জন্য ঈমান ও নেক আমলের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন—

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

> *'যে নারী বা পুরুষ ঈমানের অবস্থায় নেক কাজ করবে, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব। আর তারা যে আমল করেছে, তার থেকেও উত্তম প্রতিদান আমি তাদেরকে দান করব।'[১]*

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঈমানদার ও নেককার বান্দাদের জন্য পার্থিব জীবনে উত্তম জীবনব্যবস্থা এবং পরকালে উত্তম প্রতিদানের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে তাদের জন্য উভয় জগতেই রয়েছে সুখময় নিশ্চিন্ত জীবন।

অন্য আয়াতেও আল্লাহ তাআলা এমন সুসংবাদ দিচ্ছেন—

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ

> *যারা এই জগতে সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ; আর পরকালের জীবন তো তাদের জন্য আরো উত্তম। মুত্তাকী বান্দাদের জীবন কতই-না চমৎকার!'[২]*

অন্য আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ

> *'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। অতঃপর তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তন করো। তিনি তোমাদেরকে নির্ধারিত সময়*

[১] সূরা নাহল, আয়াত-ক্রম : ৯৭
[২] সূরা নাহল, আয়াত-ক্রম : ৩০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *পর্যন্ত এক উত্তম উপভোগ্য জীবন দান করবেন। আর প্রত্যেক অধিক আমলকারী ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য মর্যাদা বুঝিয়ে দেবেন।'*[১]

এসব আয়াতের সারমর্ম হলো—নেক ও মুত্তাকী বান্দাগণ দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার চূড়ায় পৌঁছে যাবেন। উভয় জগতেই তাঁদের জন্য থাকবে উত্তম জীবনব্যবস্থা। মুমিন মুত্তাকী বান্দাদের জন্য রয়েছে আত্মার প্রশান্তি, হৃদয়ের সুখ ও উল্লাস, উপভোগ্য ও প্রশান্তিকর এক মন-মানসিকতা। সেই সাথে তাদের হৃদয় হবে প্রশস্ত, আলোকিত এবং সকল পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত ও নির্মল। হারাম মনোবাসনা ত্যাগ করার মাঝেই প্রকৃত সুখ ও নিশ্চিন্ত শান্তি নিহিত। এই সুখানুভূতি যারা লাভ করে জীবন তাদের উচ্চমার্গীয় স্তরে পৌঁছে যায়। এক বুযুর্গ এমন জীবন পেয়ে বলেছিলেন, 'রাজ পরিবারের লোকজন যদি জানত আমরা কেমন স্বর্গীয় জীবন যাপন করছি, তাহলে তারা তরবারির লড়াই চালিয়ে হলেও সেই জীবন পেতে মরিয়া হয়ে উঠত।'

এমনই সৌভাগ্যবান আরেকজন বলেছেন, 'অবশ্যই দুনিয়াতে পরকালীন জান্নাতের মতো একটি জান্নাত আছে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার এই জান্নাতে প্রবেশ করবে না, সে পরকালীন জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না।'

নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন—

إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: حِلَقُ الذِّكْرِ

> *'যখন তোমরা জান্নাতের বাগান অতিক্রম কর, তখন উৎফুল্ল চিত্তে সেদিকে এগিয়ে যাও।' সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'জান্নাতের বাগান কী?' নবীজি বললেন, 'আল্লাহ তাআলার যিকিরের মজলিস।'*[২]

অন্য হাদীসে পার্থিব জান্নাতের বাগান সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে—

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

---

[১] সূরা হুদ, আয়াত-ক্রম : ৩
[২] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ১২৫২৩। শুয়াইব আরনাউতের মতে হাদীসটির সনদ দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> 'আমার ঘর আর আমার মসজিদের মিম্বারের মাঝের জায়গাটুকু হলো জান্নাতের একটি বাগান।'[১]

সংশয় নিরসন

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ - وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ

> 'নিশ্চয় নেককার লোকেরা থাকবে অনন্ত নিয়ামতের মাঝে আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরা থাকবে জাহান্নামের আগুনে।'[২]

এই আয়াতটিতে মুমিন ও নেককার লোকদের জন্য যেই সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, আর গুনাহগার বান্দাদের জন্য যে দুসংবাদ বিবৃত হয়েছে, তা কেবল পরকালের জন্যই নয়; বরং মানুষ তার কর্মের সুফল ও দুর্ভোগ ইহকাল, কবর-জগত ও পরকাল—তিন জগতেই ভোগ করবে। মুমিন বান্দাদের অন্তর পার্থিব জীবনে সুস্থ ও নিরাপদ থাকবে, পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হবে তারা। অন্তরে মহান রবের পরিচয়জ্ঞান, মারিফাত ও একনিষ্ঠ ভালোবাসার স্নিগ্ধ বাতাস তার জীবনকে ছন্দময় বানিয়ে দেবে। পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত, আত্মার ব্যাধি থেকে সুস্থ ও নিরাপদ হৃদয়ের চেয়ে বড় কী পুরস্কার থাকতে পারে ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে! আল্লাহ তাআলা তার খলীল, একান্ত বন্ধু ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পঙ্কিলতামুক্ত সুস্থ হৃদয়ের প্রশংসা করে ইরশাদ করেন—

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ - إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

> 'আর অবশ্যই (নূহের) দলের একজন হলো ইবরাহীম। যখন সে তার রবের দরবারে "কলবে সালীম" (অর্থাৎ পঙ্কিলতামুক্ত সুস্থ অন্তর) নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল।'[৩]

---

[১] অর্থাৎ, এইস্থানে সবসময় নবীজি ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ ইলম ও যিকিরের চর্চা করতেন। তাই এ স্থানকে জান্নাতের বাগান বলা হয়েছে।

[২] সূরা ইনফিতার, আয়াত-ক্রম : ১৩-১৪

[৩] সূরা সাফফাত, আয়াত-ক্রম : ৮৩-৮৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কলবে সালীমের প্রশংসায় অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে—

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ - إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

> *'সেদিন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না। শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে আল্লাহ তাআলার নিকট "কলবে সালীম" নিয়ে উপস্থিত হতে পারবে।'*[১]

'কলবে সালীম' বা সুস্থ হৃদয় বলা হয় এমন অন্তরকে, যেই অন্তরে শিরক নেই। যেই অন্তর হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরায়ণতা, কৃপণতা, অহংকার, দুনিয়ার লোভ-লালসা, ক্ষমতার মোহ— ইত্যাদি সকল পঙ্কিল অভ্যাস থেকে মুক্ত থাকবে, তাকেই 'কলবে সালীম' বা সুস্থ হৃদয় বলা হয়। যেসব কাজ ও স্বভাব বান্দাকে আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে সরিয়ে আল্লাহভোলা করে দেয়, সেসব কাজ ও স্বভাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র হৃদয়কেই বলা হয় 'কলবে সালীম'। এমন কলবের অধিকারী ব্যক্তি নশ্বর এই পৃথিবীতেও স্বর্গীয় জীবন যাপন করে এবং কবর-জগতেও জান্নাতের নিয়ামতে থাকবে। আর কিয়ামত-দিবসে সে অর্জন করবে চূড়ান্ত সফলতা।

'কলবে সালীম' বা নির্মল হৃদয়ের জন্য আবশ্যক যোগ্যতা

কলবে সালীম বা হৃদয়ের নির্মলতার জন্য পাঁচটি ব্যাধি থেকে হৃদয়কে সর্বদা মুক্ত রাখা আবশ্যক—

১. শিরক। শিরক আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের বিশ্বাসে ফাটল তৈরি করে।

২. বিদআত। যা বান্দাকে সুন্নতের পথ থেকে বিচ্যুত করে।

৩. মনোবাসনা বা নফসের আনুগত্য। যা আল্লাহ তাআলার আদেশ পালন করা থেকে বান্দাকে দূরে সরিয়ে দেয়।

৪. অলসতা। যা আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে বান্দাকে ফিরিয়ে রাখে।

৫. প্রবৃত্তির চাহিদা। এই বদঅভ্যাস বান্দার কাজের ইখলাস ও আল্লাহর

---

[১] সূরা শুআরা, আয়াত-ক্রম : ৮৮-৮৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
সন্তুষ্টি অর্জনের স্পৃহাকে নষ্ট করে দেয়।

এই পাঁচ স্বভাব আল্লাহ ও বান্দার মাঝে প্রতিবন্ধকতার পর্দা টেনে দেয়। উল্লিখিত প্রতিটি আত্মার ব্যাধি আরো অনেক রোগ ও বদভ্যাস মানবজীবনে ডেকে আনে।

সিরাতুল মুস্তাকীম

গুনাহগার বান্দার জন্য মহা বিপদ হলো, গুনাহের কারণে সে সিরাতুল মুস্তাকীম তথা আল্লাহ-নির্দেশিত সঠিক ও সরল পথ হারিয়ে ফেলে। সাজানো-গোছানো জীবন ঝড়ের তাণ্ডবের মতোই নিমিষে এলোমেলো ও লক্ষ্যহীন হয়ে যায়। এজন্যই প্রত্যেকের জন্য একান্ত আবশ্যক—সর্বদা আল্লাহ তাআলার নিকট সিরাতুল মুস্তাকীম তথা সরল-সঠিক ও হিদায়াতের পথের জন্য প্রার্থনা করা। এই প্রার্থনার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী কোনো দুআ বান্দার জীবনে নেই।

হিদায়াতের পথে চলার জন্য মানবজীবনে নানাবিধ জ্ঞান ও যোগ্যতার প্রয়োজন হয়, জীবন চলার পথে সর্বদা সতর্কভাবে পা ফেলে সামনে এগোতে হয়। সাবধানে পথের কাঁটাগুলো উতরে যেতে হয়। পথের বাঁকে বাঁকে বান্দাকে ধোঁকা দেয়ার জন্য তাকে পার্থিব জীবন হাতছানি দিয়ে ডাকে। দুর্বল বান্দার জন্য এই পথে চলা তাই কষ্টসাধ্য। আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া এই পথে চলা অসম্ভব। বান্দার কর্ম, জ্ঞান ও সতর্কতার যে পরিমাণ থাকে, সে সিরাতুল মুস্তাকিম তথা সরল-সঠিক পথের দিশা ততটুকুই পায়। পুরোপুরিভাবে হিদায়াতের পথে চলার মতো যোগ্যতা বান্দার পক্ষে নিজ স্বভাব ও অভ্যাস দিয়ে অর্জন করা সম্ভব নয়। বান্দা যখনই তার স্বভাব-যোগ্যতার উপর নির্ভর করে এই পথে চলতে শুরু করে, তখনই পথ হারিয়ে ফেলে। এই পথে সঠিকভাবে পরিচালিত হতে আল্লাহ তাআলা বান্দার জন্য শরীয়ত প্রণয়ন করেছেন। পথের নিদর্শন ঠিক রেখেছেন আপন আদেশ ও নিষেধের দ্বারা। এতকিছুর পরও মানুষ এই পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। মূলত আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা, এই পথে অবিচল থাকার তৌফিক দান করেন; আর যাকে ইচ্ছা, এই পথ থেকে বিচ্যুত করেন। ব্যক্তির যোগ্যতা, আমলের পরিমাণ ও অবস্থার ওপর বিবেচনা করে তিনি এই চ্যুতি ও অবিচলতার ফায়সালা করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ক্ষতি ও স্তর বিবেচনায় গুনাহের প্রকার

ক্ষতি ও স্তর বিবেচনায়ও গুনাহের বেশ কিছু প্রকার রয়েছে। প্রতি স্তরের গুনাহের জন্য ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তি ও জবাবদিহিতা ভিন্ন ভিন্ন হবে। আল্লাহ তাআলার রহমতে আমরা এই অধ্যায়ে গুনাহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করব।

গুনাহ মূলত দুই প্রকার।

১. আল্লাহর আদেশ অমান্য করা।

২.আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে পড়া।

এই দুই প্রকারের গুনাহ পৃথিবী সৃষ্টির শুরুলগ্নের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পৃথিবীর সবচে আদি গুনাহ। এ দুই গুনাহের মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা বিতাড়িত ইবলিস শয়তান এবং আদম আলাইহিস সালামকে পরীক্ষায় ফেলেছিলেন।

এ দুটি মৌলিক গুনাহ স্থান, কাল ও পাত্রের বিবেচনায় বিচিত্র রূপ ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার হক নষ্ট করে বা মানুষের হক নষ্ট করে বান্দা যত রকমের গুনাহ করে, সবই উল্লিখিত দুই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

গুনাহের আরেকটি প্রকার

এই দুই প্রকারের গুনাহের ধরণ ও প্রকৃতি চার স্বভাবের গুনাহের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে থাকে—

১. দাম্ভিক স্বভাবের গুনাহ

২. শয়তানি স্বভাবের গুনাহ

৩. হিংস্র স্বভাবের গুনাহ

৪. পাশবিক স্বভাবের গুনাহ

দাম্ভিক স্বভাব ও দম্ভ সংক্রান্ত গুনাহ হলো, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার ক্ষমতাকে বান্দা তার নিজের উপযোগী ভাবা। নিজেকেও এসব ক্ষমতার যোগ্য মনে করা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার ক্ষমতামূহের ন্যূনতম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কোনো যোগ্যতাও বান্দাকে দেয়া হয়নি। যেমন আল্লাহ তাআলার মহত্ব, ক্ষমতা, আধিপত্য, প্রভুত্ব। এগুলো আল্লাহ তাআলার বিশেষ গুণ। এর কোনো কিছুই বান্দাকে দেয়া হয়নি। তবু বান্দা নিজেকে আল্লাহর ক্ষমতার অংশীদার ভেবে অন্যের ওপর জুলুম করে। আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজের দাসে পরিণত করার চেষ্টা করে। সে মহান আল্লাহর গুণাবলিকে নিজের মধ্যে ধারণ করার অলীক কল্পনায় বিভোর হয়ে দাম্ভিক স্বভাবের গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। এটা প্রকারান্তরে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা।

শিরক দুই প্রকার

১. আল্লাহ তাআলার নাম ও ক্ষমতাসমূহের মধ্যে কাউকে শরীক করা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা এবং এর ইবাদাত করা।

২. ব্যবহার ও আচরণগত কোনো বিষয়ে কাউকে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা।

দ্বিতীয় প্রকার শিরকের কারণে কখনো কখনো জাহান্নাম ওয়াজিব হয় না ঠিকই, কিন্তু শিরকযুক্ত ওই আমল বাতিল বলে বিবেচিত হয়।

প্রথম প্রকার শিরক সমস্ত গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ও ভয়াবহতম গুনাহ। আল্লাহপাকের সৃষ্টিক্ষমতা ও মহাবিশ্ব পরিচালনার কাজে কোনো সৃষ্টির অন্তর্ভুক্তি প্রথম প্রকারের শিরক। এ গুনাহে জড়িত ব্যক্তি আল্লাহপাকের ক্ষমতা ও আয়ত্বের ভেতর দাঁড়িয়ে স্বয়ং আল্লাহর সঙ্গেই লড়াই করে। তার এই আচরণ সকল স্পর্ধার সীমা ছাড়িয়ে যায়। এই গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির কোনো নেক আমল কখনো আল্লাহর নিকট কবুল হবে না।

শয়তানি স্বভাবের গুনাহ

শয়তানি স্বভাবের গুনাহ হলো, বান্দা নিজের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, রাগ, দ্রোহ, শত্রুতা, গীবত ও ধোঁকার স্বভাব লালন করে নিজেকে রক্ত-মাংসের কোনো শয়তানে পরিণত করে ফেলা। কাউকে গুনাহে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অথবা আদেশ দেওয়া। গুনাহের প্রশংসা করা। আল্লাহর আনুগত্যে বাধা প্রদান করা। পবিত্র দ্বীন-ইসলামের মধ্যে বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটানো। বিদআত ও গোমরাহির দিকে মানুষকে আহ্বান করা। এ সকল গুনাহের ক্ষতিকর প্রভাব শিরকের কাছাকাছি। তবে আকীদা ও বিশ্বাসের জায়গায় শিরকের গুনাহ হলো ভয়াবহ ও জঘন্যতম।

হিংস্র স্বভাবের গুনাহ

পাশবিক ও হিংস্র স্বভাবের গুনাহ হলো, অন্যের ওপর জোর-জুলুম করা। অতিমাত্রায় রাগ করা। অনর্থক ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া এবং রক্তপাত ঘটানো। অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে দুস্থ ও অক্ষম লোকদের ক্ষতিসাধন করা। এ হলো হিংস্র স্বভাবের গুনাহের মৌলিক কিছু দিক। তবে জোর-জুলুম ও অত্যাচারের মতো কোনো একটি গুনাহে লিপ্ত হলে তা থেকে বান্দা অনায়াসেই শত শত গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। এভাবে একটি গুনাহ হাজারও গুনাহ টেনে আনে।

পাশবিক স্বভাবের গুনাহ

গুনাহগার ব্যক্তির মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা, কাম-প্রবৃত্তি—ইত্যাদি নিকৃষ্ট চরিত্র বিদ্যমান থাকে। ফলে সে অবলীলায় যিনা ব্যভিচার, চুরি, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ, কৃপণতা, কাপুরুষতা, ধোঁকাবাজির মতো সামাজিক অপরাধে লিপ্ত হয়ে যায়। এ সকল গুনাহে মানুষ সাধারণত ব্যাপকহারে লিপ্ত হয়। কেননা, প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে হিংস্র স্বভাবের গুনাহ, যেমন জুলুম-অত্যাচারে লিপ্ত হওয়ার মতো ক্ষমতা থাকে না। তবে এ সকল গুনাহকেও শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। কারণ, আপাতদৃষ্টিতে এ ধরনের ছোট ছোট গুনাহ মানুষকে অন্যান্য গুরুতর অপরাধে লিপ্ত করতে উৎসাহিত করে। যারা ছোট ছোট গুনাহ থেকে বিরত থাকার মতো আত্মিক শক্তি অর্জন করতে পারে না, শয়তান তাদের উপর শক্তভাবে সওয়ার হয় এবং তাদেরকে আল্লাহর একত্ববাদের সাধনা থেকে শিরকের দিকে টেনে নিয়ে যায়। নিজের অজান্তেই তারা বিতাড়িত ইবলিস

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শয়তানের বাধ্যগত অনুচরে পরিণত হয়।

উপরোক্ত বর্ণনা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, মানুষের আদি প্রবৃত্তির ছোট ছোট বাসনাগুলোই শিরকের মতো বড় গুনাহের প্রবেশদ্বার। কেউ একবার এর ভেতরে প্রবেশ করে ফেললে গুনাহের অন্ধকারে নিজ অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। এবং বড় বড় গুনাহের দিকে ক্রমশ ধাবিত হতে থাকে।

সগীরা ও কবীরা গুনাহ

গুনাহের বহুল প্রচলিত দুটি প্রকার হলো—

১. কবীরা গুনাহ

২. সগীরা গুনাহ

কুরআন ও সুন্নাহ—উভয়টাতেই এই প্রকারভেদের প্রমাণ পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়ীন ও পরবর্তী যুগের ইমামগণ—সকলেই এ বিষয়ে একমত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

> *'যদি তোমরা নিষিদ্ধ বড় বড় গুনাহ থেকে বিরত থাকো, তাহলে তোমাদের ছোট ছোট গুনাহ আমি মাফ করে দেব।'*[১]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন—

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ

> *'তারাই ওই সকল ব্যক্তি, যারা কবীরা গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে, তবে ছোট ছোট গুনাহ ব্যতীত।'*[২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

[১] সূরা নিসা, আয়াত-ক্রম : ৩১
[২] সূরা নাজম, আয়াত-ক্রম : ৩২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ

> *'কবীরা গুনাহ থেকে যদি বেঁচে থাকা যায়, তাহলে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত, এবং এক রামাদান থেকে পরবর্তী রামাদান পর্যন্ত সময়—মধ্যবর্তী সময়ের সকল গুনাহের জন্য কাফফারা[১] হয়ে যায়।'*

যেসব আমলে গুনাহ মোচন হয়, তা তিন ধরনের

১. গুনাহের তুলনায় গুনাহ-মোচনকারী আমলটি নেহায়েত দুর্বল হওয়া। আমলের মধ্যে ইখলাস ও একনিষ্ঠতার অভাব থাকলে এবং আমলটি যথাযথভাবে আদায় না করলে এমনটা হয়। বান্দার এ আমল যেন বড় কোনো রোগের প্রতিকারে হাতুড়ে চিকিৎসকের ওষুধ। এমন আমল দ্বারা উপরোল্লিখিত গুনাহসমূহের কাফফারা সম্ভব নয়। গুনাহ যতটা শক্তিশালী, তার কাফফারার আমলটিও ততটা শক্তিশালী হতে হবে।

২. আমল শক্তিশালী হওয়া, তবে কবীরা গুনাহ মোচনের মতো যথেষ্ট শক্তিশালী না হওয়া। এমন আমল দ্বারা শুধুমাত্র সগীরা গুনাহ মোচন হতে পারে।

৩. সর্বোচ্চ শক্তিশালী আমল। যা দ্বারা সমুদয় সগীরা গুনাহ এবং কতিপয় কবীরা গুনাহ মোচন করা সম্ভব হয়।

উপরোক্ত তিনটি স্তর বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, আমল দ্বারা কেবল সগীরা গুনাহের কাফফারা সম্ভব। অবশ্যি কিছু কিছু কবীরা গুনাহের কাফফারাও এর দ্বারা আদায় হয়, কিন্তু অধিকাংশ কবীরা গুনাহ বাকি থেকে যায়। আমরা এখন এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

কবীরা গুনাহের ব্যাপারে সহীহ বুখারীর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন—

---

[১] শরীয়তের পরিভাষায় 'কাফফারা'র অর্থ হলো—নেক আমল দিয়ে অথবা কৃত অপরাধের বদলা দিয়ে গুনাহ মোচন করা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

> 'তোমরা সাতটি বড় গুনাহ থেকে বিরত থাকো।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী কী?' নবীজি উত্তরে বললেন—১. আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা। ২. জাদু করা। ৩. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। ৪. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা। ৫. সুদ গ্রহণ করা। ৬. যুদ্ধ থেকে পলায়ন করা।৭. সতীসাধ্বী নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।'[১]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক হাদীসে আছে, জনৈক সাহাবী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি?' নবীজি উত্তরে বললেন, 'কাউকে আল্লাহ তাআলার সমকক্ষ স্থির করা, অথচ আল্লাহ তাআলাই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা।'

সাহাবী আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর কোন গুনাহটি সবচেয়ে বড়?' নবীজি বললেন, 'আয়-রোজগারে ভাগ বসাবে, এই ভয়ে নিজের সন্তানকে হত্যা করা।' সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর কোন গুনাহ?' নবীজি ইরশাদ করলেন, 'প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।'[২] উল্লিখিত হাদীসের সত্যায়নে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ

> 'এবং যে সকল লোক আল্লাহ তাআলার সঙ্গে অন্য কাউকে উপাস্য মনে করে

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ২৭৬৬
[২] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৬৮৬১; মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ৮৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ডাকে না, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না, এবং ব্যভিচার করে না...'[১]

কবীরা গুনাহের সংখ্যা

কবীরা গুনাহের সঠিক সংখ্যা নিয়ে সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়ীন এবং ইমামগণের মধ্যে বহু মতানৈক্য রয়েছে। তবে অনেকে এ ব্যাপারে একমত যে, কবীরা গুনাহ সীমাবদ্ধ। কিন্তু তা কত সংখ্যায় সীমাবদ্ধ এ নিয়েও প্রচুর মতবিরোধ পাওয়া যায়। কয়েকটি মত উল্লেখ করা হলো—

- আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ বলেন, 'কবীরা গুনাহ চারটি।'
- আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ বলেন, 'কবীরা গুনাহ সাতটি।'
- আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস ﷺ বলেন, 'কবীরা গুনাহ নয়টি।'
- কারো মতে ১১টি।
- কারো মতে ১৭টি।

আবু তালিব মাক্কীর মতে সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনা থেকে যেসকল গুনাহকে কবীরা গুনাহরূপে চিহ্নিত করা যায়, তা কয়েক ভাগে বিভক্ত।

আত্মার সাথে সংশ্লিষ্ট কবীরা গুনাহ

আত্মার সাথে সংশ্লিষ্ট কবীরা গুনাহ চারটি।

ক. আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা।

খ. একই গুনাহ বারবার করতে থাকা।

গ. আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে নিরাশ হওয়া।

ঘ. আল্লাহ তাআলার ক্রোধ থেকে বেখেয়াল থাকা।

জিহ্বার সাথে সংশ্লিষ্ট কবীরা গুনাহ

জিহ্বার সাথে সংশ্লিষ্ট কবীরা গুনাহও চারটি।

ক. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

খ. সতীসাধ্বী কোনো নারীর ওপর অপবাদ আরোপ করা।

---

[১] সূরা ফুরকান, আয়াত-ক্রম : ৬৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গ. মিথ্যা কসম খাওয়া।

ঘ. জাদু করা।

পাকস্থলীর সাথে সংশ্লিষ্ট কবীরা গুনাহ

পাকস্থলীর সাথে সংশ্লিষ্ট কবীরা গুনাহ তিনটি।

ক. মদপান করা।

খ. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা।

গ. সুদ খাওয়া।

লজ্জাস্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট কবীরা গুনাহ

লজ্জাস্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট কবীরা গুনাহ দুইটি।

ক. যিনা বা ব্যভিচার।

খ. সমকামিতা।

হাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কবীরা গুনাহ

হাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কবীরা গুনাহ দুইটি।

১. রক্তপাত।

২. চুরি।

পায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কবীরা গুনাহ

পায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কবীরা গুনাহ একটি। জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা।

সমস্ত শরীরের সাথে সংশ্লিষ্ট কবীরা গুনাহ

সমস্ত শরীরের সাথে সংশ্লিষ্ট কবীরা গুনাহও একটি। পিতামাতাকে কষ্ট দেয়া।

যেসকল আলিম কবীরা গুনাহকে সীমিত মনে করেন না, তাঁদের একদলের বক্তব্য হলো, কুরআন শরীফে যেসব গুনাহকে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলো হলো কবীরা গুনাহ। আর যেব গুনাহকে রাসূল ﷺ কর্তৃক নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা সগীরা গুনাহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্য একদল আলিম বলেন, কবীরা গুনাহ হলো, যেসকল গুনাহের পরিণতিতে আল্লাহ তাআলার ক্রোধ, গজব ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আর যেসকল গুনাহের ক্ষেত্রে এমনতর ভয়াবহ কোনো শাস্তি কিংবা আল্লাহ তাআলার ক্রোধের কথা বলা হয়নি, সেগুলো সগীরা গুনাহ।

কিছু উলামায়ে কেরাম বলে থাকেন, কবীরা গুনাহ হলো, যেসকল গুনাহের পরিণতিতে আল্লাহ তাআলার ক্রোধ, গজব ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আর যেসকল গুনাহের ক্ষেত্রে এমনতর ভয়াবহ কোনো শাস্তি কিংবা আল্লাহ তাআলার ক্রোধের কথা বলা হয়নি, সেগুলো সগীরা গুনাহ।

কারো মতে, কবীরা গুনাহ হলো, যেসকল গুনাহের জন্য পৃথিবীতেই শরীয়ত-নির্ধারিত শাস্তির বিধান রয়েছে এবং আখিরাতেও ভয়ংকর শাস্তির কথা বর্ণিত আছে। আর যেসকল গুনাহের জন্য দুনিয়া-আখিরাতে কোনো শাস্তির ঘোষণা নেই, তবে তা গুনাহ হিসেবে সাব্যস্ত, এমন গুনাহ হলো সগীরা গুনাহ।

অনেকে বলেন, যেসকল গুনাহের ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অভিসম্পাত করেছেন, তা কবীরা গুনাহ।

কিছু ধর্মীয় আলিমদের মতে, গুনাহের পরিমাণ যত কম বা বেশিই হোক না কেন, গুনাহমাত্রই আল্লাহ তাআলার প্রতি দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন। তারা সগীরা এবং কবীরা গুনাহকে আলাদা করে দেখার পক্ষপাতী নন। আল্লাহ তাআলার প্রতি দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করা এবং তার আদেশ অমান্য করাই কবীরা গুনাহ। এই মত অনুযায়ী প্রতিটি গুনাহকেই আল্লাহ তাআলার নাফরমানি এবং তার বিধিনিষেধের প্রতি অবহেলা সাব্যস্ত করা হয়। ফলে গুনাহ যতই ক্ষুদ্রতর হোক, আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধের প্রতি অবজ্ঞার জায়গা থেকে তা অন্য সকল গুনাহের বরাবর।

এক্ষেত্রে তাঁদের যুক্তি হলো, বান্দার কোনো গুনাহই আল্লাহ তাআলার বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন করতে পারে না। আল্লাহর পবিত্র সত্তার ওপর বান্দার গুনাহ বিন্দু পরিমাণ আঁচড় কাটতে পারে না। সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে নাফরমানির ক্ষেত্রে ছোট-বড়র কোনো ভেদাভেদ নাই।

তাঁদের মতে, গুনাহের কারণে পৃথবীতে যেসকল বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়, তা আল্লাহর আদেশ অমান্যের সূত্র ধরেই আসে। অতএব গুনাহ যে স্তর বা পরিমাণের হবে, তার পরিণামে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলাও তেমনই হবে। কোনো ব্যক্তি যদি হারাম পথে অর্থ উপার্জন করে, অথবা মদ্যপান করে, কিন্তু এসব গর্হিত কাজ যে শরীয়তে হারাম, তা সে জানে না, তাহলে তার দুই প্রকারের গুনাহ হবে। প্রথমত, শরীয়তের আবশ্যকীয় জ্ঞান থেকে অজ্ঞ থাকার গুনাহ। দ্বিতীয়ত, হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার গুনাহ। আর যদি কোনো ব্যক্তি উপরোক্ত গুনাহগুলি হারাম জেনেও করে বসে, তাহলে সে এক প্রকারের গুনাহ করল। শুধুমাত্র যেই গুনাহে লিপ্ত হয়েছে সেটাই ধরা হবে। অজ্ঞতার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে না। বোঝা গেল, গুনাহের বিভিন্ন স্তর আল্লাহ তাআলার প্রতি দুঃসাহসিকতার পরিমাণ অনুসারেই হয়।

কবীরা ও সগীরা গুনাহের পার্থক্য নিয়ে উলামায়ে কেরামদের মধ্যে যতই মতানৈক্য থাকুক, সকলেই মনে করেন, গুনাহ কবীরা হোক বা সগীরা, প্রত্যেকটাই আল্লাহ তাআলার হুকুম না মানার কারণেই সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই বান্দার উচিত সগীরা ও কবীরা গুনাহের দ্বন্দে প্রতারিত না হয়ে আল্লাহ তাআলার ইযযতের প্রতি খেয়াল রাখা এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকা।

ধরা যাক, কোনো মহাপ্রতাপশালী বাদশাহ তাঁর দুজন কর্মচারীকে দুটি কাজে পাঠালেন। একজনকে পাঠালেন বহু দূর-দেশে। অন্যজনকে প্রাসাদের আশপাশে কোথাও। দূরত্ব যেমনই হোক, কাজে ভুল হলে দুজনই বাদশার বিরাগভাজনে পরিণত হবে। অপরাধ অনুযায়ী সাজাপ্রাপ্ত হবে।

অথবা ধরা যাক, এক ব্যক্তির কাছে ২০০ দিরহাম আছে; সে যাকাত আদায় করে না। অপর এক ব্যক্তির কাছে দুই হাজার দিরহাম আছে; সেও যাকাত আদায় করে না। তাদের দুজনের টাকার পরিমাণ সমান নয়। এবং তাদের ওপর ওয়াজিব হওয়া যাকাতের পরিমাণও এক নয়। কিন্তু যাকাত আদায় না করার অপরাধে তারা দুজনই সমান। সুতরাং মক্কায় বসে হজে অংশগ্রহণ করতে না পারা মক্কা থেকে দূরবাসী কোনো ব্যক্তির অংশগ্রহণ করতে না পারার চেয়ে বেশি গুনাহ, অথবা মসজিদের প্রতিবেশী জুমার নামাযে শামিল হতে না পারা, দূরাগত কোনো ব্যক্তির শামিল হতে না পারার চেয়ে গুরুতর অপরাধ—এ কথা সঠিক নয়। প্রত্যেকেরই সমান অপরাধ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিশ্বজগত সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আসমানি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। সমগ্র পৃথিবীকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এসবের পেছনে তাঁর কী উদ্দেশ্য? আল্লাহ তাআলা চান, বান্দা যেন তাঁকে চিনতে পারে। তাঁর ইবাদাত করে। তাঁর একত্ববাদের ওপর অটল থাকে। এবং জগতের সর্বত্র তাঁর দ্বীনের পয়গাম পৌঁছে দেয়। তিনি ইরশাদ করেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

> *'আমি জীন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।'*[১]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন—

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

> *'আমি আসমান, জমিন এবং এতদুভয়ের মাঝখানে কোনো কিছুই নিরর্থক সৃষ্টি করিনি।'*[২]

আরেকটি আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে—

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

> *'আল্লাহ তাআলা সাত আসমান ও সাত জমিন সৃষ্টি করেছেন। এতদুভয়ের মাঝে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা অবগত হও যে, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এবং তাঁর জ্ঞান সকল কিছুকে বেষ্টন করে আছে।'*[৩]

---

[১] সূরা যারিয়াত, আয়াত-ক্রম : ৫৬
[২] সূরা হিজর, আয়াত-ক্রম : ৮৫
[৩] সূরা তালাক, আয়াত-ক্রম : ১২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হচ্ছে—

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

> *'আল্লাহ তাআলা পবিত্র কাবাগৃহ, পবিত্র মাস, কুরবানীর পশু এবং পশুর গলার রশিকে মানুষের জন্য নিরাপত্তার উপকরণ বানিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝতে পার, আল্লাহ আসমান ও জমিনের সর্ববিষয়ে অবগত এবং তিনি সকল বিষয় সম্পর্কে জানেন।'*[১]

উল্লিখিত আয়াত সমূহের আলোকে পর্যবেক্ষণ করলে এ বিশাল সৃষ্টিজগতের পেছনে আল্লাহ তাআলার একটা উদ্দেশ্যই পরিলক্ষিত হয়। সেটি হলো, বান্দা যেন তাঁর রবকে, তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে পায়। তাঁর সকল গুণাবলি ও মর্যাদাবাচক নামসমূহের পরিচয়সহ তাঁকে চিনতে পারে। কেবল তাঁরই ইবাদাত করে। তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক না করে। সত্য ও ন্যায়ের ওপর অবিচল থাকে। কেননা, সত্য ও ন্যায়ের ওপরেই তিনি এ বিশ্বজগতকে টিকিয়ে রেখেছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

> *'আমি রাসূলদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে প্রেরণ করেছি। এবং তাদের সঙ্গে অবতীর্ণ করেছি কিতাব এবং (ন্যায়ের) মানদণ্ড; যেন মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।'*[২]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা এ কথা জানান যে, নবী-রাসূল এবং কিতাব

---

[১] সূরা মায়িদাহ, আয়াত-ক্রম : ৯৭
[২] সূরা হাদীদ, আয়াত-ক্রম : ২৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রেরণের পেছনে উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন ইনসাফের উপর চলতে পারে। মনে রাখতে হবে, একটা মানুষের জন্য নিজের উপর সবচেয়ে বড় ইনসাফ হলো, তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া। তাওহীদই হলো সবচেয়ে বড় ইনসাফ। তাওহীদের একজন একনিষ্ঠ অনুরাগী কখনোই অন্য কোনো অন্যায়-অপরাধে লিপ্ত হবে না। পক্ষান্তরে শিরক হলো, সবচেয়ে বড় জুলুম। পৃথিবীর সকল দুরাচার ও বিশৃঙ্খলা শিরক থেকে তৈরি হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

> *'নিশ্চয় শিরক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম।'*[১]

শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম। তাওহীদ সবচেয়ে বড় ইনসাফ। যেকোনো গুনাহের কারণেই বান্দা জুলুমের দিকে ধাবিত হয়। ফলত সব গুনাহই জুলুম। সবই কবীরা গুনাহ। তবে যে গুনাহ জুলুমের সীমা অতিক্রম করে ফেলবে, সেটাকে 'আকবারুল কাবায়ির' বা সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ বলে সাব্যস্ত করা হবে। প্রকৃতপক্ষে সব গুনাহই কবীরা গুনাহ। আলোচিত বিষয়গুলোকে সবিস্তারে ভেবে দেখলে ক্রমশ পরিষ্কার হতে থাকবে, আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠানোর পেছনে আল্লাহ তাআলার কী উদ্দেশ্য। আল্লাহর আনুগত্য এবং অবাধ্যতার মাঝে পার্থক্য কোথায়। বান্দার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ক্রোধ কোথায় নিহিত।

শিরক : সবচেয়ে বড় গুনাহ

আল্লাহ তাআলার সরাসরি অবাধ্যতা হলো শিরক করা। শিরক গুনাহ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য অন্য কোনো গুনাহের সংশ্লিষ্টতার দরকার নেই। শিরক নিজেই গুনাহের শেকড়। এ জন্যই শিরককে আকবারুল কাবায়ির বা সর্বোচ্চ কবীরা গুনাহ বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ মুশরিকদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। এবং একত্ববাদে বিশ্বাসীদের জন্য মুশরিকদের ধন-সম্পদ ও স্ত্রী হালাল করে দিয়েছেন। মুশরিকরা আল্লাহর ইবাদাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য এই শাস্তির বিধান করা

[১] সূরা লুকমান, আয়াত-ক্রম : ১৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়েছে। যদি কোনো মুশরিক তাঁর শিরকের ওপর বহাল থাকে, তাহলে মুমিনরা তাকে নিজেদের ক্রীতদাস বানিয়ে নিতে পারবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন, মুশরিকদের কোনো আমল তিনি কবুল করবেন না। তাদের পক্ষ হয়ে কৃত কোনো সুপারিশ তিনি গ্রহণ করবেন না। মুশরিকের পরকালীন কল্যাণ কামনা করে কৃত কোনো দুআও তিনি কবুল করবেন না। মুশরিক হলো সৃষ্টিজীবের মধ্যে সবচেয়ে মূর্খ জীব। সে নিজের প্রতিপালককে চিনতে ব্যর্থ হয়েছে। অপর এক সৃষ্টিকেই আল্লাহর অনুরূপ ভেবে উপাসনা করেছে। এ অজ্ঞতার কোনো ক্ষতিপূরণ হয় না।

একটি সংশয়

শিরক সাধারণত দুই কারণে করা হয়।

ক. আল্লাহ তাআলাকে অসম্মান করার জন্য।

খ. আল্লাহ তাআলার প্রতি আরও বেশি সম্মান প্রদর্শনের জন্য।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যদি আল্লাহ তাআলাকে অধিক সম্মান প্রদর্শনের জন্য, তাঁর নিকট পৌঁছার জন্য শিরক করা হয়, তাহলে সেই শিরক তো বান্দার জন্য উপকারী হওয়ার কথা, সেক্ষেত্রে শিরককে বান্দার জন্য ক্ষতিকর কেন মনে করা হবে?

এই প্রশ্ন উত্থাপনকারী লোকদের যুক্তি হলো, পৃথিবীর অতি সামান্য রাজা-বাদশাহদের দরবারে কোনো মাধ্যম ছাড়া পৌঁছা যায় না, আল্লাহ তো পুরো বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি। মহাপরাক্রমশালী বাদশাহ তিনি। তাঁর নিকট আমরা, আমাদের দুআ ইত্যাদি কোনো মাধ্যম ছাড়া কী করে পৌঁছাব? নিশ্চয় আমাদের কোনো মাধ্যমসূত্র থাকতে হবে। এজন্য আমরা অপরের যে ইবাদাত করি, মূলত তা আল্লাহ তাআলাকে পাওয়ার জন্যই। এটা কেবলই একটা মাধ্যমমাত্র।

এই শ্রেণির মানুষের অভিযোগ হলো, যদি উপরোল্লিখিত এই সামান্য কাজকে শিরক বলা হয়, তাহলে এ সামান্য কারণেই কি একজন মুমিনের জন্য মুশরিককে হত্যা করা বৈধ হয়ে যাবে? তার সম্পদ ভোগ করা হালাল হয়ে যাবে? মৃত্যুর পর তাকে অনন্তকাল দোযখের আগুনে পুড়তে হবে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সংশয়ের নিষ্পত্তি

এমন সংশয় নিরসনের জন্য প্রথমে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জেনে নিতে হবে। নৈকট্যলাভের জন্য কোনো মাধ্যম গ্রহণ করা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন কিনা? আমরা কি জানি শরীয়তে শিরক কীসের ভিত্তিতে হারাম হয়েছে? শরীয়তের কোনো বিষয় সঠিকভাবে না জেনে বলে বেড়ানো কি ঠিক? এ বিষয়ে শরীয়তের কোনো সংজ্ঞা কি আছে?

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

> *'আল্লাহ তাআলা তাঁর সঙ্গে কৃত শিরকের গুনাহকে ক্ষমা করবেন না। শিরক ব্যতীত অন্য সব গুনাহ তিনি চাইলে ক্ষমা করে দেবেন।'*[১]

শিরকের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে অতিসত্বর কোনো সিদ্ধান্তে না এসে প্রথমেই এ প্রশ্নগুলি গভীরভাবে ভাবা উচিত। আমাদের জানতে হবে, 'মুশরিক' এবং 'মুওয়াহহিদ', আল্লাহর পরিচয় থেকে দূরে থাকা ব্যক্তি এবং আল্লাহর পরিচয় লাভকারী ব্যক্তির মধ্যে তফাত কী। জান্নাতবাসী মানুষের সঙ্গে জাহান্নামবাসীর পার্থক্য কোথায়। এ বিষয়গুলি সহজাত বিষয় নয়। তাই ভাবনার আগেও আল্লাহ তাআলার দরবারে হিদায়াতের জন্য দুআ করে নেয়া উচিত। তিনি যেন সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। অন্যথায় শত দ্বিধায় আচ্ছাদিত এ বন্ধুর পথ অতিক্রম করা সত্যিই কঠিন। আল্লাহ ছাড়া হিদায়াতের মালিক কেউ নেই। তাই হিদায়াতের জন্য তাঁরই অভিমুখী হওয়া কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাঁর হিদায়াতের পথে অবিচল রাখুন। আমীন।

শিরক দুই প্রকার

১. আল্লাহর সত্তার সঙ্গে শিরক।

২. আল্লাহ তাআলার ইবাদাত ও আদেশ পালনের ক্ষেত্রে শিরক।

[১] সূরা নিসা, আয়াত-ক্রম : ৪৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথম প্রকারের শিরককে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—

ক. এমন শিরক যাকে আরবীতে শিরকুত তা'তীল বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাকে তাঁর গুণাবলি ও ক্ষমতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অক্ষম মনে করা। এটি সবচেয়ে ভয়ংকর শিরক। পবিত্র কুরআনে ফিরআউনের কথা বর্ণিত আছে, সে অবজ্ঞাভরে বলেছিল—

وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

> *'বিশ্বজগতের প্রতিপালক আবার কী!'*[১]

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ - أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا

> *'তারপর ফিরআউন হামানকে বলেছিল, আমার জন্য একটি উঁচু প্রাসাদ নির্মাণ করো, যেন আমি তাতে আরোহণ করে মুসার প্রভুকে উঁকি মেরে দেখে আসতে পারি। আমি মুসাকে মিথ্যাবাদী বলেই মনে করি।'*[২]

খ. এই প্রকার শিরকের দ্বিতীয় ভাগ হলো আল্লাহকে অক্ষম না ভেবেই তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করা। তা'তীল তথা আল্লাহ তাআলাকে অক্ষম মনে করার তিন অর্থ—

১. সৃষ্টিকর্তাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করা।

২. সৃষ্টিকর্তার সর্বময় ক্ষমতার ব্যাপারে আস্থাশীল না হওয়া।

৩. আল্লাহ তাআলার পৃথক অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করা। তাঁকে সৃষ্টিজীবের সমতুল্য মনে করা। অর্থাৎ যা সৃষ্টি, তাই স্রষ্টা; সৃষ্টি ও স্রষ্টার পৃথক পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকার করা।

পৃথিবীতে আরও আরও শিরক রয়ে গেছে। এক দল মানুষ মনে করে পৃথিবী একটি চিরস্থায়ী আবাসভূমি। এর কোনো অনস্তিত্ব ছিল না। চিরকাল ধরেই

---

[১] সূরা শুআরা, আয়াত-ক্রম : ২৩
[২] সূরা গাফির, আয়াত-ক্রম : ৩৬, ৩৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পৃথিবী বিদ্যমান। কোনোদিন তার অস্তিত্ব বিনাশ হবে না। পৃথিবী থেকে যাবে। কোনোদিন ধ্বংস হবে না।

জাহমিয়া এবং কারামিতা নামের দুটি দল আছে, তাদের শিরকের প্রকার ভয়ংকর। তারা মনে করে, আল্লাহর অস্তিত্ব আছে। তবে পৃথিবীর সৃষ্টি এবং সর্বময় কৃতিত্ব আল্লাহর নয়। তারা আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করে কিন্তু তাঁর গুণাবলিকে স্বীকার করে না। তাদের নিকট স্রষ্টা মানুষের চেয়েও হেয় প্রকৃতির এক সত্তা (নাউযুবিল্লাহ)।

অগ্নি-পূজারি ও কাদরিয়াদের শিরক

শিরকের দ্বিতীয় প্রকার ছিল, আল্লাহ তাআলাকে প্রকৃত প্রভু মেনে নিয়েও অপর কোনো উপাস্যকে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা। এতে আল্লাহ তালার গুণাবলিকে অকার্যকর মনে করার প্রয়াস আছে। যেমন—

- খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা আল্লাহকে তাদের তিন প্রভুর একজন মনে করে। যেমন—তারা ঈসা ও মারইয়াম আলাইহিমাস সালামকেও খোদা মনে করে থাকে।
- অগ্নি-পূজারিদের শিরক এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। তারা ভালো কাজকে আলো ও খারাপ কাজকে অন্ধকারের সৃষ্টি মনে করে।
- কাদরিয়াদের শিরকও অগ্নি-উপাসকদের শিরকের অন্তর্ভুক্ত। তারা বলে, মানুষ নিজের ভালো-মন্দ নিজেই সৃষ্টি করে। এর পেছনে অন্য কারো হস্তক্ষেপ নেই।

এ প্রকারের আরেক মুশরিক হলো নমরুদ, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যার নিকট পবিত্র কুরআনের এ আয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন—

إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ

> *‘স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা, যখন ইবরাহীম বলেছিল, আমার প্রতিপালক জীবন এবং মৃত্যু দান করেন। নমরুদ বলল, আমিও তাই করি।’*[১]

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ২৫৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নমরুদ নিজেকে আল্লাহর সমকক্ষ ভেবেছিল। নিজের অহমিকায় এতটাই ডুবে ছিল যে, সে ভাবত, সেও আল্লাহর মতো জীবন এবং মৃত্যু দান করতে পারে। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, 'আমার আল্লাহ আকাশের পূর্ব দিকে সূর্য ওঠান, এবং পশ্চিম দিকে সূর্য ডোবান।' এ কথা শুনে নমরুদ হতভম্ব হয়ে যায়। এ ধরনের মুশরিকদের জন্য ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মুখে আল্লাহপ্রদত্ত এই উত্তর একটি তুলনারহিত চ্যালেঞ্জ।

তারকা, সূর্য এবং অগ্নি-পূজারিদের শিরকও এই ধরনের। তারা কিছু বিশেষ তারকা, অথবা বিশেষ সময়ের সূর্য অথবা অগ্নিকে পৃথিবীর ভালো-মন্দে আল্লাহর শরীক ভাবে। 'সায়েবিয়্যাহ' মতাদর্শীরাও এমন। তাদের শিরকের ধরন হলো, কেউ বলে, প্রকৃত উপাস্য কেবল আল্লাহই। তাদের বিশ্বাসেও শিরক আছে। আবার কেউ বলে, সকল উপাস্যদের মধ্যে আল্লাহই সবচেয়ে বড়। এটাও শিরক। কেউ বলে, অনেক অনেক উপাস্যের মধ্যে আল্লাহও একজন। ইবাদাতের সময় সর্বান্তকরণে আল্লাহর অভিমুখী হতে হবে। তাহলে আল্লাহ বান্দার চাওয়া পূরণ করবেন। এমন ভিন্ন ভিন্ন অনেক মতামত প্রচলিত আছে। এ ধরনের সকল বিশ্বাস ও মত শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ আরও বলেন, প্রতি ছোট উপাস্যেরই অধঃস্তন এবং ঊর্ধ্বতন উপাস্য থাকে। বান্দা যখন প্রার্থনা করে, তখন একজন অপরজনের নিকট বান্দার প্রার্থনা পৌঁছে দেয়। এভাবেই তা আল্লাহর নিকট পৌঁছে। এটাও শিরক। আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে কোনো মধ্যসূত্রের প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ তাআলার বিধান হলো, বান্দা সরাসরি তাঁর কাছেই প্রার্থনা করতে পারবে।

ইবাদাত এবং লেনাদেনের ক্ষেত্রে শিরক

ইতিপূর্বে বর্ণিত শিরকসমূহের তুলনায় ইবাদাত এবং লেনদেনের শিরকের পাপ কিছুটা লঘু। বিশেষত ইবাদাতের ক্ষেত্রে শিরকের শাস্তিও অনেক কম। কেননা, এটা এতটাই সুক্ষ্ম যে, কোনো নির্ভেজাল বিশ্বাসী মানুষও যেকোনো সময় মনের অজান্তেই এই শিরকে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। সে নিজেও টের পাবে না। ধরা যাক, এক ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সে বিশ্বাস করে, সকল লাভ-ক্ষতির মালিক কেবল আল্লাহ। তিনি ব্যতীত ইবাদাতের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপযুক্ত আর কেউ নেই। তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনিই পালনকর্তা। কিন্তু কখনো কখনো বান্দার ভুল হয়। তার ইবাদাত, লেনদেন সব সময়ই একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে ওঠে না। সে নিজেকে রক্ষা করতে আমল করে। পার্থিব কোনো প্রাপ্তি কিংবা মানুষের মাঝে যশখ্যাতির জন্যেও করে থাকতে পারে। এমতাবস্থায় তার আমল আল্লাহর জন্যই হয়; কিন্তু মস্তিষ্কে বসে থাকে শয়তান আর জাগতিক লোভ। পৃথিবীজুড়ে অধিকাংশ মানুষের ইবাদাতই এমন দোদুল্যমান। এটাও এক প্রকারের শিরক। সহীহ ইবনু হিব্বানে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন—

الشِّرْكُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، قَالُوا: كَيْفَ نَنْجُو مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

> *'এই উম্মতের শিরক পিঁপড়ার পদক্ষেপের চেয়েও বেশি নিঃশব্দ।' সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আল্লাহর রাসূল! আমরা কী করে শিরক থেকে মুক্তি পেতে পারি?' নবীজি বললেন, 'তোমরা এই বলে দুআ কোরো, "আল্লাহ! আমি জেনেশুনে এবং অজ্ঞাতে যত শিরক করি, সব কিছু থেকে আপনার নিকট পানাহ চাই। এবং আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।"'*[১]

লৌকিকতাও এক ধরনের শিরক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

> *'হে রাসূল, আপনি বলুন, আমিও তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার নিকট ওহী আসে। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক এক অদ্বিতীয় সত্তা। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের আশা করে, সে যেন নেক আমল করে*

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ১৯৬২২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> এবং তার প্রতিপালকের ইবাদাতের ক্ষেত্রে যেন কারো সঙ্গে শরীক না করে।'[১]

ইবাদাতের উপযুক্ত সত্তা কেবল একজনই। তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। অতএব ইবাদাত শুধু তাঁর জন্যই করা উচিত। আল্লাহর প্রভুত্বে কোনো অংশীদার নেই। তাঁর ইবাদাতেও কোনো অংশীদার থাকতে পারে না। উল্লিখিত আয়াতে নেক আমল বলতে বুঝানো হয়েছে, যে আমল লৌকিকতা-মুক্ত এবং সুন্নত মুতাবিক হবে। উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ এই দুআ করেছিলেন—

اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحًا وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا.

> 'আল্লাহ! আমার সকল আমলকে নেক আমলে পরিণত করে দিন। এবং তা শুধুমাত্র যেন আপনার জন্যই হয়, অন্য কারো অনুপ্রবেশ যেন এতে না ঘটে।'

ইবাদাতের মধ্যে শিরক ঢুকে গেলে ইবাদাত মূল্যহীন হয়ে পড়ে। যদি ফরয এবং ওয়াজিব আমলের মধ্যে তা থাকে, তাহলে বান্দাকে শক্ত আযাবের মুখোমুখি হতে হবে। কেননা, শিরকের কারণে তার সম্পূর্ণ আমলই বাতিল হয়ে যায়। ফলে তার আমল করা এবং না করা সমান হয়ে যায়। তখন সে ফরয এবং ওয়াজিব তরককারী হিসেবে গণ্য হয়।

ইবাদাতের শিরক থেকে বেঁচে থাকার উপায়

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

> 'তাদেরকে কেবল এটাই আদেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন ইখলাসের সঙ্গে, একাগ্র হয়ে আল্লাহর ইবাদাত করে।'

যে ব্যক্তি ইখলাস বা একনিষ্ঠতা সহকারে আল্লাহর ইবাদাত করবে না, তাকে আল্লাহর আদেশের বিপরীত কাজের জন্য পাকড়াও হতে হবে। ইখলাস সহকারে

[১] সূরা কাহফ, আয়াত-ক্রম : ১১০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমল করা আল্লাহ তাআলার আদেশ। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে—

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي فَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ بِهِ، وَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ

> *'মুশরিকদের আমলে আমার কিছু যায় আসে না। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো আমল করে, এবং তার মধ্যে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করে, তাহলে এ আমল হবে ওই শরীকের জন্য। আমার মর্যাদা এর চেয়ে অনেক উঁচু।'*[১]

ইবাদাতের শিরক দুই প্রকার।

- 'শিরকে আকবার' তথা বড় শিরক।
- 'শিরকে আসগার' তথা ছোট শিরক।

'শিরকে আসগার' অন্যান্য আমলের দ্বারা মাফ করে দেয়া হয়। কিন্তু 'শিরকে আকবার' তাওবা ছাড়া কিছুতেই মাফ করা হয় না। আল্লাহ তাআলার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি কিংবা ভালোবাসার ক্ষেত্রে কাউকে শরীক করা 'শিরকে আকবার'। কাউকে শরীক করার অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ এবং বান্দা একই রকমের ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য, যা স্পষ্টই ধৃষ্টতার লক্ষণ। এ সকল শিরক ক্ষমার অযোগ্য। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

> *'আর কতিপয় লোক এমন রয়েছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহকে ভালোবাসার মতোই তাদেরকে ভালোবাসে।'*[২]

এ প্রকৃতির মুশরিকরা সারাজীবন যেসকল মিথ্যা উপাস্যদের ইবাদাত করে এসেছে, তারা কিয়ামতের দিন সেসব উপাস্যদের বলবে—(পবিত্র কুরআনের

---

[১] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ২৯৮৫
[২] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৬৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আয়াত)

تَاللّٰهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

> *'আল্লাহর কসম! আমরা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ডুবে ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে উভয়জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার বরাবর মনে করে আসছিলাম।'* [১]

কুরআনের আয়াত থেকে বোঝা যায়, যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করে, তারা কখনোই শরীক উপাস্যদেরকে রিযিকদাতা, পালনকর্তা মনে করে না। বরং ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও অনুরাগ বশত এ ধরনের শিরকে জড়িয়ে থাকে। এক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা অজ্ঞতার চূড়ান্ত প্রকাশ। অপর দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ভয়ানক এক জুলুমও বটে। মাটি থেকে সৃষ্ট এক বস্তু কী করে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সমকক্ষ হতে পারে? দাসানুদাস কীভাবে পালনকর্তার সমান হয়? এক প্রস্থ মাটির কী মূল্য আছে? সে তো একা একা সৃষ্টিও হতে পারেনি। তাকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তাআলা। তার মধ্যে গুণাগুণ দান করেছেন তিনি। আল্লাহর সৃষ্টি নৈপুণ্যেই সে জমাটবদ্ধ এবং তরল হতে পারে। আল্লাহ মহান। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। দয়া অনুগ্রহ, জ্ঞান, ভালোবাসার এক অফুরন্ত ভাণ্ডার তিনি। তাঁর সঙ্গে সামান্য মাটির দলাকে শরীক করা বিবেকের ভয়ানক অমার্জনীয় অপব্যবহার।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ
وَالنُّورَ - ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

> *'সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি সমস্ত আকাশ এবং ভূমি সৃষ্টি করেছেন, আলো এবং অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, তথাপি কাফিররা অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে।'* [২]

আল্লাহ আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন, আলো-অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন। এমন

[১] সূরা শুআরা, আয়াত-ক্রম : ৯৭-৯৮
[২] সূরা আনআম, আয়াত-ক্রম : ০১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মহান সত্তাকে কাফিররা এমন কিছু মৃত মাটির ঢেলার সঙ্গে তুলনা করে, যাদের নিজেদেরই নিজ ক্ষমতায় তৈরি হওয়ার শক্তি নেই। নিজেদের লাভ-ক্ষতিও তাদের হাতে নেই। পৃথিবীর ভালো-মন্দে তাদের কোনো অংশগ্রহণ নেই। আফসোস! তাদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় জুলুম।

কথা ও কর্মের শিরক

উপরে বিবৃত শিরকের পরে আরও কতিপয় শিরক হলো, বান্দা তার কথা, কাজ ও নিয়তের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা। কর্মের শিরকের উদাহরণ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা অবনত করে সিজদা করা। আল্লাহর ঘর পবিত্র কাবা ব্যতীত অন্য কোনো ঘর তওয়াফ করা। হজরে আসওয়াদ ব্যতীত অন্য কোনো পাথর বা কবরে চুম্বন করা। কবরে সিজদা করা। নবীজি ﷺ পূর্ববর্তী নবী-রাসূল এবং নেককার বান্দাদের কবর-কেন্দ্রিক মসজিদ নির্মাতাদেরকে লানত করেছেন। আর যারা স্বয়ং কবরকেই প্রতিমা বানিয়ে উপাসনা করে, তাদের অবস্থা কতটা ভয়াবহ হতে পারে!

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন—

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

> *'ইহুদী ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক, যারা তাদের নবী-রাসূলদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে।'*[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন—

إِنَّ شِرَارَ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ

> *'হতভাগা সেসকল মানুষ, যাদের জীবদ্দশায় কিয়ামত সংঘটিত হবে। এবং*

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ১৩০৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> হতভাগা সেসকল মানুষ, যারা কবরকে সিজদার জায়গা বানিয়ে নেয়।'[১]

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে—

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

> 'তোমাদের পূর্ববর্তীরা কবরকে সিজদার স্থান বানিয়ে ফেলেছিল। খবরদার, তোমরা তা কোরো না। আমি তোমাদেরকে এমন গর্হিত কাজ থেকে সতর্ক করে দিচ্ছি।'[২]

মুসনাদু আহমাদ এবং সহীহ ইবনু হিব্বানে বর্ণিত আছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন—

لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

> 'কবর যিয়ারতকারী নারী, কবরের উপর সিজদাকারী এবং বাতি প্রজ্জ্বলনকারী ব্যক্তিদের ওপর আল্লাহ তাআলা লানত বর্ষণ করেন।'[৩]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

> 'আল্লাহ তাআলা এমন সম্প্রদায়ের উপর সবচেয়ে বেশি রাগান্বিত হন, যারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করে।'[৪]

আরও একটি হাদীস—

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بَنَوْا

---

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ১৬৯৪; সনদ হাসান। সিয়ারু আলামিন নুবালা—৯/৪০১

[২] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ৫৩২

[৩] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ২০৩০; শুয়াইব আরনাউতের মতে হাদীসটির সনদ হাসান লিগাইরিহি। তবে সমস্ত বর্ণনায় হাদীসটি পাওয়া যায় لعن رسول الله তথা রাসূল ﷺ লানত বর্ষণ করেন—এই শব্দে।

[৪] মুয়াত্তা মালিক—১/১৭২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

> *'তোমাদের পূর্বে এমন অনেক লোক ছিল, তাদের মধ্য থেকে যখন কোনো নেককার বুযুর্গ ব্যক্তি ইন্তেকাল করত, তারা তার কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করত। এবং সেখানে তার অংকিত ছবি স্থাপন করত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সম্মুখে তারা সবচেয়ে নিকৃষ্টতর সৃষ্টি হিসেবে উপস্থিত হবে।'*[১]

এ তো হলো সেসকল ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের কথা, যারা কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহকে সিজদা করবে; কিন্তু যারা স্বয়ং কবরকেই সিজদা করে, তাদের পরিণতি তো হবে আরো ভয়াবহ!

নবীজি ﷺ আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করেছিলেন—

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ

> *'আল্লাহ! আপনি আমার কবরকে পূজারিদের মূর্তিতে পরিণত করবেন না।'*[২]

প্রকৃতপক্ষে এসকল হাদীসের মাধ্যমে নবীজি ﷺ আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের চতুর্পাশে এমন এক প্রাচীর স্থাপন করে গিয়েছেন যে, কেউ তা ভেঙে আল্লাহর একত্ববাদকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না।। এমনকি তার কাছেও ভিড়তে পারবে না। খেয়াল করা দরকার, নবীজি ﷺ সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় নফল নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। এভাবে তিনি সূর্যপূজারিদের সঙ্গে মুসলমানদের সাদৃশ্যের সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাতের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلَّهِ

> *'কেউ যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা না করে।'*[৩]

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৪২৭
[২] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ৭৩৫২
[৩] হাদীসটি মুনকার, কাশফুল আসতার—৩/১৩২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উল্লিখিত হাদীসে "لَا يَنْبَغِي" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে উক্ত শব্দ দ্বারা পূর্ণাঙ্গ আদেশ বুঝানো হয়। অর্থাৎ এই শব্দ দ্বারা কৃত আদেশ অথবা নিষেধ অকাট্য পালনীয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا

> *'সন্তান গ্রহণ করা পরম করুণাময় আল্লাহর শান নয়।'*[১]

এখানেও 'لَا يَنْبَغِي' শব্দের ব্যবহার রয়েছে। এবং এ বিধানের কোনো নড়চড় হবে না। 'لَا يَنْبَغِي' শব্দ ব্যবহৃত এসকল বিধান ইসলামী শরীয়তে অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করা হয়।

কথার শিরক

আল্লাহ তাআলার সঙ্গে শিরক শুধু কাজ-কর্মের মাধ্যমেই নয়, মুখ-নিসৃত শব্দের মাধ্যমেও যদি কেউ অন্য কিছুকে আল্লাহ তাআলার শরীক বলে ব্যক্ত করে, তাহলে সেটাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর একটি উদাহরণ হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা। মুসনাদু আহমাদ এবং সুনানু আবি দাউদে বর্ণিত আছে—

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

> *'যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করল, সে শিরক করল।'*[২]

কোনো ব্যক্তি যদি অপর কাউকে বলে, 'যদি আল্লাহ চান, এবং তুমি চাও তবে এমন হতে পারে।' এটাও পূর্বোক্ত প্রকারের শিরক। স্বয়ং রাসূলকে এক সাহাবী বলেছিলেন–

'مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ'

> *'আল্লাহ এবং আপনি যেমন চান।'*

[১] সূরা মারইয়াম, আয়াত-ক্রম : ৯২
[২] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ১৫৩৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবীজি ﷺ তখন তাঁকে বলেছিলেন, 'তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিচ্ছ? বলো, শুধুমাত্র আল্লাহ যা চান তাই হবে।'[১]

বিশ্বজগতের সকল সৃষ্টিই আল্লাহ তাআলার তুলনায় অতি ক্ষুদ্র, তুচ্ছ; আল্লাহর সাথে সবকিছুই তুলনার অযোগ্য। তাদের ভেতরের ইচ্ছাশক্তিও আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। সুতরাং এত ক্ষুদ্র এক সৃষ্টির ইচ্ছাকে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত করা নিঃসন্দেহে চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা ও ধৃষ্টতার নামান্তর। মানুষ সাধারণত বলে থাকে, 'আল্লাহ আর তুমি ছাড়া আমি আর কারো ওপর ভরসা করতে পারি না', অথবা, 'আমার জন্য আল্লাহ এবং তুমিই যথেষ্ট', কিংবা 'আসমানে আল্লাহ আর জমিনে তুমি'—এ ধরনের সব কথাই শিরক। অবশ্যই এ ধরনের কথার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করতে হবে। যে ব্যক্তি নবীজিকে বলেছিলেন, 'আল্লাহ এবং আপনি যেমন চান', তাঁর বলা বাক্যটি আমাদের দৈনন্দিন বেখেয়ালে বলে যাওয়া অসংখ্য বাক্যের তুলনায় মার্জিত ছিল। তিনি তো মহান আল্লাহ তাআলার প্রিয়পাত্র নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়েছিলেন,[২] আর আমরা তো এমন ব্যক্তিকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে ফেলি যে আল্লাহর দুশমনও হতে পারে। এবং সে রাসূলের একটি পদধুলির সমকক্ষও হবে না কোনদিন। মোটকথা, ইবাদাত, আনুগত্য, ভরসা, ভয়, তাওবা ইস্তিগফার, দান-সাদাকাহ, মান্নত, কসম, তাসবীহ, তাহলীল, দুআ, সিজদা, তাওয়াফ—ইত্যাদি সকল ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই হওয়া আবশ্যক। জীবনের এই প্রধান সাধনা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই হবে, এক্ষেত্রে কোনো নবী, রাসূল, ফিরিশতা বা কোনো বুযুর্গ, দরবেশ ব্যক্তির বিন্দুমাত্রও কোনো অংশ থাকবে না। অন্যথায় সবই অর্থহীন। হাশরের ময়দানে শিরকমিশ্রিত আমল বান্দাকে আরও বেশি খারাপ পরিণতির দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে।

প্রত্যক ব্যক্তিরই স্মরণ রাখা আবশ্যক, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্যের

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ১৮৩৯; শাইখ শুয়াইব আরনাউতের মতে হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহী।
[২] বস্তুত শিরক শিরকই। আল্লাহর সঙ্গে কাউকে কোনো বিষয়ে শরীক করাকে শিরক বলে। এবং শিরক যার সঙ্গেই করা হোক তা সমান অপরাধ, এ ক্ষেত্রে নবীজি ﷺ ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। তবে এখানে নবীজিকে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করার বিষয়টিকে ঈষৎ হালকা করে দেখানো হয়েছে শুধুই শিরকের ভয়াবহতা বোঝানোর জন্য। -সম্পাদক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আসনে অধিষ্ঠিত করা জঘন্যতম অন্যায়। কোনো পীর, বুযুর্গ, নবী, রাসূল—কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়। মুসনাদু আহমাদে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক সাহাবী এলেন। তিনি একটি গুনাহে লিপ্ত হয়ে অনুতপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। নবীজির সামনে দাঁড়িয়েই তিনি এই বলে তাওবা করলেন—

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ وَلَا أَتُوبُ إِلَى مُحَمَّدٍ

> *'আল্লাহ, আমি আপনার নিকট তাওবা করছি, আমি নবীজি মুহাম্মদের কাছে তাওবা করছি না।'*

এ কথা শুনে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন—

عَرَفَ الْحَقَّ لِأَهْلِهِ

> *'সে প্রকৃত হকদারকে চিনতে পেরেছে।'*[১]

ইচ্ছা এবং নিয়তের মধ্যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক

মানুষের কাজের ইচ্ছা বা নিয়তের মধ্যে কত প্রকারের শিরক হতে পারে তার কোনো হিসাব নেই। এক-সমুদ্র জলরাশির সমান মানুষের ইচ্ছা ও নিয়তকেন্দ্রিক শিরক। সুতরাং এর প্রকরণ করে বা বলে শেষ করা যাবে না। এরচেয়ে বরং কীভাবে এই শিরক থেকে বাঁচা যাবে তা নিয়ে আলোচনা করাই ফলপ্রসূ। এই শিরক জগতের সবচেয়ে সূক্ষ্মতম শিরক। কোনো মানুষ যখনই কোনো কাজ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টির জন্য করে, অথবা অন্য কারো নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে করে অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট নেককাজের প্রতিদান কামনা করে, সেটাই তার নিয়তের ভেতরে শিরক হিসেবে পরিগণিত হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নবী ইবরাহীমের যে শাশ্বত দ্বীনের অনুসরণ করতে আদেশ করেছেন, তার মূলকথা হলো, বান্দার কথা, কাজ, ইচ্ছা—সবকিছু কেবল আল্লাহর জন্যই হতে হবে। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ১৫৫৮৭; শুয়াইব আরনাউতের মতে হাদীসটি যঈফ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করা যাবে না। বিন্দু-পরিমাণ শিরকের ছিঁটেফোঁটা থাকলেও কোনো আমল কবুল হবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

> *'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অনুসরণ করল, তার ধর্ম কবুল করা হবে না। আখিরাতে সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'*[১]

'মিল্লাতে ইবরাহীম' বা পবিত্র ইসলামের এটাই বিধান। একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের অনুসরণ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া নিখাদ মূর্খতার শামিল।

শিরকের মূলকথা

শিরক কী?

সহজ কথায় শিরক হলো, এক বস্তুকে অপর একটি বস্তুর অনুরূপ মনে করা। শরীয়তের ভাষায় শিরক হলো, বান্দাকে আল্লাহর মতো অথবা আল্লাহকে বান্দার মতো মনে করা। উদাহরণস্বরূপ— الكمال বা 'পূর্ণাঙ্গতা' আল্লাহ তাআলার একটি গুণ। কেউ যদি এই গুণটি আল্লাহর জন্য মেনে নেয় এবং সে-অনুযায়ী আমল করে, তাহলে সেটা হবে তাওহীদ। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যাদের হৃদয় বদ্ধ করে দিয়েছেন, যাদের সত্য দেখার অন্তর্দৃষ্টি অন্ধ করে দিয়েছেন, তারা সহজভাবে তাওহীদের এই সত্য মেনে নিতে চায় না। সত্যের গায়ে অন্য জামা চড়িয়ে তারপর বিশ্বাস করে। তারা অপর কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে আল্লাহর অনুরূপ মনে করাকে সম্মান জ্ঞান করে। বস্তুত তারাই মুশরিক, যারা কোনো মাখলুক বা সৃষ্টিকে আল্লাহর কোনো সিফাত বা গুণাবলির অংশীদার মনে করে। সেটা যত অল্প পরিসরেই হোক না কেন। তা শিরক বলেই গণ্য হবে।

আল্লাহ তাআলার আরেকটি গুণ হলো, এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সকল লাভ, ক্ষতি ও ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক তিনি। অন্য কারো সঙ্গে এর ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত-ক্রম : ৮৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নেই। যখন কোনো ব্যক্তি উপরোক্ত কথাগুলি বিশ্বাস করে এবং মেনে নেয়, তখন তার জন্য আবশ্যক হলো, দুআ, ভয় ও ভরসার সকল সম্পর্ক সে কেবল আল্লাহ তাআলার সঙ্গেই রাখবে। আর কোনো ব্যক্তি যদি এসকল বিষয়ের সম্পর্ক কোনো মাখলুকের সঙ্গে তৈরি করে নেয়, তাহলে সে নিঃসন্দেহে ওই মাখলুককে আল্লাহর সমকক্ষে পরিণত করল। কোনো সৃষ্টিই স্বয়ং নিজ প্রাণ, হায়াত ও মউতের মালিক না। সে কীভাবে তারই মতো অপর কোনো সৃষ্টির তরফে এসবের মালিক হয়? নিজের ভালোমন্দই অন্যের হাতে—এমন এক মাখলুক কীভাবে এমন এক সত্তার সমকক্ষ হয়, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক। যাঁর ইচ্ছার বিপরীতে গাছের একটি পাতাও নড়ে না। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন, যাকে ইচ্ছা দান বন্ধ করে দেন। যাকে তিনি দিতে চান না, তাকে অন্য কেউই দিতে পারে না। তিনি যদি বান্দাদের জন্য রহমতের দরজা বন্ধ করে দেন, ভূপৃষ্ঠের আবাদি ভূমিগুলিকে অনুর্বর করে দেন, নদী নালা শুকিয়ে দেন, তবে কেউই রহমতের সে-দরজা খুলে দিতে পারবে না। সৃষ্টিজগত অভাবে হাহাকার করবে। আর যখন তিনি রহমতের দরজা খুলে দেবেন, তখন গাছে গাছে বাতাসে সবুজ পাতা দুলবে। পাখিদের কলরবে বন মুখরিত হয়ে উঠবে। বৃষ্টি হবে। ফল ও ফসলে আবাদি ভরে উঠবে। তাঁর রহমতের দরজা অন্য কেউ বন্ধ করতে পারবে না। এমন মহান ক্ষমতাশীল আল্লাহ তাআলার সঙ্গে নগন্য এক সৃষ্টির তুলনা করাকে পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট তুলনা বলা যেতে পারে। তবুও আল্লাহর অসংখ্য বান্দা দৈনন্দিন জীবনে না বুঝে অথবা বুঝেই এই ভুলের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলে।

আল্লাহ তাআলার পূর্ণাঙ্গতার গুণের কথা উপরে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, সর্বাঙ্গীন পূর্ণাঙ্গ কেবল তাঁকেই বলা যায়, যাঁর মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকবে না। আর এই বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই। পৃথিবীর কোনো সৌন্দর্যই ত্রুটি মুক্ত নয়। ফলে আল্লাহ ছাড়া আর কেউই মাবুদ হতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা সামনে থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ অপর কোনো মাখলুকের কাছে নিজের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, ভয়, বিশ্বাস, আনুগত্য ও ভরসা সঁপে দেয়, তাহলে তার এই আচরণ হবে নিরেট মূর্খতা। শুধু মূর্খতাই নয়, প্রকারান্তরে এ এক মহা-জুলুম। আল্লাহ তাআলা এত ক্ষমাবান হওয়ার পরেও এ ধরনের মাখলুককে ক্ষমা না

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করার ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহ তাআলার উল্লেখযোগ্য আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, উপাসনার একচ্ছত্র অধিকারী একমাত্র তিনিই। বান্দা যখন তার প্রতিপালককে চিনতে পারে, তখন মহান প্রতিপালকের প্রতি নিজের আনুগত্যকে প্রকাশ্যে প্রদর্শন করা তার অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য হয়ে যায়। আল্লাহর আনুগত্য লুকিয়ে রাখার বিষয় নয়। এক্ষেত্রে বান্দার করণীয় হলো—

- মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআলার প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা পোষণ করা।
- আল্লাহ তাআলার সামনে নিজের চূড়ান্ত অক্ষমতা ও দুর্বলতা তুলে ধরা।

এ দুটি কাজই আনুগত্যের সর্বোচ্চ প্রকাশ করে থাকে। বান্দার তাকওয়া, আল্লাহভীতির সবরকমের স্তর এই দুই বিষয়ের তারতম্যের কারণেই তৈরি হয়। মানুষ যখনই এ দুটি বিষয়ে সামান্য উদাসীন হয়ে পড়ে, তখনই তার বিশ্বাসে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। নিজের অলক্ষেই আল্লাহমুখী হৃদয় নশ্বর সৃষ্টিজগতের দিকে ঝুঁকে যায়। মহান রবের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস, ভালোবাসা ও আনুগত্যের জায়গাগুলোতে চিড় ধরে। অসংখ্য শিরকের দরজা খুলে যায়। মস্তিষ্কে শয়তান বাসা বাঁধে। গুনাহের ভয়াবহতাকে হালকা করে তোলে। মানুষ তার ধ্বংসের পদধ্বনি ঘুর্ণাক্ষরেও টের পায় না। নির্ভেজাল ঈমানের ওপর টিকে থাকা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ। শুধুমাত্র সেসকল লোকের পক্ষেই সম্ভব, যাদের ওপর আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত রয়েছে। যাদেরকে তিনি পছন্দ করেছেন, তাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত প্রেরণ করেছেন। আর যারা আরও বেশি সৌভাগ্যবান, তাদেরকে পবিত্র এ দ্বীনের দাঈ ও রাহবার বানিয়েছেন। যুগে যুগে নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। বান্দাদেরকে ঈমানের সৌভাগ্য দান করেছেন। তাদের জন্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, তারা মহান রবের ঐশ্বরিক নূরের আলোয় উদ্ভাসিত জীবনে সফলতা অর্জন করেছেন। তাদের জন্যই আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন—

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ

> *'আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা করেন, তার নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন।'*[১]

[১] সূরা নূর, আয়াত-ক্রম : ৩৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ এমন এক সত্তা যে, গোটা সৃষ্টিজগত শুধু তাঁকেই সিজদা করবে। এটাও তাঁর একটি বিশেষ গুণ। সিজদা নামক ইবাদাতটি কেবলই তাঁর জন্য। বান্দা যখনই অন্য কোনো সৃষ্টির সামনে মাথা ঝুঁকায়, তখনই সে শিরকে লিপ্ত হয়ে যায়। শিরকমুক্ত জীবনের সকল সিজদা হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সমীপে।

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা ও আস্থা রেখে জীবনের চলার পথে এগিয়ে যাওয়াও শিরকমুক্ত জীবনের অন্যতম আবশ্যকীয় যোগ্যতা।

শিরকমুক্ত জীবনের অন্যতম বিশ্বাস হলো, সিজদার অনুরূপ তাওবাও কেবল আল্লাহ তাআলার কাছেই করতে হয়। আল্লাহ তাআলাই বান্দার তাওবা গ্রহণের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। বান্দা সকল অবাধ্যতা ত্যাগ করে গুনাহ মোচনের জন্য একমাত্র তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। এর বিপরীতে সব শিরক। আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে অন্য কোনো মাখলুকের অনুপ্রবেশ মাত্রই সেখানে একটি সাদৃশ্যের প্রসঙ্গ উপস্থিত হওয়া। আল্লাহর আসনে অন্যায়ভাবে সমাসীন মাখলুক কি তবে আল্লাহরই মতো? অন্যথায় সে কীভাবে আল্লাহর আসনে সমাসীন হতে পারে? এ প্রশ্নের ভেতর দুটি ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি আছে। প্রথমত, যে অপর একজনকে আল্লাহর সমকক্ষ জ্ঞান করল। আরেকজন হলো, যে আল্লাহর সমকক্ষের স্থানে আসীন হলো। সত্যিকারার্থেই যদি কোনো ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে, এবং সে অনুযায়ী কাজ করা শুরু করে, নিজের বড়ত্বের কথা ঘোষণা করে, চাটুকারদের মুখে মুখে নিজের কীর্তির কথা ছড়িয়ে দিতে থাকে, মানুষকে তার সামনে মাথানত করতে বাধ্য করে, তাহলে এসব কর্মের ফলে সে সাদৃশ্যগত শিরকের চূড়ান্তে পৌঁছে যায়। এদেরকে আল্লাহ তাআলা চূড়ান্ত লাঞ্ছিত করার ঘোষণা দিয়েছেন। একদিন এ সকল অপরাধীকে তিনি মানুষের পদতলে ধুলোয় মিশিয়ে দেবেন।

নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন, মহা-প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিচ্ছেন—

الْعَظَمَةُ إِزَارِي، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ

> *‘ইযযত আমার গায়ের পোশাক এবং অহংকার আমার চাদর। যদি কেউ এই*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *দুইটি ধরে টানাটানি করে, আমি তাকে শাস্তি দেবা'*[১]

ভাস্কর্য ও ছবি নির্মাতাগণ নিজ হাতে মানুষের অবয়ব তৈরি করে। এই কাজটি আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। ফলে তারা কিয়ামতের দিন কঠিন জিজ্ঞাসাবাদ ও শাস্তির সম্মুখীন হবে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, আল্লাহর কার্যক্রমের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে—এমন কাজ কত বড় অন্যায়!

নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ، يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

> *'কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি শাস্তি ভোগ করবে ছবি-নির্মাতারা। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা নির্মাণ করেছ তাতে প্রাণ সঞ্চার করো।'*[২]

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، فَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً

> *'আল্লাহ তাআলা বলেন, "ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়। তারা যেন একটি ধূলিকণা এবং একটি জবের শষ্য সৃষ্টি দেখায়।'*[৩]

এ হাদীসে আল্লাহ তাআলা একটি ধূলিকণা ও একটি শস্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এত ক্ষুদ্র কোনো বস্তু সৃষ্টি করতেই বান্দা অক্ষম হয়ে যায়। সুতরাং এর চেয়ে বৃহৎ কনোন সৃষ্টির কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। উপরের হাদীসে সেসকল লোকের শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যারা কোনো কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। আর যারা স্বয়ং আল্লাহর ক্ষমতা ও প্রভুত্বের সঙ্গে

[১] আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ৪০৯০
[২] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৫৯৫০
[৩] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৫৯৫৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাদৃশ্য রাখতে চায়, তাদের পরিণতি কতটা ভয়াবহ, তা সহজেই অনুমেয়। একই পরিণতি সেসকল লোকদের জন্যেও, যারা নিজেদের জন্য আল্লাহ তাআলার বিশেষ কোনো নাম গ্রহণ করে। 'রাজাধিরাজ', 'মহাপরাক্রমশালী' অথবা 'সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী'—এ-জাতীয় অর্থ বুঝায়, এমন কোনো নাম বান্দার জন্য সমীচীন নয়।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

إِنَّ أَخْنَعَ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِشَاهَانْ شَاهْ - أَيْ مَلِكِ الْمُلُوكِ - لَا مَلِكَ إِلَّا اللهُ وَفِي لَفْظٍ: أَغِيظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ

> *'আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম হলো 'রাজাধিরাজ', 'সকল বাদশাহের বাদশাহ' ইত্যাদি নাম। আল্লাহ ছাড়া রাজাধিরাজ আর কেউ নেই।[১]*
> *অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে—'আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে ক্রোধ-উদ্রেককারী হলো ঐ ব্যক্তি, যার নাম 'রাজাধিরাজ'।[২]*

আল্লাহপাকের ক্রোধ সেসব লোকদের উপরই নিপতিত হবে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য বৈধ নয়—এমন নাম গ্রহণ করে। কেননা, আহকামুল হাকিমীন, মালিকুল আমলাক, শাহানশাহ (সকল ক্ষমতার অধিকারী) কেবল আল্লাহ তাআলা। তিনিই সমগ্র জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি। আসমান-জমিন সর্বত্র কেবল তাঁরই বিধান কার্যকর হয়। তিনি মহাপরাক্রমশালী। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, কখনো হবেও না।

আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা কবীরা গুনাহ

আল্লাহ তাআলার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা ধারণাতীত বড় গুনাহ। আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা করে তাঁর মর্যাদা-পরিপন্থী একটি অবস্থান তৈরি করা বান্দার জন্য কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলা খারাপ-ধারণা-

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৬২০৬
[২] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ২১৪৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পোষণকারীদের ব্যাপারে এতটা কঠোর ক্রোধ ও লানতের কথা বলেছেন, যা অন্য কোনো গুনাহের ক্ষেত্রে বলেননি।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

> *'তারা অকল্যাণে নিমজ্জিত। আর আল্লাহ তাদের ওপর রাগান্বিত হয়েছেন, তাদের ওপর লানত বর্ষণ করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জাহান্নাম। তাদের ঠিকানা কত নিকৃষ্ট!'*[১]

পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

> *'তোমরা যারা তোমাদের প্রতিপালকের ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করো, এ ধারণাই তোমাদের ধ্বংস করে দিয়েছে। পরিণতিতে তোমরা কেবল ক্ষতিগ্রস্তই হবে।'*[২]

পবিত্র কুরআনের অপর এক স্থানে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বন্ধু ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একটি কথা উল্লেখ করেন, যা ইবরাহীম তাঁর জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—

مَاذَا تَعْبُدُونَ - أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ - فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

> *'তোমরা কার উপাসনা করো? তোমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে মিথ্যা উপাস্যদেরকেই কামনা করো? তাহলে সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহ*

---

[১] সূরা ফাতহ, আয়াত-ক্রম : ৬
[২] সূরা ফুসসিলাত, আয়াত-ক্রম : ২৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাআলার ব্যাপারে তোমাদের কী ধারণা?'[১]

আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, আজ তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কিছুর উপাসনা করছ, কিন্তু হাশরের দিবসে তোমাদেরকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। সেদিন তোমাদের কী পরিণতি হবে? তোমাদের ক্ষুদ্র চোখে তোমরা আল্লাহর ত্রুটি খুঁজে পেলে এবং আল্লাহর সঙ্গে শরীক করলে। কিন্তু তোমরা তোমাদের জ্ঞানের ত্রুটির কথা ভাবলে না। আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ব সম্পর্কেও পুনরায় ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করলে না। আল্লাহ তাআলা তো সেই ইচ্ছাধারী সত্তা, যাঁর ইচ্ছার কখনো ব্যতিক্রম হয় না। তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। তিনি ধনী। তিনি মালিক। কারো মুখাপেক্ষী নন। সমস্ত সৃষ্টিজগত তাঁর অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী। তিনি ন্যায়বিচারক। বান্দার সঙ্গে ইনসাফের বিচার করেন। জগতের সকল বিষয় সম্পর্কে সবিস্তার অবগত। কোথাও তাঁর আড়াল বলে কিছু নেই। জগতের আর কোনো রাজা-বাদশাহ তাঁর মতো নয়। আল্লাহ তাআলা নিজ ক্ষমতায় তাঁর সকল ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেন।

ধরা যাক, কোনো এক জাগতিক বাদশাহর কথা। তিনি তাঁর রাজ্য খুব ভালোভাবে পরিচালনা করছেন। কিন্তু প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা কিংবা আনন্দ তিনি নিজ চোখে দেখতে পারেন না। অন্যদের মাধ্যমে গৃহীত সংবাদ তাঁর কানে পৌঁছায়। তিনি চাইলেই প্রজাদের ঘরে ঘরে নিজ হাতে সহযোগিতা পৌঁছে দিতে পারেন না। তাঁর চারপাশের একটি বিশাল মন্ত্রীপরিষদ এবং প্রশাসন তাঁকে সহযোগিতা করে। তাদের সাহায্য নিতে তিনি বাধ্য। তাঁর একার পক্ষে রাজ্য পরিচালনা সম্ভব নয়। সকলেই কোথাও না কোথাও বাঁধা। অপারগতা, দুর্বলতা সকলেরই থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কোনো দুর্বলতা নেই। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি অসীম দয়ালু। তাঁর রহমত এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে ঘিরে আছে। যাকে ইচ্ছা তাকে দিতে পারেন। ফিরিয়েও নিতে পারেন। বান্দা এবং তাঁর মাঝে কোনো মধ্যসূত্রের প্রয়োজন নেই। কোনো মধ্যসূত্র স্বীকার করার অর্থ আল্লাহপাকের সক্ষমতাকে খাটো করা। এটা প্রকারান্তরে আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণার শামিল। বান্দার জন্য নিজের মালিকের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করার চেয়ে দুঃসাহসিক কাজ আর হতে পারে না। এ শুধু গুনাহই নয়, ভয়ানক ধৃষ্টতাও বটে। বান্দা কখনই

[১] সূরা সাফফাত, আয়াত-ক্রম : ৮৫-৮৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্রষ্টা হতে পারে না। তার একজন স্রষ্টা ও প্রতিপালক আছেন; যাঁর ইবাদাত করতে হয়। তাঁর সামনে গিয়ে মাথা অবনত করতে হয়। নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতার কথা প্রকাশ করতে হয়। সর্বোপরি তাঁকে সিজদা করতে হয়। এ সকল আরাধনা ও উপাসনা পাওয়ার একমাত্র উপযুক্ত মালিক হলেন আল্লাহ তাআলা। আর কেউ নয়। ফলে, তাঁর প্রাপ্য উপাসনা অপর কোনো বস্তুর পদতলে অর্পণ করা একধরনের জুলুম। হক যার প্রাপ্য, তাকেই তা দিতে হবে। এতে কোনো হেরফের করা যাবে না। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

> *'তিনি তোমাদের ভেতর থেকেই তোমাদেরকে একটি উদাহরণ দিয়েছেন যে, আমি তোমাদেরকে যেসকল রিযিক দান করেছি, সেসকল ক্ষেত্রে তোমাদের গোলামদের মধ্যে কেউ কি তোমাদের এমন শরীক আছে যে, তোমরা এক্ষেত্রে একজন আরেকজনের বরাবর? তোমরাও তাদেরকে ভয় করো, যেভাবে তোমরা নিজেদেরকে ভয় করো! বিচক্ষণ লোকদের জন্য আমি এভাবেই আয়াতসমূহ বিস্তারিত উল্লেখ করে থাকি।'*[১]

আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহপ্রদত্ত রিযিকের মধ্যেই বান্দা তার গোলামকে অংশীদার করে না, তাহলে রাজাধিরাজ আল্লাহ তাআলা, সকল কিছুর যিনি সৃষ্টিকর্তা, তাঁরই সৃষ্ট কোনো এক গোলামকে তাঁর অংশীদার করা কীভাবে সঠিক হতে পারে? এমন কাজ যে করে, সে আল্লাহ তাআলার যথাযথ হক আদায় করে না। এদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَاأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا

[১] সূরা রূম, আয়াত-ক্রম : ২৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

> 'হে লোক সকল! একটি উদাহরণ পেশ করা হলো, তোমরা তা ভালোভাবে শুনে নাও। তোমরা আল্লাহর বিপরীতে যাদের ইবাদাত করো, তারা একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না; যদিও তারা এই উদ্দেশ্য নিয়ে সকলেই একত্রিত হয়। এমনকি যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তারা সেটাও ফিরিয়ে আনতে পারবে না। উপাস্য এবং উপাসক উভয়ই দুর্বল। তারা আল্লাহর যথোপযুক্ত হক আদায় করেনি। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, মর্যাদার অধিকারী।'[১]

যেসকল মূর্তি, নক্ষত্র ও প্রতীকের উপাসনা মানুষ করে থাকে, তারা এতটাই দুর্বল ও হীন যে, তাদের গায়ে একটি মাছি বসলেও তারা তা তাড়িয়ে দিতে পারে না। আর এমন অবান্তর বিশ্বাসী কী করে আল্লাহর মর্যাদার হক আদায় করবে, এটা সম্ভব না। আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন—

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

> 'তারা আল্লাহর মর্যাদার হক আদায় করেনি, অথচ কিয়ামতের দিন জমিন আল্লাহর করায়ত্তে থাকবে। আর দুমড়ানো আকাশ থাকবে তাঁর ডান হাতে। তারা আল্লাহর সাথে যেসকল বস্তুকে শরীক করে, তিনি তা থেকে পবিত্র ও মহান।'[২]

যেই হতভাগা এমন মহৎ গুণাগুণের অধিকারী অবিনশ্বর সত্তা আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করে না, অথবা করলেও তাঁর সঙ্গে তাঁরই কোনো সৃষ্টিকে শরীক করে, তাহলে এমন মানুষের চিন্তা ভঙ্গুর ও ক্ষয়িষ্ণু বলে বিবেচিত হয়। প্রজ্ঞাপূর্ণ চিন্তাশক্তির অধিকারী তো ওই ব্যক্তি, যে একবাক্যে আল্লাহকে মেনে নেয় এবং তাঁর সামনে মাথা নত করে দেয়। এমনিভাবে সেসকল মানুষও আল্লাহর হক

[১] সূরা হজ, আয়াত-ক্রম : ৭৩, ৭৪
[২] সূরা যুমার, আয়াত-ক্রম : ৬৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরিপূর্ণ আদায় করে না, যারা কিতাব ও নবী-রাসূলে বিশ্বাস করে না। আল্লাহ কোনো কিতাব এবং নবী-রাসূল প্রেরণ করেননি—আল্লাহর ব্যাপারে এমন ধারণা করা অবাঞ্ছনীয়। আল্লাহ কি তবে মানুষকে অযথা সৃষ্টি করেছেন? শুধু এজন্যই কি সৃষ্টি করেছেন যে, মানুষ পৃথিবীতে ঘুরে ফিরে খেয়ে দেয়ে একদিন মরে যাবে? আল্লাহ কখনো অপ্রয়োজনীয় কাজ করেন না। পৃথিবীতে বহু মানুষ আল্লাহর অনুগ্রহের ছায়ায় বসে থেকেও আল্লাহর হক সম্পর্কে উদাসীন। যারা আল্লাহ তাআলার কোনো গুণবাচক নামকে অস্বীকার করে, অথবা অর্থহীন মনে করে, তাদের দ্বারাও আল্লাহর হক যথাযথ আদায় হয় না। যারা মনে করে, বান্দাই তার কর্মের স্রষ্টা, এ সকল মানুষ একই সঙ্গে আল্লাহর অনেকগুলো গুণকে অস্বীকার করে। কর্ম সৃষ্টির পেছনে শ্রবণ, দর্শন, ইচ্ছা, মর্যাদা, কালাম—ইত্যাদি গুণের অবদান থাকে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যখন কাউকে কোনো কাজের স্রষ্টা বানিয়ে দেয়, তখন আল্লাহপাকের পূর্বোক্ত গুণাবলির সঙ্গে শিরক করা হয়। পৃথিবীতে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না। যখন কেউ কাউকে স্রষ্টা বানিয়ে দেয়, তখন মনে হয়, যেন আল্লাহর রাজত্বে আল্লাহর অনিচ্ছায়ও কোনো কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব, যা প্রকাশ্যই শিরক। আল্লাহ তাআলা সকল শিরক থেকে পবিত্র।

আর সেসকল লোকও আল্লাহর হক আদায় করে না, যারা মনে করে আল্লাহ মানুষকে এমন সব বিষয়ের জন্য জবাবদিহি করবেন এবং শাস্তি দেবেন, যা মানুষের সামর্থ্যে ছিল না। মূলত মানুষ আল্লাহর হুকুম পালনে অপারগ। আল্লাহ তাআলাই যাবতীয় কাজের মালিক। তিনিই তাঁর বান্দাদের দ্বারা কাজ করিয়ে নেন। তাদেরকে বাধ্য করেন। যেভাবে পৃথিবীতে একজন আরেকজন থেকে অনেকসময় বাধ্যতামূলকভাবে কোনো কাজ আদায় করে নেয়। আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে এ ধরনের ভাবনা পোষণ করা বেশ শক্ত বেয়াদবি। কেননা দুনিয়াতেই যদি কোনো মনিব তার গোলামের ওপর এমন কাজ চাপিয়ে দেয়, যা সে করতে অক্ষম এবং গোলামকে সে এজন্য শাস্তিও দেয়, তাহলে সে সমাজের চোখে একজন খারাপ মনিব বলে বিবেচিত হবে। সাধারণ বিবেচনা-বোধসম্পন্ন মানুষের কাছেই যা খারাপ, আহকামুল হাকিমীন মহান আল্লাহর কাছে তা কী করে ভাল হয়! এবং তিনি নিজের জন্য তা কীভাবে পছন্দ করেন! এমন ধারণা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পোষণ করা নেহায়েত অন্যায়। অগ্নি-উপাসক এবং তাদের মিত্ররা এমন নিন্দনীয় মতবাদের ধারক। এমন চিন্তাভাবনা লালনকারী লোকেরাও আল্লাহর হকের যথাযথ মর্যাদা আদায় করে না।

এ ছাড়াও তাদের আরেকটি ভ্রান্তি হলো, ফিরিশতারা এখনো পৃথিবীতে যাতায়াত করেন, তা তারা বিশ্বাস করে না।

আরও এক ধরনের মতাদর্শের মানুষ আছে, যারা মনে করে, আল্লাহর পুত্র-পরিজন রয়েছে। এরাও ভ্রান্ত।

আরেকদল মনে করে, আল্লাহ সকল বান্দার ভেতরে বসবাস করেন, অথবা আল্লাহ হলেন বান্দার প্রকৃত অস্তিত্ব। বলা বাহুল্য, তারা ভ্রান্ত মতের অনুসারী। এরা কেউই আল্লাহ তাআলার মর্যাদাকে যথাযথভাবে রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি।

একইভাবে যারা আল্লাহ তাআলার রহমত, দয়া, অনুগ্রহ, ভালোবাসা, করুণা, সন্তুষ্টি, ক্রোধ, অসন্তোষ—ইত্যাদির বাস্তবতাকে অস্বীকার করে তারাও আল্লাহ তাআলার প্রকৃত মর্যাদার হক আদায় করতে সক্ষম হয়নি।

আরও একটি দল মনে করে, আল্লাহ ইসলামের দুশমনদের ইজ্জত ও ধন-সম্পদ দান করেছেন। তাদেরকে ক্ষমতা ও খ্যাতি দিয়ে পৃথিবীর সকলের ওপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা দিয়েছেন। অপরদিকে আল্লাহ ও রাসূলের অনুরাগীদেরকে দরিদ্র ও সহায়হীন করেছেন। তাদের ভাগ্যে লাঞ্ছনার সিলমোহর মেরে দিয়েছেন। তারা পৃথিবীর যেখানেই উপনীত হবে, শুধু লাঞ্ছিতই হবে। আল্লাহর ব্যাপারে এমন ধারণা লালন করা ঠিক নয় তো বটেই, বরং ভারি অন্যায়ও। এটা ইহুদী-নাসারাদের কাছ থেকে ধার করা রাফেজীদের মতামত।

আল্লাহ তাআলার যথাযথ হক আদায় করে না, এমন আরও একটি ভ্রান্ত দলের মত হলো, কুরআন ও হাদীসে জান্নাত-জাহান্নামের যেসকল বিবরণ ও শর্ত প্রদান করা হয়েছে, এগুলি স্রেফ সংবাদ-জাতীয় কিছু বাণী। সারাজীবন আল্লাহকে না-মানা ভয়ংকর গুনাহগার ব্যক্তিও জান্নাতে যেতে পারে, এবং কখনো আল্লাহর নাফরমানি না করা ব্যক্তিও জাহান্নামে যেতে পারে। মানুষকে জান্নাত-জাহান্নামের কথা যা কিছু বলা হয়েছে, সবই মানুষকে সন্ত্রস্ত করার জন্য। এরচেয়ে বেশি কিছু নয়। অর্থাৎ হাশরের ময়দানে আল্লাহ তাআলা নির্বিচারে যাকে ইচ্ছা তাকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বেহেশত ও দোযখ দেবেন। আল্লাহর নিকট এ সব কিছুই সমান।

আল্লাহ তাআলা তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার বিপরীতে কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। তাদের এ ধরনের মনোভাব ও সিদ্ধান্তকে পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত বলে চিহ্নিত করেছেন। ইরশাদ করেন—

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ - أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

> 'আর আমি আসমান ও জমিন এবং এর মধ্যবর্তী কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি। এ তো কাফিরদের নিছক এক ধারণা। অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে কি আমি পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের মতো বানিয়ে দেব? মুত্তাকীদেরকে পাপাচারীদের কাতারে রাখব?'[১]

অন্য আয়াতে বলেন—

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ - وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

> 'যারা মন্দ কাজে লিপ্ত হয়েছে, তারা কি এই ধারণা পোষণ করেছে যে, আমি তাদেরকে ঐ ব্যক্তিদের মতো করে দেব, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে! তাদের উভয় শ্রেণির জন্ম-মৃত্যু কি এক পর্যায়ের হবে? তাদের

[১] সূরা সোয়াদ, আয়াত-ক্রম : ২৭, ২৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *সিদ্ধান্ত কতই না নিকৃষ্ট! আর আল্লাহ তাআলাই আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি ব্যক্তিই নিজ কর্মের প্রতিদান বুঝে পাবে। আর তাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না।*[১]

আল্লাহ তাআলার যথাযথ মর্যাদা অনুধাবন করতে না পারা আরেকটি দল হলো, যারা দাবি করে মৃত্যুর পর আর কোনো জীবন নেই। যাদের দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহ তাআলা মৃতদেরকে জীবিত করবেন না। কবরের অধিবাসীদেরকে পুনরুত্থিত করবেন না। এমন কোনো দিন আসলে নেই, যেদিন আল্লাহ তাআলা বিশ্ববাসীকে একত্রিত করে তাদেরকে প্রতিদান দেবেন, সৎকর্মশীলদেরকে তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবেন। দুষ্কৃতিকারীদেরকে জাহান্নামের ফায়সালা করবেন—এমন কোনো মুহূর্ত আদৌ আসবে না কোনোদিন।

একইসাথে আল্লাহ তাআলার প্রকৃত হক আদায় করতে পারে না ঐ সমস্ত লোক, যারা আল্লাহ তাআলার আদেশকে গুরুত্বহীন তুচ্ছ মনে করে তার নাফরমানিতে লিপ্ত হয়। শরীয়তের নিষিদ্ধ কাজকে হেয় মনে করে তাতে জড়িত হয়। ইসলামের অবশ্য-পালনীয় কর্তব্যকে অবহেলা করে। মহান রবের স্মরণ থেকে নিজেকে উদাসীন করে রাখে। তার নিকট নিজের মনোবাসনা মহান আল্লাহর আনুগত্যের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। মাখলুকের অনুসরণ রবের অনুসরণের তুলনায় প্রাধান্য বিস্তার করে তার জীবনে। সে চক্ষুলজ্জায় নিজের অপকর্ম মানুষের কাছ থেকে গোপন করলেও আল্লাহ তাআলাকে সে ভ্রুক্ষেপ করে না। অথচ আল্লাহ তাআলা তাকে সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র জগতের ত্রাণকর্তা ও একমাত্র প্রতিপালক তিনি। অসংখ্য নিয়ামতের ভেতর তাকে ডুবিয়ে রেখেছেন। সৎ কাজের বিনিময়ে অনন্ত সুখের জান্নাত দানের ওয়াদা করেছেন। পাশাপাশি তার ওপর কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আল্লাহ তাআলার কিছু হক বান্দার উপর রয়ে গেছে। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সেসব হক আদায়ে ত্রুটি না করা বান্দার কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা যেসকল বিধিনিষেধ বান্দার উপর আরোপ করেছেন সেগুলো বোঝা এবং মেনে চলা তার একান্ত কর্তব্য।

এক ধরনের মানুষ নিজেদেরকে মুমিন মনে করে। কিন্তু আল্লাহর বিধানের প্রতি উদাসীন। তাদের দ্বারা আল্লাহর হক আদায় হয় না। বস্তুত উদাসীনতাই

---

[১] সূরা জাসিয়া, আয়াত-ক্রম : ২১-২২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একটি পাপ। এর ফলে অন্তর থেকে বিধিনিষেধের গুরুত্ব লাঘব হয়ে যায়। মানুষ তখন অবলীলায় হারাম কাজে লিপ্ত হতে পারে। আল্লাহর সন্তুষ্টির বিপরীতে প্রবৃত্তির সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিয়ে বসে। আল্লাহর আনুগত্যের বিপরীতে বান্দার আনুগত্য করে। আল্লাহ সবকিছু দেখছেন—এমন বিশ্বাসকে একসময় গুরুত্বহীন মনে হয়। বরং নিজের দেখাশোনা ও পার্থিব লাভ-লোকসানই মুখ্য হয়ে ওঠে। নিজের ইলম, আমল ও ব্যক্তিজীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টির কোনো তাড়া থাকে না। ইহজগতই তাদের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত হয়। পার্থিব মর্যাদা রক্ষার্থে নিজের খারাপ কাজগুলো মানুষের কাছে লুকিয়ে রাখে, কিন্তু আল্লাহর কাছে লুকানোর কোনো ব্যস্ততা থাকে না। মানুষকে ভয় পায়, আল্লাহকে ভয় পায় না। মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করে, কিন্তু আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। নিজের সুনাম-সুখ্যাতি ও বিলাসিতার পেছনে পর্বত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে, কিন্তু অথচ আল্লাহর রাস্তায় দানের ব্যাপারে এত অল্প দান করে যে, একজন সাধারণ মানুষকে তা দেয়া হলেও সে লজ্জিত হবে।

বান্দার জন্য প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হলো, তাঁর মনিবের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়া। মনিবের মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন থাকা। তাঁর সামনে নিজেকে ছোট ও হীন করে রাখা। বহুসংখ্যক মানুষ এমন তো করেই না, বরং আল্লাহর সঙ্গে আল্লাহর দুশমনদের শরীক করে। স্বয়ং আল্লাহ যাদেরকে পছন্দ করেন তাদেরকে শরীক করাই বৈধ নয়, এমতাবস্থায় দুশমনদের শরীক করা হলে, তা হবে চূড়ান্ত মাত্রার স্পর্ধা-প্রদর্শন, আল্লাহপাকের পবিত্র সত্তাকে ছোট করে দেখার প্রয়াস এবং এক আল্লাহর দাসত্ব ছেড়ে বিতাড়িত শয়তানের উপাসনা।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ - وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

> *'হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করবে না? নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুশমন। বরং তোমরা আমারই ইবাদত করবে, এটাই সঠিক পথ।’[১]

মুশরিকরা তাদের ইচ্ছা ও পছন্দমতো ফিরিশতাদের ইবাদাত করত। আল্লাহ তাআলা এটাকেও শয়তানের ইবাদাত বলে অভিহিত করেছেন।

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ - قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ

> ‘যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং ফিরিশতাদেরকে বলবেন, “এরা কি তোমাদেরই পূজা করত?” ফিরিশতারা বলবেন, “আপনি পবিত্র, আমরা আপনার পক্ষে, তাদের পক্ষে নই, বরং তারা জীনদের পূজা করত। তাদের অধিকাংশই শয়তানে বিশ্বাসী।”’[২]

প্রকৃতপক্ষে ফিরিশতাদের উপাসনা করলে শয়তানের উপাসনাই করা হয়। এটা শয়তানের একটি সূক্ষ্ম ফাঁদ। সে এভাবে মানুষকে নিজের দিকে ডাকে। যেন মানুষ ফিরিশতাদের কথা শুনে সহজেই ধোঁকায় পড়তে পারে।

চাঁদ-সূর্য ও নক্ষত্র-পূজারিদেরও একই অবস্থা। শয়তান তাদেরকে চাঁদ-সূর্য ও নক্ষত্রকে রূহানী বিষয় বলে ভাবতে প্ররোচনা দেয়। এবং ভেবেও বসে, এই চাঁদ-সূর্যই পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক ও ভাগ্যবিধাতা। তারা ভুল করে সারাজীবন এদের উপাসনা করে যায়, আর শয়তান প্রতিদিন সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের কাছাকাছি গিয়ে বসে, যেন মানুষ তার সামনেই মাথানত করে। আর যারা এসবের উদ্দেশ্যে সিজদা করে, তারা নিজের অজান্তেই আমৃত্যু শয়তানকে সিজদা করে যায়।

এমনিভাবে যারা নবী ঈসা ও তাঁর মাতা মারইয়াম আলাইহিমাস সালামের ইবাদাত করে, তারাও প্রকৃতপক্ষে শয়তানেরই ইবাদাত করে। কেননা তাদের

---

[১] সূরা ইয়াসীন, আয়াত-ক্রম : ৬০, ৬১
[২] সূরা সাবা, আয়াতা-ক্রম : ৪০, ৪১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইবাদাত করার আদেশ আল্লাহ তাআলা দেননি। বরং পবিত্র কুরআনে তিনি এর বিরোধিতা করেছেন। ঈসা তাঁর মহীয়সী মাতা মারইয়ামের ইবাদাত করাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন। মানুষকে বিভ্রান্ত করতে আপাত মঙ্গলময় এমন বহু জাল শয়তান পথে পথে বিছিয়ে রেখেছে। সেসকল ধোঁকায় পতিত না হয়ে শিরকমুক্ত ইবাদাত করতে পারলেই কোনো ব্যক্তি সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রকৃত মুমিন বলে বিবেচিত হবে।

শিরকের পরিশিষ্ট হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কারো ইবাদাত যেখানে, যে অবস্থাতেই করা হোক না কেন, পরিশেষে তা শয়তানের ইবাদাতেই পরিণত হবে। শয়তান কেন নবী-রাসূল ও ফিরিশতাদের ইবাদাতের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে? কারণ শয়তানের মূল কাজ হলো, মানুষকে আল্লাহর ইবাদাত থেকে বিমুখ করা এবং আল্লাহর ইবাদাতে শরীক সৃষ্টি করা। সরাসরি শয়তানের ইবাদাতের দিকে আহ্বান করার পরিবর্তে নবী-রাসূল ও ফিরিশতাদের ইবাদাত করানোর মাধ্যমে তার লক্ষ্যে পৌঁছানো অনেক সহজ হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَامَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

> 'আর যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে সমবেত করবেন, সেদিন বলবেন, "হে জীনের দল! মানুষের অনেককে তোমরা বিভ্রান্ত করেছিলে।" আর মানুষদের মধ্য থেকে তাদের অভিভাবকরা বলবে, "হে আমাদের রব! আমরা একে অপরের দ্বারা লাভবান হয়েছি এবং আমরা সে সময়ে উপনীত হয়েছি, যা আপনি আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।" তিনি বলবেন, "আগুন তোমাদের ঠিকানা, তোমরা সেখানে স্থায়ী হবে। তবে আল্লাহ যা চান (তা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভিন্ন)।" নিশ্চয় তোমার রব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।'[১]

এই আয়াতটি হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে শিরকের ব্যাপারে একটি সূক্ষ্ম ইশারা। শিরক বড় বিপজ্জনক গুনাহ। তাওবা ছাড়া মাফ হবে না। জাহান্নাম চিরস্থায়ী ঠিকানা হয়ে যাবে। ধরা যাক, শরীয়ত যদি শিরককে হারাম ঘোষণা না করত, তারপরও শিরক কোনোদিন হালাল হতো না। কেননা সমস্ত জগতের মালিক আল্লাহর ইজ্জতকে খাটো করে অপর এক মাখলুককে তাঁর সঙ্গে শরীক করা কখনোই বৈধ হওয়ার মতো বিষয় নয়।

শিরক ও অহংকার

শিরক ও অহংকার-জাতীয় গুনাহগুলো আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আল্লাহ জীন ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদাতের জন্য। এই উদ্দেশ্যেই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। সৃষ্টজীব—জীন ও মানুষের শিরক ও অহংকার আল্লাহর এ ইচ্ছার বিপরীতে চলে যায়। আল্লাহ তাআলা এমনটা পছন্দ করেন না। মুশরিক এবং অহংকারী—উভয়েই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য জান্নাত হারাম করেছেন। এমনকি যার অন্তরে বিন্দু-পরিমাণ অহংকার থাকবে, সেও জান্নাতে যেতে পারবে না।

আল্লাহ তাআলার সিফাত ও আহকামের ওপর কথা বলার আদব

পর্যাপ্ত জানাশোনা ছাড়া আল্লাহর আহকাম ও সিফাতের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া শিরকের নিকটবর্তী কবীরা গুনাহ। আল্লাহ তাআলা নিজের যেসকল গুণবাচক নাম উল্লেখ করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে যেসকল গুণবাচক নামে ডেকেছেন, তার বিপরীত গুণের অন্য কোনো নামে ডাকা আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্বের জগতে অবৈধ অনুপ্রবেশের শামিল। আর যদি কেউ স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা আল্লাহপাকের এ ধরনের কোনো গুণাবলি প্রমাণ

[১] সূরা আনআম, আয়াত-ক্রম : ১২৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করার চেষ্টা করে, তবে সেটা শিরকের চেয়েও বড় ধৃষ্টতা বলে গণ্য হবে।

শিরকে লিপ্ত হবার দুটি ধরন আছে :

১. আল্লাহকে স্বীকার না করে শুধুমাত্র মাখলুক তথা সৃষ্ট জিনিসের উপাসনা করা।

২. আল্লাহকে স্বীকার করলেও তাঁর পাশপাশি অন্যকে শরীকও করা।

দ্বিতীয় প্রকারের শিরক প্রথম প্রকারের তুলনায় লঘু। উদাহরণস্বরূপ—কোনো ব্যক্তি তার দেশের ক্ষমতাসীন বাদশাহকে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে আরেকজন বাদশাহকে স্বীকার করে এবং তাঁর সহানুভূতি লাভের জন্য অন্য কোনো উজির বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির মধ্যস্থতা গ্রহণ করে। নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় প্রকারের লোকটি বাদশার নৈকট্য পাবে। তবে আল্লাহপাকের ক্ষেত্রে বিষয়টি কিছুটা ভিন্ন। তিনি নিজেই কোনো মধ্যসূত্র গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তাই সেটা করা যাবে না।

আল্লাহকে অস্বীকারকারী মুশরিকদের মধ্য থেকে নেতৃস্থানীয় মুশরিক হলো ফিরআউন। পবিত্র কুরআনে ঘটনা বর্ণিত আছে—

يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ - أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ
فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا

> 'ফিরআউন আরও বলল, "হে হামান! আমার জন্য একটি উঁচু ইমারত বানাও, যাতে আমি অবলম্বন পাই। আসমানে আরোহণের অবলম্বন, যাতে আমি মুসার ইলাহকে দেখতে পাই, আর আমি কেবল তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।"'[১]

আর দ্বিতীয় প্রকারের শিরক—অর্থাৎ আল্লাহকে পরিপূর্ণভাবে অস্বীকার না করে তাঁর পাশে অন্য কোনো মাখলুক বা সৃষ্টজীবকে শরীক করা—এটাকে শয়তান বেশি পছন্দ করে। কেননা এটা বিদআত। আর বিদআতের ব্যাপারে পূর্বসূরি কয়েকজন আলিমের মন্তব্য হলো—

[১] সূরা মুমিন, আয়াত-ক্রম : ৩৬, ৩৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

اَلْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَى إِبْلِيسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ: لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ يُتَابُ مِنْهَا وَالْبِدْعَةَ لَا يُتَابُ مِنْهَا

> *'অন্যান্য গুনাহের চেয়ে শয়তানের কাছে বিদআত বেশি পছন্দ। কারণ হলো, অন্য গুনাহ থেকে তাওবা করা যায়, বিদআত থেকে তাওবা করা হয় না।*

ইবলিস বলে থাকে, 'আদম সন্তানকে আমি গুনাহের মাধ্যমে ধ্বংস করেছি। আর তারা আমাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। এমন অবস্থা দেখে আমি তাদেরকে এমন গুনাহে লিপ্ত করে দিলাম, যাকে তারা নেকি ভেবে করতে থাকবে। ফলে কোনোদিন তাওবা করার কথা তাদের মনেও আসবে না।'

অন্যান্য গুনাহ শুধুমাত্র গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। কিন্তু বিদআত শুধুমাত্র একজনকেই নয়, বিদআতের প্রভাব সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। এবং অপরকেও উৎসাহিত করে। বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তি অন্যান্য কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি থেকে অধিক নিকৃষ্ট। কেননা, বিদআত আল্লাহর সিফাতের মধ্যে বিকৃতি ঘটায়, কিন্তু অন্য গুনাহে তা হয় না। অন্য গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি আখিরাতের সঠিক পথে থেকেই ভুলভ্রান্তি করে। কিন্তু বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তির আখিরাতের পথই ভুল হয়ে যায়।

মানবহত্যা ও জুলুম-নির্যাতন

শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা এবং জুলুম করা। ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের ওপর সারা পৃথিবী টিকে আছে। জুলুম ইনসাফের বিপরীত বিষয়। মানুষকে ইনসাফের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন। আসমানী কিতাব সমূহেও বহুবার জুলুমের কথা উল্লেখ করেছেন। জুলুম করতে নিষেধ করেছেন। ইনসাফের নীতি প্রতিষ্ঠার আদেশ করেছেন। জুলুম নৈরাজ্যের পথ খুলে দেয়। অতএব যে জুলুমের প্রতিক্রিয়ায় যতটা নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে, সে জুলুম ততটা ভয়ংকর বলে বিবেচিত হবে।

হত্যাকাণ্ডের মধ্যে নিজের শিশু সন্তানকে হত্যা করা এবং সন্তানের দিক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থেকে পিতামাতাকে হত্যা করা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতর জুলুম। আল্লাহ শিশুদের এমনভাবে সৃষ্টি করেন, সকলেই তাদেরকে ভালোবাসে। বিশেষত, সন্তানের প্রতি পিতামাতার ভালোবাসার তুলনা হয় না। তবু কেউ যদি এই ভয়ে হত্যা করে যে, সন্তান আগামীতে দারিদ্র্যের কারণ হবে, তার সম্পদের অংশীদার হবে, তাহলে এর চেয়ে নিকৃষ্ট জুলুম আর হতে পারে না। অপরদিকে পিতামাতা হলেন মানুষের পৃথিবীতে আসার একমাত্র মাধ্যম। কেউ যদি তার পিতামাতাকে হত্যা করে, সেটাও অতি নিকৃষ্ট জুলুম হিসেবে বিবেচিত হবে।

নিহত ব্যক্তির অবস্থা ভেদে হত্যার স্তর নির্ণিত হয়। নিহত ব্যক্তি যদি নবী, সাহাবী অথবা দ্বীনের দাঈ আলিম হন, তাহলে পিতামাতা ও সন্তান হত্যার পরে এটাই সর্বাপেক্ষা বড় জুলুম। এবং কিয়ামতের দিন হত্যাকারীকে কঠিন জিজ্ঞাসাবাদ ও শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

আল্লাহ তাআলা কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি হিসেবে চিরস্থায়ী জাহান্নামের বিধান করেছেন। ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর ওপর আল্লাহর ক্রোধ ও লানত বর্ষিত হয়। কোনো ব্যক্তি যদি অমুসলিম থাকা অবস্থায় কোনো মুমিনকে হত্যা করে, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে মুসলিম শাসক ইসলামের স্বার্থে রক্তপাত ছাড়াই ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। তবে মুসলিম ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অপর মুসলমানকে হত্যা করলে তাকে কোনোভাবে ক্ষমা করা যাবে কিনা, এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ﵀ থেকেই দুটি মত বর্ণিত আছে।

যাঁরা মনে করেন হত্যাকারীর তাওবা কবুল হবে না, ক্ষতিপূরণ আদায় করলেও তাকে ক্ষমা করা যাবে না, তাঁদের যুক্তি হলো, হত্যাকারীর হয়তো আরো দীর্ঘদিন হায়াত পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। হত্যাকারী তার সেই হায়াত ছিনিয়ে নিয়েছে। মৃতব্যক্তির ক্ষতিপূরণ গ্রহণের সম্ভাবনাও শেষ হয়ে গেছে। ফলে ইনসাফ হলো, আইনের মাধ্যমে হত্যাকারীকেও একই শাস্তি প্রদান করা। এখানে ক্ষতিপূরণের কোনো সুযোগ নেই। নিহতের হক কেবলই তার নিজের। তার উত্তরাধিকারগণ সে হক গ্রহণ করলে নিহত ব্যক্তির কিছু যায়-আসে না। আর ওয়ারিশরা হত্যাকারীর কাছ থেকে যে ক্ষতিপূরণ পাবে তা হলো ওই জিনিসের বিনিময়, যা নিহত ব্যক্তি ওয়ারিশদেরকে দিত। ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে ওয়ারিশদের হক আদায়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হলেও নিহত ব্যক্তির জীবনের ঋণ থেকেই যায়। তা আদায় করার বিকল্প কোনো সুযোগ নেই। যদি ওয়ারিশদের ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে হত্যাকারীর সঙ্গে কোনো সমঝোতা হয়, তারপরেও হাশরের ময়দানে হত্যাকারীকে নিহতের হক নষ্ট করার অপরাধে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

অন্যান্য ইমামগণ বলেন, ক্ষতিপূরণ এবং তাওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে তার তাওবা কবুল করা হবে। কেননা হত্যাকারী শরয়ী বিধান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে। এবং কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনাও করেছে।

তাঁরা আরও বলেন, যেহেতু কুফর-শিরক এবং যাদুটোনার মতো বড় বড় গুনাহ তাওবা করার দ্বারা মাফ হয়ে যায়, সুতরাং হত্যাকাণ্ডের অপরাধও তাওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা তো সেসব কাফিরকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন, যারা তাঁর প্রিয় ব্যক্তিদের হত্যা করেছে। ইসলাম গ্রহণের পর তাদেরকে শুধু ক্ষমা করেননি, বরং প্রিয়ভাজনেও পরিণত করেছেন।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে—

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

> *‘আপনি বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন।’* [১]

এই আয়াতটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুফর-শিরকসহ সবরকমের গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ হয়ে যায়।

ইমামগণ বলেন, তাওবা দ্বারা সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়ার পর নিষ্পাপ একটি মানুষকে শাস্তি দেয়া শরীয়ত-বিরুদ্ধ। এ ক্ষেত্রে তাওবা করার অর্থ হলো, হত্যাকারী ব্যক্তি তার প্রাণ নিহতের হাতে তুলে দেয়া। যেহেতু নিহতের হাতে তুলে দেয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে, তাই নিহতের স্থলে তার প্রাণের

[১] সূরা যুমার, আয়াত-ক্রম : ৫৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মালিকানা চলে যাবে নিহতের ওয়ারিশদের হাতে। তারা তাকে কিসাসের জন্য শাসকের হাতে তুলে দিতে পারে অথবা ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে পারে। অথবা চাইলে সম্পূর্ণ মাফ করে দিতে পারে। তাদের মতামতকেই নিহতের মতামত বলে বিবেচনা করা হবে।

একটি হত্যাকাণ্ড তিন ধরনের হক নষ্ট করে—

১. আল্লাহর হক

২. নিহত ব্যক্তির হক

৩. নিহত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়ের হক

হত্যা করার পর ঘাতক যদি আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয়ে খাঁটি মনে তাওবা করে এবং নিহতের আত্মীয়দের সঙ্গে সমঝোতা করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন।

ঘাতক যখন তার প্রাণ নিহতের আত্মীয়দের হাতে তুলে দেবে, এবং আত্মীয়রা যদি তাকে ক্ষতিপূরণসহ অথবা ক্ষতিপূরণ ছাড়া ক্ষমা করে দেয়, তাহলে আত্মীয়দের হকও আদায় হয়ে যাবে।

অবশিষ্ট থাকল নিহত ব্যক্তির হক। ঘাতক যদি পৃথিবীতেই আল্লাহ ও নিহতের আত্মীয়দের কাছ থেকে ক্ষমা আদায় করে নিতে পারে, তাহলে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তিকে হত্যার বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান দেবেন।

একজন মানুষ হত্যা সমগ্র মানবজাতিকে হত্যার সমতুল্য

একজন মানুষকে হত্যার প্রভাব সমাজের ওপর খুবই বিপজ্জনক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

> *'এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করল। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করল।'[১]*

উক্ত আয়াত থেকে হত্যার ভয়াবহতা অনুমান করা যায়। প্রশ্ন হয়, তাহলে কি আল্লাহর নিকট একজন এবং শতজনের প্রাণহানীর একই মূল্য? কুরআনের উক্ত আয়াতের পূর্বাপর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আয়াত এই অর্থ প্রকাশ করে না। অবশ্যই একজন এবং ১০০ জন হত্যার মূল্য এক নয়। এখানে মানুষকে হত্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য আল্লাহ এমন উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। কোনো বিষয়ে অপর কোনো বিষয়ের উদাহরণ দিলেই দুটি জিনিস হুবহু এক হওয়ার আবশ্যকীয়তা নেই। পবিত্র কুরআনেই এমন আরও উদাহরণ রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

> *'যেদিন তারা কিয়ামত দেখবে, সেদিন তাদের অবস্থা এমন হবে যেন তারা ইতিপূর্বে এক সন্ধ্যাবেলা বা তার প্রভাতকালের অধিক সময় অবস্থান করেনি।'[২]*

আরও একটি আয়াত—

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ

> *'তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল, যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, মনে হবে তারা পৃথিবীতে এক দিনের কিছু সময় অবস্থান করেছে।'[৩]*

উক্ত দুই আয়াতে পৃথিবীতে অবস্থানকালের সময়টিকে যতটা ক্ষুদ্র বলা হয়েছে,

---

[১] সূরা মায়িদা, আয়াত-ক্রম : ৩২
[২] সূরা নাযিয়াত, আয়াত-ক্রম : ৪৬
[৩] সূরা আহকাফ, আয়াত-ক্রম : ৩৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বস্তুত তা ততটা ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত নয়। ওই সময়ের মানুষ কিয়ামত দর্শনে কতটা বিভ্রান্ত ও বিহ্বল হবে, তা বোঝাতেই এমন উদাহরণের অবতারণা। একজন মানুষ হত্যা সমগ্র মানবজাতিকে হত্যার নামান্তর বিষয়টিও তেমন। হাদীস শরীফেও এমন বহু উদাহরণ রয়েছে।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন—

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ

> *'যে ব্যক্তি ইশার নামায জামাতে আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত নামায আদায়ে রত থাকল। আর যে ফজর নামাযও জামাতে আদায় করল, সে যেন সারারাতই নামায আদায়ে রত থাকল।'*[১]

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি ইশা ও ফজর জামাতে আদায় করলে সারারাত নামায আদায়ের সওয়াব লাভ করবে।

আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ

> *'যে ব্যক্তি রামাদানসহ শাওয়ালেরও ছয়টি রোযা রাখবে, সে যেন সারা বছর রোযা রাখল।'*[২]

আরেক হাদীসে বর্ণিত আছে—

مَنْ قَرَأَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ

> *'যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস পাঠ করল, সে যেন কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করে নিল।'*[৩]

---

[১] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ৬৫৬
[২] মুসনাদু আহমাদ—৫/৪১৯
[৩] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ৮১১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এসকল আমলের সওয়াব যে পরিমাণ বলা হয়েছে, সে পরিমাণই দেওয়া হবে। কিন্তু সওয়াবই মূল বিষয় নয়। বান্দার জন্য মূল বিষয় আল্লাহপাকের ইবাদাতের সঙ্গে যুক্ত থাকা। যত দীর্ঘ সময় যুক্ত থাকা যাবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি তত বৃদ্ধি পাবে। অন্যথায় ইশা পড়ে ঘুমিয়ে গিয়ে ফজর পড়া ব্যক্তির সঙ্গে সারারাত তাহাজ্জুদ পড়া ব্যক্তির কোনো পার্থক্য থাকে না। হত্যার প্রসঙ্গটিও অনুরূপ। একজনকে হত্যা করা ১০০ জনের সমান নয়, কিন্তু হত্যাই একটি নিকৃষ্ট বিষয়। একটি হত্যা অনেক রক্তপাত এবং বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা তৈরি করে। শত নৈরাজ্যের দুয়ার খুলে দেয়।

এসকল সূক্ষ্ম বিষয় সহজে অনুধাবন করার জন্য কুরআন-হাদীসের স্বচ্ছ ও গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ঈমানের পরেই কুরআন-হাদীসের জ্ঞান মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত। যাঁরা বলেন, একজন মানুষ হত্যা এবং সমগ্র মানবজাতি হত্যার মধ্যে মিল কোথায়? তাঁদের জন্য নিম্নোক্ত পাঁচটি মিল তুলে ধরা হলো—

- একজনকে হত্যাকারী এবং শতজনকে হত্যাকারী—উভয়েই আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী। ফলে উভয়েই আল্লাহর লানতে পতিত হবে। উভয়েরই শেষ-ঠিকানা হবে জাহান্নাম। শাস্তির তফাত হলেও একই ঠিকানায় যেতে হবে।
- হত্যা নামক নিষিদ্ধ কাজে উভয়েই লিপ্ত হয়েছে।
- উভয়েই সমগ্র মানবজাতির জন্য হুমকিস্বরূপ। কেননা যে ব্যক্তি নিজের কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য একজনকে হত্যা করল, সে সুযোগ পেলে স্বার্থ হাসিলের জন্য সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করতে পারে।
- একজন অথবা শতজন হত্যাকারী—উভয়েই মানবজাতির ইতিহাসে হত্যাকারী হিসেবেই চিহ্নিত থাকবে।
- ঈমান, আমল ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের ক্ষেত্রে সকল মুমিন একটি দেহের মতো। সুতরাং কোনো জালিম যখন একজন মুমিনকে হত্যা করল সে ওই দেহের একটি অঙ্গ কেটে ফেলল। সে অঙ্গের যন্ত্রণা জগতের সকল মুমিনের হৃদয়কে কাতর করে তুলবে।

শুধু মুমিন হত্যাই নয়, মুসলিমদের অধীনে থাকা কোনো কাফিরকে হত্যা করলেও সে হত্যার বেদনা মুসলমানদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটায়। নরহত্যা প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেন—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

> 'যখন অন্যায়ভাবে কোনো মানুষ খুন হয়, সে খুনের একটি অংশের পাপ আদম আলাইহিস সালামের প্রথম সন্তান কাবিলের ওপর বর্তাবে। কেননা সে পৃথিবীতে এ পাপের প্রচলন ঘটিয়েছে।'[১]

শুধুমাত্র হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রেই একটি হত্যা সমগ্র মানবজাতিকে হত্যার সমতুল্য। একটি চুরি সমগ্র মানবজাতির চুরির সমতুল্য নয়। একটি শিরক সমস্ত মানবজাতির শিরকের সমতুল্য নয়। তবে শিরকের ব্যাপারে শক্ত হুশিয়ারি আছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, 'আমি আমর ইবনু লুহাই খিজায়ীকে জাহান্নামের কঠিন আগুনে দগ্ধ হতে দেখেছি। কেননা সে সর্বপ্রথম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ধর্মে বিকৃতি সাধন করেছে।'

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ

> 'তোমরা প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না।'[২]

অর্থাৎ প্রথম কাফির হয়ে পরবর্তী সময়ের মানুষদের জন্য তোমাদেরকে অনুসরণের পথ খুলে দিয়ো না। যে-কোনো পাপ কাজেই প্রথম ব্যক্তি হওয়া ভয়ংকর। কিয়ামত পর্যন্ত অনুসৃত ব্যক্তির আমলনামায় গুনাহ জমা হতে থাকবে।

মানবহত্যা প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন—

يَجِيءُ الْمَقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ، وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا يَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟

---

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৬৮৬৭; মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ১৬৭৭

[২] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ৪১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> 'কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে এমনভাবে নিয়ে আসবে যে, তার কপাল এবং মাথা তার হাতেই থাকবে এবং ঘাড়ের প্রধান দুই রক্তনালি থেকে অনর্গল রক্ত ছুটতে থাকবে। নিহত ব্যক্তি বলবে, "হে রব! তাকে জিজ্ঞেস করুন, কেন সে আমাকে হত্যা করেছিল।"'[১]

হাদীসটি বর্ণনা করার পর উপস্থিত জনতা ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'যদি হত্যাকারী তাওবা করে?' প্রত্যুত্তরে ইবনু আব্বাস কুরআনের এই আয়াত পাঠ করেন—

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

> 'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে।'[২]

অতঃপর ইবনু আব্বাস বলেন, 'এই আয়াত রহিতও হয়নি, পরিবর্তনও হয়নি। মুমিনের হন্তারকের জন্য তাওবার সুযোগ নেই।'

সামুরা ইবনু জুনদুব ﷺ সূত্রে বর্ণিত—

أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلْءُ كَفٍّ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ

> 'সর্বপ্রথম মানুষের পাকস্থলি দুর্গন্ধযুক্ত হয়। অতএব তোমাদের মধ্যে যারা সক্ষম, তারা যেন পবিত্র রিযিক আহার করে। আর যারা সক্ষম, তারা যেন তাদের এবং জান্নাতের মাঝে রক্তের একটি ফোঁটার আড়ালও না রাখে।'[৩]

নাফে ﷺ বলেন, 'একদিন আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ কাবা শরীফের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন—

---

[১] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ৩০২৯
[২] সূরা নিসা, আয়াত-ক্রম : ৯৩
[৩] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৭১৫২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالْمُؤْمِنُ عِنْدَ اللَّهِ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ

> "তুমি অনেক উচ্চ। তোমার সম্মান অনেক বেশি। কিন্তু আল্লাহর কাছে মুমিনের সম্মান তোমার চেয়েও বেশি।"'[১]

স্বয়ং ইবনু উমর ﷺ থেকেই বর্ণিত আরও একটি হাদীস হলো—

لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا

> 'যে ফাঁদে মানুষ একবার পা দিলে আর কোনোদিন বের হতে পারে না, তা হলো, অন্যায় রক্তপাত ঘটানো।'[২]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা ﷺ সূত্রে বর্ণিত—

سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

> 'মুমিনকে গালি দেয়া ফাসেকী, আর হত্যা করা কুফরী।'[৩]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আরও বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন—

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

> 'আমার পরে তোমরা কুফরীর দিকে এমনভাবে ফিরে যেয়ো না যে, একে অন্যের ঘাড়ে আঘাত করবে।'[৪]

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন—

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ

---

[১] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ২১৫১; শুয়াইব আরনাউতের মতে হাদীসটির সনদ শক্তিশালী।
[২] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৬৮৬২
[৩] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ২০৯৮
[৪] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ১২১; মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ৬৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

> 'যে ব্যক্তি কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না, যদিও জান্নাতের ঘ্রাণ ৪০ বছরের সমান দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।'[১]

এটা হলো ওই ব্যক্তির শাস্তি, যে কোনো অমুসলিমকে যুদ্ধাবস্থা ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে। পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে একজন মুমিন হত্যার শাস্তি কিয়ামতের দিন কী হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে—একজন নারী কেবল এ কারণেই জাহান্নামে যাবে যে, সে একটি পিপাসার্ত বিড়ালকে সারাদিন বেঁধে রাখার ফলে বিড়ালটি মারা যায়। নবীজি দেখলেন, বিড়ালটি ক্ষুধা ও পিপাসার তীব্রতায় আপন গ্রীবা চেটে খাচ্ছিল। তিনি বললেন, 'হাশরের ময়দানে ওই ব্যক্তির কী পরিণতি হবে, যে অন্যায়ভাবে কোনো মুমিনকে বন্দী করে রাখে, এবং বন্দী অবস্থায় ওই মুমিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।'

হাদীসে আছে—

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

> 'অন্যায়ভাবে কোনো মুমিন খুন হওয়ার বিপরীতে সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর কাছে অতি গৌণ বিষয়।'[২]

ব্যভিচারের ক্ষতি

একটি সমাজের জন্য ব্যভিচার বহুবিধ ক্ষতির পথ খুলে দেয়। একটি ব্যভিচারের ফলে অনেক মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত হয়। বংশ পরম্পরা এবং নারী ও পুরুষের সতিত্ব রক্ষা করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। কোনো সমাজে একদল ব্যভিচারী মানুষ তৈরি হলে সমাজের সকল মানুষেরই মা-বোন-স্ত্রী-পরিজনের সম্মান হুমকির মুখে পড়ে যায়। একটি ব্যভিচারের সূত্র ধরে সৃষ্টি হওয়া নৈরাজ্য

---

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৩১৬৬
[২] ইবনু মাজাহ, হাদীস-ক্রম : ২৬১৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পুরো একটি সমাজকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

নিকৃষ্টতর কাজ সমূহের ভেতর শিরক ও হত্যার পরেই ব্যভিচারের অবস্থান। কুরআন ও হাদীসে হত্যার পরেই ব্যভিচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আহমাদ ﷺ বলেন, 'মানুষ হত্যার পর ব্যভিচারের চেয়ে বড় কোনো অপরাধ আমার জানা নেই।'

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ

> *'আর যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডাকে না, আর ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া যারা এমন কোনো লোককে হত্যা করে না যাকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, আর যারা ব্যভিচার করে না।'*[১]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা শিরক এবং হত্যার পাশাপাশি ব্যভিচারের কথা উল্লেখ করেছেন। এহেন পাপকাজে লিপ্ত ব্যক্তি তার নেক আমল ও তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়া ছাড়া মুক্তি নেই। দুনিয়া থেকে তাওবা কবুল করিয়ে না নিতে পারলে হাশরের ময়দানে তাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

> *'আর তোমরা ব্যভিচারের ধারেকাছেও যেয়ো না, নিঃসন্দেহ তা একটি অশ্লীলতা, আর এটি এক পাপের পথ।'*[২]

জ্ঞানসম্পন্ন প্রতিটি মানুষের কাছেই ব্যভিচার একটি পাপ। এমনকি কোনো কোনো পশু-সমাজেও ব্যভিচারকে নিকৃষ্টতম পাপ হিসেবে গণ্য করা হয়। উমর

[১] সূরা ফুরকান, আয়াত-ক্রম : ৬৮
[২] সূরা ইসরা, আয়াত-ক্রম : ৩২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইবনু মায়মুন আওদী সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'জাহেলি যুগে আমি একটি বানরকে অপর একটি নারী বানরের সঙ্গে ব্যভিচার করতে দেখলাম। অতঃপর সকল বানর একত্রিত হয়ে তাদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে।'

ব্যভিচারের ফলে পৃথিবীতে ঝগড়া-ফাসাদ ও অভাব-অনটন নেমে আসে। আর আখিরাতে রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি। ব্যভিচার প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

> *'নিঃসন্দেহ এটি হচ্ছে একটি অশ্লীল আচরণ ও ঘৃণ্য কর্ম, আর জঘন্য পন্থা।'*[১]

পবিত্র কুরআনের সূরা মুমিনূনে আল্লাহ তাআলা মুমিনের সফলতা সমূহের মধ্যে লজ্জাস্থানের হেফাজতের কথাও উল্লেখ করেছেন—

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

> *'মুমিনরা সাফল্যলাভ করেছে। যারা নিজ নামাযে বিনয়ী হয়। যারা অসার ক্রিয়াকলাপ থেকে সরে থাকে। যারা যাকাতদানে করিতকর্মা। যারা নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাজতে যত্নশীল। তবে নিজেদের দাম্পত্য-সঙ্গী অথবা মালিকানাভুক্ত দাসী ব্যতীত, সেক্ষেত্রে তারা নিন্দনীয় নয়। কিন্তু যারা এর বাইরে যাওয়ার কামনা করে, তারা সীমালংঘনকারী।'*[২]

উক্ত আয়াত থেকে ৩টি পরিশিষ্ট পাওয়া যায়।

১. যারা লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে না, তারা আল্লাহর কাছে সাফল্য

---

[১] সূরা ইসরা, আয়াত-ক্রম : ৩২
[২] সূরা মুমিনূন, আয়াত-ক্রম : ১-৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লাভ করতে পারবে না।

২. তারা নিন্দনীয় মানুষের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩. তারা সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রবৃত্তির প্ররোচনায় সামান্য পার্থিব আনন্দের বিপরীতে আল্লাহর কাছে সীমালঙ্ঘনকারী ব্যক্তি হিসেবে পরিণত হওয়া অত্যন্ত ভীতিপ্রদ ও অমঙ্গলজনক। মানুষের প্রকৃতিই এমন। মানুষ বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে না। এবং সুখে শান্তিতে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না। সুখে থাকলে ভোগ-বিলাস এবং কৃপণতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। দুঃখ-দুর্দশা আসলে ভেঙে পড়ে। আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করতে থাকে। সুখের অবস্থায় শোকর করা এবং দুঃখের অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা একজন মুমিনের অবশ্য-কর্তব্য।

আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করেন—

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

> *'মুমিন পুরুষদের আপনি বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। তারা যা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে নিশ্চয় পূর্ণ অবগত।'*[১]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন—

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

> *'আল্লাহ জানেন চোখের কোণার গোপন চুরি সম্পর্কেও এবং যা কিছু বক্ষসমূহে গোপন রয়েছে।'*[২]

সকল ধরনের পাপের সূচনা চোখ থেকে হয়। এজন্য আল্লাহ তাআলা লজ্জাস্থান হেফাজতের পূর্বে চোখের দৃষ্টি হেফাজত করতে বলেছেন। প্রবৃত্তি সর্বপ্রথম

---

[১] সূরা নূর, আয়াত-ক্রম : ৩০
[২] সূরা গাফির, আয়াত-ক্রম : ১৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানুষের চোখে হানা দেয়। তারপর অন্তরে প্রবেশ করে। তারপর সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

বুযুর্গরা বলেন, 'যে ব্যক্তি চার জিনিসের সংরক্ষণ করতে পারবে, তার দ্বীন সংরক্ষিত থাকবে। চারটি জিনিস হলো : দৃষ্টি, ভাবনা, কথা ও পদচারণা।'

মুমিনের করণীয় হলো এই চার জিনিস সংরক্ষণের প্রতি যত্নবান হওয়া। কেননা শয়তান এসকল পথ ধরেই আসে। এবং মানুষকে কলুষিত করে দেয়।

অধিকাংশ গুনাহ উল্লিখিত চারটি পথ ধরেই আসে। আমরা প্রতিটি পথ সম্পর্কেই এখন পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করব।

দৃষ্টির গুনাহ

প্রথম পথ হলো, দৃষ্টি। যে ব্যক্তি তার চোখকে লাগামহীন করে দেয়, নিঃসন্দেহে সে চোখ একদিন তাকে ধ্বংস করে দেবে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন—

لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْأُخْرَى

> *'হে আলী! বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরো না। কেননা প্রথমবার তোমার জন্য মাফ। কিন্তু দ্বিতীয়বার মাফ নয়।'*[১]

রাসূল ﷺ আরও ইরশাদ করেন—

النَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ، فَمَنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْ
مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ لِلَّهِ، أَوْرَثَ اللهُ قَلْبَهُ حَلَاوَةً إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ

> *'অশ্লীল দৃষ্টিপাত ইবলিসের তির সমূহের মধ্য থেকে একটা বিষাক্ত তির। কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোনো বেগানা নারীর ওপর দৃষ্টিপাত করা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, আল্লাহ তাআলা তার হৃদয় কিয়ামত পর্যন্ত ইবাদাতের সুস্বাদে ভরিয়ে দেবেন।'*[২]

---

[১] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ২৭০১

[২] তাবারানী, আল মুজামুল কাবীর, হাদীস-ক্রম : ১০৩৬২। শুয়াইব আরনাউত বলেন, হাদীসের সনদে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবীজি ﷺ আদেশ করেছেন—

غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ

> 'তোমরা দৃষ্টি অবনত রাখো এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করো।'[১]

রাসূল ﷺ আরও ইরশাদ করেন—

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ

> 'রাস্তায় বসা থেকে বেঁচে থাকো।'

সাহাবীরা নিবেদন করলেন, 'আল্লাহর রাসূল! কখনো কখনো মজলিস বড় হয়ে রাস্তা পর্যন্ত চলে যায়। আমাদের রাস্তায় বসা ছাড়া উপায় থাকে না।' নবীজি বললেন, 'যদি বসতেই হয়, তাহলে রাস্তার হক আদায় করো।' সাহাবারা বললেন, 'রাস্তার হক কী?' নবীজি উত্তর দিলেন—

غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ

> 'দৃষ্টি অবনত রাখা, কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে বেঁচে থাকা, সালামের উত্তর দেয়া।'[২]

সব ধরনের গুনাহ থেকে বাঁচতে চোখের হেফাজত অত্যন্ত জরুরি বিষয়। চোখ-বাহিত অন্যায় চিন্তাগুলোই একসময় মানুষের হৃদয়ে এতটা সংক্রামক হয়ে ওঠে যে, পাপ কাজটি সংঘটিত হওয়ার আগ পর্যন্ত মানুষ স্থির হতে পারে না। কোনো এক দূরদর্শী বিদ্বান ব্যক্তি বলেছেন—

إِنَّ حَبْسَ اللَّحَظَاتِ أَيْسَرُ مِنْ دَوَامِ الْحَسَرَاتِ

> 'চক্ষু বন্ধ করার পরে যে যন্ত্রণা হবে, তা সহ্য করার চেয়ে আগে আগে চক্ষু বন্ধ করার কষ্ট সহ্য করা অনেক সহজ।'

আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক আল ওয়াসিতি নাম্নী রাবী যঈফ।

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ২২৭৫৭

[২] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ২৪৬৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থাৎ গুনাহের ফলে মৃত্যুর পর যে শাস্তি হবে, এর চাইতে জীবিত অবস্থায় চক্ষু বন্ধ রেখে গুনাহমুক্ত থাকা অনেক সহজ। চোখ দিয়ে যখন কোনো পাপের ইচ্ছা মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন ওই কাজটি করার জন্য প্রবৃত্তির চাপে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। অতএব যেসব স্থানে পাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেসব স্থানে মুমিনের কর্তব্য হলো নজরের হেফাজত করা।

কবি বলেন—

كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدَاهَا مِنَ النَّظَرِ ... وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ

كَمْ نَظْرَةٍ بَلَغَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا ... كَمَبْلَغِ السَّهْمِ بَيْنَ الْقَوْسِ وَالْوَتَرِ

وَالْعَبْدُ مَا دَامَ ذَا طَرْفٍ يُقَلِّبُهُ ... فِي أَعْيُنِ الْعِينِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْخَطَرِ

يَسُرُّ مُقْلَتَهُ مَا ضَرَّ مُهْجَتَهُ ... لَا مَرْحَبًا بِسُرُورٍ عَادَ بِالضَّرَرِ

'সকল পাপের শুরু চক্ষু থেকেই হয়। বড় বড় আগুন ছোট ছোট কয়লা থেকেই জ্বলে। চক্ষুষ্মানের হৃদয়ে কিছু দৃষ্টি এমনভাবে বিদ্ধ হয়, তূণীর ছেড়ে যাওয়া তির লক্ষ্যস্থলে যেভাবে বিঁধে থাকে। মানুষ অপরের চোখে ক্রমাগত দৃষ্টিপাত করে হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে চোখের সুখ কিনে নেয়—এমন সুখের জন্য কোনো অভিনন্দন নেই।'

চোখ মানুষকে একসময় বন্দী করে ফেলে। চোখের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকলে মানুষ এমন এক দিনে গিয়ে উপনীত হয়, যখন চোখের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয় না। কবি বলেন—

يَا نَاظِرًا مَا أَقْلَعَتْ لَحَظَاتُهُ ... حَتَّى تَشَحَّطَ بَيْنَهُنَّ قَتِيلًا

'হে চক্ষুষ্মান! তোমার লোভাতুর দৃষ্টির অবসান সেদিনই হবে, যেদিন তুমি দৃষ্টিপাতের আক্ষেপে হা-হুতাশ করতে করতে মারা যাবে।'

অন্য একজন কবি বলেন—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

مَلَّ السَّلَامَةَ فَاغْتَدَتْ لَحَظَاتُهُ ... وَقْفًا عَلَى طَلَلٍ يَظُنُّ جَمِيلًا

مَا زَالَ يُتْبِعُ إِثْرَهُ لَحَظَاتِهِ ... حَتَّى تَشَحَّطَ بَيْنَهُنَّ قَتِيلًا

'একজন সুখী মানুষেরও সুখ নষ্ট হয়, যখন সে এমন একটি পাহাড়
দেখতে পায়, যা তার কাছে বেশি সুন্দর মনে হয়। পাহাড় থেকে
বিচ্যুত হয়ে অপমৃত্যু হওয়ার আগ পর্যন্ত সে তার বিগত দিনের সুখ
বিসর্জন দিয়ে ছুটতে থাকে।'

দৃষ্টি এক বিস্ময়কর তির। যার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়, তির সেদিকে না গিয়ে নিক্ষেপকারীর বুকেই বিদ্ধ হয়।

আমার নিজের লেখা দুটি চরণও এখানে উল্লেখ করছি—

يَا رَامِيًا بِسِهَامِ اللَّحْظِ مُجْتَهِدًا ... أَنْتَ الْقَتِيلُ بِمَا تَرْمِي فَلَا تُصِبِ

يَا بَاعِثَ الطَّرْفِ يَرْتَادُ الشِّفَاءَ لَهُ ... احْبِسْ رَسُولَكَ لَا يَأْتِيكَ بِالْعَطَبِ

'হে শক্তিমান তির-নিক্ষেপকারী! এই তিরে তুমিই মরবে। অতএব
তুমি এমন কাজ করো না।

হে উপশমের জন্য চক্ষুপ্রেরণকারী! তুমি তোমার দূতকে থামাও, যেন
সে তোমার জন্য বিপদ ডেকে না আনে।'

এর চেয়েও ভয়াবহ বিষয় হলো, দৃষ্টি মানুষের হৃদয়কে বর্শার আঘাতের ন্যায় ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে। তবে সে আঘাতের ব্যথা মানুষকে এতটাই বিভ্রান্ত করে যে, সে এর উপশমের কথা ভুলে যায়।

আমার রচিত আরও তিনটি চরণ—

مَا زِلْتَ تُتْبِعُ نَظْرَةً فِي نَظْرَةٍ ... فِي إِثْرِ كُلِّ مَلِيحَةٍ وَمَلِيحِ

وَتَظُنُّ ذَاكَ دَوَاءَ جُرْحِكَ وَهُوَ فِي الْ ... تَحْقِيقِ تَجْرِيحٌ عَلَى تَجْرِيحِ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

فَذَبَحْتَ طَرْفَكَ بِاللِّحَاظِ وَبِالْبُكَا ... فَالْقَلْبُ مِنْكَ ذَبِيحٌ أَيُّ ذَبِيحٍ

'তুমি বারংবার সুন্দরী নারী ও সুন্দর পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করে যাচ্ছ। তুমি ভাবছ এ দৃষ্টি তোমার ক্ষতের উপশম হবে। বস্তুত সে কেবল তোমার ক্ষতের ওপর ক্ষতই বাড়াবে। কীভাবে তোমার উপশম হবে, তুমি নিজেই তো নিজের ঘাড়ে ছুরি চালিয়ে দিয়েছ!'

চিন্তা-ভাবনার গুনাহ

মানুষের হৃদয়ে উদিত গুনাহের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে লড়াই করা অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয়। সবধরনের কল্যাণ এবং অকল্যাণের শুরু এখান থেকেই হয়। এসকল ভাবনার জন্য পৃথক কোনো রসদের প্রয়োজন হয় না। মানুষের মনে সর্বদাই কোনো না কোনো ভাবনা ঘুরপাক খেতে থাকে। হৃদয়ে উদিত ভাবনার ওপর যে ব্যক্তি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে, তার পক্ষেই প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়। আর যে ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, কোনো এক সময়ে সে প্রবৃত্তির কাছে অসহায় হয়ে পড়ে। ইচ্ছা না থাকলেও দাসত্ব করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। প্রবৃত্তির অসৎ আহ্বানগুলো দূর থেকে মনোহর লাগে। মানুষ যতই নিকটে যেতে চায়, সেসকল মনোহরী আহ্বান মরীচিকার মতো ততটাই সরে যেতে থাকে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

> *'মরুভূমির মরীচিকার মতো, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমনকি, সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে, অতঃপর আল্লাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।'*[১]

---

[১] সূরা নূর, আয়াত-ক্রম : ৩৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় বাস্তবতা হলো আখিরাত। দুনিয়ার সবকিছু ত্যাগ করে একদিন চূড়ান্ত পরিণতির দিকে যেতে হবে। অনন্ত আখিরাতকে উপেক্ষা করে সামান্য পার্থিব ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য সর্বস্ব বিলীন করে দেয়া জীবনের নিদারুণ অপচয়। জাগতিক বিষয়াদির প্রতি অধিক আকর্ষণ মানুষকে নির্বোধ করে দেয়। আখিরাতকে তখন অবাস্তব মনে হতে থাকে। আখিরাতের বিপরীতে দুনিয়াবি লাভ-ক্ষতির সামান্য সন্ধান পেলেই তাকে স্রোতের মাঝে থাকা খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরে। আখিরাতের বাস্তবতার তুলনায় দুনিয়া একটি কল্পনার রাজ্য। আখিরাতের সুখ-দুঃখের তুলনায় দুনিয়ার সুখ-দুঃখের উদাহরণ হলো, একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাবারের অন্বেষণ না করে চোখ বন্ধ করে কল্পনায় অনেক কিছু খেয়ে ফেলার মতো। সে ব্যক্তি ভাবছে, অনেক ভালো খাবার খেয়ে ফেলা হলো। কিন্তু কল্পনার খাবার কোনো খাবারই নয়। এটা শুধুই কল্পনা। আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার সব অর্জন এমনই কল্পনার মতো। দুনিয়াতে সফল ব্যক্তিরা মনে করে, অনেক কিছু পেয়ে গেছি। আরও অনেক কিছু পেয়ে যাব। বস্তুত এ অনেক কিছু আখিরাতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো অর্জনের তুলনায়ও একটি কল্পনামাত্র। আসলে কিছুই পাওয়া হয়নি।

মানুষের হৃদয়ে চার প্রকার ভাবনা সৃষ্টি হয়ে থাকে—

১. পার্থিব কোনো অর্জনের ভাবনা।

২. পার্থিব কোনো ক্ষতি থেকে মুক্তির ভাবনা।

৩. আখিরাতের কোনো অর্জনের ভাবনা।

৪. আখিরাতের কোনো ক্ষতি থেকে মুক্তির ভাবনা।

এই চার ধরনের ভাবনা নিয়ে সকলের সতর্ক থাকা উচিত। যখনই মনে কোনো ভাবনার উদয় হবে, সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করতে হবে, সদ্য উদিত এই ভাবনাটি উপরোক্ত চারপ্রকারের কোনটি। আখিরাতের জন্য হলে, সে ভাবনার ওপর যথাদ্রুত আমল করে ফেলা। আর যদি দুনিয়ার জন্য হয়, তাহলে আবার ভেবে দেখা, দুনিয়ার জন্য কতটুকু করা প্রয়োজন। এ প্রক্রিয়ায় নিজের কল্পনার জগতকে স্বচ্ছ রাখা সম্ভব। প্রাধান্যযোগ্য কাজগুলোও সর্বাগ্রেই করে ফেলা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সম্ভব। সর্বোপরি প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ তৈরি হয় এতে। প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সবসময় নিজেকে জিজ্ঞাসাবাদের ওপর রাখলে মনে অন্যায় চিন্তা স্থান পাওয়ার সুযোগ কম থাকে।

মানুষের হৃদয়ে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে হাজারও চিন্তার উদয় হতে পারে। দুনিয়া ও আখিরাত—উভয় জগতের ভাবনাতেই মানুষ বিভোর থাকে। সেক্ষেত্রে প্রাধান্যযোগ্য কাজ নির্ণয় করা জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়টিই একজন মানুষ কতটা উচ্চতায় পৌঁছবে তা নির্ণয় করে দেয়। ধরা যাক, দুটি চিন্তা বা কাজ কারো সামনে উপস্থিত হলো। একটি তুলনামূলক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ কাজটি এখন না করলে পরবর্তীতে করার সুযোগ থাকবে না। তখন গুরুত্বের চাইতেও সুযোগ প্রাধান্য পাবে।

মানুষের হৃদয়ে যতরকম ভাবনার উদয় হয়, তারমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা হলো, যা আল্লাহ তাআলার জন্য হয়।

যেসকল ভাবনা আল্লাহর জন্য হয়, তা পাঁচ প্রকার—

১. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করা। আয়াতসমূহ গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা। কুরআন শুধুমাত্র তিলাওয়াতের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে, এমন নয়। তিলাওয়াত হলো অনুধাবনের মাধ্যম। কোনো এক বুযুর্গের উক্তি—

أُنْزِلَ الْقُرْآنُ لِيُعْمَلَ بِهِ، فَاتَّخَذُوا تِلَاوَتَهُ عَمَلًا

> *‘কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে আমলের জন্য। অতএব তোমরা আমলের জন্য তিলাওয়াত করো।’*

২. আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য কুদরতের দিকে লক্ষ করা। আল্লাহ তাআলা এভাবে খুঁজে বের করার আদেশ করেছেন। যারা উদাসীন থাকে, তাদেরকে নিন্দা করেছেন।

৩. আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা।

এ তিন ধরনের ভাবনা মানুষকে প্রতিনিয়ত আল্লাহর অনেক নিকটবর্তী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করে দেয়। মানুষ আল্লাহর পরিচয় খুঁজে পায়। আল্লাহর ভালোবাসায় জীবন রঙিন হয়ে ওঠে।

৪. নিজের দোষত্রুটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। এই ভাবনা মানুষকে ক্রমাগত একজন ভালো মানুষে পরিণত করে। বহুবিধ কল্যাণের দরজা খুলে দেয়। অসৎ প্রবৃত্তিকে দুর্বল করে ফেলে। এবং সৎ প্রবৃত্তি জাগ্রত করে।

৫. দৈনন্দিনের গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব আমল ও ব্যক্তিগত ওযীফা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা। এই চিন্তা প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে থাকলে সময় অপচয়ের সম্ভাবনা কমে যায়। প্রতিটি সময়ই মূল্যবান সময় হয়ে ওঠে।

ইমাম শাফিয়ী ﷺ বলেন—

'সূফীদের সান্নিধ্যে থেকে আমি দুটি বিষয় শিখেছি।

এক. সময় একটি তরবারির মতো। যদি তুমি তাকে দিয়ে না কাটো, তবে সে নিজেই তোমাকে কাটতে থাকবে।

দুই. যদি তুমি তোমার অন্তরকে সৎকাজে লিপ্ত না রাখো, তবে সে তোমাকে অসৎকাজে লিপ্ত করবে।'

বস্তুত সময়ের নামই জীবন। আমরা যে সময়গুলো অতিবাহিত করি, তা-ই আমাদের জীবন। এর বাইরে জীবন বলে আলাদা কিছু নেই। সময়ের ধর্ম হলো, তা সব সময়ই খুব দ্রুত ছুটতে থাকে। দুনিয়ার সময়টুকু আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের সময়। যদি কেউ সঠিক প্রস্তুতি গ্রহণে উৎসাহী না হয়, তবে যত দীর্ঘ জীবন সে লাভ করুক, তাতে কোনো ফায়দা নেই। তা সাধারণ পশুপাখির জীবনেরই অনুরূপ হবে।

উল্লিখিত পাঁচ প্রকারের চিন্তাভাবনা ছাড়া অন্য যেসকল ভাবনা মানুষের মস্তিষ্কে উদয় হয়, তা শয়তানের ধোঁকার ফলেই হয়। মস্তিষ্ক যতক্ষণ অলস থাকবে, ততক্ষণ ভাবনার উদয় ঘটতেই থাকবে। এবং তা দোষণীয় কিছু নয়। তবে মানুষ যখনই সচেতনভাবে ওই ভাবনায় তলিয়ে যেতে থাকবে তখনই তা দোষণীয় বলে বিবেচিত হবে।

মানুষের হৃদয় একটি সাদা কাগজের মতো। মস্তিষ্কের ভাবনা তাতে অংকিত হয়। মিথ্যা, ধোঁকা ও গুনাহের চিন্তাভাবনা করতে থাকলে কদাকার অসংখ্য দাগে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাদা পাতাটি ভরে ওঠে। পক্ষান্তরে ভালো চিন্তাও তার মাঝে সুন্দর প্রতিফলন ঘটায়। দৃষ্টিনন্দন রঙিন দাগে হৃদয় সুশোভিত হয়।

কবির উক্তি—

أَتَانِي هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الْهَوَى ... فَصَادَفَ قَلْبًا فَارِغًا فَتَمَكَّنَا

'ভালোবাসা চেনার আগেই তার ভালোবাসা আমার কাছে আসল।
এবং চিরদিনের জন্য আমার হৃদয়ে জায়গা করে নিল।'

মানুষের মাঝে দুইরকম চিন্তাভাবনারই সক্ষমতা রয়েছে। শুধু নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। শয়তান মানুষকে ভালো চিন্তার কথা ভুলিয়ে রাখে। এবং খারাপ চিন্তা ঢুকিয়ে দেয়। খারাপ চিন্তার অস্তিত্ব এবং শয়তানের ধোঁকার ভয় আছে বলেই ভালো চিন্তার মূল্য রয়েছে। দুইদিকেই সমান চিন্তাভাবনার সুযোগ মানুষকে সকল সৃষ্টি—এমনকি ফিরিশতাদের চেয়েও মূল্যবান করে তুলেছে। মানুষ ইচ্ছাশক্তির বলে মুহূর্তেই সকল খারাপ চিন্তাকে দূর করে দিতে পারে। সবচেয়ে শক্তিশালী এবং পূর্ণাঙ্গ মানুষ সে ব্যক্তি, যে হৃদয়ে জাগ্রত হাজারো চিন্তার ভিড়ে শুধু ভালো চিন্তাগুলোকেই বেছে নেয়। অতিশয় দুর্বল এবং প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত সে ব্যক্তি, যে কেবলই খারাপ চিন্তায় ডুবে থাকে।

ভালো চিন্তায় ডুবে থাকার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। তাঁর হৃদয়ে অসংখ্য ভাবনা ভিড় করে থাকত। তিনি একই সঙ্গে কয়েকটা ইবাদাতে মগ্ন হয়ে যেতে পারতেন। নামাযে দাঁড়িয়ে জিহাদের সৈন্যসারির বিন্যাস করতেন। একই সঙ্গে নামায ও জিহাদ—দুটোই এগিয়ে চলত। নামাযে মশগুল থেকেও সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করতে পারতেন।

জিহ্বার গুনাহ

জিহ্বা বান্দার গুনাহের অন্যতম প্রবেশদ্বার। জিহ্বা বা কথার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপায় হলো, মুখ থেকে অনর্থক কোনো শব্দ উচ্চারণ না করা। বান্দা যদি জিহ্বার গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকতে চায়, তাহলে সে প্রতিটি কথা বলার আগে সামান্য একটু ভেবে নেবে যে, এই কথায় আমার কোনো ফায়দা আছে কিনা?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যদি কথাটি অনর্থক হয়ে থাকে, তাহলে কথাটি বলা থেকে বিরত থাকবে। আর যদি অনর্থক না হয় তবুও সে চিন্তা করবে, আমার এই কথার কারণে এরচেয়েও উত্তম কিছু আমার হাতছাড়া হবে না তো! যদি মুখের এই কথার কারণে উত্তম কোনোকিছু হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে সে এই কথা বলা থেকেও বিরত থাকবে।

কারো অন্তরের খবর জানার প্রয়োজন হলে তার মুখের কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি খেয়াল করলেই তার মনের অবস্থা বোঝা যায়। মানুষ মুখের ভাষা দিয়েই তার মনের কথা প্রকাশ করে। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মুয়ায বলেন, 'মানবাত্মা হলো ফুটন্ত ডেগচির মতো। এতে যা কিছুই রয়েছে ফুটতে থাকে। আর মানুষের জিহ্বা হলো সেই ডেগচির চামচ (যা দিয়ে ডেগচির ভেতরের জিনিস বের করে আনা হয়)।'

কেউ যখন কথা বলে, সেই কথার দিকে লক্ষ করলেই বোঝা যায় তার মনের অবস্থা। তার জিহ্বা যেন অন্তরের ফুটন্ত ডেগ থেকে টক, মিষ্টি, ঝাল—বিভিন্ন স্বাদের পসরা শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরছে। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মুয়াযের চমৎকার এই উদাহরণ থেকে বুঝে আসে, জিহ্বা বা মানুষের মুখের ভাষা হলো মানবাত্মার খাবারের মাধ্যম। চামচ দিয়ে ডেগচিতে যেভাবে বিভিন্ন খাবার রান্নার জন্য দেয়া হয়, জিহ্বা দিয়েও অন্তরের খোরাক জোগানো হয়। আনাস ﵁ সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন—

لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ

> *'কারো ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থির হবে না, যতক্ষণ তার অন্তর সুস্থির না হয়। আর তার অন্তর ততক্ষণ পর্যন্ত স্থির হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ভাষা সংযত না হয়।'* [১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কোন জিনিস অধিকাংশ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে?' নবীজি উত্তর দিলেন, 'মুখ ও

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ১৩০৪৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লজ্জাস্থান।'[১]

মুয়ায ﷺ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির আমলের কথা জানতে চাইলেন। নবীজি এ ব্যাপারে মৌলিক কিছু কথা বলে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি তোমাকে এই যাবতীয় আমলকে একত্রিতকারী বিষয়ের ব্যাপারে বলে দেব না?'

মুয়ায ﷺ বললেন, 'অবশ্যই বলে দিন, আল্লাহর রাসূল!' নবীজি ﷺ তখন নিজের জিহ্বা মুবারক ধরে বললেন, 'এই অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণে রাখো!'

মুয়ায ﷺ অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, 'আমাদের কথাবার্তার জন্যও কি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে?'

নবীজি ﷺ বললেন, 'মানুষ তার মুখের কর্তিত ফসলের কারণেই তো জাহান্নামে হোঁচট খেয়ে মুখ বা থুবড়ে পড়বে।[২]

মানুষের কিছু কিছু আচরণ খুবই অদ্ভুত! স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষের জন্য হারাম খাদ্য গ্রহণ, জুলুম, নির্যাতন, ব্যভিচার, চুরি, মদপান, পরনারীর দিকে তাকানো—ইত্যাদি হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকা অনেকটাই সহজ। কিন্তু তার জন্য জিহ্বাকে বিরত রাখা খুবই কঠিন হয়ে যায়! সমাজে এমন অনেক মানুষই আছে, যাদের ধর্মপালন, দুনিয়া বিমুখতা, ইবাদাত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; অথচ সে অবলীলায় মুখ দিয়ে এমন সব কথা বলছে, যা আল্লাহ তাআলার ক্রোধ টেনে আনে। এদিকে সে কোনো ভ্রুক্ষেপই করে না। মুখনিসৃত একটি কথার কারণে তার মান ও মর্যাদা পূর্ব থেকে পশ্চিমের দূরত্বের মতো নীচে নেমে যায়। এমন অনেক লোককেই দেখা যায়, যারা হারাম ও অশ্লীল কাজ থেকে অত্যন্ত সতর্কভাবে নিজেকে নিষ্কলুষ রাখে, কিন্তু তার লাগামহীন কথাবার্তা জীবিত ও মৃত কোনো মানুষকেই ছেড়ে কথা বলে না, সবার মান-সম্মান সে মাটিতে মিশিয়ে দেয় মুখের কথা দিয়ে।

উপরের কথাটির উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের একটি হাদীস আছে। জুনদুব ইবনু আবদিল্লাহ সূত্রে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন, 'একজন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নামে কসম খেয়ে বলল, "আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাআলা অমুক ব্যক্তিকে কিছুতেই মাফ

[১] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ২০০৪
[২] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ২২০৬৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করবেন না!" আল্লাহ তাআলা তার এই কথা শুনে উত্তর দিলেন, "কে আমার নামে কসম করে বলল, আমি অমুককে ক্ষমা করব না? যাও, আমি তাকেই ক্ষমা করে দিলাম, আর তুমি যে কসম কেটে বললে, আমি ক্ষমা করব না, তোমার সমস্ত আমল আমি বরবাদ করে দিলাম।"'[১]

আবু হুরায়রা ﷺ অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করে বলেন, 'সে একটি কথায় তার দুনিয়া ও আখিরাতকে নষ্ট করে দিলো।'

বিলাল ইবনুল হারিস আল মুযানী ﷺ নবীজি ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেন—

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ

> *'তোমাদের কেউ কেউ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনে এমন সব কথা বলে থাকে, তার ধারণাও থাকে না সে আল্লাহ তাআলার কি পরিমাণ সন্তুষ্টি লাভ করেছে। আবার তোমাদের কেউ কেউ এমন কথা বলে ফেলে তার মুখ দিয়ে, সে ধারণাও করতে পারে না, তার কথার কারণে কি পরিমাণ ক্রোধ সে লাভ করেছে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে।'[২]*

আলকামাহ ﷺ বলেন, 'এই হাদীস আমাকে অসংখ্য কথা বলতে বাধা দিয়েছে।'

এক সাহাবীর ইন্তিকাল হলে জনৈক ব্যক্তি ওই সাহাবীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আপনার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ থাকল।' তখন নবীজি ﷺ বললেন—

وَمَا يُدْرِيكَ؟ لَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ، أَوْ بَخِلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ

> 'তুমি কীভাবে এ ব্যাপারে অবগত হলে? সে হয়তো এমন কোনো কথা

[১] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ২৬২১
[২] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ২৩১৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *বলেছে, যে কথায় তার কোনো উপকার নেই অথবা সম্পত্তির কোনো ক্ষতি ছাড়াই সে কোনো কার্পণ্য করেছে।'*[১]

আবু হুরায়রা ﷺ নবীজি ﷺ সূত্রে সরাসরি বর্ণনা করেন—

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

> *'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার উপর ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।'*[২]

আবু হুরায়রাহ ﷺ সূত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরেকটি হাদীস—

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

> *'একজন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো, সে যাবতীয় অনর্থক কাজ ও কথাকে পরিহার করে চলে।'*[৩]

সুফিয়ান ইবনু আবদিল্লাহ আস-সাকাফী ﷺ বলেন, 'একবার আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, "আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে ইসলামের এমন একটি কথা বলে দিন, যে ব্যাপারে আমি আপনার পরে আর কারো নিকট জানতে চাইব না।" নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি বলো, 'আমি আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান আনলাম', এরপর এই কথায় অবিচল থাকো।" আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আমার ব্যাপারে আপনি সর্বাধিক কোন জিনিসের আশঙ্কাবোধ করেন?" তিনি তাঁর জিহ্বা মুবারক ধরে বললেন, "এই জিনিসের।"'[৪]

মানুষকে কথাবার্তার ব্যাপারে সতর্ক করতে আরো শক্ত হাদীসও সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলের পবিত্রতমা স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ ﷺ রাসূল ﷺ সূত্রে বর্ণনা

---

[১] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ২৩১৯
[২] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৬০১৮
[৩] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ১৭৩৭
[৪] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ৩৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেন—

كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ، أَوْ ذِكْرَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

> 'আদম সন্তানের প্রতিটি কথাই তার বিরুদ্ধে যায়। শুধুমাত্র যে কথা দিয়ে সে সৎ কাজের আদেশ করে, অসৎ কাজের নিষেধ করে আর যে কথা দ্বারা সে তার রবের স্মরণ করে থাকে, সেগুলো ছাড়া।'[১]

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

إِذَا أَصْبَحَ الْعَبْدُ، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، تَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِذَا اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا

> 'প্রতিদিন সকালে মানুষের সমস্ত অঙ্গ জিহ্বাকে সতর্ক করে। বলে, "তুমি আল্লাহকে ভয় করো। আমরা তোমারই অনুগত। তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকব, আর তুমি বক্র পথে চলে গেলে আমরাও পথচ্যুত হব।'[২]

আগেকার যামানার নেককার বুযুর্গ ব্যক্তিদের ব্যাপারে জানা যায়, 'আজকে গরম পড়েছে খুব' 'আজকে ঠান্ডা পড়েছে'—এমন কথাগুলোও তাঁরা হিসাব করে রাখতেন।

একজন বুযুর্গ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁকে কেউ একজন স্বপ্নে দেখে তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থা জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'আমি অপেক্ষা করছি। একটি কথার কারণে আমি আটকে গেছি। কথাটি হলো, একদিন বলেছিলাম, "মানুষের আজ বৃষ্টির কী দরকার ছিল!" এই কথার জেরে এখন আমাকে বলা হয়েছে, "তুমি কি জানো, কেন এমন কথা বলেছিলে? আমার বান্দার ব্যাপারে আমিই সবচেয়ে ভালো জানি।"

[১] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ২৪১২
[২] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ১১৯০৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জিহ্বা মানুষের ব্যবহারের সবচেয়ে সহজ অঙ্গ। আবার জিহ্বাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে।

মানুষের মুখে উচ্চারিত সকল কথাই লিখে রাখা হয়, নাকি শুধু ভালো আর খারাপ কথাগুলো লিখে রাখা হয়—এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম গবেষণা করে একেকজন একেক মতামত তুলে ধরেছেন। তবে মানুষের সকল কথাই তার আমলনামায় লিখে রাখা হয়—এই মতটিই বেশি প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ।

পূর্বসূরি এক আলিম বলেছেন, 'মানুষের সকল কথাই তার বিরুদ্ধে থাকবে। শুধু যেই কথাগুলো সে আল্লাহ তাআলার স্মরণে বা আল্লাহর স্মরণের সহায়ক হিসেবে বলেছে—সেগুলোই তার পক্ষে সাফাই গাইবে।'

আবু বকর সিদ্দীক ﷺ নিজের জিহ্বাকে ধরে বলতেন, 'আমার এই অঙ্গটি আমাকে বিভিন্ন ঘাটে নিয়ে যায়।'

মানুষের কথা মূলত মানুষকে নিজের পরিণতিতে আটকে ফেলে। যখনই কারো মুখ থেকে কোনো কথা উচ্চারিত হয়, সে ব্যক্তি সেই কথায় আটকে যায়। মানুষের প্রতিটি কথার সাথেই আল্লাহ তাআলার উপস্থিতি বিদ্যমান থাকে। ইরশাদ হচ্ছে—

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

> *'সে যে কথাই মুখে উচ্চারণ করে, তা গ্রহণ করার জন্য রয়েছে সদা প্রস্তুত প্রহরী।'* [১]

জিহ্বার দুটি বড় বিপদ

মানুষ তার জিহ্বার কারণে দুটি বিপদের কোনো একটির শঙ্কায় থাকে। একটি থেকে মুক্তি লাভ করলে অপরটি তার সামনে চলে আসে।

১. কথার বিপদ।

২. চুপ করে থাকার বিপদ।

[১] সূরা কাফ, আয়াত-ক্রম : ১৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সময় আর পরিস্থিতির বিবেচনায় একটি অপরটি থেকে বিপজ্জনক হয়ে থাকে মানুষের জন্য।

যে ব্যক্তি উচিত কথা না বলে চুপ করে থাকে, সত্য বলা থেকে বিরত থাকে, আর এই চুপ করে থাকার পেছনে তার নিজের কোনো ক্ষতিও নেই, তাহলে সে হলো মূক বা বোবা-শয়তান; আল্লাহ তাআলার অবাধ্য। সে লৌকিকতা প্রদর্শনকারী এবং বাতিলের চাটুকার হিসেবে বিবেচিত।

আবার যে ব্যক্তি চুপ তো থাকেই না, উল্টো আরো মিথ্যা ও বাতিল কথা বলে, সে হলো শয়তানের মুখপাত্র; আল্লাহ তাআলার নাফরমান।

জগতের অধিকাংশ মানুষই চুপ করে থাকার ক্ষেত্রে এবং কথা বলার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে ব্যর্থ হয়। তবে আল্লাহ তাআলা যাদেরকে সরল-সঠিক পথে রেখেছেন, তারা নিজেদেরকে মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথা থেকে বিরত রাখে। পরকালের জন্য উপকারী কথাগুলোই তারা শুধু বলে। এই শ্রেণির সৌভাগ্যবান লোকদেরকে আপনি অনর্থক কথা বলে সময় নষ্ট করতে দেখবেন না। তাদের থেকে এমন কথা আপনি শুনতে পাবেন না, যার কারণে তাদের আখিরাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কিয়ামতের দিন এমন অনেক লোকই থাকবে, যারা তাদের জীবনের নেক কাজগুলো নিয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হবে, পাহাড় সমতুল্য হবে তাদের নেক কাজের পরিমাণ, অথচ এত বিপুল নেক কাজ তাদের কোনো কাজে আসবে না। তাদের মুখের উচ্চারিত কথা সকল নেককাজকে নিঃশেষ করে দেবে। জীবনের যেসমস্ত কথা দিয়ে তারা কোনো মানুষের হক নষ্ট করেছে, বা আল্লাহ তাআলার হক নষ্ট করেছে—এ সকল কথার কারণে পাহাড় পরিমাণ নেক আমলও তাদের কোনো উপকারে আসবে না।

আবার অনেক মানুষই আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হবে আর তাদের আমলনামায় থাকবে পাহাড়-পরিমাণ মন্দ কাজের তালিকা। তবুও তারা মুক্তি পেয়ে যাবে। তাদের মুখের কথা, মহান রবের স্মরণে উচ্চারিত জিহ্বা তাদের সকল খারাপ কাজকে দূর করে দেবে। জিহ্বার সৎ ও সঠিক ব্যবহারের কারণে বিচার দিবসে তারা গুনাহমুক্ত হিসেবে নিজেকে আবিষ্কার করবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুই পায়ের গুনাহ

গুনাহের অন্যতম আরেকটি প্রবেশদ্বার হলো মানুষের দুই পা। দুই পায়ের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য পায়ের প্রতিটি কদমকে কেবল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত। এমন কোনো কাজের দিকে পা বাড়ানো উচিত নয়, যেখানে সওয়াবের আশা করা যায় না। সওয়াবের আশা নেই—এমন স্থানের দিকে পা বাড়ানোর চেয়ে বসে থাকা ভালো। কেননা এতে সে আল্লাহ তাআলার নাফরমানি থেকে মুক্ত থাকতে পারে। মানুষ যদি তার প্রতিটি বৈধ ও হালাল পদক্ষেপে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও সওয়াবের আশা করে এবং সেই নিয়তেই সে পা বাড়ায়, তবে তার জন্য জীবনের প্রতিটি হালাল ও বৈধ পদক্ষেপেই সওয়াব অর্জন করা সম্ভব।

সাধারণত মানুষের জীবনের স্খলন দুইভাবে হয়ে থাকে। জিহ্বার দ্বারা আর পায়ের দ্বারা। আল্লাহ তাআলাও এই দুই অঙ্গের বর্ণনা একসাথে এনে ইরশাদ করেন—

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

> *'রহমানের (বিশেষ) বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খ লোকেরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলতে থাকে, তখন তারা তাদের উদ্দেশ্যে বলে, "সালাম"।'[১]*

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলার আস্থাভাজন বান্দাদের গুণাবলি হিসেবে অবিচলতার সাথে চলাফেরা ও কথাবার্তায় নিরাপদ ও পবিত্র থাকাকে একইসাথে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অশ্লীল কাজকে হারাম মানে করা বান্দার জন্য আবশ্যক

নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي،

[১] সূরা ফুরকান, আয়াত-ক্রম : ৬৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

> 'তোমরা সাদের আত্মপরিচয়বোধ দেখে আশ্চর্যবোধ করছ! অথচ তার চেয়েও বেশি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হলাম আমি। আর আমার চেয়ে বেশি আত্মপরিচয়বোধের অধিকারী হলেন আল্লাহ তাআলা। আর আল্লাহ তাআলার আত্মপরিচয়বোধ ও অহংবোধ থেকেই তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীল কাজকে হারাম করেছেন।'[১]

যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার সূর্যগ্রহণের নামাযের পর একটি ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণের একটি বাণী ছিল এরকম—

يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ

> 'হে মুহাম্মদের উম্মত! আল্লাহর শপথ করে বলছি! আল্লাহর কোনো বান্দা বা বান্দী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহর আত্মসম্মানবোধ সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়।'[২]

সহীহ বুখারীর আরেকটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَرْسَلَ الرُّسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ

---

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৬৮৪৬

[২] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৫২২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> 'আল্লাহ তাআলার মতো আত্মসম্মানবোধ-সম্পন্ন কেউ নেই। এই সম্মানের কারণেই তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা ও অন্যায়কে হারাম করেছেন। আল্লাহ তাআলার মতো করে কেউ ওযরগ্রহণ করতে ভালোবাসে না। এজন্যই তিনি তাঁর রাসূলদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলার চেয়ে বেশি কেউ প্রশংসা ও বন্দনাস্তুতি পছন্দ করে না। আল্লাহ তাআলা নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন।'[১]

অন্য হাদীসে এসেছে—

أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ: الْفَمُ، وَالْفَرْجُ

> 'মুখ ও লজ্জাস্থানের কারণেই অধিকাংশ মানুষ জাহান্নামে যাবে।'[২]

লজ্জাস্থানের দ্বারা মানুষ যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। ব্যভিচারের শরয়ী দণ্ডবিধানের অধ্যায়ে যিনার খারাপ দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। যিনাকারীর পরিবারে লজ্জার গ্লানি নেমে আসে। সমাজের বুকে তাদের মাথা নত হয়ে যায়। যিনা বা ব্যভিচারে যদি মহিলা গর্ভবতী হয়ে যায়, সাধারণত গর্ভপাতের মাধ্যমে সন্তান বিনষ্ট করে ফেলে। এক্ষেত্রে যিনাকারী মহিলা একইসাথে যিনা এবং মানবহত্যার মতো ভয়ংকর দুই অপরাধে লিপ্ত হয়। আর যিনার কারণে জন্ম নেয়া সন্তানকে যদি সুস্থভাবে প্রসবও করে, তাহলে যিনাকারী মহিলার পরিবারে এমন এক লোকের আগমন হয়, যে তাদের বংশের নয়, তাদের রক্ত-সম্পর্কের নয়। এ ছাড়া জন্ম নেয়া শিশুটিও পরিচয়-সংকটে ভুগতে থাকে সারাজীবন। এতগুলো মানুষের জীবনের করুণ পরিণতি কেবল একটি গুনাহের কারণেই সৃষ্টি হয়। একইসাথে যেই পুরুষ যিনা করে, সে তার বংশের ধারা নষ্ট করে দেয়। অন্যের পরিবারে অশান্তি বাঁধিয়ে দেয়। দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় অকল্যাণ আর অমঙ্গল তারা একত্রিত করে ফেলে ব্যভিচারের মাধ্যমে।

যিনার ক্ষতি শুধু বংশধারা আর পরিবারের গ্লানি ও লজ্জার অপদস্থতাই তৈরি করে না, বরং এর কারণে মানুষের হায়াত কমে যায়। দারিদ্রতা নেমে আসে

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৪৬৩৪
[২] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ৯৬৯৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জীবনে। মানুষের ক্রোধ আর আক্রোশ জন্ম নেয়। সমাজের দৃষ্টিতে ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তির চেহারায় চুনকালি পড়ে যায়। মানুষের ঘৃণা ও ধিক্কারে তার জীবনও সংকীর্ণ হয়ে যায়। তার হৃদয় মরে যায়, রোগাক্রান্ত হয়ে যায়। দুঃখ, দুর্দশা, হতাশা আর গ্লানিবোধ তার জীবনকে কুড়েকুড়ে খেতে থাকে। সে রহমতের ফিরিশতা থেকে দূরে ছিটকে পড়ে। শয়তানের নৈকট্য লাভ করে। এভাবেই সে গুনাহের কারণে জাগতিক সংসারের সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

আর এই জগতে আল্লাহ তাআলার অবধারিত রীতি হলো, যিনা বা ব্যভিচারের সময় আল্লাহ তাআলার ক্রোধ প্রকাশ পায় এবং আক্রোশের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। আর আল্লাহ তাআলার ক্রোধের মাত্রা যখন বেড়ে যায়, তখন অনিবার্যভাবে এর ক্ষতিকর প্রভাব পৃথিবীতে প্রকাশ পায়।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ বলেন, 'যে জনপদে সুদ আর ব্যভিচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সেই জনপদের ধ্বংস ঘোষণা করা হয়।'

আল্লাহ তাআলা বিবাহিত ব্যক্তির যিনার জন্য রজম বা পাথর মেরে হত্যা করার যেই দণ্ডবিধি প্রণয়ন করেছেন, সেখানে তিনটি বিশেষ দিক উল্লেখ্য।

১. পরকীয়ার শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তাআলা কঠোরতার সাথে হত্যা করার বিধান আরোপ করেছেন। মাথায় পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার বিধান আরোপ করেছেন। আর বিবাহপূর্ব ব্যভিচারের জন্য শরীরে বেত্রাঘাত করার আদেশ করেছেন।

২. ব্যভিচার বা পরকীয়ার দণ্ডবিধি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকারের করুণা, মার্জনা বা দয়াপ্রদর্শনের সুযোগ তিনি রাখেননি। এক্ষেত্রে করুণা প্রদর্শনের অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনে শিথিলতা বা আদেশ অমান্য করা। আল্লাহ তাআলা জগতের সর্বোচ্চ দয়ালু সত্তা হওয়ার পরেও তিনি নিজেই যখন এই দণ্ডবিধি প্রণয়ন করেছেন, সেখানে বান্দার জন্য এই শাস্তিকে লঘু করার কোনো সুযোগ নেই।

৩. আল্লাহ তাআলা ব্যভিচার বা পরকীয়ার শাস্তি প্রয়োগের জন্য গোপন কোনো স্থান বা জায়গার কথা বলেননি। বরং সমাজের সকলের জন্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শিক্ষা ও সতর্কীকরণ হিসেবে জনসমাগমে এই শাস্তি আরোপের বিধান জারি করেছেন। আর এই বিধান সমাজের চারিত্রিক ও নৈতিক অবক্ষয় রোধের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা।

সমকামিতার শাস্তি

সমকামিতা যেহেতু সামাজিক ভারসাম্যের জন্য হুমকিস্বরূপ এবং চূড়ান্ত নৈতিক অবক্ষয়, তাই এই জঘন্যতম অপরাধ দমন ও নির্মূলে শরীয়তও কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। সমকামিতার অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য প্রণয়ন করেছে কঠোর শাস্তির বিধান।

আবু বকর, আলী, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস, জাবির ইবনু যায়েদ, আবদুল্লাহ ইবনু মা'মার—প্রমুখ সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন এবং ইমাম যুহরী, রবীআহ ইবনু আবি আবদির রহমান, ইমাম মালিক, ইসহাক ইবনু রাহুয়াই, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল প্রমুখ আলিমের নিকট সমকামিতার শাস্তি ব্যভিচারের শাস্তির চেয়েও কঠোর। সমকামী পুরুষ বা নারী—বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত—সর্বাবস্থায় তাকে হত্যা করা হবে।

আতা ইবনু আবী রাবাহ, হাসান বসরী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, ইবরাহীম আন নাখায়ী, কাতাদাহ, ইমাম আওযায়ী, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম আহমাদের এক মত এবং ইমাম শাফিয়ী'র মাযহাবের প্রচলিত মত অনুযায়ী সমকামিতা আর ব্যভিচারের শাস্তি সমপর্যায়ের।

আর ইমাম আবু হানিফা, হাকিম প্রমুখ আলিম বলেন, সমকামিতার শাস্তি যিনার চেয়ে কম গুরুতর। যিনার ব্যাপারে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি রয়েছে। আর সমকামিতার ব্যাপারে যেহেতু নবীজি ﷺ থেকে সুনির্ধারিত কোনো শাস্তি বর্ণিত হয়নি, তাই এর শাস্তি ব্যভিচারের চেয়ে তুলনামূলক কম হবে। এক্ষেত্রে অপরাধীকে সামাজিকভাবে তীব্র নিন্দা ও ভর্ৎসনা করা হবে। মানবদেহের যে অঙ্গের মাধ্যমে সমকামিতার অপরাধ করা হয়, সেই অঙ্গের প্রতি মানুষের স্বভাবজাতই ঘৃণা ও অরুচি থাকে। বিকৃত রুচির মানুষের পক্ষেই কেবল সম্ভব এমন কুরুচিপূর্ণ কাজে লিপ্ত হওয়া। এজন্যই এই অপরাধের জন্য কোনো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নির্ধারিত শাস্তি রাখা হয়নি।

সমকামিতার অপরাধে হত্যার বিধান

ইতিহাসের কিতাবে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের প্রসিদ্ধ ঘটনা বিবৃত আছে। তিনি একবার জানতে পারলেন, আরবের কিছু পুরুষ একজন আরেকজনকে বিয়ে করছে। এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি খলীফাতুল মুসলিমীন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট পরামর্শ চেয়ে চিঠি লিখেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন উপস্থিত সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বললেন, 'এমন গর্হিত কাজ পৃথিবীর ইতিহাসে একটি সম্প্রদায়ই করেছে। আর মহান আল্লাহ তাদেরকে এরজন্য যে শাস্তি দিয়েছেন, তা আমাদের সকলের জানা আছে। আমি মনে করি, এখনো যারা এ কাজ করছে, তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা উচিত।' তখন আবু বকর ﵁ তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার নির্দেশনা দিয়ে চিঠি লিখলে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তা বাস্তবায়ন করেন। সমকামিতার শাস্তি হিসেবে তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'সমকামীকে এলাকার সবেচেয়ে বড় প্রাসাদের উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে হবে তার ঘৃণিত কাজের জন্য। এরপরও যদি সে বেঁচে থাকে, তাহলে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে।'

ইবনু আব্বাস ﵄ নবীজি ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেন—

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

> *'তোমরা যদি কাউকে লূত সম্প্রদায়ের মন্দ স্বভাবের কাজ করতে দেখো, তবে এ কাজে লিপ্ত উভয়কেই হত্যা করে ফেলো।'*[১]

নবীজি ﷺ সূত্রে আরও বর্ণিত আছে—

[১] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ১৪৫৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

> 'যে ব্যক্তি লূত সম্প্রদায়ের ঘৃণিত কাজ করবে, আল্লাহ তাআলার লানত আরোপিত হোক তার উপর! যে ব্যক্তি লূত সম্প্রদায়ের ঘৃণিত কাজ করবে, আল্লাহ তাআলার লানত আরোপিত হোক তার উপর! যে ব্যক্তি লূত সম্প্রদায়ের ঘৃণিত কাজ করবে, আল্লাহ তাআলার লানত আরোপিত হোক তার উপর!'[১]

নবীজি ﷺ ব্যভিচারের অপরাধীকেও তিনবার লানত করেননি, কিন্তু সমকামিতার অপরাধীকে তিন তিনবার করে আল্লাহ তাআলার লানতের বদদুআ করেছেন। এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, বিবাহ-পরবর্তী যিনার চেয়েও জঘন্য অপরাধ হলো সমকামিতা। তাই এই অপরাধের শাস্তিও বিবাহ-পরবর্তী যিনার শাস্তির চেয়ে ভয়াবহ হওয়া উচিত।

লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় যখন সমকামিতায় লিপ্ত হয়ে গেল, তাদের নবীর কোনো বারণ তারা মনল না, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পৃথিবীর ইতিহাসের স্মরণীয় শাস্তি আরোপ করলেন। তাদের সেই শাস্তির অভিশাপ পৃথিবী আজও বয়ে বেড়াচ্ছে। পবিত্র কুরআনে এই পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কথা, তাদের আযাবের প্রেক্ষাপট বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত কঠোর ও ভীতিকর শব্দ ব্যবহার করেছেন। আরবী ভাষার দক্ষতাসম্পন্ন চোখে এই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলে এই নরাধম সম্প্রদায়ের শাস্তির ভয়াবহতা অনুভব করা যায়।

কুরআনে কারীমে তাদের চূড়ান্ত ধ্বংসের ঘোষণা এভাবে বিবৃত হয়েছে—

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ

> 'অতঃপর যখন আমার আদেশ চলে এল, তখন আমি তাদের ভূপৃষ্ঠের

---

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ২৯১৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপরিভাগকে নিচের দিকে উলটে দিলাম। আর তাদের উপর স্তরে স্তরে পাথরবৃষ্টি বর্ষণ করলাম।'[১]

পশুকামিতার শাস্তি

আমাদের এই পৃথিবীতে মানুষরূপী এমনও নিকৃষ্ট দোপায়ী জানোয়ার আছে, যারা পশুর সাথে তাদের কামভাব পূরণ করতে আগ্রহী হয়। তাদের বিবেক-বুদ্ধি এতটাই রোগাক্রান্ত যে, পশু প্রাণীকে দেখলেও তাদের যৌনক্ষুধা জেগে ওঠে। এধরনের নরাধমদের ক্ষেত্রে শরয়ী বিধি-বিধানে বিশেষজ্ঞ আলিমগণ তিন ধরনের শাস্তির কথা বলেছেন।

১. প্রথমেই কোনো শাস্তি আরোপ না করে তার মস্তিষ্কের সুস্থতা ও রুচির ভারসাম্যতা ফিরিয়ে আনার জন্য ধর্মীয় ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যা ভালো মনে করেন, সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

২. দ্বিতীয় মত হলো, তাদেরকে শাস্তির আওতাধীন করা হবে। এক্ষেত্রে তাদেরকে যিনা বা ব্যভিচারের হদ বা শাস্তি প্রয়োগ করা হবে।

৩. তৃতীয় মত হলো, সমকামিতার যেই শাস্তি রয়েছে, তাকেও শাস্তিই ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ তাকেও সরাসরি হত্যা করতে হবে। সুনানু আবি দাউদে বর্ণিত আছে, নবীজি ﷺ সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস رضي الله عنه বর্ণনা করেন, 'যে ব্যক্তি কোনো পশুর সাথে সঙ্গম করল, তাকে তোমরা হত্যা করো। তার সাথে সেই পশুটিকেও মেরে ফেলো।'[২]

নারী সমকামিতা

নারীদের মধ্যে সমকামিতার যে অসুস্থ প্রবণতা, তাও এক প্রকারের যিনা বা ব্যভিচার। নবীজি ﷺ সূত্রে বর্ণিত আছে—

إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ

[১] সূরা হূদ, আয়াত-ক্রম : ৮২
[২] আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ৪৪৬৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *'কোনো নারী আরেক নারীর সাথে যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হলে, তারা উভয়েই ব্যভিচারিণী হিসেবে গণ্য হবে।'*[১]

তবে যেহেতু তাদের এই কুরুচিপূর্ণ কাজ পুরোপুরি ব্যভিচারের অবস্থা নয়, তাই এই ঘৃণিত কাজে ব্যভিচারের শাস্তির মতো হদ বা শাস্তি আরোপিত হবে না। শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নারী-সমকামিতাকে ব্যভিচারের সাথে তুলনা করা ঠিক নয়।

সমকামিতার চিকিৎসা

সমকামিতকে বলা যায় একটি মানসিক রোগ। রুচির বিকৃতি। মানুষের মনের এক অদ্ভূত ভালোবাসা ও প্রেমের ফসল এই সমকামিতা। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য জরুরি চিকিৎসা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি রোগেরই চিকিৎসা-ব্যবস্থা রেখেছেন। নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا جَعَلَ لَهُ دَوَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ

> *'আল্লাহ তাআলা প্রতিটি রোগের জন্যই ওষুধ দিয়েছেন। জ্ঞানীরা সেই ওষুধের ব্যাপারে জানে আর মূর্খরা অজ্ঞই থেকে যায়।'*[২]

মানুষের মনে গেঁথে যাওয়া এই রোগের চিকিৎসা দুইভাবে হতে পারে।

১. এই রোগের জীবাণুই অন্তরে তৈরি হতে না দেয়া।

২. অন্তরে এর জীবাণু তৈরি হয়ে গেলে, দ্রুততম সময়ে তা দূর করে ফেলা।

আল্লাহ তাআলা যার জন্য সহজ করে দেন, তার জন্য এই দুই পদ্ধতির চিকিৎসা গ্রহণ একদমই সহজ। আর আল্লাহ যার জন্য কঠিন করে দেন, তার জন্য কঠিন।

এই রোগের জীবাণুও অন্তরে না হবার অর্থ হলো, এ ধরনের বিকৃত রুচির

[১] বাইহাকি, হাদীস-ক্রম : ১৭৪৯০
[২] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ২৩১৫৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কোনো চিন্তা যেন মাথায় উঁকি না দেয়।

রোগের সূচনা থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায়

সমকামিতার রোগ মনের মধ্যে দানা বাঁধার আগেই তা শেষ করে দেয়া উত্তম। এই রোগের জীবাণু যেন অন্তরে প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্য আগে থেকেই সতর্ক থাকা দরকার। এই সতর্কতা দুইভাবে হতে পারে।

- দৃষ্টিশক্তির নিরাপদ ব্যবহারের মাধ্যমে।
- চিন্তা-চেতনা ও মনের ভাবনার জগতকে উত্তম ও ভালো কোনো কাজে সর্বদা ব্যস্ত রাখার মাধ্যমে।

দৃষ্টিশক্তির নিরাপদ ও সঠিক ব্যবহারের উপকারিতা

মানবচক্ষু শয়তানের একটি বিষাক্ত তির। মানুষের দৃষ্টিশক্তির মাঝে শয়তান ভর করে বান্দার অন্তরে জায়গা করে নেয়। দৃষ্টিশক্তির এক মুহূর্তের অপব্যবহার মানবজীবনের স্থায়ী কোনো আক্ষেপ ডেকে আনতে সক্ষম। আর দৃষ্টিশক্তির সঠিক ও নিরাপদ ব্যবহারের অন্যতম প্রক্রিয়া হলো দৃষ্টি অবনত রাখা। আর দৃষ্টিশক্তির সঠিক ও নিরাপদ ব্যবহার বা অবনত দৃষ্টি মানবজীবনে উল্লেখযোগ্য অনেক উপকারিতা বয়ে আনে।

- দৃষ্টি অবনত রাখার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার আদেশ মান্য করা হয়। আর আল্লাহ তাআলার আদেশ মান্য করার চেয়ে অধিক সৌভাগ্যময় কোনো কাজ দুনিয়া-আখিরাতে নেই। দৃষ্টি অবনত না রাখলে আল্লাহ তাআলার আদেশ অমান্য করা হয়। আর উভয় জাহানের সবচেয়ে ক্ষতিকর কাজ হলো, তাঁর আদেশ অমান্য করা।
- দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে শয়তান মানুষের অন্তরে বিষাক্ত তির নিক্ষেপ করে। দৃষ্টি অবনত রাখার মাধ্যমে মানুষ তার অন্তরকে এই বিষাক্ত তিরের আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারে।
- দৃষ্টি অবনত রাখার মাধ্যমে বান্দার অন্তর আল্লাহমুখী হয়। আল্লাহ তাআলার সাথে তার এক ধরনের আন্তরিকতা তৈরি হয়। অন্তরে সবসময় মহান রবের স্মরণ ধরে রাখা সম্ভবপর হয়। আর দৃষ্টি অবনত না রেখে দৃষ্টির অপব্যবহার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বা বহুল ব্যবহার মানুষের অন্তরকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। জাগতিক বিভিন্ন চিন্তা ও খেয়ালের দিকে বান্দার অন্তর ঝুঁকে যায়। আল্লাহ তাআলার সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। যত্রতত্র দৃষ্টি দেয়া মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কেননা, এর মাধ্যমে মহান রবের সাথে বান্দার এক ধরনের দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

- অবনত দৃষ্টি মানবাত্মাকে সজীব ও চিন্তামুক্ত রাখে। মানুষের অন্তর প্রফুল্ল থাকে। আর দৃষ্টির যথেচ্ছ ব্যবহার মানুষের মনকে বিষিয়ে তোলে। জাগতিক বিভিন্ন চিন্তায় চিন্তিত করে তোলে।
- দৃষ্টি অবনত রাখার দ্বারা বান্দার অন্তরে এক বিশেষ নূর জন্ম নেয়। আর চোখের হেফাজত না করলে বান্দার অন্তরে জাগতিক গুনাহের প্রভাবে অন্ধকার জন্ম নেয়। কুরআনে মুমিন বান্দাদের জন্য দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশের পরপরই নূর বা ঐশী আলোর বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

> *'হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে (অসৎ ব্যবহার থেকে) পূর্ণ হেফাজত করে।'*[১]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন—

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ

> *'আল্লাহ তাআলা হলেন আসমান ও জমিনের নূর। তাঁর নূরের দৃষ্টান্ত হলো একটি দ্বীপাধারের মাঝে অবস্থিত আলোকিত এক প্রদীপের মতো।'*[২]

অর্থাৎ, যে মুমিন বান্দা আল্লাহ তাআলার আদেশের পূর্ণ আনুগত্য করে এবং নিষেধ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, তার অন্তরে আল্লাহর নূরের দৃষ্টান্ত এরকম। বান্দার অন্তর যখন আলোকিত হয়ে যায়, তখন চতুর্দিক থেকে যাবতীয় কল্যাণ তার দিকে ছুটে আসে। একইভাবে বান্দার অন্তর যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন যাবতীয় অকল্যাণ আর বিপদ-আপদ

---
[১] সূরা নূর, আয়াত-ক্রম : ৩০
[২] সূরা নূর, আয়াত-ক্রম : ৩০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে ধরে। আলোহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয় থেকে তখন বিদআত আর ভ্রান্তি জন্ম নেয় তার জীবনে। সে তার নফসের গোলামে পরিণত হয়। হিদায়াতের পথ থেকে দূরে সরে আসে। সৌভাগ্যের সকল উপকরণ সে তার জীবন থেকে মুছে দেয়। দুর্ভাগ্যময় করুণ পরিণতির উপায়-উপকরণকে নিজ অন্তরে জমা করে ফেলে। তার জীবনে এই দুর্গতি নেমে আসার কারণ হলো, তার অন্তরের ঐশী নূর নিভে গেছে। অন্তর আলোহীন অন্ধকার গুহায় পরিণত হয়েছে। সে হয়ে গেছে উদ্ভ্রান্ত এক অন্ধ ব্যক্তির মতো, যে অসহায় অবস্থায় রাতের ঘন আঁধারে দাঁড়িয়ে আছে একাকী।

- দৃষ্টি অবনত রাখার দ্বারা একজন বান্দা সত্যিকারের অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। সে নিজ থেকেই সত্য-মিথ্যার পার্থক্য ধরতে পারে। কোনটা হক কোনটা বাতিল, বুঝতে পারে।

শাহ ইবনু শুজা আল কিরমানী ﷬ বলেন, 'যে ব্যক্তি তার জীবনাচারকে সুন্নত দিয়ে সাজিয়ে তোলে, মনের আভ্যন্তরীণ চিন্তাধারাকে আল্লাহ তাআলার স্মরণে আলোকিত করে রাখে, চোখকে হারাম দৃষ্টিপাত থেকে হেফাজত করে, নিজেকে সংশয়পূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখে, হালাল খাবারে নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলে, তার অন্তর্দৃষ্টি ভুল করে না।

বর্ণিত আছে, শাহ ইবনু শুজা'র অন্তর্দৃষ্টি কখনো ভুল কোনো মন্তব্য করেনি।

মূলত আল্লাহ তাআলা বান্দাকে তার আমল অনুযায়ী প্রতিদান দেন। আর কেউ যদি আল্লাহ তাআলার জন্য কোনো কিছু ত্যাগ করে, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তাকে আরো উত্তম কিছু দান করেন। বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার জন্য নিজের চোখকে হারাম দৃষ্টিপাত থেকে ফিরিয়ে রাখবে, আল্লাহ তাআলা বিনিময়স্বরূপ তার অন্তরে ঐশী নূর ঢেলে দেবেন। ঈমান ও ইলমের দরজা তার সামনে খুলে দেবেন। সঠিক অন্তর্দৃষ্টি তথা মারিফাতের জ্ঞান তার অন্তরে তৈরি হবে। এসব প্রশংসনীয় গুণাবলির বিপরীত দিকটি পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে সমকামীদের সম্পর্কে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ

> *'আপনার জীবনের কসম, তারা আপন নেশার ঘোরে প্রমত্ত ছিল।'*[১]

আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নেশাগ্রস্ত বলে উল্লেখ করেছেন। আর নেশার ঘোর মানুষের মস্তিষ্ক বিগড়ে দেয়। একইসাথে আল্লাহ তাদেরকে অন্ধ বলে আখায়িত করেছেন। অন্ধত্বের কারণে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায়।

- দৃষ্টির অবনতি মানুষকে সাহসী, দৃঢ়পদ এবং শক্তিশালী করে তোলে। আল্লাহ তাআলা তার জীবনে চলার পথে ভরপুর সাহায্য করেন। তার কথাবার্তায় শক্তিশালী দলীল প্রমাণাদি উপস্থিত করে দেন। আল্লাহ তাআলার কুদরত সর্বদা তার সহায় হয়। আর যে ব্যক্তি নফসের অনুগত হয়, মনোবাসনার চাহিদা পূরণ করে পথ চলতে থাকে, সে অপমান, লাঞ্ছনা ও তাচ্ছিল্যের শিকার হয়। হাসান বসরী ﵀ বলেন, 'মানুষ যদি শক্তিশালী ও মুগ্ধকর ঘোড়া বা খচ্চরের পিঠে কাঙ্ক্ষিত গতিতে চড়ে বেড়ায় এবং এই আয়েশি বাহনের জন্য সে গর্বও করতে থাকে, তবু সে যেই গুনাহকে নিজের জীবনে জড়িয়ে রেখেছে, তার লাঞ্ছনা থেকে আল্লাহ কখনোই তাকে মুক্তি দেবেন না।

আল্লাহ তাআলা মানবজীবনের সম্মানকে রেখেছেন তাঁর আনুগত্যের সাথে। আর অপমান ও লাঞ্ছনাকে তার অবাধ্যতার সঙ্গী করে দিয়েছেন। ইরশাদ করেন—

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

> *'সকল সম্মান কেবলই আল্লাহ তাআলার জন্য, এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনগণের জন্য।'*[২]

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

---

[১] সূরা হিজর, আয়াত-ক্রম : ২৭

[২] সূরা মুনাফিকুন, আয়াত-ক্রম : ৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> 'আর তোমরা নিরাশ হয়ো না, দুঃখ কোরো না। যদি তোমরা মুমিন হও, তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে।'[১]

- চোখের হেফাজত মানবাত্মাকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে সুরক্ষিত করে। শয়তানের কুমন্ত্রণা দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে মানবদেহে ভর করে অন্তরে জায়গা করে নেয়। এরপর দ্রুততম সময়ের মধ্যে সে মানুষকে গুনাহের কাজে উদ্বুদ্ধ করে। দৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের অন্তরে উপস্থিত হয়ে সে কোনো হারাম চিত্র হৃদয়পটে এঁকে মানুষকে সেই হারামের দিকে ধাবিত করে। হৃদয়ের অংকিত দৃশ্যকে কল্পনার জগতে পৌঁছে দেয়। মানুষ তখন শয়তানের ধোঁকায় পড়ে মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষায় বিভোর হয়ে যায়। আপন রবকে ভুলে হারাম আশার পেছনে ছুটতে থাকে। ছুটতে ছুটতে নিজের ভেতরের কামভাব সে জাগিয়ে তোলে। হারাম মনোবাসনার অনলে ঝাঁপ দিয়ে দগ্ধ করে নিজের আত্মাকে। নাফরমানি আর অবাধ্যতার জাগতিক জাহান্নামে সে তখন ঝলেপুড়ে ছারখার হয়ে যায়।
- চোখের হেফাজত মানুষের অন্তরকে কল্যাণ ও মঙ্গলের চিন্তা করার সুযোগ দেয়। নেকি অর্জনের জন্য ব্যস্ত করে রাখে। আর দৃষ্টিশক্তির অবাধ বিচরণ নেকি অর্জনের কথা বান্দার অন্তর থেকে মুছে দেয়। কল্যাণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। পার্থিব লোভ-লালসা বাড়িয়ে দেয়। মানুষকে তার নফসের গোলামিতে বাধ্য করে। আপন রবের স্মরণ থেকে করে তোলে উদাসীন।

ভালোবাসায় অংশীদার

সর্বোত্তম প্রেমাস্পদ আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার সঙ্গে অন্য কিছুর ভালোবাসা কারো অন্তরে একত্রিত হতে পারে না। যার অন্তরে সঠিকভাবে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা দৃঢ় হয়ে বসে, তার অন্তরে অন্য কিছু থাকতে পারে না।

বান্দা কাউকে ভালোবাসলে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে। যাকে ভালোবাসলে আল্লাহর নৈকট্য পাওয়া যাবে, তাকে ভালোবাসবে। আর আল্লাহর মুহাব্বাত কমে যেতে পারে—এমন সকল সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

সত্যিকার ভালোবাসা অংশীদার সহ্য করে না। কোনো মানুষই ভালোবাসায় ভাগ

[১] সুরা আলে ইমরান, আয়াত-ক্রম : ১৩৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পছন্দ করে না। সবাই কামনা করে সব ভালোবাসা একাই লাভ করতে। নিজের প্রতি ভালোবাসায় খুঁত সৃষ্টি করতে পারে—এমন কোনো প্রতিপক্ষকেও সহ্য করে না। ভালোবাসার আতিশয্যে প্রতিপক্ষকে নিজের প্রিয়ের কাছেও ঘেঁষতে দেয় না। এই যদি হয় মানুষের অবস্থা, যার এমন কী যোগ্যতা আছে যে, সব ভালোবাসা তারই প্রাপ্য! তাহলে সত্যিকার সব ভালোবাসা যাঁর প্রাপ্য, সেই প্রেমাস্পদ আল্লাহ তাআলার 'গায়রত' বা আত্মমর্যাদাবোধ কেমন হতে পারে? এজন্যই আল্লাহকে ভুলে মানুষ যে মুহাব্বাতে ডুবে যায়, সেই মুহাব্বাত তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়।

তাই তো আল্লাহ তাআলা সকল পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন, কিন্তু শিরক কখনো ক্ষমা করবেন না। মূর্তির ভালোবাসার কারণে মানুষ তার চেয়ে মূল্যবান জিনিস হারিয়ে ফেলেছে। তার হৃদয় থেকে এমন সত্তার ভালোবাসা মুছে দিচ্ছে, যার জন্য সব ভালোবাসা হওয়ার কথা ছিল। এই ভালোবাসা না থাকলে জীবন তো জীবনই না! দুই নৌকায় একসাথে পা দেয়া যায় না। আবার দুটো থেকেই মুক্ত থাকা সম্ভব নয়। যদি আল্লাহর ভালোবাসা গ্রহণ না করেন, তবে জাগতিক কোনো মোহের মধ্যে ফেলে আপনাকে পরীক্ষা করা হবে। এরপর ইহকাল-পরকাল সব শেষ। আল্লাহকে ভালো না বাসলে বিকল্প এসে উপস্থিত হবে। হয়তো প্রতিমা, নয়তো সন্তান-সন্তুতি, ভক্তবৃন্দ, কিংবা নারীর ভালোবাসা জেঁকে বসবে। সাথী-সঙ্গী ভাই-বন্ধুর অভাব হবে না। অথচ আল্লাহর ভালোবাসার সামনে এ সবই তুচ্ছ বিষয়। যার ভালোবাসা অন্তরে গেঁড়ে বসবে, তার দাসে পরিণত হয় মানুষ; চাই তা একটা পাথরও হোক না কেন। কবি বলেন—

'যাকে ভালোবাসতে যাচ্ছ, তার তরেই তোমার মৃত্যু,
তাই আগেই সিদ্ধান্ত নাও, কার জন্য মরতে চাও।'

আল্লাহ তাআলা বলেন, যে তার রবের দাস হয় না, সে দাস হয় তার মনের—

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> 'তুমি কি দেখেছ তাকে, যে তার খেয়ালখুশিকে নিজ মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে গোমরাহিতে নিক্ষেপ করেছেন এবং তার কান ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন।, আর তার চোখের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন? অতএব, আল্লাহর পর এমন কে আছে, যে তাকে সুপথে নিয়ে আসবে? তবু কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?'[১]

দাসত্বের বিবরণ

ভালোবাসার জন্য ছোট হতে পারাই দাসত্ব। কাউকে ভালোবেসে যদি তার কাছে ছোট হওয়া যায়, অন্তর তখন তার দাস হয়ে যায়। দাসত্ব মূলত ভালোবাসারই একটা স্তর। ভালোবাসার প্রথম স্তর—সম্পর্ক। দ্বিতীয় স্তর হলো, প্রিয়তমকে অনুভব করা। তৃতীয় স্তর হচ্ছে, তার চিন্তায় ডুবে থাকা, সারাক্ষণ তার কাছেই মন পড়ে থাকা। চতুর্থ স্তর—ইশক। ইশকের মধ্যে পাগলামি ও মাতলামি আছে। এজন্য আল্লাহর ক্ষেত্রে এটা ব্যবহৃত হয় না। তার পরের স্তর হলো, শাওক; তীব্র ভালোবাসা, অন্তর যেন প্রেমাস্পদের কাছে উড়ে যায়। হাদীসে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মুসনাদু আহমাদে একটি দীর্ঘ দুআর মাঝে এই কামনা আছে—আপনার সাক্ষাতের শাওক বা তীব্র আকাঙ্ক্ষা দান করুন।

এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন—

طَالَ شَوْقُ الْأَبْرَارِ إِلَى لِقَائِي، وَأَنَا إِلَى لِقَائِهِمْ أَشَدُّ شَوْقًا

> 'নেককার বান্দাদের জন্য আমার সাক্ষাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘায়িত হয়েছে। আমিও তাদের সাক্ষাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করছি।'[২]

এটি মূলত সেই হাদীসেরই সম্পূরক, যেখানে নবী কারীম ﷺ বলেছেন, 'যে আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ কামনা করেন।'[৩]

কুরআনের আয়াত—

[১] সূরা জাসিয়া, আয়াত-ক্রম : ২৩
[২] হাফিয ইরাকীর মতে, এ হাদীসের কোনো সূত্র পাওয়া যায় না। -আল-মুগনী—৩/২২
[৩] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৭৫০৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ

> *'যে আল্লাহর সাক্ষাতের প্রত্যাশা করে (তাকে বলে দাও), আল্লাহর দিন সমাগত।'[১]*

গভীর বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তাআলা বান্দার মনের সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি জানেন, তাঁর ওলীরা তাঁর সাক্ষাতের জন্যে কেমন পাগলপারা। তাঁর সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের অন্তর প্রশান্ত হবে না। তাই তিনি তাঁদের জন্য এক দিন নির্ধারণ করেছেন। সেদিন তাঁদের মন শান্ত হবে।

জীবনভর যাঁরা এভাবে আল্লাহকে পাওয়ার অপেক্ষায় রইল, তাঁদের জীবনই তো সবচেয়ে প্রশান্তির, সবচেয়ে উন্নত জীবন। এই জীবনের কথাই বলা হচ্ছে কুরআনে কারীমে—

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

> *'মুমিন নর-নারীদের যারাই সৎ কাজ করবে, তাদেরকে আমি উন্নত জীবন দান করবো। এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব।'[২]*

মুমিন, কাফির, নেককার, পাপাচারী—সবাই যে জীবন যাপন করে, সেই জীবনের কথা নয়। খাদ্য, পোশাক, বিবাহ, ভোগ-বিলাস—এসব তো পাপাচারীরা মুমিনের চেয়ে বেশিই পেয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মুমিনদের যে জীবনের প্রত্যাশা দেখিয়েছেন, তা অবশ্যই হবে। প্রকৃত আনন্দের জীবন তো তারই, যার কোনো চিন্তা নেই। যার সব চিন্তা কেবলই আল্লাহর সন্তুষ্টি-ঘিরে। তার অন্তরে আর কিছু নেই। তার চিন্তা-ভাবনা, ওঠা-বসা—সবই আল্লাহর জন্য। চুপ থাকলেও আল্লাহর জন্য, কথা বললেও আল্লাহর জন্যই। আল্লাহর জন্যই

---

[১] সূরা আনকাবুত, আয়াত-ক্রম : ৫

[২] সূরা নাহল, আয়াত-ক্রম : ৯৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তার হাঁটাচলা, শোনা, দেখা, জীবন, মৃত্যু—সবই। এমন ব্যক্তির পুনরুত্থানও হবে আল্লাহরই জন্য।

যেমন সহীহ বুখারীর এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، فَبِي يَسْمَعُ، وَبِي يُبْصِرُ، وَبِي يَمْشِي، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ، كَتَرَدُّدِي عَنْ قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ

'বান্দা তার উপর অর্পিত ফরয আদায় করে আমার নৈকট্য লাভ করে সবচেয়ে বেশি। তারপর আরো নৈকট্য লাভ করতে থাকে নফল আদায়ের মাধ্যমে। যখন সে বেশি বেশি নফল আদায় করে, আমি তাকে মুহাব্বাত করি। আর যখন আমি তাকে মুহাব্বাত করি, তখন আমিই হয়ে যাই তার শ্রবণশক্তি, যা দিয়ে সে শোনে; আমি হয়ে যাই তার দৃষ্টিশক্তি, যা দিয়ে সে দেখে; আমি হয়ে যাই তার হাত, যা দিয়ে সে ধরে; তার পা, যা দিয়ে সে হাঁটে (অর্থাৎ সব কিছুতেই আল্লাহ তাআলা একটা ফিল্টারিংয়ের মতো প্রভাব বিস্তার করেন)। আমার মধ্য দিয়েই সে দেখে, শোনে, হাঁটাচলা করে। সে আমার কাছে কিছু চাইলে আমি অবশ্যই তা দিয়ে দিই, আশ্রয় প্রার্থনা করলে আশ্রয় দিই। আমি কোনো কর্মে ইতস্তত বোধ করি না, যেমনটা করি এই মুমিন বান্দার প্রাণ হরণের সময়। তাকে কষ্ট দেয়া অপছন্দ করি, কিন্তু মৃত্যুর স্বাদ তো সবাইকেই ভোগ করতে হবে।'[১]

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৬৫০২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ হাদীসে যা বলা হয়েছে, তা হয়তো বদ্ধ হৃদয়ের লোকদের বোধগম্য হবে না। এখানে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসাকে দুটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে : ফরয পালন ও বেশি বেশি নফল আদায়।

আল্লাহ তাআলা বলছেন, ফরয পালন করাই তাঁর নৈকট্য লাভের প্রধান উপায়। এরপর হলো নফল আদায় করা। নফলের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হয়। আর আল্লাহ যখন তাকে ভালোবাসেন, তখন তার দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। এই ভালোবাসা তাকে অন্য সব কিছু থেকে বিরত করে আল্লাহর চিন্তায় বিভোর করে তোলে।

সন্দেহ নেই, এমন ভালোবাসার পেয়ালায় যে চুমুক দেবে, তার দর্শন, শ্রবণ, কর্ম, চলাফেরা—সবকিছুই আল্লাহর দ্বারা হবে। অর্থাৎ সব কিছুতেই আল্লাহ তাআলার উপস্থিতি থাকবে। আল্লাহ তাআলার সঙ্গ অনুভব করবে। এটা এমন অনুভূতি, যা বলে বোঝানো সম্ভব নয়, কেবলই অনুভব করা সম্ভব।

এই ভালোবাসা অনেকে মানুষের মধ্যে অনুভব করে, কিন্তু তা মানুষের জন্য তৈরি করা হয়নি। কবি বলেন—

خَيَالُكَ فِي عَيْنِي وَذِكْرُكَ فِي فَمِي ... وَمَثْوَاكَ فِي قَلْبِي فَأَيْنَ تَغِيبُ

'তোমার কল্পনা আমার চোখে, তোমার যিকির আমার যবানে

তোমার পদচারণ আমার হৃদয়ে, হারাবে কোথায়, বলো!'

আরেক কবি বলেন—

إِنْ قُلْتُ غِبْتِ فَقَلْبِي لَا يُصَدِّقُنِي ... إِذْ أَنْتَ فِيهِ مَكَانَ السِّرِّ لَمْ تَغِبِ

أَوْ قُلْتُ مَا غِبْتِ قَالَ الطَّرْفُ ذَا كَذِبٌ ... فَقَدْ تَحَيَّرْتُ بَيْنَ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ

'যদি আমি বলি, তুমি নেই, আমার হৃদয়ই তা বিশ্বাস করে না!

তুমি তো হৃদয়ের গোপন কুঠুরিতে থাক, কখনোই অদৃশ্য হও না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবার যদি বলি তুমি আছ, হৃদয়ের আরেক অংশ তা মিথ্যা মনে করে

কারণ, তোমায় খুঁজে ফেরে, আমি দুলতে থাকি সত্য-মিথ্যার

দোলাচলে!'

প্রেমিকের কাছে প্রেমাস্পদের চেয়ে নিকটে আর কিছু নেই। এক পর্যায়ে আপন সত্তার চেয়েও নিকটে অনুভব করতে শুরু করে। এমন হয় যে, নিজেকে ভুলে থাকা যায়, কিন্তু ভুলে থাকা যায় না প্রেমাস্পদকে! কবি বলেন—

أُرِيدُ لِأَنْسَى ذِكْرَهَا فَكَأَنَّمَا ... تُمَثَّلُ لِي لَيْلَى بِكُلِّ سَبِيلِ

'আমি তাকে ভুলে থাকতে চাই পথের প্রতিটি জায়গায় তাকে

লায়লার মতো অনুভব করি।'

হাদীসে চোখ, কান ও হাত-পায়ের কথা বলা হয়েছে, কারণ, চোখ ও কান দিয়ে মানুষ প্রেম বা ঘৃণায় পতিত হয়, আর হাত ও পা দিয়ে তা বাস্তবায়ন করে। তাই এগুলো যখন আল্লাহর ভালোবাসার ফিল্টারে প্রবেশ করবে, তখন তার সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে।

চিন্তা করে দেখুন, এই চারটি অঙ্গ নিয়ন্ত্রণ হলে যবানও নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে। কারণ, চোখ, কান, হাত, পায়ের হেফাজত সবসময় সহজ থাকে না। কখনো কোনো দিকে অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টি যায়, কানে কথা চলে আসে, অনেক সময় বাধ্য হয়ে হাত-পায়ের সঞ্চালনও করতে হয়। কিন্তু যবান? যবান তো পুরোটাই ইচ্ছাধীন। মানুষ চাইলেই যবানকে যেকোনো জায়গা থেকে বিরত রাখতে পারে। মনের ভাব প্রকাশে অন্য কোনো অঙ্গের চেয়ে যবানই বেশি সক্ষম। যবানই মনের সঠিক ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে পারে।

মানুষের সবকিছুই আল্লাহর হওয়ার পরও তিনি নিজেই বলছেন, 'আমি তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হয়ে যাই!' তিনি বলছেন, 'আমার মাধ্যমেই শোনে, দেখে।' আমার জন্য বলেননি। কেউ ভাবতে পারে, আমার জন্য বললে হয়তো অর্থটা বেশি যুৎসই হতো। সব কাজের লক্ষ্য যে আল্লাহ তাআলা, তা প্রকাশ পেত। আল্লাহর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দ্বারা হওয়ার চেয়ে আল্লাহর জন্য হওয়াটা যুক্তিযুক্ত হতো। এটা একটা ভুল ধারণা।

আল্লাহর দ্বারা মানে আল্লাহর সাহায্যে, এখানে কেবল এই কথাই বোঝায় না। এমনিতেও তো সকল মানুষের সকল নড়াচড়াই আল্লাহর ক্ষমতার দ্বারাই হয়। এখানে মূলত উদ্দেশ্য হলো সঙ্গ। বা অব্যয়টি সঙ্গের অর্থও দেয়। এখানে প্রতিটি কাজে আল্লাহ বান্দার সঙ্গে থাকেন, সে কথাই বোঝানো হচ্ছে।

যেমন এক হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ

> *'বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে, আমি তার সাথেই থাকি। আমার মাধ্যমেই তার ঠোঁট নড়াচড়া অর্থাৎ যিকির করে।'*[১]

কুরআনের ঘোষণা—

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

> *'দুঃখিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।'*[২]

এখানেও এই বিশেষ সঙ্গই উদ্দেশ্য।

নবীজি ﷺ বলেন—

مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا

> *'সে দুজনকে কেমন মনে করো, যাদের সাথে তৃতীয়জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা!'*[৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ১০৯৭৬
[২] সূরা তাওবাহ, আয়াত-ক্রম : ৪০
[৩] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৩৬৫৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

> 'আল্লাহ তাআলা সৎকর্মশীলদের সঙ্গে আছেন।'[১]

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

> 'যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন।'[২]

وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

> 'তোমরা ধৈর্যধারণ করো, আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।'[৩]

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

> 'মূসা বললেন, "কক্ষণো নয়; আমার রব আমার সাথে আছেন, তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।"'[৪]

إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

> (আল্লাহ তাআলা মূসা ও হারুনকে বলেন,) 'আমি তোমাদের সাথে আছি, সব শুনছি ও দেখছি।'[৫]

এই সকল আয়াতে ب হরফটি এসেছে সঙ্গ-এর অর্থে। বান্দার ইখলাস (একনিষ্ঠতা), সবর (ধৈর্য), তাওয়াক্কুল (আল্লাহ-ভরসা)—ইত্যাদি গুণ এই বিশেষ সঙ্গ ব্যতীত লাভ হবে না।

বান্দা যখন আল্লাহর সঙ্গ লাভ করবে, সকল কষ্ট তখন তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে। ভয়-ভীতি দূর হয়ে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। সব কঠিন সহজ হয়ে যাবে,

---

[১] সূরা আনকাবূত, আয়াত-ক্রম : ৬৯
[২] সূরা নাহল, আয়াত-ক্রম : ১২৮
[৩] সূরা আনফাল, আয়াত-ক্রম : ৪৬
[৪] সূরা শুআরা, আয়াত-ক্রম : ৬২
[৫] সূরা তহা, আয়াত-ক্রম : ৪৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অধরা স্বপ্ন নিজেই এসে ধরা দেবে। সব দুঃখ, দুর্দশা—এমনকি দুশ্চিন্তাবাচক কোনো শব্দই তার জীবনে থাকবে না। যেখানে আল্লাহ আছেন, সেখানে কোনো দুশ্চিন্তা থাকতে পারে না। এই স্তরে এসে বান্দার প্রাণ মাছের প্রাণের মতো হয়ে যাবে। মাছ যেমন পানি ছাড়া থাকতে পারে না, সেও থাকতে পারবে না আল্লাহর সঙ্গ ব্যতীত।

আল্লাহ তাআলার সাথে এমন দৃঢ় ভালোবাসার বন্ধন তৈরি হলে তার দুনিয়ার প্রয়োজনও আল্লাহ পুরো করে দেবেন। সেই হাদীসেই তো আছে, আল্লাহ বলেন, 'সে কিছু চাইলে আমি তা দান করবো। আশ্রয় চাইলে আশ্রয় দেব।' অর্থাৎ সে যেমন আমার সবকিছু মেনে নিয়েছে, আমিও তার সবকিছু কবুল করবো। দুই পক্ষের এই বোঝাপড়া হলে ফলাফল যা হবে তা অকল্পনীয়। এরকম বান্দাকে মৃত্যু দিতেই আল্লাহ তাআলা ইতস্তত বোধ করেন। এই বান্দা যা অপছন্দ করে, আল্লাহও তা অপছন্দ করেন। তাকে কষ্ট দিতে চান না, তাই মৃত্যুও দিতে চান না। কিন্তু মৃত্যু কষ্টদায়ক হলেও এই বান্দার জন্য মৃত্যু তো কল্যাণকর। মৃত্যু তার নতুন জীবনের সূচনা। যেমন এই বান্দাকে অসুস্থ করেন, সুস্থ করার জন্য। গরীব বানান, ধনী বানানোর জন্য। ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন, পরবর্তীতে পূরণ করার জন্য। এই মানুষদেরকে আল্লাহ তাআলা তাদের আদি পিতার ঔরশে থাকাকালে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছেন, আবার তাদের জান্নাতে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যই। এটাই তো প্রকৃত ভালোবাসা, যার কোনো বিকল্প ও তুলনা নেই। এর বিপরীতে বান্দা যদি তার প্রতিটি পশমের সমপরিমাণ ভালোবাসা আল্লাহকে দেয়, তাও তো খুবই সামান্য।

প্রেমের সর্বশেষ স্তর

প্রেমের সর্বশেষ স্তর হলো, নিজেকে প্রেমাস্পদের আনুগত্যে সঁপে দেওয়া। অর্থাৎ প্রেমাস্পদের দাসানুদাসে পরিণত হওয়া। এ স্তরকে التعبد ও التيمم (তাআব্বুদ ও তায়াম্মুম) শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে। এখান থেকেই সরল পথকে বলা হয় طريق معبد। বান্দাকে 'আবদ' বলা হয়, কারণ, প্রেম তার ইবাদাতের পথকে সহজ করে দিয়েছে।

আল্লাহ পাক নানা স্থানে তাঁর প্রিয়তম রাসূলকে 'আবদ' তথা বান্দা শব্দে প্রকাশ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেছেন। যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ

> *'আমি আমার 'আবদ' বা বান্দার উপর যা অবতীর্ণ করেছি, তাতে যদি তোমাদের সংশয় থাকে, তবে অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আসো।*[১]

এ ছাড়াও শাফাআতের হাদীসে আছে, 'তোমরা বান্দা মুহাম্মদের নিকট যাও, তার পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ করা হয়েছে।'

আল্লাহর প্রেমে কাউকে শরীক করা যাবে না

আল্লাহর প্রেমে অন্য কাউকে শরীক করা এক ধরনের শিরক। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

> *'কিছু মানুষ আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে তার শরীক হিসেবে গ্রহণ করে, তাদেরকে ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো। তবে যারা মুমিন, তারা আল্লাহকে আরো বেশি ভালোবাসে।*[২]

কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, যদিও তারা আল্লাহকে ভালোবাসে, কিন্তু সাথে অন্য কিছুকে ভালোবাসার কারণে আল্লাহ-প্রেমের মাঝে ত্রুটি প্রকাশিত হয়। আর মানুষকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ভালোবাসায় মশগুল রাখতে। এজন্যই অন্য কিছুকে মানুষ যখন ভালোবাসে, তখন তার আল্লাহ-প্রেমে অসম্পূর্ণতা তৈরি হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ২৩
[২] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৬৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ * قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

> *'তবে কি তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে সুপারিশকারী বানিয়েছে? বলুন, "তারা কোনো কিছুর মালিক না হলেও এবং তারা না বুঝলেও?" বলুন, "সকল সুপারিশ আল্লাহর মালিকানাধীন। আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব একমাত্র তাঁরই। তারপর তোমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে।"'[1]*

বান্দা যখন আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব করে, তখন আল্লাহ তার জন্য সুপারিশকারী তৈরি করেন। এবং মুমিনগণ আল্লাহর জন্য তার বন্ধু হয়ে যায়। সুপারিশের এটি একটি দিক, অন্যদিকে আছে অংশীবাদীদের সুপারিশ। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যটা এখানেই।

মোদ্দাকথা, শিরকের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাত করলে তা গৃহীত হয় না। কারণ, ইবাদাতের মূল শর্ত হচ্ছে, তা শিরকমুক্ত হওয়া।

দুনিয়ার যে-কাউকে, যেকোনো জিনিসকে ভালোবাসলে ভালোবাসাটা হতে হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য। নবীজির প্রতি ভালোবাসা যদি পরিবার-পরিজনকে ভালোবাসা থেকে শক্তিশালী না হয়, তবে ঈমানে পূর্ণতা আসবে না। এখানে নবীজিকে ভালোবাসার যে তাগিদ, তাও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য। হাদীসে আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন—

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ

> *'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য (কাউকে) ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য (কারও প্রতি) রাগান্বিত হয়, আল্লাহর জন্যই (কাউকে) দান করে এবং আল্লাহর*

[১] সূরা যুমার, আয়াত-ক্রম : ৪৩, ৪৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জন্যই দান থেকে বিরত থাকে, সে তার ঈমান পূর্ণ করল।'[১]

প্রেম বা মুহাব্বাতের প্রকারভেদ

মুহাব্বাতের চারটি প্রকার রয়েছে। এগুলো পৃথকভাবে বিবেচনা না করার ফলে অনেকেই বিভ্রান্তির শিকার হয়।

- প্রথম প্রকারে রয়েছে, আল্লাহ তাআলার প্রতি মুহাব্বাত। কেবল এই মুহাব্বাতই পারলৌকিক শাস্তি থেকে নিস্তার ও সওয়াব লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ, ইহুদী, খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিকরাও আল্লাহকে ভালোবাসে।
- দ্বিতীয় প্রকারে রয়েছে, আল্লাহর প্রিয় বিষয়ের প্রতি প্রেম বা মুহাব্বাতের প্রকাশ ঘটানো। এই প্রেম ও ভালোবাসার সম্পর্ক মানুষকে কুফরের সীমা থেকে বের করে ইসলামের বিস্তৃত বাগানে নিয়ে আসে। এবং এ প্রকারের প্রেমিকগণই আল্লাহ তাআলার নিকট বেশি মূল্যায়ন পেয়ে থাকেন।
- এরপরের প্রকারে রয়েছে, আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহ-তে প্রেমে মশগুল হওয়ার প্রসঙ্গ; এ বিষয়টি দ্বিতীয় প্রকার প্রেমের অনিবার্য অংশ। কেননা, এটি ছাড়া তা পূর্ণতা পাবে না।
- চতুর্থত হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কিছুকে ভালোবাসা, যা মূলত শিরক বা অংশীবাদী প্রেম। কারো প্রতি মানুষের প্রেম যখন আল্লাহর জন্য না হয়ে ভিন্ন উদ্দেশ্যে হয়, তখন তা প্রকারান্তরে আল্লাহর সাথে শিরক হয়। যেমন মুশরিকদের প্রেম।

আরেক প্রকারের প্রেম আছে, যা আমাদের প্রতিপাদ্য নয়। তা হলো, মানুষের স্বভাবজাত প্রেম। স্বভাব-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি মানুষের চিত্তাকর্ষণ। পানির প্রতি তৃষ্ণার্ত ও খাবারের প্রতি ক্ষুধার্ত মানুষের যে আকর্ষণ তা এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও সন্তানদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা যদি আল্লাহ প্রেমের প্রতিবন্ধক না হয়, তাহলে তা নিন্দিত নয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

[১] আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ৪৬৮১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> *'হে মুমিনগণ, তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে যেন আল্লাহ থেকে বিমুখ না করে।'*[১]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন—

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ

> *'তারা এমন লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য বিমুখ করতে পারে না আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে।'*[২]

পরিপূর্ণ মুহাব্বাত

অন্তরঙ্গতা মুহাব্বাতের পূর্ণতা ও পরিসীমাকে নির্দেশ করে। অন্তরঙ্গতা প্রেমের এমন এক স্তর, যেখানে প্রেমাস্পদ ব্যতীত অন্য কারো স্থান নেই। এই স্তরে শুধু দুজন মানুষ পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। নবী ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ﷺ।

নবীজি ﷺ বলেছেন—

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ

> *'পৃথিবীতে আমি যদি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকে করতাম; কিন্তু তোমাদের সাথী তো আল্লাহ তাআলার অন্তরঙ্গ বন্ধু।'*[৩]

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট সন্তান চাইলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সন্তান দান করলেন। কিন্তু যখন সন্তানের ভালোবাসা তাঁর অন্তরে প্রোথিত হলো, তখন আল্লাহ অভিমান করলেন এবং প্রত্যাশা করলেন ইবরাহীমের অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রেম যেন না থাকে। এজন্য সন্তান জবাইয়ের নির্দেশ দিলেন, ঘুমের ঘোরে, পরীক্ষার বাস্তবায়ন যাতে মহান হয়। এখানে হত্যা

[১] সূরা মুনাফিকূন, আয়াত-ক্রম : ৯
[২] সূরা নূর, আয়াত-ক্রম : ৩৭
[৩] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ২৩৮৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করা উদ্দেশ্য ছিল না, বরং অন্তরকে আল্লাহর জন্য বিশিষ্ট করা উদ্দেশ্য। এ জন্যই ইবরাহীম যখন নির্দেশ পালনে ব্রতী হলেন, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা পুনরায় যখন প্রাধান্য বিস্তার করল তাঁর মনে, তখন উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেছে বিধায় জবাইয়ের নির্দেশ তুলে নেওয়া হয়।

ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গতা

অনেকেই ভুল ভেবে মনে করেন যে, ভালোবাসা অন্তরঙ্গতার চেয়ে পরিপূর্ণ, আর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম অন্তরঙ্গ তথা খলীল, অন্য দিকে মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন ভালোবাসার পাত্র বা বন্ধু। এটি ভুল ধারণা। কারণ, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেমন খলীল ছিলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আল্লাহ তাআলার খলীল ছিলেন। নবীজি বিভিন্ন সময়ে বলেছেন, 'আল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মতো আমাকেও খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।' এ ছাড়া নবীজি অন্য কাউকে খলীল হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। অথচ তিনি আয়েশা, আবু বকর ও উমর-সহ অনেককেই ভালোবাসতেন। এ ছাড়া আল্লাহ ধৈর্যশীল, তাওবাকারীদের ভালোবাসার কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং, হুব্ব তথা ভালোবাসা ব্যাপক বিষয় কিন্তু খলীল তথা অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের বিষয়টি দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সর্বোচ্চ প্রিয় বস্তুকে প্রাধান্য দেওয়া

মানুষ প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত বিষয়কে কখনো উপেক্ষা করে না; বরং অধিক পছন্দের বিষয়কে গ্রহণ করতে তুলনামূলক কম পছন্দের বিষয়কে প্রত্যাখান করে। আর বিবেকের বৈশিষ্ট্য হলো, অধিক প্রিয় বস্তুকে প্রাধান্য দেয়া। এটি মানুষের প্রেম ও বিদ্বেষ-শক্তির পূর্ণতা-নির্দেশক।

সর্বোচ্চ প্রিয় বস্তুকে প্রাধান্য দিতে দুটি গুণের প্রয়োজন পড়ে—

- অনুভব-শক্তি।
- অন্তরের সাহসিকতা।

মানুষ সর্বোচ্চ প্রিয় বস্তুকে প্রাধান্য দিতে ব্যর্থ হয় উল্লিখিত দুই জিনিসের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুর্বলতার কারণে। যখন ব্যক্তির অনুভব ও আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে, তখন সে সর্বোচ্চ প্রেমাস্পদকে অগ্রাধিকার দিতে পারবে। কারো কারো মধ্যে বিবেক ও ঈমানের চেয়ে প্রবৃত্তির শক্তি প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে, তখন সে দুর্বলদের নিপীড়ন করে। আবার কারো মধ্যে বিবেকের তাড়না ও ঈমানের শক্তি বেশি থাকে, তখন সে কল্যাণের পথে চলে, সৎকর্মকে প্রাধান্য দেয় সর্বত্র।

অনিষ্টতার ভিত্তিমূলে প্রোথিত থাকে আত্মা ও অনুভূতির দুর্বলতা। বস্তুত, আত্মা ও অনুভূতির পূর্ণতাই হচ্ছে কল্যাণের চাবিকাঠি।

ইচ্ছা ও ভালোবাসা সকল কাজের মূল। আর সকল উপেক্ষিত বিষয়ের সূচনা হয় বিদ্বেষ ও অপছন্দ থেকে। এই শক্তি দুটিই মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভোগের মৌলিক কারণ।

তবে কোনো কাজ পরিহার করাটা কখনও চাহিদা না থাকার ফলে হয়। আবার বিদ্বেষ ও অপছন্দের জন্যেও হয় মাঝে মাঝে।

পরম উপকারী বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া

গ্রহণ ও বর্জন—দুটি ঐচ্ছিক বিষয়। তবে কল্যাণের স্বাদ মানুষকে বাধ্য করে এর কোনো একটিকে বেছে নিতে। কারণ, কাঙ্ক্ষিত বিষয়কে শুধু জ্ঞানী ব্যক্তি নয়, বনের পশুও প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অনেকেই বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়ে সাময়িক আনন্দে স্থায়ী কষ্টের কথা ভুলে যায়। মনে করে, আমি তো সুখেই আছি। যাদের দৃষ্টি পরকাল পর্যন্ত প্রলম্বিত না হয়ে ইহজগতে সীমাবদ্ধ থাকে, তাদের অবস্থা এমনই। এজন্য প্রকৃত জ্ঞানী সেই, যে পরকালীন স্থায়ী শান্তিকে গুরুত্ব দেয়।

জনৈক আলিম বলেন, 'আমি জ্ঞানীদের প্রচেষ্টাকে গভীরতার সাথে লক্ষ করেছি, তাদের সকল শ্রম ও চেষ্টা একই উদ্দেশ্যে প্রবাহিত হয়। তারা পানাহার, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিয়ে, সংসার ও গান-বাজনা থেকে দূরে থাকার মধ্য দিয়ে অন্তর থেকে দুশ্চিন্তা দূরীভূত করেন। এক্ষেত্রে লক্ষ্য উত্তম হলেও, পদ্ধতিগত ভুলের জন্য বিপরীত প্রতিক্রিয়ার প্রকাশই বেশি ঘটে। এজন্য একমাত্র পথ হলো, আল্লাহমুখিতা ও তার সন্তুষ্টি সকল কিছুর উপর প্রাধান্য দেয়া। এ পথে চলে যদি কেউ দুনিয়াতে বঞ্চিত হয়, তবে পরকালে তার জন্য এমন সফলতা অপেক্ষমান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যার বিলুপ্তি নেই। আর এটাই বান্দার চূড়ান্ত সফলতার অভিন্ন প্রবেশিকা।

প্রেমাস্পদের প্রকারভেদ

মুহাব্বাত সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে—

- সত্তাগত মুহাব্বাত।
- সত্তাগত মুহাব্বাতের কারণে জন্ম নেয়া ভালোবাসা।

এখানে উল্লেখ্য যে, একজন সফল মানুষের সহজাত ভালোবাসা হবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য, এ ছাড়া যা কিছু আছে সবই অপ্রকৃত, এবং আল্লাহপ্রেমের অনিবার্য অংশ। যেমন ফিরিশতা, নবী-রাসূল ও ওলীদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা।

কোনো ব্যক্তি যখন আল্লাহর অপছন্দের বিষয়ে ভালোবাসা প্রকাশ করে, আর পছন্দের বিষয়ে পোষণ করে বিদ্বেষ, তখন আল্লাহর সাথে তার বিরোধের ক্ষেত্র স্পষ্ট হয়। তদ্রূপ, মানুষ যখন নিজের ভালোবাসা ও বিদ্বেষকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিবেদন করে তখন আল্লাহর সাথে তার বন্ধুত্ব প্রকাশ পায়। আল্লাহর সাথে বন্ধুত্বের কারণেই বান্দা বেশি বেশি নামায, রোযা ও আধ্যাত্মিক সাধনা করতে পারে, এতে সে কষ্ট অনুভব করে না।

নানাবিধ কারণে প্রকাশিত ভালোবাসা দুই রকমের হয়ে থাকে

এক. যা অর্জিত হলে মানুষ আনন্দিত হয়।

দুই. যে ভালোবাসায় প্রকৃত ভালোবাসা অর্জনের জন্য সাময়িক কষ্ট সহ্য করতে হয়। যেমন রোগমুক্তির জন্য তিক্ত ওষুধের প্রতি রোগীর ভালোবাসা।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> 'তোমাদের উপর লড়াইয়ের বিধান দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।'[১]

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, জিহাদ তাদের কাছে অপছন্দের হলেও তাতে চূড়ান্ত কল্যাণ ও উপকারিতা রয়েছে। আর জ্ঞানী মানুষ কখনো সাময়িক কষ্টকে অসহ্য মনে করে ইহ-জাগতিক আনন্দে মত্ত হয় না। বরং তারা ক্ষণস্থায়ী দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে চিরন্তন কল্যাণ লাভের প্রতিজ্ঞা করে।

সকল কাজের মূলে ভালোবাসা

ভালো-মন্দ সকল কাজের মূল হলো ভালোবাসা ও প্রেম, তাই আল্লাহ-রাসূলের প্রতি ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে যাবতীয় দ্বীনী কাজ। আর দ্বীনী কথার ভিত্তিমূলে প্রোথিত থাকবে 'আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি নিশ্ছিদ্র সত্যায়ন। সুতরাং, যেসব ইচ্ছা আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তা মূলত ঈমানের পরিপন্থি।

যেমন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর গোত্রকে লক্ষ করে বলেছিলেন—

أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ - أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ - فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ

> তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষেরা কীসের ইবাদাত করতে, তা ভেবে দেখেছ কি? বিশ্বপ্রতিপালক ব্যতীত এসব কিছুই আমার শত্রু।'[২]

মূর্তির প্রতি এই বিদ্বেষের মধ্য দিয়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর খলীল হয়েছিলেন। সুতরাং ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গতা শুধু আল্লাহর জন্য হবে।

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ২১৬

[২] সূরা শুআরা, আয়াত-ক্রম : ৭৫-৭৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাওহীদের কালিমা

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তাওহীদের কালিমা।

গোটা পৃথিবী তাওহীদ বা একত্ববাদের স্বীকারোক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাকে লক্ষ্য বানিয়ে তৈরি করা হয়েছে সকল সৃষ্টি। এবং একত্ববাদের বাক্য বা বাণীই মুসলিম মিল্লাতের বীজ। এই কালিমা দুনিয়ার জীবনে মানুষের রক্ত, সম্পত্তি ও বংশের নিরাপত্তা এবং পরকালে বারযাখ-জগত ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। এ কালিমা ছাড়া মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। শান্তির চাবিকাঠি এই কালিমার দ্বারা ভাগ্যবান ও দুর্ভাগা নির্ণিত হয়। এ ছাড়াও অনৈসলামী রাষ্ট্র থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের বিভাজন ঘটে কালিমাকে ভিত্তি করে। যার জাগতিক জীবনের শেষ বাক্য হয় এই কালিমা, সে জান্নাতবাসী হবে।

কালিমার মূলমন্ত্র

এ বাক্যের মূলমন্ত্র হচ্ছে, সম্মান ও শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয় ও আশাবাদী মনোভাব-সহ এ সংশ্লিষ্ট আল্লাহমুখিতা ও দুনিয়াবিমুখতার যাবতীয় দিকগুলো কেবল আল্লাহর জন্য পরিচালিত হওয়া। জাগতিক জীবনে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রত্যাশা, ক্ষমা প্রার্থনা, বিপদে আশ্রয় কামনা-সহ আনুগত্যের কোনো দিকই যেন প্রকাশিত না হয়।

অর্থাৎ ইবাদাতের কোনো দিকই যেন আল্লাহর সত্তা ব্যতীত অন্যের জন্য প্রকাশিত না হয়। কারণ, এর মধ্য দিয়েই শাহাদাত বা সাক্ষ্যের যথার্থ রূপায়ন সম্ভব হয়। এজন্যেই এ কালিমা পাঠককে জান্নাতে প্রবেশের নিশ্চয়তা দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ

> *'যারা তাদের শাহাদাত নিয়ে দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত।'*[১]

[১] সূরা মাআরিজ, আয়াত-ক্রম : ৩৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনেকেই আছেন, যাঁরা নিজেদের শাহাদাত নিয়ে দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত; প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে, দেহমন—সর্বত্রই কালিমার সাক্ষ্য বিরাজমান। কিন্তু কেউ কেউ আছে এমন যে, সে যেন নিদ্রাচ্ছন্ন, তার ঈমান ছিনতাই হলেও খবর থাকে না। কারো জীবন আধ-শোয়া অবস্থায় কাটে। সর্বোপরি, মানুষের ঈমানী জীবনের দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি দেহের মতো; অন্তরের অবস্থান সেখানে নানা রকমের হয়ে থাকে। এর মধ্যে কিছু অন্তর হয় সুস্থ, সবল ও নির্মল; আর কিছু আত্মা থাকে নির্জীব, প্রাণহীন। বিশুদ্ধ সূত্রে বিবৃত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক হাদীসে বর্ণিত আছে—

إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ الْمَوْتِ إِلَّا وَجَدَتْ رُوحُهُ لَهَا رَوْحًا

> *'আমি এমন একটা কালিমার তথ্য জানি, কোনো ব্যক্তি মুমূর্ষু কালে যদি তা পাঠ করে, তবে পরকালে তার আত্মা একটি অনন্ত জীবন পাবে।'*[১]

প্রাণহীন মানুষের দেহ যেমন নিষ্ফল ও মৃত, কালিমা ছাড়া অন্তর তেমনি বৃথা ও বিফল। কালিমাসহ মৃত্যু হলে ব্যক্তি যেভাবে জান্নাতে নির্মল আনন্দ পাবে, তেমনি কালিমা-কেন্দ্রিক যে জীবন পরিচালিত, তা হয় ইবাদাত ও আনুগত্যে মুখরিত এবং সুখকর। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى - فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

> *'যে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় করে, অন্তরকে প্রবৃত্তি থেকে নিরাপদ রাখে, তার আবাস জান্নাতে।'*[২]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন—

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ১৮৭

[২] সূরা নাযিআত, আয়াত-ক্রম : ৪০-৪১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

طَيِّبَةً

> *'যেসব মুমিন নেক কাজ করে, পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাকে নির্মল জীবন দান করব।'[১]*

কোনো বস্তু যখন মানুষের বেশি উপকারী হয়, তার বিদ্যমানতা তখন আবশ্যক হয়ে যায়। এবং এর অনুপস্থিতি তাকে রীতিমতো পীড়া দেয়। আর যে বস্তুর উপস্থিতি ব্যক্তির জন্যে কষ্টকর, তার বিদ্যমানতা তার জন্যে অসহ্য লাগে। সে হিসেবে সকল কাজে আল্লাহর ধ্যান মানুষের জন্য পরম উপকারী বিষয়। কারণ, মানুষের জীবন, সুখ-দুঃখ, চিত্তাকর্ষণ—সবকিছুতে আল্লাহমুখিতা না থাকলে তার কোনো অর্থ অবশিষ্ট থাকে না।

ব্যক্তি যখন আল্লাহমুখিতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটায়, তখন তার অবস্থা হয় একজন নেশাগ্রস্তের মতো, নেশার মাদকতা তাকে এতটাই আচ্ছন্ন করে রাখে যে, সর্বগ্রাসী সয়লাবে তার ঘরবাড়ি, সম্পত্তি ও বংশের বিনাশ হলেও তার মাদকতা কমে না। সে বিভোর হয়ে থাকে তাতে। পরে যখন চেতনা জাগ্রত হয়, সবকিছুই অনুভব করে আগের মতো।

এ তো ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সাময়িক বিনাশ ও বঞ্চনা, বাস্তব জীবনে যার স্থায়িত্ব নেই। কিন্তু, কেউ যদি পরকালীন জীবনে বঞ্চনা ও বিনাশের শিকার হয়, তাহলে মুক্তি কঠিন। কারণ, পরকাল তো স্থায়ী। সেখানে শাস্তি ও বঞ্চনার কোনো সমাপ্তি নেই। এটি এমন বঞ্চনা যা বহনের ক্ষমতা কোনো স্থির পর্বতের কাছেও নেই।

মানুষকে আল্লাহ সম্বোধন করে বলেন, 'হে আদম সন্তান! আমি তোমাকে আমার ইবাদাত করতে বলেছি, তামাশা করো না। তোমার রিযিকের দায়িত্ব আমি নিয়েছি, দুশ্চিন্তা করো না। হে আদম সন্তান! আমাকে তালাশ করো, যদি আমাকে পেয়ে যাও, তবে সবই পেলে। আমাকে না পেলে কিছুই তুমি পাওনি। আমিই তোমার নিকট সবকিছু থেকে অধিক ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য।'

[১] সূরা নাহল, আয়াত-ক্রম : ৯৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নন্দিত প্রেম ও নিন্দিত প্রেম

প্রকার ও গুণাবলির বিভিন্নতা বিচারে প্রেম- ভালোবাসার পরিধিও বিস্তৃত। তবে মানবজীবনে সবচেয়ে আলোচিত, উপকারী এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ হলো 'উত্তম প্রেমের গল্প'; যা আল্লাহ ও তাঁর অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন—আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহমুখিতা ও ইবাদাত ইত্যাদি। কারণ, এসব বিষয়ের যোগ্য কেবল আল্লাহ পাক। তিনি বলেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

> *'কিছু মানুষ আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে তার শরীক হিসেবে গ্রহণ করে, তাদেরকে ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো। তবে যারা মুমিন তারা আল্লাহকে আরো বেশি ভালোবাসে।'*[১]

সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রেম হিসেবে চিহ্নিত করা যায় সেই প্রেমকে, যা আল্লাহ-প্রেমের মাত্রায় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য প্রকাশিত হয়। বিপরীতে সর্বোত্তম ভালোবাসা হচ্ছে, আল্লাহকে ভালোবাসা এবং আল্লাহ যাকিছু পছন্দ করেন, সেসবকে ভালোবাসা। এই স্তরের ভালোবাসা মানুষের সৌভাগ্যের ভাবাবেগকে উদ্বেলিত করে, চিত্তকে করে প্রফুল্ল। এ ছাড়াও চিরস্থায়ী জান্নাতের বন্দোবস্ত করে। অন্যদিকে যেই প্রেম অংশীবাদী, তার পরিণতি ভয়াবহ।

পবিত্র কুরআনে উভয় প্রকারের প্রেম নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। উৎকৃষ্ট প্রেমের প্রশংসা নানাদিক থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। কখনো গল্পাকারে, ঘটনা শুনিয়ে এবং পরিণতির দিকে স্বচ্ছ ইঙ্গিত দিয়ে। অন্যদিকে সমান্তরালে নিন্দা জানানো হয়েছে নিকৃষ্ট প্রেমকে। এবং উভয় প্রকার প্রেমের পরিণতি নির্দেশ করে তিনটি কালের আলোচনা এসেছে—দুনিয়া, কবরের জীবন ও পরকাল।

পৃথিবীর সূচনা থেকে শেষ অবধি যত নবী এসেছেন , তাঁরা মানুষকে আল্লাহর

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৬৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইবাদাতের প্রতি আহ্বান করেছেন এবং প্রচেষ্টা করেছেন—যেন মানবজাতি বিনয় ও শ্রদ্ধাভরে আল্লাহর ইবাদাতে নিমগ্ন হয়। আর স্বভাবতই, আনুগত্য ও খোদাভীরুতা এসবের অনিবার্য শর্ত। বুখারী ও মুসলিমে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত হাদীসে নবীজি ﷺ বলেছেন—

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

> *'ঐ আল্লাহর শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না, যতক্ষণ না আমাকে তার সত্তা, সন্তান-সন্ততি ও পিতামাতা থেকে বেশি ভালোবাসে।*[১]

একজন নবীর প্রসঙ্গ যদি এমন হয়, তবে তাঁকে যিনি প্রেরণ করেছেন, সেই সত্তার সাথে মানুষের প্রেমের সম্পর্ক কত গভীর হওয়া দরকার, তা সহজেই অনুমেয়। প্রেমের প্রশ্নে তিনি থাকবেন সর্বোচ্চে।

পৃথিবী আবর্তিত হয় ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে

আসমান ও জমিনে যত ধরনের চাঞ্চল্য রয়েছে, সবকিছুর মূলে আছে ভালোবাসা। এই ভালোবাসাই চরম ও চূড়ান্ত কারণ।

কারণ, মানুষের চঞ্চলতা সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে—

- ঐচ্ছিক।
- স্বাভাবিক।
- বাধ্যগত।

স্বাভাবিক চঞ্চলতার মৌলিক ক্ষেত্র হচ্ছে—স্থিরতা। পুনর্বাসিত হওয়ার লক্ষ্যে দেহ যখন তার প্রাকৃতিক অবস্থান থেকে সরে আসে, তা স্বাভাবিক হিসেবে বিবেচিত হবে। এটি একজন পরিচালকের হাতে সংঘটিত হয়। আরো একটি চঞ্চলতা রয়েছে, যা চঞ্চল ব্যক্তির অনুগামী হয়। সুতরাং, এই দুই প্রকারের

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ১৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মধ্যেই অদৃশ্যের পরিবর্তনকারী প্রধান ভূমিকা পালন করে। আর ঐচ্ছিক চঞ্চলতা এই দুটির মৌল। ঐচ্ছিক চঞ্চলতা আবার ইচ্ছা ও ভালোবাসার অধীন। মোটকথা, ভালোবাসা সবকিছুর কেন্দ্র। চঞ্চলতার এ তিনটি প্রকারেই সীমাবদ্ধ গোটা জগত।

পৃথিবীর সবকিছুই এসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন—

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

> *'পৃথিবীতে আমরা আল্লাহর নির্দেশেই অবতীর্ণ হই, আমাদের সামনে-পেছনে এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে—সবই আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি বিস্মৃত হন না।'*[১]

এ ছাড়াও অন্যান্য আয়াতে ফিরিশতাদের কর্মতৎপরতার বিশেষ দিকগুলো আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলার এই বিশালতম সৃষ্টির ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর পদার্থও জগতের সকল চঞ্চলতার মধ্য দিয়ে অবিনশ্বর জগতের দিকে ছুটে চলছে অবিরত।

ইরশাদ হচ্ছে—

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

> *'সাত আসমান, জমিন এবং এসবের মাঝে যা কিছু রয়েছে—সবই আল্লাহ তাআলার গুণগান গাইতে থাকে, তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। জগতের প্রতিটি সৃষ্টিই তার গুণকীর্তন করতে থাকে। অবশ্য তোমরা তাদের গুণগান*

---

[১] সূরা মারইয়াম, আয়াত-ক্রম : ৬৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।'[১]

সুতরাং, পৃথিবীর এ চঞ্চলতা যেন আল্লাহ তাআলার ইবাদাত। যদি আল্লাহ তাআলার জন্য আনুগত্য, প্রেম, প্রীতি, ইবাদাত-স্পৃহা না থাকত, তবে এই বিশ্বজগত নিশ্চল ও নিথর হয়ে পড়ত।

ভালোবাসা শুধু আল্লাহর জন্য

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে , ব্যক্তিভেদে সকলেরই ইচ্ছা, কর্ম ও ভালোবাসা রয়েছে। আর এসকল বিষয়ের চঞ্চলতার মূলে রয়েছে ইচ্ছা ও প্রেম। আর স্বভাবতই এসব চঞ্চলতা মূলত সৃষ্টিকর্তার জন্যে। কারণ, জগত তো তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا

> 'আসমান ও জমিনে যদি আল্লাহ ছাড়া আরও প্রভু থাকত, তবে তা ধ্বংস হয়ে যেত।'[২]

কারণ, পৃথিবীতে যখন প্রভু দুইজন হবেন, প্রত্যেকে আপন ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করবেন। অন্যজনকে প্রতিহত করে নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠা করতে চাইবেন। এ সময়ে একজন নতি স্বীকার করলে তাঁর অপূর্ণতা প্রকাশিত হবে। আর কেউ চায় না নিজ অপূর্ণতা প্রকাশ করতে। স্বাভাবিক বিষয় এমনই—এক রাষ্ট্রে দুইজন শাসক হলে শৃঙ্খলা ব্যহত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا

> 'আপনি বলুন, যদি তাঁর সাথে কোনো প্রভু বিদ্যমান থাকত, লোকে যেমন বলে থাকে, তবে তারা অবশ্যই আরশে যাবার পথ অনুসন্ধান করত।'[৩]

---

[১] সূরা ইসরা, আয়াত-ক্রম : ৪৪
[২] সূরা আম্বিয়া, আয়াত-ক্রম : ২২
[৩] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-ক্রম : ৪২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থাৎ পৃথিবীর রাজা-বাদশাহ যেমন অপরের ক্ষমতা দখল করতে চায়।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন—আল্লাহ তাআলার কথার মর্ম হলো—'যদি অন্য প্রভু থাকত, তারাও আমার আনুগত্য ও নৈকট্য অর্জনে মনোনিবেশ করত। সুতরাং, তোমরা তাদের উপাসনা কীভাবে করছ!'

ভালোবাসার চিহ্ন-সমূহ

ভালোবাসা ভালো-মন্দ বা উপকারী-অপকারী যেমনই হোক, তার কিছু চিহ্ন, অনুষঙ্গ ও আবশ্যকীয় উপাদান আছে। যেমন—স্বাদ, উপলব্ধি, আগ্রহ-উদ্দীপনা, প্রেমাস্পদের নৈকট্য কিবা বিচ্ছেদ—ইত্যাদি বিষয়।

উপকারী প্রেম : যার মাধ্যমে ব্যক্তি ইহ ও পরজাগতিক জীবনে উপকৃত হয়। এ প্রেম মানুষের সৌভাগ্যের সোপান।

মন্দ প্রেম : যা মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, এবং মানুষের জীবনে দুর্ভোগ ডেকে আনে। কোনো জ্ঞানী লোক ক্ষতিকর বিষয়কে বেছে নেয় না, যারা নেয় তারা নিজের উপর অন্যায় করে। অন্তর কখনও প্রবৃত্তির কুহকে আচ্ছন্ন থাকে, বেছে নেয় ক্ষতিকর বিষয়কে; যা নিজ সত্তার উপর অন্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু, জ্ঞাতসারে কেউ এ পথে হাঁটতে পারে না। তবে কারো উপর প্রবৃত্তি প্রাধান্য বিস্তার করে, ফলে মন্দ থেকে ভালোকে সে পৃথক করতে ব্যর্থ হয়। তথাপি, এর সুনির্দিষ্ট কিছু কারণ আছে; যেমন—

১. ভ্রান্ত বিশ্বাস। যা অত্যন্ত নিন্দিত বিষয়। মূলত প্রবৃত্তির অনুগামিতাও ভ্রান্তধারণা থেকে সৃষ্ট। আর অন্যায় প্রেম মূর্খতা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে বিকশিত হতে থাকে।

২. প্রবৃত্তির অধীনতা। মানুষ যখন প্রবৃত্তির অনুগামী হয়, প্রবৃত্তির দ্বারা শাসিত হতে থাকে, তখন সত্য ও মিথ্যার বিভাজন সংশয়পূর্ণ হয়ে যায়। একসময়ে প্রবৃত্তির শক্তি প্রবলভাবে বিজয়ী হয়ে যায়।

সেই সাথে এসবের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অবস্থান স্পষ্ট হয়। সুতরাং, উপকারী প্রেমে আসক্তদের হাসি-কান্নার মুহূর্তগুলোও উপকারী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফলে তার প্রেমময় জীবনের শক্তি ও উন্মেষ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আর নিন্দিত ও ক্ষতিকর প্রেম মানুষকে আল্লাহ থেকে বিমুখ করে রাখে। ব্যক্তি যত বেশি মন্দ-প্রেমে মত্ত থাকে, ততই ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ব্যক্তির কাজের ফলাফল এভাবেই প্রতিফলিত হয়, যেসব কর্ম প্রকাশিত হয় গুনাহ থেকে, তার ফলাফল হয় নিন্দিত। আর যা আনুগত্যের প্রকাশ হিসেবে দৃশ্যমান হয়, তা সবসময়ই কল্যাণকর।

ভালোবাসাই সকল ধর্মের ভিত্তি

পৃথিবীর সকল ধর্ম—বাতিল হোক বা বিশুদ্ধ—সবই ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর সকল কর্ম যেমন ইচ্ছা ও ভালোবাসার অধীন, তেমনি পৃথিবীর সকল ধর্মও ভালোবাসার অধীন। দ্বীন ও ধর্ম মানবজাতিকে ইবাদাত, আনুগত্য ও উত্তম আদর্শের নির্দেশ করে থাকে। এ কারণে কুরআনে দ্বীনকে খুলক (আদর্শ) দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন—

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

> *'আর (হে নবী!) আপনি অবশ্যই সন্দেহাতীতভাবে উত্তম আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।'* [১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, 'এর অর্থ হলো, আপনি মহান ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত।'

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে রাসূলের আদর্শ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'তাঁর আদর্শ হচ্ছে কুরআন।' [২]

একটি শাব্দিক বিশ্লেষণ

'দ্বীন' শব্দের মধ্যে আনুগত্য ও নমনীয়তা আছে, তেমনি আছে প্রভাব বিস্তারের মধ্য দিয়ে অধীন করার তাৎপর্যও। এজন্য 'দ্বীন' শব্দ দিয়ে উর্ধ্ব থেকে নিম্ন এবং

[১] সূরা কলম, আয়াত-ক্রম : ৪
[২] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ২৫৮১৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিম্ন থেকে উর্ধ্ব—উভয় অর্থ প্রকাশের সুযোগ আছে। যেমন বলা হয়—دنته ফদান-এর অর্থ হচ্ছে—قهرته فذل অর্থাৎ—'আমি তাকে ধমক দিলাম ফলে সে নমনীয় হয়ে গেল।'

অন্যদিকে دنت الله শব্দ ব্যবহার করে বোঝানো হয় যে, 'আমি আল্লাহর অনুগত হলাম।'

দ্বীনের আভ্যন্তরীণ দিকে প্রেম ও নমনীয়তার বিমূর্ত প্রকাশ ঘটে থাকে সাধারণত। কিন্তু দ্বীনের বাহ্যিক দিকে আনুগত্য বিদ্যমান থাকলেও, প্রেম ও ভালোবাসা স্বল্প পরিসরে প্রকাশিত হয়। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিনকে يوم الدين বলে ব্যক্ত করেছেন। কারণ, এ দিনে মানুষকে তার ভালো-মন্দের প্রতিদান দেওয়া হবে। অন্য শব্দে এই দিনকে 'প্রতিদানের দিবস' বলা হয়।

দ্বীন বলতে দুটি জিনিসকে বোঝানো হয়। একটি হচ্ছে শরীয়ত। অপরটি হিসাব ও প্রতিদান।

তবে আল্লাহর দ্বীনের যে অংশকেই বিবেচনায় আনা হোক, এর সারকথা হলো প্রেম ও মুহাব্বাত। কারণ, আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যা কিছুই নির্দেশ ও শরীয়ত-সিদ্ধ করেছেন, তা তিনি ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি থেকে করেছেন। বান্দার ধার্মিকতা তখনই গৃহীত হবে, যখন তা ভালোবাসা-সহকারে প্রকাশিত হবে। নবীজি ﷺ বলেছেন—

ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ
- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَسُولًا

> *'ঐ ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাবে, যে আল্লাহকে প্রভু হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিই ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।'*[১]

অনুরূপ সম্পর্ক দ্বীনের প্রতিদান ও প্রতিফলের ক্ষেত্রেও। কারণ, আল্লাহ তাআলা এর মধ্যে উৎকৃষ্টকে যেমন প্রতিদান দেবেন, নিকৃষ্টকেও তার প্রতিফল

[১] মুসলিম, হাদীস-ক্রম :২৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেবেন। এর মধ্যে যেমন আল্লাহর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পায়, তেমনি প্রকাশ পায় তাঁর অপার অনুগ্রহের দিকটাও। আর অনুগ্রহ ও ন্যায়বিচার—দুটিই আল্লাহর নিকট প্রিয় ও পছন্দনীয়।

মূর্তি ও প্রতিকৃতির প্রতি ভালোবাসা

প্রতিকৃতির প্রতি মানুষের ভালোবাসা অন্তরকে বিনষ্ট করার মাধ্যমে তার কর্ম, ইচ্ছা ও ভাষ্যকে কলুষিত করে দেয়। তাওহীদের শক্তিমত্তার শিকড় উৎপাটন করে। আল্লাহ তাআলা এ রোগের আলোচনায় দুটি শ্রেণিকে চিহ্নিত করেছেন—নারীকেন্দ্রিক প্রেমিক ও সমকামী প্রেমিক। সূরা ইউসুফে আল্লাহ তাআলা নবী ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি মিশরের রানির প্রেম ও আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে আলোচনা এনেছেন। পাশাপাশি, ইউসুফ আলাইহিস সালামের ধৈর্য, নির্মলতা ও খোদাভীরুতার কথা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। এসব স্থানে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া মানুষ নিরুপায় হয়ে যায়।

এই ঘটনায় ইউসুফ আলাহিস সালামের অগ্রসর হওয়া ছিল খুবই যৌক্তিক। কয়েক দিক থেকে এর কারণ পর্যালোচনা করা যায়।

১. আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরে নারীর প্রতি এক আকর্ষণ রেখে দিয়েছেন; যেভাবে খাবারের প্রতি ক্ষুধার্ত মানুষের আকর্ষণ ক্রিয়াশীল থাকে। তবে খাবারের আকর্ষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা মানুষের আছে, কিন্তু নারীর আকর্ষণ থেকে মানুষ সহজে বেরিয়ে আসতে পারে না। অবশ্য নারীর প্রতি আকর্ষণ যদি বৈধ উপায়ে হয়, তাহলে তা প্রশংসনীয়; হাদীসের ভাষ্য এরকমই।

আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন—

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

'দুনিয়াতে নারী ও সুগন্ধিকে আমার পছন্দের বস্তু হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর সালাতের মধ্যে রয়েছে আমার চোখের শীতলতা।'[১]

অন্য বর্ণনায় এই অংশটুকুও আছে, নবীজি ﷺ বলেন—

أَصْبِرُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَلَا أَصْبِرُ عَنْهُنَّ

'আমি খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরতে পারি, কিন্তু স্ত্রীদের ব্যাপারে না।'[২]

২. ইউসুফ আলাইহিস সালাম ছিলেন যুবক। সে হিসেবে রানির প্রতি তাঁর অধিক আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক।

৩. সেসময়ে তিনি ছিলেন কুমার, তাঁর কোনো স্ত্রী ছিল না—যার মাধ্যমে চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে।

৪. আলোচিত নারী ছিলেন উচ্চ-বংশীয়া ও সম্ভ্রান্ত। সাধারণত এসবের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেশি থাকে।

৫. এই আহ্বানে সম্পূর্ণভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে নারী; সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করেছে, উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই ইউসুফ আলাইহিস সালামের পক্ষে এতে প্ররোচিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।

৬. ইউসুফ আলাইহিস সালাম যেহেতু নারীর আবাসগৃহেই লালিত-পালিত হচ্ছেন, তাই তাঁর উপর নারীর প্রভাব প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। এ ক্ষেত্রে যুগপৎ দুটি বিষয় ক্রিয়াশীল ছিল—প্রেরণা ও ভীতি প্রদর্শন।

৭. অন্যদিকে মহিলার আহ্বানে সাড়া না দেওয়ার মধ্যে একটি সংকট ছিল এই যে, সম্ভবত সে ও তার পরিবারের সদস্যদের থেকে সহযোগিতার সকল পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

৮. অন্য একটি ব্যাপার হলো, মহিলা ইউসুফ আলাইহিস সালামের মনিবা বা অধিকারিণী হওয়ার কারণে পূর্ব থেকেই একটা আসা-যাওয়া

---

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ১৩০৭৯

[২] হাদীসের কোনো কিতাবে এই অংশটি পাওয়া যায় না। ইবনুল কাইয়িম কিতাবুয যুহদের উদ্ধৃতি দিলেও কিতাবুয যুহদের বেশ কিছু পাণ্ডুলিপিতে এই অংশটি নেই। ইমাম সুয়ূতী বলেন, কিতাবুয যুহদের মূল পাণ্ডুলিপিটি বেশ কয়েকবার ঘেঁটেও হাদীসটি আমি পাইনি। শুধু কিতাবুয যুহদের সংযোজিত অংশে হাদীসটি পাওয়া যায়। -ফায়যুল কাদীর—৩/৩৭০ -সম্পাদক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চলছিল। এ কারণে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নে সখ্যতার বিষয়টি পূর্ণরূপে হাজির আছে। এবং সেই সখ্যতা-কেন্দ্রিক সম্মিলন অসম্ভব কিছু ছিল না। যেমন—একটি প্রবাদ আছে প্রসিদ্ধ। এক নারীকে প্রশ্ন করা হলো, 'তুমি আরব নারী, তোমার আছে আত্মগরিমা। কীভাবে তুমি অপকর্মে লিপ্ত হলে?' নারী বলল, 'আমাদের অত্যধিক গমনাগমন বিষয়টিকে হালকা করে দিয়েছিল।'

৯. তাছাড়া মহিলাটি একই সাথে কারাগারের ভয় দেখিয়ে সম্মত করতে চেয়েছিল। এ বিবেচনায় এতে মুক্তি ও প্রবৃত্তির চাহিদা যুগপৎ ক্রিয়াশীল ছিল।

তথাপি, ইউসুফ আলাইহিস সালাম অপকর্মে লিপ্ত হননি। তিনি নিজের জীবনকে ঠেলে দিয়েছেন অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে; শুধুমাত্র আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে। ফলে তিনি কারাগারকে বিনা-বাক্যে গ্রহণ করেছেন; যিনার মতো হারামকে উপেক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন—

رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ

> *'হে প্রভু! তারা যে দিকে আমাকে আহ্বান করছে, তার চেয়ে আমার নিকট কারাগার অনেক প্রিয়।*[১]

এ ঘটনায় যে শিক্ষা রয়েছে, তা নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করা যাবে। সহস্রাধিক হিকমত, উপকারিতা ও শিক্ষার একটি সুশান্ত পরিবেশন হয়েছে এই সূরার ঘটনায়।

সমকামিতা-সুলভ প্রেম

(সমকামিতা সুলভ প্রেম হচ্ছে, যে প্রেম মানুষকে সমকামিতার দিকে ধাবিত করে।) সমকামিতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা সূরা হিজরে আলোচনা করেছেন। লূত আলাইহিস সালামের গোত্রের বিবরণে তিনি ইরশাদ করেন—

[১] সূরা ইউসুফ, আয়াত-ক্রম : ৩৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ - قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ - وَاتَّقُوا اللهَ وَلَا تُخْزُونِ - قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ - قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ - لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ

> 'শহরবাসীরা সংবাদ পেয়ে চলে এল। নবী বললেন, "এরা আমার মেহমান, তোমরা অপকর্ম করো না, আল্লাহকে ভয় করো, আমাকে লাঞ্ছিত করো না।" তারা বলল, "আমরা কি আপনাকে বিশ্ববাসীর সমর্থন করতে নিষেধ করিনি? নবী তখন তাদেরকে বললেন, "যদি তোমরা কিছু করতেই চাও, তবে আমার সম্প্রদায়ের মেয়েরা রয়েছে।" আপনার জীবনের কসম, তারা ছিল আপন নেশায় প্রমত্ত।'[১]

এই সম্প্রদায়ের লোকেরা সমকামিতায় লিপ্ত ছিল, এক্ষেত্রে তারা আল্লাহকে ভয় করত না। এসবের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে তারা ছিল উদাসীন।

সমকামিতার জন্য কেউ যদি কাউকে ভালোবাসে, এবং সে-ভালোবাসাটা আল্লাহর ভালোবাসার উপর প্রবল হয়, অবস্থা যদি এমন হয় যে, তার অন্তরের সমগ্রটা জুড়ে আছে সমকামিতা-সুলভ প্রেম, তাহলে সে ব্যক্তি মুশরিক বা অংশীবাদী হিসেবে বিবেচিত হবে। আর শিরকের পাপ আল্লাহ তাআলা কখনো ক্ষমা করবেন না।

শিরকযুক্ত প্রেমের আলামত

যখন কোনো ব্যক্তি অন্যের প্রেম বা সন্তুষ্টিকে আল্লাহর প্রেম ও সন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য দেবে, উভয় সন্তুষ্টির বিষয় সামনে উপস্থিত হলে আল্লাহকে উপেক্ষা করবে, এবং নিজের পছন্দের বস্তুকে ব্যয় করবে প্রেমাষ্পদের জন্য, আল্লাহর জন্য বিশিষ্ট করবে মন্দ জিনিসকে, তখন বুঝতে হবে, ওই ব্যক্তি ভালোবাসার ক্ষেত্রে শিরকে লিপ্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রত্যেক প্রেমিকের অবস্থা বিবেচনা

[১] সূরা হিজর, আয়াত-ক্রম : ৬৭-৭২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করলে দেখা যায়, তাদের প্রেমময় অবস্থার পাল্লা ঈমান ও তাওহীদের পাল্লা থেকেও বেশি ভারি। তাদের কেউ তো স্পষ্টই বলে, 'হে প্রেমাস্পদ! তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা ঈমানের চেয়ে অনেক বেশি।' কেউ বলে, 'আমার সমগ্র অন্তর জুড়ে তোমার উপস্থিতি, এখানে অন্যের কোনো ঠাঁই নেই।' এসব প্রেম যে শিরক, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। এ জন্যই অনেক বুযুর্গ বলেন, 'এ ধরনের প্রেম আর বস্তুর পূজা করা সমান ব্যাপার।'

শিরকযুক্ত প্রেমের প্রতিষেধক

যে ব্যক্তি এ রোগে আক্রান্ত, তাকে ভাবতে হবে যে, সে তার অজ্ঞতা ও উদাসীনতার কারণে আল্লাহবিমুখ হয়ে গেছে। পরবর্তীতে তার জন্য জরুরি হচ্ছে, সে তাওহীদের মর্ম উপলব্ধি করবে, আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি গভীর দৃষ্টি দেবে। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ইবাদাতে মশগুল হবে। অনুনয়ের সাথে পূর্ণ আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে মনোনিবেশ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

> *'এভাবেই আমি বান্দা থেকে মন্দ ও অশ্লীলতাকে ফিরিয়ে দিই, নিশ্চয় সে আমার একনিষ্ঠ বান্দাদের একজন।'*[১]

বান্দা যখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে, আল্লাহ তার থেকে অশ্লীলতাকে সরিয়ে দেন। ফলে বাহ্যিক প্রেমের মত্ততা থেকে সে মুক্তি পায়।

এসবের আবশ্যিক ফলাফল হলো, একজন জ্ঞানী যাতে বুঝতে পারে, জ্ঞান ও শরীয়তের দাবি হচ্ছে কল্যাণকামিতা। ব্যক্তির সামনে যখন ভালো ও মন্দ দুটি জিনিস উপস্থিত হবে, তাকে জ্ঞানের আলোয় ভাবতে হবে কোনটা উপকারী, এরপর কর্মের দ্বারা উপকারী বিষয়কে বেছে নিতে হবে।

[১] সূরা ইউসুফ, আয়াত-ক্রম : ২৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হারাম প্রেমের ক্ষতিকর দিক

এ বিষয়টি খুবই স্পষ্ট যে, বস্তু-সর্বস্ব প্রেম দুনিয়া-আখিরাত—উভয় জাহানেই ক্ষতিকর। কারণ—

১. মানুষের অন্তরে দুটি জিনিস একত্রে সমান্তরালে ক্রিয়াশীল থাকে না; একটি দিক অবশ্যই প্রাধান্য বিস্তার করে। তাই ব্যক্তির মাঝে আল্লাহ ও বস্তুর প্রেম সমানভাবে বিদ্যমান থাকবে না—এটাই স্বাভাবিক।

২. কোনো বস্তুর প্রতি মানুষের প্রেম তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। এটি বস্তুতান্ত্রিক প্রেমের অনিবার্য ফল।

৩. প্রেমিক ব্যক্তির অন্তর অন্যের হাতে ক্রীড়নক হিসেবে অবস্থান করে। কিন্তু প্রেমের মাদকতা তাকে এতটাই আচ্ছন্ন করে রাখে যে, নিজেকে সে অবলীলায় ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

৪. ব্যক্তি প্রেমের ঘোরে দুনিয়া-আখিরাত—উভয় স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরকালীন ক্ষতি হলো, সে আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরে যায়। আর ইহকালীন ক্ষতির বিষয়টা তো স্পষ্টই।

৫. আগুন যেমন কাঠ পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে, মানুষের অন্তরকে তারচেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে প্রেম। মানুষ প্রেমে যত মত্ত হবে, আল্লাহর সাথে তার দূরত্ব তত বাড়বে। একসময় শয়তান তার পরিচালক হিসেবে অধিষ্ঠিত হবে, ফলে সে আল্লাহ থেকে তাকে বিমুখ করে রাখবে।

৬. হারাম প্রেম মানুষের অনুভূতি-শক্তি বিনাশ করে, হয়তো পরোক্ষভাবে নতুবা প্রত্যক্ষভাবে। পরোক্ষভাবে মানে হলো—মানুষের অন্তর যখন নষ্ট হয়, সে তখন ভালোকে মন্দ আর মন্দকে ভালো মনে করতে থাকে। এজন্যেই হাদীসে এসেছে—

حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ

> *'কোনো বস্তুর প্রতি তোমার প্রেম তোমাকে অন্ধ ও বধির করে দেবে।'*[১]

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ২১৬৯৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর প্রত্যক্ষ ক্ষতি হলো, দৈহিক ক্ষতি। প্রেম ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে দুর্বল করে ফেলে। এমনকি ধ্বংসের সম্মুখীন করে দেয়। এ ধরনের অনেক গল্প প্রচলিত আছে। ইবনু আব্বাস ﷺ আরাফার ময়দানে কঙ্কালসার দেহের এক যুবককে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এর কী হয়েছে?' লোকেরা বলল, 'সে প্রেমের বিরহে জ্বলছে।' ইবনু আব্বাস এ কথা শুনে এমন নিষিদ্ধ প্রেম থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইলেন।

ইশক বা ভালোবাসার স্তর

প্রেমিক তার প্রেমের জগতের সফরে তিনটি স্তর অতিক্রম করে—১. সূচনা স্তর, ২. মধ্যবর্তী স্তর, ৩. সমাপ্তি স্তর।

সূচনা স্তরের ক্ষেত্রে আলিমগণ বলেন, যদি প্রেমিকের প্রেমাস্পদের সাথে মিলন সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অসম্ভব হয়, তাহলে তার উচিত নিজেকে দমন করা। প্রেমাস্পদের কাছে যাওয়া ছাড়া তার মন যদি আর কিছু না মানে, তাহলে বুঝতে হবে সে মধ্যবর্তী ও সমাপ্তি-স্তরে পৌঁছে গেছে। । তখন তার উচিত হবে মনের কথা মানুষের কাছে প্রকাশ না করা। কেননা এটা যেমন শিরক, তেমনি নিজের উপর অবিচারও। এক্ষেত্রে তার প্রেমাস্পদের যেমন জান-মাল-মর্যাদার ক্ষতি হবে, তেমনি মানুষ এগুলো নিয়ে বলাবলি করবে। সমাজে লোকমুখেও বিভিন্ন ধরনের উড়োকথা ছড়াবে ব্যক্তির প্রেমকে ঘিরে।

সমাজে সাধারণত যদি কারো সম্পর্কে বলা হয়, অমুক অমুকের সাথে সম্পর্ক রাখে, তাহলে কথা অসত্য হলেও, শতকরা ৯৯ জন সেটা বিশ্বাস করে নেয়।

প্রেম সম্পর্কিত সংবাদ মিথ্যা হলেও মানুষ সাধারণত বিশ্বাস করে নেয়। এই দুর্বলতারই সুযোগ নেয় সতীসাধ্বী নারীর ওপর অপবাদ আরোপকারীরা। আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ক্ষেত্রে যেমনটা হয়েছিল। সাফওয়ান ইবনু মুআত্তালের সাথে দেরিতে আসার ঠুনকো যুক্তিতে তাঁর উপর অপবাদ আরোপ করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে নির্দোষ সাব্যস্ত করেছেন।

কারো প্রতি ভালোবাসা জন্ম নিলে সেকথা মানুষের কাছে বলে বেড়ানো অন্যায়, গুনাহ। এর চেয়েও বড় অন্যায় হলো সেই ভালোবাসার মানুষের কাছে যাওয়ার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জন্য কাউকে মাধ্যম বানানো। এতে সেই প্রেমাস্পদের উপর অবিচারের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। এই অন্যায় কাজের গুনাহ সেই প্রেমিক ও মধ্যস্থ ব্যক্তি— উভয়েরই হয়। নবীজি ﷺ তো, ঘুষ প্রদানকারী ও ঘুষ গ্রহণকারী—উভয়কে লানত দেয়ার পাশাপাশি মধ্যস্থ ব্যক্তিকেও অভিসম্পাত করেছেন।

প্রেমিক যদি প্রেমাস্পদের সাথে যুক্ত হবার চেষ্টা করে, তাহলে বৈষয়িক ক্ষতির আশঙ্কাও কম নয়। হতে পারে কোনো মেয়ের সাথে সে যুক্ত হতে চায়, এতে করে সেই মেয়ের সাথে তার মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বিয়ের প্রস্তাব ফিরে যায়। প্রেমিক এ ক্ষেত্রে কখনো মেয়ের পরিবারের কাউকে হত্যা করার দিকেও এগিয়ে যায়; যা 'আকবারুল কাবায়ির' বা সবচে বড় কবীরা গুনাহ। নবীজি ﷺ মুসলিম ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিতে নিষেধ করেছেন, অন্যের দামাদামির উপর দাম বাড়াতে নিষেধ করেছেন। তাহলে যে লোক স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে অথবা পিতা ও মেয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়, তার উপর হুঁশিয়ারির কঠোরতার মাত্রা কি এখান থেকেই অনুমান করা যাচ্ছে না?

প্রেমিক অথবা মধ্যস্থতাকারী হয়তো এর মাঝে কোনো গুনাহ দেখতে পায় না। অথচ এই কাজে শুধু যে আল্লাহর হক নষ্ট হচ্ছে, তা নয়; বরং বান্দারও হক নষ্ট হয়। আর বান্দার হক নষ্ট করলে শুধু তাওবা করলে মাফ পাওয়া যায় না। দুনিয়াতে মাফ চাইতে হয়। না হলে কষ্টদাতার সব সওয়াব তার আমলনামায় চলে যাবে। আর যদি সেই প্রেমাস্পদ তার প্রতিবেশী বা আত্মীয় হয়, তাহলে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী এই অবৈধ প্রেমিক তো জান্নাতেই প্রবেশ করতে পারবে না।

আর যদি প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের নিকট পৌঁছাতে জীন বা শয়তানের সাহায্য নেয়, তাহলে কবীরা গুনাহের পাশাপাশি এটা হবে কুফর ও শিরক, যা জাহান্নামের পথে নিয়ে যাবে।

এই পথে সাহায্য-সহযোগিতা করা মানেই পাপের ক্ষেত্রে সহায়তা। প্রেমিকের প্রেমাস্পদ যদি মিলেও যায়, তাহলে পাপ ও অন্যের উপর জুলুম কমে না, বরং বাড়ে। তারা পরস্পরকে সহায়তা করে পরস্পরের মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনকে ধোঁকা ও কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে। এতে মানুষ তাদের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে।

সুন্দর চেহারার প্রতি আকর্ষণের দরুণই এসব সংকট ও পাপ জন্ম নেয়। এই প্রেম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাউকে আবার সুস্পষ্ট কুফরীর দিকেও নিয়ে যায়। আবদুল হক ﷀ রচিত আল-আকিবাহ (পরিণতি) গ্রন্থে মসজিদের এক মুয়াযযিনের ঘটনা এসেছে, সে আযান ও নামাযের সময় সর্বদা মসজিদে উপস্থিত থাকত। তার চালচলনে আল্লাহ তাআলার পূর্ণ আনুগত্য ও একনিষ্ঠ ইবাদাতের ছাপ ছিল। একদিন সে মিনারের চূড়ায় উঠল আযান দেওয়ার জন্য। মসজিদের পাশের এক খ্রিষ্টান বাড়ির মেয়ের প্রতি তার দৃষ্টি পড়ে যায়। সে খ্রিষ্টান মেয়ের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে আযান দেওয়া বাদ দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো মিনার থেকে নেমে সোজা মেয়ের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। তখন মেয়েটি তাকে জানিয়ে দেয়, 'আমার বাবা আমাকে কোনো মুসলমানের কাছে বিয়ে দেবেন না। তুমি খ্রিষ্টান হলেই আমাকে বিয়ে করতে পারবে।' মেয়ের সৌন্দর্যের ঘোরে লোকটি তখন ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হয়ে যায়। যেদিন সে ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিষ্টান হলো, সেদিনই ঘরের ছাদ থেকে পড়ে মারা যায়। এভাবে সে সারাজীবন আল্লাহ তাআলার আনুগত্যময় জীবন যাপন করেও খ্রিষ্টান অবস্থায় ইন্তেকাল করে তার সারাজীবনের সকল পুণ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল।

কথিত আছে, খ্রিষ্টানরা মুসলমান কয়েদিদের ঈমান নষ্ট করতে চাইলে সুন্দর নারীর প্রলোভন দিয়ে ধর্মান্তরিত করে।

প্রেমের ক্ষতিকর আরো দিক আছে। হয়তো প্রেমিক পুরুষ অন্য কোনো নারীর প্রেমে মত্ত হয়ে যায় অথবা কোনো নারী পরপুরুষের প্রেমে হাবুডুব খায়। তাহলে, কখনো খুনের মাধ্যমে অনেকে নিজের পূর্ব প্রেমাস্পদকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়। সুতরাং বুদ্ধিমান কোনো মানুষের উচিত না, এরকম হারাম প্রেমের সম্পর্কে জড়ানো।

অবশ্যি প্রেমের পথে উপকারী কিছু দিকও আছে। মনে প্রশান্তি আসে, মেজায ফুরফুরে থাকে। সাহসিকতা, বদান্যতা, মানবিকতার মতো ভালো গুণাবলি অর্জন করা যায়।

ইয়াহইয়া ইবনু মুয়াযকে বলা হলো, 'আপনার ছেলে তো অমুক মেয়ের প্রেমে পড়েছে।' এটা শুনে তিনি বললেন, 'আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমার ছেলেকে পুরুষের স্বভাব দান করেছেন।'

এক জ্ঞানী বলেছেন, 'প্রেম ভালো লোকদের হৃদয়ের ওষুধ।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরেকজন বলেছেন, 'প্রেম ভীরুকে সাহসী করে, বোকাকে মেধাবী বানায়, কৃপণকে করে বদান্য। শান্তকে দুষ্ট স্বভাবের বানিয়ে দেয়। আবার ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে বাদশাহর সম্মান। যার কোনো সঙ্গী নেই, প্রেম তার সঙ্গী।'

এক দার্শনিক বলেছেন, 'প্রেম আত্মাকে শোধিত করে, চরিত্র সুন্দর করে। তা প্রকাশ করা প্রাকৃতিক, কিন্তু চেপে রাখা অস্বাভাবিক।'

একজন পবিত্র প্রেম-সাধক বলেছেন, 'তুমি পবিত্র থাকো, সম্মান পাবে। এরপর প্রেম করো, মহৎ কিছু অর্জন করতে পারবে।'

এক প্রকৃত প্রেমিককে বলা হলো, 'যদি প্রেমাস্পদকে পাও তাহলে কী করবে?' সে বলল, 'তার মুখশ্রী দেখে চোখ জুড়াব। তার স্মরণ ও বচনে মন-দিল শীতল করব। বিনিময়ে জীবন দিয়ে হলেও তার সতিত্ব রক্ষা করব।'

ইসহাক ইবনু ইবরাহীম বলেছেন, 'যদি প্রেম-ভালোবাসা না থাকত, তাহলে দুনিয়ার আনন্দ-উচ্ছ্বাস সব রঙহীন ধূসর হয়ে যেত।'

আরেকজন বলেছেন, 'হৃদয়ের সুস্থতার জন্য প্রেম তেমন জরুরি, দেহের জন্য যেমন জরুরি খাদ্য।'

আবু বকর সিদ্দীক ﷺ এক তরুণীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শুনলেন, তরুণীটি কবিতা আবৃত্তি করছে, 'আমি তাকে বহু আগেই ভালোবেসে ফেলেছি। আমার হৃদয় তার দিকে ঝুঁকে আছে কচি লতার মতো।' তখন আবু বকর ﷺ তাকে বললেন, 'তুমি কি দাসী নাকি স্বাধীন?' সে বলল, 'দাসী।'

'তোমার প্রেমাস্পদ কে?'

এ প্রশ্নের জবাবে সে আমতা আমতা করছিল। আবু বকর কসম করে বললেন যে, নামটি তিনি কাউকে বলবেন না। তখন মেয়েটি বলল, 'আমি যার ভালোবাসায় মরে যাচ্ছি, সে হলো মুহাম্মদ ইবনু কাসিম।' তখন তাকে আবু বকর ﷺ কিনে আযাদ করে দিলেন এবং তাকে পাঠিয়ে দিলেন মুহাম্মদ ইবনু কাসিম ইবনি জাফর ইবনি আবি তালেবের কাছে। এবং বললেন, 'এরাই পুরুষদের ঘোরে ফেলে দেয়।'

যে প্রেম প্রেমাস্পদের সাথে অন্যায় কাজের দিকে ধাবিত করে, তা যে মন্দ, এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু জীবন আলোকিত হয়ে যায় পবিত্র প্রেমের ফোয়ারায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রকৃত বুদ্ধিমান জানে, তার প্রেম তার মাঝে ও আল্লাহ তাআলার মাঝে সম্পর্কের অবনতি ঘটাবে। এটাই ছিল আসলাফদের প্রেমের দর্শন। উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনি উতবাহ ইবনি মাসউদের প্রেম তো বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তার প্রেম নিয়ে কেউ আপত্তি করেনি। উমর ইবনু আবদিল আযিয ফাতেমা বিনতু আবদিল মালিকের এক সুশ্রী দাসীকে যে ভালোবেসে ফেলেছিলেন, তাও লেখা আছে ইতিহাসের পাতায়। আবু বকর মুহাম্মদ ইবনু দাউদ যাহেরীর মতো বড় ইমামও প্রেমে পড়েছিলেন। তার প্রেম অনেক প্রসিদ্ধ।

আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহিস সালামের অধীনে ৯৯ জন স্ত্রী ছিলেন। এরপর তিনি একজনকে ভালোবেসে ফেললেন, অতপর তার দ্বারাই পূর্ণ হলো ১০০ স্ত্রীর সংখ্যা।[১]

ইমাম যুহরী বলেন, ইসলামের প্রথম প্রেম ছিল আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র সাথে নবীজির প্রেম। মাসরুক ﵀ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র উপাধি দিয়েছেন, আল্লাহর রাসূলের প্রেমিকা।

বর্ণিত আছে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রতিদিন বোরাকে চড়ে হাজেরা আলাইহাস সালামকে দেখতে আসতেন শাম থেকে, প্রচণ্ড ভালোবাসা আর অস্থিরতার কারণে।

আবু মুহাম্মদ ইবনু হাযম বলেছেন, আয়িম্মা ও খুলাফাদের অনেকেই প্রেমে পড়েছেন। এক লোক উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে এসে বললেন, 'এক মেয়েকে দেখে তার প্রেমে পড়ে গিয়েছি।' তখন তিনি বললেন, 'তোমার মন তো তোমার হাতে নেই।'

প্রেম বিষয়ে কথা বলতে গেলে উপকারী অপকারী, বৈধ অবৈধ সম্পর্কের মাঝে

---

[১] দাউদ আলাইহিস সালাম বিয়ে-বহির্ভূতভাবে কোনো নারীর সাথে প্রেম করেছিলেন, এমন কথা একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা থেকে এসেছে। কোনো কোনো মুফাসসির নিজ নিজ তাফসীরগ্রন্থে নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র ছাড়াই এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটিতে দেখা যায়, আল্লাহর রাসূল দাউদ এক নারীর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে তার বর্তমান স্বামীকে হত্যা করে তাকে বিবাহ করেন। নাউযুবিল্লাহ! এ সমস্ত ঘটনার নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র যেমন নেই, তেমনি একজন মুমিনের জন্য তা বিশ্বাস করাও মারাত্মক ধৃষ্টতা। হাফিয ইবনু কাসীর ﵀ বলেন, এ সংক্রান্ত যত ঘটনা মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন তার অধিকাংশই ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে গৃহীত। নবীজি ﷺ সূত্রে সরাসরি এ বিষয়ে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। –তাফসীরু ইবনি কাসীর—৪/৭৬। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পড়ুন আল্লামা রাযী রচিত আত-তাফসীরুল কাবীর, সূরা সোয়াদ, আয়াত-ক্রম : ২১-২৫-এর আলোচনায়। –সম্পাদক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পার্থক্যরেখা টানা জরুরি। একচেটিয়াভাবে কোনো প্রণয় বা প্রেমের সম্পর্ককে হালাল বা হারাম বলে দেয়া এক্ষেত্রে মুশকিল।

উন্নত প্রেম

শর্তহীনভাবে মৌলিক উপকারী প্রেম হলো, হৃদয়ের ফিতরাত বা স্বভাবগত যে প্রেম, তা। আর সেটা হলো আল্লাহর প্রতি মুহাব্বাত, আল্লাহপ্রেম। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর প্রেম। এটা একটা মহান ইবাদাত। এ ক্ষেত্রে অন্যকে আল্লাহর শরীক বানানো জায়েয নেই। এই প্রেমই আসল। অন্য সকল প্রেম আপেক্ষিক ও আপতিত। এই কালিমাহর প্রতি বান্দার স্বভাবজাত প্রেম থাকা আবশ্যক। এই কালিমাহর উৎস থেকেই বান্দার জগত-সংসার যাবতীয় নিয়ামত আর ইহসানে আচ্ছাদিত হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ

> *'তোমাদের নিকট যত নিয়ামত রয়েছে, তার সবই আল্লাহ তাআলা থেকে আগত। এরপর তোমরা যখন-তখন তাঁরই নিকট অনুনয়-বিনয় করো।'*[১]

দুইটি উপলক্ষ সব প্রেমেই বিদ্যমান থাকে। সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য। আর এই দুই গুণের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ তাআলারই রয়েছে সর্বোচ্চ পরিপূর্ণতা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

> *'আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাক, তাহলে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।'*[২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

[১] সূরা নাহল, আয়াত-ক্রম : ৫৩
[২] সূরা আলে ইমরান, আয়াত-ক্রম : ৩১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

> ‘মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া তার সমকক্ষ নির্ধারণ করে থাকে। যাদেরকে তারা আল্লাহর মত ভালোবেসে থাকে। আর মুমিনরা আল্লাহকেই অধিক ভালোবেসে থাকে।’[১]

নবীজি ﷺ কসম করে বলেছেন, ‘কোনো বান্দা পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ না সে আমাকে তার পুত্র, পিতা নির্বিশেষে সকল মানুষের চেয়ে বেশি ভালোবাসবে।’

যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসার ক্ষেত্রেই এভাবে বলা হয়েছে, সেখানে আল্লাহর ভালোবাসা ও প্রেম তো বান্দার কাছে আরো অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। বান্দার প্রতি আল্লাহর সার্বক্ষণিক ইহসান ও অনুগ্রহের দাবি হলো, বান্দা মন উজাড় করে আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসবে। মানুষ মানুষকে ভালোবাসে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে। কিন্তু আল্লাহ যে মানুষকে ভালোবাসেন সে ভালোবাসা খাদহীন। মানুষের কল্যাণেই আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। এমন মহান সত্তার প্রেমকে কেবল দুর্ভাগারাই উপেক্ষা করতে পারে। দুনিয়ার সকল কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য। আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করার জন্য। বান্দার প্রার্থনার পূর্বেই আল্লাহ তাকে দিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকেন। সুতরাং মানব-অন্তর তো এমন সত্তাকেই ভালোবাসবে, জগতের সকল কল্যাণ, অকল্যাণ, সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

হাদীসে কুদসীতে আছে, রাতের শেষ-অংশে আল্লাহ প্রথম আসমানে এসে বলেন—

مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟

> ‘কে আছে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব। কে আছে আমার কাছে ইস্তিগফার করবে, আমি তাকে ক্ষমা করব।’ [২]

[১] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১৬৫

[২] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ১১৫৪; মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ৭৫৮; তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ৪৪৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিনিই একমাত্র মালিক। তাঁর কোনো শরীক নেই। সব একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে। থাকবেন শুধু চিরন্তন আল্লাহ। তিনি অক্ষয়, অনাদি, অনন্ত। তাঁকে যে ভালোবাসবে, সে তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত হবে। তাঁর সাথে যার গড়ে উঠবে প্রেম, সে তাঁর নূরের রৌশনিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

প্রেম ও প্রেমাস্পদের পূর্ণতায় প্রেমে আসে পূর্ণ স্বাদ

এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝে নেয়া অত্যন্ত জরুরি। মানুষের হৃদয় আনন্দের পূর্ণতায় পৌঁছায় দুটি বিষয়ের মাধ্যমে।

১. প্রেমাস্পদ-সত্তার সৌন্দর্যের পূর্ণতা অনুভব করলে।

২. এরপর সবকিছু উজাড় করে প্রেমাস্পদকে ভালোবাসতে পারলে।

সুতরাং মানুষের জন্য উচিত ভালোবাসার সর্বোচ্চ পরিতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করা। আল্লাহ তাআলার প্রতি তার প্রেম ও ভালোবাসার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। আর এ ভালোবাসা এমন নয় যে, এটা হারালে শুধু পার্থিব পুলক থেকে বঞ্চিত থাকবে; বরং আখিরাতের সম্মান-মর্যাদাও তাকে খোয়াতে হবে। সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেম থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে একসময় এর জন্য অনেক বেশি আফসোস ও হতাশা নেমে আসবে বান্দার জীবনে, যার কোনো সীমা-পরিসীমা থাকবে না। যার কোনো ক্ষতিপূরণ থাকবে না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

> *'বরং তোমরা পার্থিব জীবনকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাক। অথচ আখিরাতই উত্তম ও চিরন্তন।'*[১]

মহান আল্লাহর প্রতি প্রেম, ভালোবাসা আর আনুগত্যের প্রকৃত সুখ লাভ করেই ফিরআউনের যাদুকররা ঈমান এনে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ফিরআউনের হুমকি ও শাস্তির হুঁশিয়ারিকে বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন করে বলে উঠেছে—

---

[১] সূরা আলা, আয়াত-ক্রম : ১৬, ১৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

> 'সুতরাং তোমার যা ফায়সালা করার, করে ফেলো। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জগতেই ফায়সালা করতে পারবে। আমরা তো ঈমান এনেছি আমাদের মহান প্রতিপালকের প্রতি। তিনি আমাদের গুনাহসমূহ মার্জনা করে দেবেন এবং ক্ষমা করে দেবেন যেই যাদুর চর্চা করতে তুমি আমাদেরকে বাধ্য করেছ সেই গর্হিত অপরাধকে। আর আল্লাহ তাআলাই হলেন সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী।'[১]

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যেন আখিরাতের অনন্ত নিয়ামত আস্বাদন করাতে পারেন। যেন দান করতে পারেন জান্নাতের অভাবনীয় আনন্দ। এ মর্মেই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

يَاقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ - يَاقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ

> 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে অনুসরণ করো, আমি তোমাদের হিদায়াতের পথ দেখাব। হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো শুধু ভোগের উপকরণ। আর আখিরাতই অনন্ত বসবাসের স্থল।'[২]

পরকালে আল্লাহকে দেখা প্রসঙ্গে

প্রেমিক যদি আসল প্রেমকে এভাবে বুঝতে পারে যে, প্রকৃত প্রেম আল্লাহ তাআলাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়, তাহলে তার মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগবে আল্লাহ তাআলার পবিত্র চেহারা দর্শনের, তার কণ্ঠস্বর শোনার, তার কাছে যাবার। এটাই স্বাভাবিক। সহীহ মুসলিমে আছে—

[১] সূরা ত্বহা, আয়াত-ক্রম : ৭২, ৭৩
[২] সূরা গাফির, আয়াত-ক্রম : ৩৮, ৩৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

فَوَاللهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ

> *'আল্লাহর কসম! কিয়ামতের দিন তাদের জন্য সবচেয়ে বড় ও কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার হবে, আল্লাহকে দিব্যচোখে দর্শন করা।'*[১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে—

إِنَّهُ إِذَا تَجَلَّى لَهُمْ وَرَأَوْهُ؛ نَسُوا مَا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ

> *'যখন আল্লাহ তাআলার পবিত্র চেহারা তাদের সামনে উদ্ভাসিত হবে আর তারা সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত অবলোকন করবে, তখন তারা খুশিতে আত্মহারা হয়ে আখিরাতের যাবতীয় নিয়ামতের কথা বেমালুম ভুলে যাবে।'*[২]

আম্মার ইবনু ইয়াসির ﵁ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআর একটি অংশ বর্ণনা করেন। সেই দুআতে নবীজি প্রার্থনা করেছেন—

وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ

> *'আল্লাহ! আমি আপনার সম্মানিত চেহারা দর্শনের স্বাদ আস্বাদন করতে চাই, আপনার সাক্ষাৎস্পৃহার মোহ প্রার্থনা করি।'*[৩]

দুনিয়ার সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হলো, আল্লাহর পরিচয় লাভ ও তাঁকে ভালোবাসা। আর আখিরাতে সবচেয়ে সুখের বিষয় হবে, আল্লাহকে দিব্যচোখে প্রত্যক্ষ করা। এক আল্লাহ-প্রেমিক একবার বলেছিলেন, যদি রাজা-বাদশাহ ও সুলতানেরা জানত, আমরা কী সুখের মধ্যে আছি, তাহলে তরবারি দিয়ে লড়াই করে আমাদের সুখ ছিনিয়ে নিতে চাইত।'

আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভের মুহূর্ত হবে মুমিন বান্দাদের জন্য সর্বোচ্চ আনন্দঘন মুহূর্ত। মহান রবের যে কুরআন তারা জীবনভর তিলাওয়াত করেছে,

---

[১] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ১৮১

[২] সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস-ক্রম : ১৮৪; শুআইব আরনাউতের মতে, হাদীসটির সনদ দুর্বল। -আল আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ৫/১৬৮

[৩] নাসায়ী, হাদীস-ক্রম : ১৩০৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিয়ামত-দিবসের পবিত্রতম আনন্দঘন মিলনমেলায় মহান রবের কণ্ঠে সে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত হবে। মানুষ রবের তিলাওয়াত শুনে মোহগ্রস্ত হয়ে যাবে। কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণের ঘোরের মাঝে তারা অবর্ণনীয় সুখ আর আনন্দ অনুভব করবে। তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভাববে—এই কুরআন কি আমরা জীবনে কোনোদিন শুনেছি! হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

كَأَنَّ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يَسْمَعُوا الْقُرْآنَ، إِذَا سَمِعُوهُ مِنَ الرَّحْمَنِ فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا قَبْلَ ذَلِكَ

> *'কিয়ামত-দিবসে মানুষের অবস্থা এমন হবে যে, তারা যেন কখনোই কুরআনের তিলাওয়াত শোনেনি। যখন তারা মহান রহমানের পবিত্র কণ্ঠে কুরআনের তিলাওয়াত শুনবে, তখন তাদের মনে হবে, এই মোহনীয় সুর, এই তিলওয়াত তারা কোনোদিন শোনেইনি।'* [১]

প্রেম হলো রূহের খোরাক, হৃদয়ের প্রাণ, আত্মার অমৃতজল। এই প্রেম হারালে কত না দুঃখ! সেই দুঃখের তীব্রতা বুঝতে পারবে না যে হারিয়েছে দেখার চোখ, শ্রবণের কান অথবা মুখের বাক। এর চেয়েও বড় কষ্ট আল্লাহর প্রেম হারানো।

দুনিয়ার এই সর্বোচ্চ পুলক ও আনন্দ আখিরাতের সর্বোচ্চ আনন্দ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

দুনিয়ার সুখ তিন প্রকার।

১. ওই সুখ, যা মানুষকে আখিরাতের সুখ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এই সুখ কোনো বৃথা আনন্দ নয়। এর প্রতিদান মানুষকে পরকালে দেওয়া হয়। এটা হলো আল্লাহর সাথে একজন মুমিন বান্দার প্রেম।

২. যে সুখ মানুষকে আখিরাতের সুখ থেকে বঞ্চিত করে। তারা সুখ পায় আল্লাহ ছাড়া কোনো মূর্তি বা অন্যকিছুতে। তাদের জন্য আখিরাতে আছে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

৩. স্বাভাবিক বৈধ সুখ। এর জন্য পরকালে তার জন্য কোনো শাস্তিও

[১] হাদীসটির সনদ যঈফ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নেই, পুরস্কারও নেই। এই সুখের জীবন খুবই স্বল্প। এই সুখের কথাই নবীজি ﷺ বলেছেন হাদীসে—

كُلُّ لَهْوٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ فَهُوَ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ

> *'মানুষের সকল আনন্দই মিছে, তবে তির নিক্ষেপ, ঘোড়া-প্রতিযোগিতা ও স্ত্রীর সাথে খুনসুটি ছাড়া। এগুলো কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।'*[১]

প্রশংসিত প্রেম

আল্লাহ ও রাসূলের প্রেমের কথা তো পূর্বেই গত হয়েছে। এই প্রেমের ঘোর ব্যতীত একজন মানুষ পরিপূর্ণ মুমিনই হতে পারে না। এরপরে আছে পবিত্র কুরআনের প্রেম। কুরআন তিলাওয়াত করা, শ্রবণ করা, এর উপর আমল করা পবিত্র কুরআনের প্রতি প্রেমের প্রকাশক্ষেত্র। এই প্রেম মুখের ঔজ্জ্বল্য বাড়ায়। বক্ষ প্রশস্ত করে। হৃদয় জাগ্রত করে।

এ ছাড়াও এ প্রকারের প্রেমের মধ্যে আছে দুই বন্ধুর মাঝে ভালোবাসা। এই ভালোবাসা মনকে হালকা করে, কৃপণকে দানশীল বানায়, ভীরুকে সাহসী করে, নির্বোধকে করে তোলে মেধাবী।

দাম্পত্য-জীবনের প্রেম

দাম্পত্য-জীবনে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেমে তিরস্কারের তো কিছু নেইই, বরং এই প্রেম না থাকলে দাম্পত্য-জীবন অপূর্ণ থেকে যায়। এটি বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ। এ মর্মে তিনি পবিত্র কুরআনে বলেছেন—

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

[১] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ১৬৩৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> 'তাঁর (আল্লাহর) একটি নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের স্ত্রী-পরিজন। যেন তোমরা তার কাছে গিয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পার। এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিশ্চয় তাতে নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা করে।'[১]

জাবির ﵁ সূত্রে বর্ণিত, নবীজি ﷺ একবার এক নারীকে দেখলেন। তৎক্ষণাৎ যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে গিয়ে আপন প্রয়োজন পূরণ করলেন এবং বললেন—

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

> 'কখনো শয়তানের অবয়বে নারী সামনে আসে। শয়তানের অবয়বে ফিরে যায়। কোনো নারীকে দেখে যদি ভালো লেগে যায়, তাহলে স্ত্রীর কাছে যাও। এটা মনের ধোঁকা দূর করে দেবে।'[২]

উল্লিখিত হাদীস থেকে মানব জাতির জন্য অনেক কিছু শেখার আছে।

প্রথমত, নবীজি ﷺ এ হাদীসে মানুষকে হারামভাবে-কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের বিকল্পে সমপর্যায়ের হালাল জিনিস গ্রহণের মাধ্যমে সান্ত্বনা লাভ করার পথ দেখিয়েছেন। এক খাবারের স্থলে অন্য খাবার, বা এক পোষাকের বিকল্পে অন্য পোষাক গ্রহণ করে বান্দা যেমন তার সাধ্যের মাঝে চাহিদাকে পূরণ করে, তেমনি অন্য নারীর প্রতি মুগ্ধতার চাহিদা নিজ স্ত্রীর দ্বারাও পূরণ করা যায়।

দ্বিতীয়ত, কোনো হারাম নারীর কারণে যদি পুরুষের মাঝে কামভাব জাগ্রত হয়, তাহলে সেই কামভাব পূরণের চিকিৎসার জন্য ওষুধ বাতলে দেয়া হয়েছে উক্ত হাদীসে। নিজ স্ত্রীর একান্ত সান্নিধ্য ও সহবাসের দ্বারা মানুষ তার কামভাব পূরণ

---

[১] সূরা রূম, আয়াত-ক্রম : ২১
[২] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ১১৫৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করে নিজেকে গুনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে। এজন্যই পরস্পরের প্রতি আসক্ত প্রেমিক-প্রেমিকাকে শরীয়ত বিয়ের প্রতি আগ্রহী করেছে—

لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنَ مِثْلُ النِّكَاحِ

> *'পরস্পরের প্রতি আসক্ত দুই প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য বিয়ের চেয়ে উত্তম কোনো পথ নেই।'* [১]

কেউ যদি কাউকে ভালোবেসে ফেলে, তাহলে তার শরীয়তসম্মত সর্বোত্তম ওষুধ হলো তাকে বিয়ে করে ফেলা। দাউদ আলাইহিস সালাম এই ওষুধই গ্রহণ করেছিলেন।[২]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

> *'দুনিয়ার দুইটি জিনিস আমি ভালোবাসি। নারী ও সুগন্ধি। আর নামাযে আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে।'* [৩]

ইমাম আহমাদ তাঁর বিখ্যাত কিতাব আয-যুহদে উপরোক্ত হাদীসের আরেকটু অংশ উল্লেখ করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

---

[১] ইবনু মাজাহ, হাদীস-ক্রম : ১৮৪৭

[২] দাউদ আলাইহিস সালাম বিয়ে-বহির্ভূতভাবে কোনো নারীর সাথে প্রেম করেছিলেন, এমন কথা একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা থেকে এসেছে। কোনো কোনো মুফাসসির নিজ নিজ তাফসীরগ্রন্থে নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র ছাড়াই এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটিতে দেখা যায়, আল্লাহর রাসূল দাউদ এক নারীর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে তার বর্তমান স্বামীকে হত্যা করে তাকে বিবাহ করেন। নাউযুবিল্লাহ! এ সমস্ত ঘটনার নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র যেমন নেই, তেমনি একজন মুমিনের জন্য তা বিশ্বাস করাও মারাত্মক ধৃষ্টতা। হাফিয ইবনু কাসীর ﷺ বলেন, এ সংক্রান্ত যত ঘটনা মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন তার অধিকাংশই ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে গৃহীত। নবীজি ﷺ সূত্রে সরাসরি এ বিষয়ে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। —তাফসীরু ইবনি কাসীর—৪/৭৬। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পড়ুন আল্লামা রাযী রচিত আত-তাফসীরুল কাবীর, সূরা সোয়াদ, আয়াত-ক্রম : ২১-২৫-এর আলোচনায়। –সম্পাদক

[৩] নাসায়ী, হাদীস-ক্রম : ৩৯৩৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

أَصْبِرُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَلَا أَصْبِرُ عَنْهُنَّ

> *'আমি খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরতে পারি, কিন্তু স্ত্রীদের ব্যাপারে না।'*[১]

উম্মাহাতুল মুমিনীন নবীপত্নীদের প্রতি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রীতি ও ভালোবাসা দেখে মদীনার ইহুদীরা হিংসার অনলে জ্বলতে থাকত। আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে আয়াত নাযিল করেন—

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا

> *'নাকি আল্লাহ তাআলা লোকদেরকে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, সে ব্যাপারে তারা তাদেরকে হিংসা করে? আর অবশ্যই আমি ইবরাহীমের বংশধরে দান করেছি আমার কিতাব ও প্রজ্ঞাজ্ঞান। এবং দান করেছি এক বিশাল রাজত্ব।'*[২]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'দুনিয়াতে কে আপনার সবচেয়ে প্রিয়?' নবীজি বললেন, 'আয়েশা।'[৩]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দিলেন, 'খাদীজার ভালোবাসা আমার অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়েছে।'[৪]

আব্বাস ﵁ বলেন, 'অধিক স্ত্রীর অধিকারী ব্যক্তি হলো এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।'

বারীরাহ ﵂ দাসী ছিলেন। দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি এক গোলামের বিবাহ-বন্ধনে থাকতে অস্বীকৃতি জানালে গোলামটি বারীরাহর বিচ্ছেদ সইতে না পেরে

---

[১] হাদীসের কোনো কিতাবে এই অংশটি পাওয়া যায় না। ইবনুল কাইয়িম কিতাবুয যুহদের উদ্ধৃতি দিলেও কিতাবুয যুহদের বেশ কিছু পাণ্ডুলিপিতে এই অংশটি নেই। ইমাম সুয়ূতী বলেন, কিতাবুয যুহদের মূল পাণ্ডুলিপি বেশ কয়েকবার ঘেঁটেও হাদীসটি আমি পাইনি। শুধু কিতাবুয যুহদের সংযোজিত অংশে হাদীসটি পাওয়া যায়। -ফায়যুল কাদীর—৩/৩৭০

[২] সূরা নিসা, আয়াত-ক্রম : ৫৪

[৩] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ৩৮৯০

[৪] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ২৪৩৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বারীরাহকে তার ব্যাপারে সুপারিশ করতে দরখাস্ত করলেন। নবীজি স্ত্রীর প্রেমাসক্তির এই আধিক্য দেখে আশ্চর্য প্রকাশ করেন এবং বারীরাহর নিকট তাঁর জন্য সুপারিশ করেন।[১]

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এই প্রেম ও ভালোবাসা-নিবেদন পূর্ণ মনুষ্যত্বেরই বহিঃপ্রকাশ।

নারী-প্রেমের প্রকার

১. আপন স্ত্রী ও দাসীর প্রেম। এটি প্রসংশিত। এর মাধ্যমে গুনাহ থেকে বাঁচা যায়। শরীয়ত মানবজীবনের জন্য যে মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বৈবাহিক জীবনের ব্যবস্থা রেখেছে, তা পূরণ হয়। চোখ ও মনের সর্বোত্তম ব্যবহার হয় এই প্রেমের কারণে। হারাম জায়গা থেকে মন ও চোখকে ফিরিয়ে রাখা যায়।

২. বৈধ প্রেম। তা হলো, অনিচ্ছাকৃতভাবে , কোনো সুন্দরী নারীকে হঠাৎ দেখে অথবা তার বর্ণনা শুনে মনে প্রেমভাব জাগ্রত হওয়া। এ প্রেম থেকে মনকে শীঘ্রই দূরে সরিয়ে নিতে হবে। এ প্রেমকে প্রকাশ না করে দ্রুততম সময়ে তা থেকে পবিত্র হতে হবে।

৩. জঘন্য প্রেম। আদতে এটা নারী-প্রেম নয়। সুশ্রী বালক-প্রেম। সমকামের আসক্তি। এই নিকৃষ্ট স্বভাব আল্লাহর গযব ডেকে আনে। এই প্রেম লূত আলাইহিস সালামের জাতিকে আল্লাহর আযাবের লক্ষ্যবস্তু করেছে। দুআ, যিকির এবং অন্যান্য নেক আমলের মাধ্যমে এই প্রেমকে ভুলে থাকতে হবে। এর করুণ পরিণতির বিষয়ে চিন্তা করতে হবে।

প্রেমকে কেন্দ্র করে মানুষের প্রকারভেদ

এক্ষেত্রে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত।

১. কেউ কেউ আছে, নিছক সৌন্দর্যকে ভালোবাসে। পৃথিবীর পথে ঘাটে উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় তাদের হৃদয়। প্রত্যেক সৌন্দর্যই তাদের লক্ষ্যবস্তু। এটা কচু-পাতার উপর টলটল পানির মতো সাময়িক প্রেম।

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৫২৮৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২. কেউ কেউ আছে, নির্দিষ্ট নারীকে ভালোবাসে। কিন্তু মিলনের আশা করে না।

৩. কেউ আছে, মিলনের আশা ছাড়া কাউকে ভালোবাসে না। প্রেমের চূড়ান্ত পরিণতিতে সে পৌঁছাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে। সারাজীবন সে তার প্রেমাস্পদের সাথে সুখে-দুঃখে কাটিয়ে দিতে চায়। এই প্রেমাসক্তি সবচেয়ে শক্তিশালী। বান্দার এই প্রেম যদি হারাম থেকে মুক্ত হয়, হালাল পথে সামনের দিকে এগিয়ে যায়, তবে এর সুফল সে দুনিয়া ও আখিরাতে ভোগ করে। এই প্রেমের সৌভাগ্য তাকে দুনিয়াতেই স্বর্গীয় সুখানুভূতি দান করে।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে তাওফীক কামনা করি—আমরা যেন সে সকল মুমিনের মতো হতে পারি, যাঁরা নিজেদের ভালোবাসাকে অর্পণ করতে অন্য সব কিছুর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে। আর মহান রবের পক্ষ থেকে অর্জন করেছেন চিরায়ত সম্মান ও সন্তুষ্টি। আমীন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল-জাওয়াবুল কাফী তাযকিয়াতুন নফস বা আত্মশুদ্ধি বিষয়ে রচিত অতুলনীয় এক গ্রন্থ। অন্তরের ব্যাধিতে দিশেহারা এক ব্যক্তির একটি মাত্র প্রশ্নের জবাবে হিজরি ৭০০ শতাব্দীর যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. আত্মশুদ্ধির খনি রেখেছেন এ গ্রন্থে। রূহের খোরাক তারই অনূদিত রূপ।

ভারত উপমহাদেশসহ বাংলা ভূখণ্ডের বরেণ্য সব বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক মনীষীর বিভিন্ন নসীহতে, আলোচনায়, বয়ানে—এমনকি আত্মশুদ্ধিমূলক নানা বইয়ে আছে এ গ্রন্থের উদ্ধৃতি। অন্তরের রোগে পেরেশান অসংখ্য মানুষ এ গ্রন্থ থেকে আত্মশুদ্ধির খোরাক নিয়ে হিদায়াতের পথে হেঁটেছেন, পেয়েছেন মুক্তির দিশা। এতে বিবৃত আত্মার রোগের ব্যবস্থাপত্র শত শত বছর ধরে যাঁরাই পাঠ করেছেন, নিজের পাপ-পুণ্যের হিসাব মেলাতে গিয়ে অঝোর নয়নে ভিজিয়েছেন রাতের জায়নামায।

আত্মশুদ্ধি বিষয়ক গ্রন্থগুলোর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—যে কোনো আলোচনা হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা, যা মানুষকে গুনাহ ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি সওয়াব অর্জনেও করবে উদগ্রীব। বৈশিষ্ট্যটি এ গ্রন্থে পরিপূর্ণরূপে উপস্থিত। প্রায় হাজার বছর অতিক্রান্ত হলেও এর আবেদন ও প্রয়োজনীয়তা এতটুকুও ম্লান হয়নি। আজও কোনো মুমিনের অন্তর গুনাহের খরতাপে রুক্ষ-তৃষিত হলে এ গ্রন্থ এক পশলা বৃষ্টির মতো তার হৃদয়কে শীতল করে দেয়।

মাকতাবাতুল আসলাফ
দোকান নং : ৪০, প্রথম তলা
ইসলামি টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৭৩০৬৬০৪৭৪
ISBN
Cover: Abul Fatah I 01914783567

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner